সূচিপত্র

অধ্যায়	বিবরণ	পৃষ্ঠাসংখ্যা
১	সূচনা	৬
২	ভোটগ্রহণকারী দল গঠন ও প্রশিক্ষণ	১২
৩	ভোটযন্ত্র ও ভোটগ্রহণ-সামগ্রী সংগ্রহ	১৪
৪	সচিত্র নির্বাচক তালিকা	১৯
৫	বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রগুলির যদৃচ্ছকরণ (মিশিয়ে ফেলা)	২০
৬	ভোটগ্রহণ কেন্দ্র স্থাপন	২৯
৭	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা	৩৩
৮	পোলিং অফিসারদের দায়িত্ব অর্পণ	৩৬
৮ক	ভোটকেন্দ্রে সহযোগী আধিকারিকগণ	৪০
৯	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ও বসার ব্যবস্থা	৪৩
১০	ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার আগে ভোটযন্ত্রের প্রস্তুতি	৪৯
১১	নিয়ন্ত্রণ (কন্ট্রোল) ইউনিটের প্রস্তুতি	৫২
১২	মহড়া ভোটগ্রহণ পরিচালনা	৫৪
১৩	নিয়ন্ত্রণ ইউনিটে সবুজ কাগজের সিল লাগানো	৫৮
১৪	নিয়ন্ত্রণ ইউনিট বন্ধ ও সিল করা	৬০
১৫	ভোটগ্রহণের সূচনা	৭৫
১৬	অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের রক্ষাকবচ	৭৭
১৭	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের মধ্যে ও তার চারপাশে নির্বাচনী আইন বলবৎকরণ	৭৮
১৮	নির্বাচকের পরিচিতি যাচাই এবং চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে অনুসৃত কার্যপদ্ধতি	৮০
১৯	ভোটদানের অনুমতি দেওয়ার আগে নির্বাচকের স্বাক্ষর / টিপসই গ্রহণ ও অমোচনীয় কালি প্রয়োগ	৮৫
২০	ভোটগ্রহণ ও ভোটগ্রহণের প্রণালী	৮৮
২১	নির্বাচকদের ভোটপ্রদানে গোপনীয়তা রক্ষা	৯১
২২	অন্ধ বা অশক্ত ভোটদাতাদের ভোটদান	৯২
২৩	যে সমস্ত ভোটদাতা ভোটদানে অস্বীকৃত হবেন	৯৩
২৪	নির্বাচন কার্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীদের ভোটদান	৯৪
২৫	ডাক ভোটপত্র প্রেরণ	৯৫
২৬	প্রতিনিধি মারফত ভোটদান	৯৯
২৭	টেন্ডার ভোট	১০০
২৮	দাঙ্গা, বুথ দখল ইত্যাদি কারণে ভোটগ্রহণ মুলতুবি / বন্ধ	১০১

অধ্যায়	বিবরণ	পৃষ্ঠাসংখ্যা
২৯	ভোটগ্রহণের শেষ পর্যায়	১০৪
৩০	গৃহীত ভোটের হিসাব	১০৬
৩১	ভোটগ্রহণের শেষে ভোটযন্ত্র সিল করা	১০৭
৩২	নির্বাচনী কাগজপত্র সিল করা	১০৮
৩৩	ডায়েরি প্রস্তুত করা এবং সংগ্রহকেন্দ্রে ভোটযন্ত্র ও নির্বাচনী কাগজপত্র জমা দেওয়া	১১০
৩৪	প্রিসাইডিং অফিসার / পোলিং অফিসারদের জন্য সংক্ষিপ্ত নির্দেশাবলি	১১২
অনুবন্ধ ১	১৯৫০ এবং ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন থেকে উদ্ধৃত অংশ	১১৮
অনুবন্ধ ২	১৭ক, ১৭খ, ১৭গ নিদর্শ সমেত ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা নিয়মাবলি থেকে উদ্ধৃত অংশ এবং আইন, বিচার ও কোম্পানি বিষয়ক মন্ত্রকের প্রজ্ঞাপন	১২৭
অনুবন্ধ ৩	বিভিন্ন পর্যায়ে প্রিসাইডিং অফিসার যে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করবেন তার রূপরেখা	১৪০
অনুবন্ধ ৪	প্রিসাইডিং অফিসারদের জন্য চেক মেমো	১৪৫
অনুবন্ধ ৫	যে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র ব্যবহৃত হবে, সেই কেন্দ্রের জন্য নির্বাচন সামগ্রীর তালিকা	১৪৭
অনুবন্ধ ৬	বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রের সাহায্যে ভোটগ্রহণের জন্য আদর্শ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নকশা (একক নির্বাচন)	১৫২
অনুবন্ধ ৭	প্রিসাইডিং অফিসারের ঘোষণা	১৫৩
অনুবন্ধ ৮	চ্যালেঞ্জ ফি-র রসিদ	১৫৭
অনুবন্ধ ৯	থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট অভিযোগপত্র	১৫৮
অনুবন্ধ ১০	নির্বাচকের বয়স সম্পর্কিত ঘোষণাপত্রের নিদর্শ	১৬০
অনুবন্ধ ১১	বয়স সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র নেওয়া হয়েছে এমন নির্বাচকদের নামের তালিকা	১৬১
অনুবন্ধ ১২	অন্ধ বা অশক্ত নির্বাচকের সঙ্গীর ঘোষণা	১৬২
অনুবন্ধ ১৩	গৃহীত ভোটের হিসাব	১৬৩
অনুবন্ধ ১৪	প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরি	১৬৫
অনুবন্ধ ১৫	পর্যবেক্ষকের কাছে প্রদেয় প্রতিবেদন (১৬দফা প্রতিবেদনের জন্য নিদর্শ)	১৬৮
অনুবন্ধ ১৫ক	পোলিং এজেন্ট/রিলিভিং এজেন্টদের বুথে আসা যাওয়ার তথ্য লিপিবদ্ধকরণ শিট্	১৬৯
অনুবন্ধ ১৫খ	পরিদর্শন শিট্	১৭০
অনুবন্ধ ১৬	রেফারাল ইমেজ শিটের নমুনা	১৭১
অনুবন্ধ ১৭	মহড়া ভোটের শংসাপত্র	১৭৪
অনুবন্ধ ১৮	সচিত্র নির্বাচক তালিকার নমুনা	১৭৫
অনুবন্ধ ১৯	স্লিপের নমুনা	১৮১
অনুবন্ধ ২০	ভিভিপ্যাট ব্যবহৃত ভোটদান কেন্দ্রে ভোটারের ঘোষণাপত্র	১৮২

ভোটগ্রহণ সম্পর্কিত কর্তব্যের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

প্রশিক্ষণ চলাকালীন	• আইনসমূহ, বিধানাবলি এবং ভারতের নির্বাচন কমিশনের সাম্প্রতিক নির্দেশগুলি সম্পর্কে সম্যকভাবে ওয়াকিবহাল হওয়া। • ই ভি এম/ভিভিপ্যাট কিভাবে কাজ করে তা ভালোভাবে বুঝে নেওয়া। • পোস্টাল ব্যালটে ভোটদান। • নানাবিধ বিধিবদ্ধ ও অ-বিধিবদ্ধ নিদর্শগুলি কিভাবে পূরণ করতে হবে।
বণ্টন কেন্দ্রে	• তালিকা অনুযায়ী ভোটগ্রহণের উপকরণসমূহ এবং ইভিএম/ভিভিপ্যাট যন্ত্র গ্রহণ করা। • যেসব উপকরণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঃ টেন্ডার ব্যালট পেপার, ব্রেইল ব্যালট, ভোটারদের নিবন্ধ বহি (নিদর্শ ১৭ক) নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপি, ১৭খ নিদর্শ, প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরি, ট্যাগ সীল, এ এস ডি, সি এস ভি তালিকাসমূহ।
ভোটগ্রহণের আগে	• ভোটগ্রহণ কক্ষ স্থাপন। • ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট-এ মহড়া ভোট সম্পন্ন করা। • মহড়া ভোট চলার সময়ে ইভিএম-এর ফলাফলের সাথে ভিভিপ্যাট চিরকুটের সংখ্যা মিলিয়ে নেওয়া। • ইভিএম/ভিভিপ্যাট-এ সংগঠিত মহড়া ভোটের ফলাফল মুছে ফেলা। • ভিভিপ্যাট চিরকুটগুলির পিছনে স্ট্যাম্প মেরে কালো খামে ভরে সিল করা। • ইভিএম/ভিভিপ্যাট যন্ত্রগুলিকে সিল করা।
ভোট চলাকালীন	• ভোটের গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়ে প্রার্থীসমূহ/পোলিং এজেন্টদের সংক্ষেপে বোঝানো। • ভোট শুরুর ঘোষণাপত্র উচ্চস্বরে পড়ে শোনানো এবং প্রার্থী/পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর নেওয়া। • ১৭ক নিদর্শে ভোটারদের বিবরণ নথিভুক্ত করা, ইভিএম/ভিভিপ্যাট যন্ত্রের যথাযথ পরিচালনা। • ১৭ক নিদর্শের সাথে মোট ভোট মাঝে মাঝে বা নির্দিষ্ট সময় অন্তর মিলিয়ে নেওয়া এবং রিটার্নিং অফিসারকে ভোটগ্রহণের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা। • প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরিতে সমস্ত ঘটনা নথিভুক্ত করা।
ভোটগ্রহণের শেষ পর্যায়ে	• ভোটগ্রহণ শেষ হয়ে আসছে এমন সময়ে লাইনে বা সারিতে দাঁড়ানো ভোটারদের নম্বর দেওয়া চিরকুট প্রদান। • সারিতে দাঁড়ানো সমস্ত ভোটারদের ভোট দেওয়া হয়ে গেলে ক্লোজ বোতামটিতে চাপ দেওয়া। • নির্দিষ্ট বাক্সে ইভিএম/ভি ভি প্যাট যন্ত্রটিকে সিল করা। • বিধিবদ্ধ ও অবিধিবদ্ধ নিদর্শগুলিকে সিল করা। • ১৭খ নিদর্শের ১নং অংশে সমস্ত পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর নেওয়া এবং ঐ নিদর্শের প্রত্যয়িত প্রতিলিপি সমস্ত পোলিং এজেন্টদের দেওয়া। • সমস্ত নির্বাচনী উপকরণ নিয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ যাত্রা শুরু এবং প্রাপ্তি কেন্দ্রে সবকিছু জমা দেওয়া।

মহড়া ভোট পরিচালনা

ভোটগ্রহণ কেন্দ্র সাজানো	• প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার ও পোলিং এজেন্টদের বসার ব্যবস্থা। • ভোটদানের সময় গোপনীয়তা যাতে লঙ্ঘিত না হয়। কেউ যেন ভোটদান কক্ষের ভেতরে কি হচ্ছে তা দেখতে না পান।
ভোটদানের কক্ষ	• কক্ষের উপর থেকে সরাসরি আলো যেন না পড়ে। • জানালা দিয়ে সরাসরি যেন আলো প্রবেশ না করে। • ব্যালটিং ইউনিটটিকে ভালো করে দেখার জন্য পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকবে। • ভোটদানের সময় গোপনীয়তা যাতে লঙ্ঘিত না হয়, জানালা দিয়ে ভোটদান কক্ষের ভিতর যেন দেখা না যায়।
ই ভি এম/ভিভিপ্যাট বসানো	• ভোটদান কক্ষের ভেতরে ব্যালট ইউনিট ও ভিভিপ্যাট থাকবে। প্রথম ব্যালট ইউনিটের বাঁদিকে ভিভিপ্যাট বসাতে হবে। • সংযোগকারী তার বা কেবলগুলি যেন ভালোভাবে দেখা যায়, তবে সেইগুলি যেন ভোটদাতাদের হাত বা পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে না যায়। • তৃতীয় পোলিং অফিসারের কাছে কন্ট্রোল ইউনিটটি থাকবে আর চতুর্থ পোলিং অফিসারের কাছে ভি এস ডি ইউ থাকবে (এম২ ভিভিপ্যাটের ক্ষেত্রে)। • পিন ও কালার কোড দিয়ে সংযোজক তারগুলিকে যুক্ত করতে হবে।
মহড়া ভোট	• কন্ট্রোল ইউনিটের উপর 'ক্লিয়ার' বোতামটি টিপুন। এই বোতাম টিপলে সব প্রার্থীর পাশে ০০ লেখাটি ফুটে উঠবে। • ভিভিপ্যাটের খালি ড্রপবক্সটি প্রদর্শন করুন। • ভোটদান কক্ষে একজন পোলিং অফিসার এবং একজন পোলিং এজেন্ট উপস্থিত থাকবেন। • প্রতিটি অনাবৃত বোতামের জন্য অন্ততপক্ষে তিনটি করে সব মিলিয়ে অন্তত ৫০টি ভোট পড়া চাই। • প্রথমে 'ক্লোজ' এবং তারপরে 'রেজাল্ট' বোতাম টিপুন। • ভিভিপ্যাটে রাখার চিরকুট খোপটিকে খালি করুন। • কন্ট্রোল ইউনিটের ফলাফল এবং ভিভিপ্যাটের চিরকুটগুলি মিলিয়ে নিন। • কন্ট্রোল ইউনিটের 'ক্লিয়ার' বোতামটি টিপুন। • মহড়া ভোট শংসাপত্রে সই করুন।
যন্ত্রগুলিকে সিল করা	• কন্ট্রোল ইউনিটটিকে সবুজ কাগজের সিল দিয়ে সিল করুন। সবুজ কাগজের সিলের ওপর প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং এজেন্টদের সই করতে হবে। • কাগজের সিলগুলির সঠিক হিসেব রাখুন। • কন্ট্রোল ইউনিটের ভেতরের কভারটিকে বিশেষ ট্যাপ দিয়ে সিল করুন। • ঠিকানা লেখা ট্যাপ দিয়ে কন্ট্রোল ইউনিটের বাইরের কভারটি সিল করুন। • কন্ট্রোল ইউনিটের বাইরের কভারের জন্য স্ট্রিপ সিল ব্যবহার করতে হবে। • ভিভিপ্যাটের চিরকুট রাখার ড্রপবাক্সটিকে ঠিকানা লেখা ট্যাগ দিয়ে সিল করুন।

মহড়া ভোট

1. কন্ট্রোল ইউনিটে ‘ক্লিয়ার’ বোতামে চাপ দিন
2. সকল প্রার্থীর ক্ষেত্রেই ডিসপ্লে-এর স্থানে ‘O’ দৃশ্যমান হবে
3. ভি ভি প্যাটের খালি ড্রপ বক্স দেখান
4. ভোটদান কক্ষে একজন পোলিং অফিসার এবং সব পোলিং এজেন্টদের থাকতে হবে
5. যে কোনো পোলিং এজেন্ট পছন্দমতো বোতামে চাপ দিতে পারেন, প্রত্যেকটি নীল বোতামে কমপক্ষে একবার চাপ দিতে হবে
6. কমপক্ষে ৫০টি ভোটদান হওয়া প্রয়োজন
7. কন্ট্রোল ইউনিটে প্রথমে ‘ক্লোজ’ ও পরে ‘রেজাল্ট’ বোতামে চাপ দিন
8. ভি ভি প্যাটের কাগজের চিরকুটের ড্রপবক্সটি খালি করুন
9. কন্ট্রোল ইউনিটের ফলাফল ও ভি ভি প্যাটের কাগজের চিরকুটের সংখ্যা মিলিয়ে নিন
10. কন্ট্রোল ইউনিটে ‘ক্লিয়ার’বোতামে চাপ দিন
11. ‘মক পোল স্লিপ’ লেখা রাবার স্ট্যাম্প দিয়ে ভি ভি প্যাটের কাগজের চিরকুটের পিছনে ছাপ দিন
12. স্ট্যাম্প করা চিরকুটগুলি বিশেষ কালো খামে রেখে খামটি সিল করুন। প্রিসাইডিং অফিসার এবং পোলিং এজেন্টদের খামের উপর স্বাক্ষর করতে হবে
13. খামের উপর ‘‘ভি ভি প্যাটের মহড়া ভোটের কাগজের চিরকুট, ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ও নাম, বিধানসভা কেন্দ্রের সংখ্যা ও নাম, ভোটগ্রহণের তারিখ লিখুন
14. খামটি বিশেষ প্লাস্টিকের বাক্সে রাখুন। এটি গোলাপি কাগজ দ্বারা সিল করুন। প্রিসাইডিং অফিসার এবং পোলিং এজেন্টরা ঐ গোলাপি কাগজের সিলের উপর স্বাক্ষর করুন।
15. প্লাস্টিকের বাক্সের উপর ভোটকেন্দ্রের নাম ও সংখ্যা, বিধানসভা কেন্দ্রের নাম ও সংখ্যা এবং ভোটের তারিখ লিখুন
16. মহড়া ভোটের শংসাপত্রে স্বাক্ষর করুন
17. কন্ট্রোল ইউনিট ও ভি ভি প্যাটের ড্রপবক্সটি সিল করুন

বিশেষ পরিস্থিতি এবং তার মোকাবিলা

ভিভিপ্যাট চিরকুটে ত্রুটিপূর্ণ মুদ্রণ

ব্যালট ইউনিটে বোতাম টেপার পর ভিভিপ্যাট চিরকুটে ত্রুটিপূর্ণ মুদ্রণের ক্ষেত্রে ভোটার নালিশ করতে পারেন।

- ৪৯ এম্এ নং আইনে এই ধরনের পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সংস্থান আছে।
- নির্বাচককে দিয়ে লিখিত ঘোষণা স্বাক্ষর করাতে হবে।
- প্রিসাইডিং অফিসার ১৭এ নিদর্শে সংশ্লিষ্ট নির্বাচক সম্পর্কিত বিবরণ দ্বিতীয় ভাগে লিপিবদ্ধ করবেন।
- প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতিতে নির্বাচককে পরীক্ষামূলকভাবে ভোট দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে এবং চিরকুটটি লক্ষ করে দেখতে হবে।
- যদি অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হয়, ভোটগ্রহণ বন্ধ করে রিটার্নিং অফিসারকে জানান।
- যদি অভিযোগ অসত্য প্রমাণিত হয়, ১৭এ নিদর্শে পরীক্ষামূলক ভাবে নেওয়া ভোটের যে প্রার্থীকে দেওয়া, তাঁর ক্রমিক সংখ্যা ও নাম উল্লেখ করুন।
- মন্তব্য লেখার স্থানে নির্বাচকের হস্তাক্ষর/আঙুলের ছাপ গ্রহণ করুন।
- ১৭ 'গ' নিদর্শের প্রথম ভাগে উক্ত পরীক্ষামূলক ভোটের বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

যান্ত্রিক ত্রুটিপূর্ণ ই ভি এম/ভিভিপ্যাট

কন্ট্রোল ইউনিট, ব্যালট ইউনিট, ভিভিপ্যাট খারাপ হয়ে যেতে পারে এবং মেরামতের প্রয়োজন হতে পারে।

- যদি কন্ট্রোল ইউনিট/ব্যালট ইউনিট (সি ইউ/বি ইউ) ঠিকমতো কাজ না করে তাহলে সি ইউ, বি ইউ এবং ভিভিপ্যাট সবকটি পাল্টে নিয়ে নোটাসহ প্রত্যেক প্রার্থীর জন্য একটি করে ভোট দিয়ে মহড়া ভোট অনুষ্ঠিত করুন এবং মহড়া ভোটের যাবতীয় পদ্ধতি অনুসরণ করুন।
- যদি ভিভিপ্যাটে ব্যাটারি ফুরিয়ে আসে, তাহলে কন্ট্রোল ইউনিট বন্ধ করে ভিভিপ্যাট-এর পাওয়ার প্যাকটি পাল্টে নেবেন। পাওয়ার প্যাক লাগানো হয়ে গেলে কন্ট্রোল ইউনিট পুনরায় চালু করুন।

এ এস ডি তালিকার ভোটার

অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত বা মৃত ভোটারের (এ এস ডি) তালিকা বাড়ি-বাড়ি করা সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক/রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়।

- ভোটার এপিক অথবা মান্যতাপ্রাপ্ত বিকল্প সচিত্র নথি পেশ করবেন এবং প্রিসাইডিং অফিসার নিজে সেটি যাচাই করে দেখবেন।
- ভোটারদের নিবন্ধবহিতে (১৭ এ নিদর্শ) স্বাক্ষর ছাড়াও আঙুলের ছাপ গ্রহণ করা হবে।
- প্রিসাইডিং অফিসার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নথি রাখবেন এবং এ এস ডি তালিকা থেকে অনুমতিপ্রাপ্ত নির্বাচকদের বিষয়ে নির্বাচনের শেষে শংসাপত্র প্রদান করবেন।

বৈধ নয় এমন পরিচিতি চিরকুটধারী ভোটার

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা এজেন্ট কোনো ভোটদাতাকে নিজস্ব পরিচিতি চিরকুট দিতে পারেন।

- যদি নিজস্ব পরিচিতি চিরকুটে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম এবং/অথবা দল এবং/অথবা প্রতীকচিহ্ন থাকে, তাহলে সংশ্লিষ্ট পোলিং এজেন্টকে এধরনের বিধিভঙ্গ রুখতে নির্দেশ দেবেন।
- নিরক্ষর ভোটদাতার ক্ষেত্রে প্রথম পোলিং আধিকারিক নির্বাচকের ক্রমিক সংখ্যা পড়ে শোনাবেন এবং নির্বাচককে নিজের নাম বলতে বলে সত্যতা যাচাই করবেন।

- জাল ভোটার ধরা পড়লে সেই ব্যক্তিকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া উচিত।
- বেশি সংখ্যক মহিলা নির্বাচক, বিশেষত 'পর্দানশিন' (বোর্খা পরিহিতা) নির্বাচক থাকলে, একটি পৃথক আবৃত স্থানে একজন মহিলা পোলিং আধিকারিক উপরিউক্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

আপত্তি বা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে এমন ভোট (চ্যালেঞ্জড ভোট)

পোলিং এজেন্টরা প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে ২ টাকা জমা রেখে কোনো ভোটারের পরিচয়পত্রের ব্যাপারে আপত্তি বা চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেন।

- প্রিসাইডিং অফিসার তৎক্ষণাৎ ঐ আপত্তির বিষয়টি খুঁটিয়ে দেখবেন।
- তাৎক্ষণিক অনুসন্ধানের পর যদি দেখা যায় ঐ আপত্তি অমূলক, তাহলে ভোটারকে ভোট দিতে দেওয়া হবে।
- ঐ আপত্তির সারবত্তা থাকলে, ঐ ভোটারকে ভোট দিতে দেওয়া হবে না এবং একটি লিখিত অভিযোগপত্রসহ তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

নির্বাচকের বয়স সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র

প্রিসাইডিং অফিসার যদি কোনো নির্বাচককে যথোপযুক্ত বয়সের তুলনায় যথেষ্ট কমবয়সী বলে মনে করেন।

- নির্বাচকের পরিচয় সম্পর্কে নিজে নিশ্চিত হন।
- নির্বাচক তালিকায় যে সাল উল্লিখিত আছে, সেই বছরের ১লা জানুয়ারি তাঁর বয়স কত ছিল, সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট পদ্ধতি-প্রকরণ মেনে তাঁর কাছ থেকে একটি ঘোষণাপত্র নিন। তাঁকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ব্যাপারে অবগত করুন।
- যে ভোটাররা এই ঘোষণাপত্র দিয়েছেন, সংযোজনী ৯-এর ১নং অংশ ও ২ নং অংশে তাঁদের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

যে নির্বাচকেরা ভোট দেবেন না বলে স্থির করেছেন

১৭ক নিদর্শে কোনো ভোটারের বিবরণ নথিবদ্ধ হওয়ার পর ও তিনি সেখানে তাঁর স্বাক্ষর/টিপ ছাপ দেওয়ার পর যদি তিনি তাঁর ভোট না দিতে চান, তবে সেক্ষেত্রে তাঁকে ভোট দিতে জোর বা বাধ্য করা যাবে না।

- ভোটারদের রেজিস্টার বা নিবন্ধখাতায় ''ভোট দিতে অস্বীকার করেছেন'' — এই মন্তব্য লিখুন এবং ঐ মন্তব্যের নিচে প্রিসাইডিং অফিসারকে স্বাক্ষর করতে হবে।
- ১৭ক নিদর্শের ১নং অংশে ৪৯-০ নিয়মের ৩নং বিষয়ের জন্য নির্ধারিত স্থানে লিখতে হবে ''ভোট না দিয়ে চলে গেছেন'' অথবা ''ভোট দিতে অস্বীকার করেছেন''।
- যদি কন্ট্রোলিং ইউনিটের ব্যালট বোতামটি টেপা হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে পরবর্তী ভোটারকে সরাসরি তাঁর ভোট দেওয়ার জন্য পাঠিয়ে দিতে হবে।

টেন্ডার ভোট

এমন হতে পারে যে, ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে এসে কোনো ব্যক্তি নিজেকে একজন বিশেষ নির্বাচক হিসাবে পরিচয় দিয়ে ভোট দিতে চাইছেন, অথচ দেখা গেল যে ঐ নির্বাচক হিসাবে অন্য একজন ব্যক্তি ইতিমধ্যেই ভোট দিয়ে গেছেন।

- ঐ ব্যক্তি যে সংশ্লিষ্ট নির্বাচক সে বিষয়ে নিজে নিশ্চিত হন।
- নিশ্চিত হলে, সেই ব্যক্তিকে ই ভি এম-এর বদলে একটি টেন্ডার্ড ব্যালট পত্রের মাধ্যমে তাঁর ভোট দিতে দিন।
- টেন্ডার্ড ব্যালট পত্রগুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখুন।
- ১৭খ নিদর্শে এরকম ভোটারদের তথ্যাদি নিবন্ধিত করুন।

যে সমস্ত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র ব্যবহৃত হবে সেই সমস্ত কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসারদের জন্য নির্দেশিকা

১ অধ্যায়

সূচনা

১.১। ভূমিকা

১.১.১। প্রিসাইডিং অফিসার হিসাবে আপনাকে যে সমস্ত দায়িত্ব প্রতিপালন করতে হবে সেগুলি সম্পর্কে তথ্য ও সহায়তা দেওয়া এই নির্দেশিকার লক্ষ্য। অবশ্য এটা মনে রাখতে হবে যে এই নির্দেশিকা নির্বাচন পরিচালনার কাজে সম্পর্কযুক্ত যাবতীয় বিষয়ের বিস্তারিত সংকলন নয় এবং নির্বাচনী বিধির বিভিন্ন সংস্থানের বিকল্প হিসাবে এটিকে গণ্য করা যাবে না। আপনি প্রয়োজনমত অনুবন্ধ ১ এবং ২-তে বিধৃত আইনি সংস্থানগুলিরই কেবলমাত্র উল্লেখ করবেন।

১.১.২। আপনি ১৯৫১ সালের জন প্রতিনিধিত্ব আইনের ২৬ ধারায় বিধৃত বিধান অনুসারে নিযুক্ত হয়েছেন এবং ওই আইনের ২৮ক ধারায় বিধৃত বিধান অনুসারে যে কোনো নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য অন্যান্য আধিকারিক সমেত আপনি ওই নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার তারিখ থেকে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার তারিখ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের অস্থায়ী কর্মী হিসাবে গণ্য হবেন। তদনুসারে, এভাবে নিযুক্ত আধিকারিকেরা ওই কালপর্বে নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান ও শৃঙ্খলার অধীনে থাকবেন। প্রিসাইডিং অফিসার হিসাবে আপনি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিক। নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে আপনার উপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। আপনার দায়িত্বাধীন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে সংঘটিত সমস্ত কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ আইনগত অধিকার আপনার রয়েছে। একইসঙ্গে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে সংঘটিত সমস্ত কাজকর্মের দায়িত্ব-ও আপনার। আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা আপনার প্রাথমিক কর্তব্য ও দায়িত্ব। এই কারণে নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে আইন ও পদ্ধতি এবং কমিশনের প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন নির্দেশ সম্পর্কে আপনার সম্যক অবহিত থাকা প্রয়োজন।

১.১.৩। প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রেই এখন বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র এবং ভিভিপ্যাট ব্যবহৃত হয়। প্রিসাইডিং অফিসার হিসাবে ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাটের মাধ্যমে নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্ধারিত নিয়মাবলি ও প্রণালী সংক্রান্ত সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনাকে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কেবলমাত্র নিয়মাবলি ও প্রণালীসমূহ সম্পর্কেই নয়, ভোটগ্রহণ পরিচালনা সম্পর্কিত প্রতিটি পদক্ষেপ সম্বন্ধে এবং ভিভিপ্যাট সহযোগে ভোটযন্ত্র চালনা সম্বন্ধেও আপনার সম্যক পরিচিতি থাকা প্রয়োজন। সামান্য ভুল বা ত্রুটি অথবা আইন বা নিয়মাবলির ত্রুটিপূর্ণ প্রয়োগ অথবা ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাট সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যপ্রণালী সম্পর্কে অসম্পূর্ণ জ্ঞান আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াকে কলুষিত করতে পারে।

১.২। ভোটযন্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

১.২.১। কেন্দ্রীয় সরকারের দুটি সংস্থা — হায়দ্রাবাদের ইলেকট্রনিক্স্ কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং ব্যাঙ্গালোরের ভারত ইলেকট্রনিক্স্ লিমিটেড বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাট মেশিন তৈরি করেছে। দেশ জুড়ে নির্বাচন পরিচালনার জন্য যে বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে, তার দুটি মডেল আছে — M2 মডেল এবং M3 মডেল। মডেল দুটির তফাৎ নির্দেশ পুস্তিকার পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভিভিপ্যাটেরও দুটি মডেল রয়েছে। একটি ভিভিপ্যাট স্টাটাস ডিসপ্লে ইউনিট (VSDU) সহ। এটি M2 মডেলের ই ভি এম মেশিনের সাথে ব্যবহৃত হয়। অন্য প্রকার ভিভিপ্যাট মেশিন ভি এস ডি ইউ (VSDU) ছাড়া। এটি M3 মডেলের ই.ভি.এম. মেশিনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

১.২.২। বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রটি একটি ৭.৫ ভোল্টের ব্যাটারিতে চলে এবং এটিকে যে কোনো জায়গায় ও যে কোনো পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা যায়। এটি তাপপ্রতিরোধক, ত্রুটিহীন এবং এটিকে চালানো সহজ। বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রের দুটি ইউনিট থাকে — নিয়ন্ত্রণ (কন্ট্রোল) ইউনিট ও ভোটপত্র (ব্যালট) ইউনিট। যন্ত্রের দুটি ইউনিটই সহজে বহনযোগ্য দুটি

পৃথক বাক্সে ভরে সরবরাহ করা হয়। নির্বাচনী তথ্যাদি যন্ত্রে একবার নথিভুক্ত হওয়ার পর এমনকি ব্যাটারি খুলে নিলেও তা যন্ত্রের মেমরিতে সঞ্চিত থেকে যায়।

১.২.৩। ভিভিপ্যাট মেশিন ২২.৫ ভোল্টের ব্যাটারিতে চলে। বর্তমানে প্রতিটি নির্বাচনেই ভোটগ্রহণকেন্দ্রে ভিভিপ্যাট ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ভিভিপ্যাট মেশিনে ব্যবহার হয় এসব থার্মাল কাগজ ১৫০০টি অবধি প্রিন্টেড্ স্লিপ বা ছাপানো চিরকুট প্রস্তুত করতে পারে। এর মধ্যে প্রায় ১০০টি কাগজের স্লিপ ভিভিপ্যাট মেশিন কমিশন করার সময় এবং পরে ভোটগ্রহণের দিন, ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে মহড়া ভোট চলাকালীন কাজে লেগে যায়। এই কারণে ভোটগ্রহণকেন্দ্রে সর্বোচ্চ ১৪০০ অবধি ভোটারের ভোটগ্রহণ করা সম্ভব।

১.২.৪। কনডাক্ট অব ইলেকশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) রুলস, ২০১৩-তে বর্ণিত সংশোধন অনুযায়ী নিয়ম-৪৯ক-এর পর এই মর্মে একটি বিধান যোগ করা হয়েছে যে, ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে এক বা একাধিক নির্বাচন ক্ষেত্রে বা কোনও নির্বাচন ক্ষেত্রের অংশবিশেষে ভোটারদের ভোটদানের তথ্য কাগজে ছাপার আকারে পাওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত নকশায় তৈরি ড্রপবক্স সমেত একটি প্রিন্টার ভোটিং মেশিনের সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে। এটি ভোটারস ভেরিফায়াবল পেপার অডিট ট্রেইল (ভিভিপ্যাট) নামে পরিচিত। কমিশনের নির্দেশে ভিভিপ্যাট ব্যবহৃত হলে উপরোক্ত দুটি ইউনিট ছাড়াও ড্রপবক্স-সহ একটি প্রিন্টার ব্যবহার করা হয়। এ রকম ক্ষেত্রে ভোটদান কক্ষের ভিতরে ভোটপত্র ইউনিটের সঙ্গে প্রিন্টারটিও রাখা হবে এবং কমিশন যেভাবে নির্দেশ দেবে সেই ভাবেই তা ভোট যন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত হবে।

নিয়ন্ত্রণ ইউনিট

ভোটপত্র ইউনিট

১.২.৫। পোস্টাল ব্যালট্, টেন্ডার ব্যালট্ ও ব্রেইল ব্যালটে যেমনটি থাকে, যে সকল নির্বাচক ব্যালট পেপারে উল্লেখ করা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের কাউকেই ভোট দেবেন না, ভোটযন্ত্রে তাঁদের জন্য ব্যালট ইউনিটে থাকা ব্যালট পেপারে সর্বশেষ উল্লিখিত প্রার্থীর নীচে 'উপরোক্ত কেউই নয়' (নোটা) শব্দবদ্ধ প্রতীক সহ উল্লেখ থাকবে। প্রার্থীর নাম ও অন্যান্য বিবরণ যে ভাষা বা ভাষাগুলিতে উল্লেখ করা আছে, সেই একই ভাষা বা একাধিক ভাষার 'উপরোক্ত কেউই নয়' শব্দবদ্ধ উল্লেখ থাকবে। এই ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্যানেলের মাপও অন্যান্য প্রার্থীদের ক্ষেত্রে যেমন, সেই একই মাপ ও আকৃতির হবে।

১.২.৬। ভোটপত্র ইউনিটে <u>'উপরোক্ত কেউই নয়' (নোটা) পছন্দের বোতাম সহ</u> ষোলো জন পর্যন্ত প্রার্থীর ভোট নেওয়া যায়। ভোটপত্র ইউনিটে নির্বাচন সম্পর্কিত যাবতীয় খুঁটিনাটি তথ্যাদি, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম ও ক্রমিক সংখ্যা এবং তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট প্রতীক সংবলিত ভোটপত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রত্যেক প্রার্থীর নামের পাশে একটা করে নীল বোতাম রয়েছে। ঐ নীল বোতামে চাপ দিয়েই ভোটদাতাকে তাঁর পছন্দের প্রার্থীর পক্ষে ভোটদান করতে হয়। নীল বোতামের পাশেই প্রত্যেক প্রার্থীর জন্য একটা করে বাতি-ও (ল্যাম্প) রয়েছে। ভোট নথিভুক্ত হয়ে গেলে ঐ বাতি লাল হয়ে জ্বলে উঠবে, ভিভিপ্যাট মেশিনে একটি ছাপানো চিরকুট ৭ সেকেন্ড অবধি একটি স্বচ্ছ জানালা দিয়ে দৃশ্যমান থাকবে। তারপরে সেটি নিজে থেকেই সিলবদ্ধ ভিভিপ্যাট বাক্সে পড়ে যাবে। ওই ছাপানো চিরকুটে ভোটার যে প্রার্থীকে ভোট দিলেন, তাঁর ক্রমিক সংখ্যা, নাম ও প্রতীক চিহ্ন মুদ্রিত থাকবে। সেইসঙ্গে একটা 'বিপ্' শব্দও শোনা যাবে। কোন ভোটপত্র ইউনিটে ১৫ জন প্রার্থী থাকলে, শেষ প্যানেলটি নোটার জন্য সুরক্ষিত থাকবে। M2 ই.ভি.এম. মেশিনে সর্বোচ্চ চারটি (৪) ভোটপত্র ইউনিট যুক্ত করা যেতে পরে। M3 ই.ভি.এম মেশিনে চব্বিশটি (২৪) ভোটপত্র ইউনিট (B.U.) সংযুক্ত করা যাবে।

১.২.৭। M2 ই.ভি.এম. মেশিনে একটি নিয়ন্ত্রণ ইউনিটে সর্বাধিক নোটাসহ ৬৪ জন পর্যন্ত প্রার্থীর ভোট নেওয়া যায়। M3 ই.ভি.এম. মেশিনে এই সংখ্যাটি নোটা সহ ৩৮৪ জন। এই উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের সঙ্গে ৪টি এবং M3 ই.ভি.এম. মেশিনে ২৪টি ভোটপত্র ইউনিটকে পরপর সংযুক্ত করা যায়। নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের একেবারে উপরের দিকে যন্ত্রে নথিভুক্ত বিভিন্ন তথ্য যেমন, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা, গৃহীত ভোটের মোট সংখ্যা, প্রত্যেক প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ইত্যাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা রয়েছে। সহজে বোঝার জন্য এই অংশটিকে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের **'প্রদর্শন শাখা'** (ডিসপ্লে সেকশন) বলা হয়। এই প্রদর্শন শাখার নিচে ব্যাটারি লাগানোর একটা খোপ রয়েছে—যে ব্যাটারির সাহায্যে যন্ত্রটি চালানো সম্ভব হয়। এই খোপের ডান দিকে অপর একটি খোপে থাকা একটি বোতামের সাহায্যে বিশেষ একটি নির্বাচনে যতজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ততজন প্রার্থীর জন্য যন্ত্রটিকে সেট করা যায়। এই বোতামটিকে **'ক্যান্ড সেট'** বোতাম বলা হয় এবং দুটি খোপ সমন্বিত নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের এই অংশটিকে **'ক্যান্ড সেট সেকশন'** বলা হয়। ক্যান্ড সেট সেকশনের নিচে আছে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের **'ফলাফল শাখা'** (রেজাল্ট সেকশন)। এই শাখায় রয়েছে ১) ভোটগ্রহণ সমাপ্ত করার জন্য বাম দিকে 'ক্লোজ' বোতাম, ২) সংসদীয় ও বিধানসভা নির্বাচনের ফল পৃথকভাবে জানার জন্য 'রেজাল্ট-১' এবং 'রেজাল্ট-২' নামাঙ্কিত দু'টি বোতাম (বর্তমানে ভোটযন্ত্র কেবল একটি ভোটের জন্যই ব্যবহৃত হয়–সংসদীয় নতুবা বিধানসভা নির্বাচন) এবং ৩) যন্ত্রে নথিভুক্ত তথ্যাদির আর প্রয়োজন না থাকলে সেগুলি মুছে ফেলার জন্য ডান পাশে আছে 'ক্লিয়ার বোতাম'। নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের নিচের অংশে দুটি বোতাম রয়েছে—একটি **'ভোটপত্র'** বোতাম এবং অপরটি **'টোটাল'** বোতাম। 'ভোটপত্র' বোতামে চাপ দিলে ভোটপত্র ইউনিট ভোটগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয় এবং 'টোটাল' বোতামে চাপ দিলে সেই সময় পর্যন্ত ভোটযন্ত্রে প্রদত্ত মোট ভোটের সংখ্যা (কিন্তু প্রার্থী পিছু পৃথকভাবে নয়) জানা যায়। নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের এই অংশটিকে 'ভোটপত্র শাখা' (ব্যালট সেকশন) বলা হয়।

১.৩। নির্বাচন পরিচালনা সম্পর্কিত আইনের বিধানসমূহ

১.৩.১। প্রিসাইডিং অফিসার হিসাবে আপনার দায়িত্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আইনের বিধানসমূহ ১ অনুবন্ধ এবং ২ অনুবন্ধে মুদ্রিত হয়েছে।

১.৪। দায়িত্বসমূহের প্রধান রূপরেখা

এই নির্দেশ পুস্তিকার বিভিন্ন অধ্যায়ে বিস্তারিত নির্দেশাবলি ও নির্দেশনা দেওয়া আছে, তথাপি আপনার কাজের সুবিধার জন্য আপনার কর্তব্যকর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিচে উল্লেখ করা হলো —

১.৪.১। ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাটের মাধ্যমে ভোটগ্রহণের নিয়মাবলি ও পদ্ধতির সর্বশেষ পরিবর্তন সম্পর্কে আপনাকে অবহিত থাকতে হবে।

১.৪.২। ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাট চালনা সম্পর্কে আপনাকে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল হতে হবে এবং তার প্রত্যেক বোতাম ও সুইচের কাজ সম্পর্কে জানতে হবে ('ভোটযন্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচায়িকা' নামক ২য় অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে)।

১.৪.৩। কমিশনের সমস্ত প্রাসঙ্গিক নির্দেশ সর্বদা নিজের হাতের কাছে রাখবেন।

১.৪.৪। অতি অবশ্যই প্রতিটি প্রশিক্ষণ ক্লাসে উপস্থিত থাকবেন, নতুবা বিভিন্ন জরুরি নির্দেশ সম্পর্কে আপনাকে অন্ধকারে থাকতে হবে।

১.৪.৫। নির্বাচনী উপকরণ সংগ্রহের সময় তালিকা অনুসারে সমস্ত উপকরণ আপনাকে দেওয়া হয়েছে কিনা, সে বিষয়ে নিশ্চিত হবেন। যে সমস্ত উপকরণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলি হলো—

ক) বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাট খ) টেন্ডার ভোটপত্র ও ব্রেইল ভোটপত্র গ) নির্বাচক নিবন্ধ (১৭ক নিদর্শ), ঘ) নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপি, ঙ) ১৭গ নিদর্শ চ) প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরি, ছ) নির্বাচক তালিকার অতিরিক্ত প্রতিলিপি, জ) সবুজ কাগজের সিল, স্ট্রিপ সিল, স্পেশ্যাল ট্যাগ, অ্যাড্রেস ট্যাগ সংবিধিবদ্ধ নিদর্শসমূহ, সিল করার মোম ঝ) অমোচনীয় কালি, এএসডি, এআইএস এবং সিএসভি তালিকা, কালো খাম ও প্লাস্টিক বাক্স।

১.৪.৬। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছানোর পর একটি যথাযথ ভোটগ্রহণ কেন্দ্র তৈরি করার জন্য যেসব ব্যবস্থা থাকা দরকার, বিশেষত ভোটগ্রহণের গোপনীয়তা রক্ষা, ভোটদাতাদের সারি নিয়ন্ত্রণ করা, বাইরের হস্তক্ষেপ থেকে নির্বাচন প্রণালীকে মুক্ত রাখা ইত্যাদি ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার স্বচ্ছ ধারণা থাকা চাই। আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে সি পি এফ বা পুলিশি ব্যবস্থা থাকার

বিষয়টি-ও আপনি বিতরণ কেন্দ্রে পৌঁছে সুনিশ্চিত করবেন। এছাড়া আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে মাইক্রো পর্যবেক্ষক ডিজিট্যাল ক্যামেরা/ওয়েব কাস্টিং ও ভি ডি ও ক্যামেরা বসানোর ব্যবস্থা হয়েছে কিনা, সেটিও জেনে নেবেন।

১.৪.৭। ভোট শুরুর আগে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের সন্তোষবিধানের জন্য তাঁদের দেখিয়ে দিতে হবে যে ভোটযন্ত্রে কোনো ভোট গৃহীত হয়নি এবং ভিভিপ্যাটসহ ভোটযন্ত্রটি পুরোপুরি সচল আছে। এই উদ্দেশ্যে পোলিং এজেন্টদের প্রত্যেক প্রার্থীকে কিছু কিছু ভোট দিতে দিয়ে এবং তার ফলাফল দেখিয়ে অবশ্যই মহড়া ভোট করতে হবে। কমিশনের সর্বশেষ নির্দেশিকায় সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা হয়েছে যে, মহড়া ভোটে কমপক্ষে পঞ্চাশটি ভোট এবং প্রত্যেক প্রার্থী পিছু কমপক্ষে তিনটি ভোট দিতে হবে।

১.৪.৮। পরিষ্কার জেনে রাখুন, কমিশনের নির্দেশানুযায়ী—যে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে মহড়া ভোট নেওয়া হবে না, সেখানে কোনো ভোটগ্রহণ-ও করা যাবে না।

১.৪.৯। **মহড়া ভোটগ্রহণের পর ভোটযন্ত্রের মেমরি থেকে মহড়া ভোটের সমস্ত তথ্য মুছে ফেলতে হবে, যাতে মহড়া ভোট গ্রহণ সংক্রান্ত কোনো তথ্য ভোটযন্ত্রে না থেকে যায়।** একই সাথে ভিভিপ্যাট ড্রপবাক্স থেকে মুদ্রিত কাগজের টুকরোগুলিও বার করে নিতে হবে যাতে মহড়া ভোটের পর ভিভিপ্যাটের ড্রপবাক্স সম্পূর্ণভাবে ফাঁকা হয়ে যায়। এরপর ভোটযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ইউনিটকে নির্দিষ্ট স্থানে সবুজ কাগজের সিল (সমূহ), স্পেশ্যাল ট্যাগ ও স্ট্রিপ সিল লাগিয়ে সিল করে সুরক্ষিত করতে হবে। ভোট শুরু হবার আগে ভিভিপ্যাটের ড্রপবাক্স ও অ্যাড্রেস ট্যাগ দিয়ে সিল করতে হবে। ১৩ এবং ১৪ অধ্যায়ে সিল করার পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১.৪.১০। নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত সময়েই ভোট শুরু করতে হবে। ভোট শুরুর আগে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত প্রার্থী বা তাঁদের এজেন্ট এবং পোলিং অফিসারদের ভোটগ্রহণের গোপনীয়তা রক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে অবহিত করতে হবে। এ বিষয়ে ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১২৮ ধারার বিধানাবলি তাঁদের পড়ে শোনাতে হবে।

১.৪.১১। ভোটগ্রহণের সূচনাতে ভিভিপ্যাটসহ ভোটযন্ত্র ব্যবহার করার মহড়া, নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপি এবং নির্বাচক নিবন্ধ বহি সম্পর্কে প্রার্থী বা তাঁদের পোলিং এজেন্টদের কাছে নির্দিষ্ট নিদর্শে একটি ঘোষণাপত্র পাঠ করতে হবে এবং সেখানে তাঁদের স্বাক্ষর নিতে হবে। কোনো পোলিং এজেন্ট ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করলে, প্রিসাইডিং অফিসার এমন পোলিং এজেন্টদের নাম নথিভুক্ত করবেন এবং এই মর্মে একটি ঘোষণা করবেন যে তাঁদের বৈদুতিক ভোটযন্ত্র, নির্বাচক নিবদ্ধ ও নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপি প্রদর্শিত হয়েছিল। প্রিসাইডিং অফিসার এই ঘোষণাপত্রে উপস্থিত প্রাথী বা পোলিং এজেন্টদের সই নেবেন।

১.৪.১২। কমিশনের নির্দেশানুসারে, যে সমস্ত নির্বাচককে 'নির্বাচকের সচিত্র পরিচয়পত্র' (এপিক) প্রদান করা হয়েছে তাঁরা যাবতীয় সাধারণ নির্বাচন ও উপ-নির্বাচন গুলিতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সময়ে ঐ পরিচয়পত্র দাখিল করবেন। নির্বাচকের এপিক না-থাকলে, কমিশনের প্রস্তাবিত বিকল্প প্রমাণপত্রগুলির মধ্যে যে কোনো একটির সাহায্যে শনাক্ত করা যাবে। এছাড়া, যদি কোনো নির্বাচক অন্য কোনো বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচক নিবন্ধীকরণ আধিকারিক কর্তৃক প্রদত্ত 'নির্বাচকের পরিচয়পত্র' প্রদর্শন করেন তবে যে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটদানের জন্য তিনি হাজির হয়েছেন সেখানকার নির্বাচক তালিকায় তাঁর নাম থাকলে এ ধরনের পরিচয়পত্রও গৃহীত হবে।

১.৪.১৩। নির্বাচক তালিকার নাম, নির্বাচকের সচিত্র পরিচয়পত্র, সচিত্র নির্বাচক তালিকায় থাকা নির্বাচকের ছবি (যদি ঐ ভোটকেন্দ্রে সচিত্র নির্বাচক তালিকা সরবরাহ করা হয়ে থাকে) অথবা ভারতের নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাবিত অন্যান্য বিকল্প তথ্যপ্রমাণ সাপেক্ষে প্রথম পোলিং অফিসার নির্বাচকের পরিচয় যথাযথভাবে যাচাই করে দেখবেন। অন্যান্য যে সমস্ত তথ্যপ্রমাণাদির সাহায্যে একজন নির্বাচকের পরিচিতি যাচাই করা যাবে সে বিষয়ে নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন সময়ে নির্দেশ জারি করে থাকেন। **কোনো নির্বাচক অ-সরকারি পরিচয়জ্ঞাপক চিরকুট নিয়ে এলে সেটি তাঁর পরিচয়ের প্রমাণ বলে গৃহীত হবে না।**

১.৪.১৪। নির্বাচক তালিকার লিখন এবং ভারতের নির্বাচন কমিশন নির্দেশিত তথ্যপ্রমাণ সাপেক্ষে নির্বাচকের পরিচিতি সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়ার পর দ্বিতীয় পোলিং অফিসার নির্বাচকের বাম হাতের তর্জনীতে অমোচনীয় কালির চিহ্ন দেবেন। (৮ অধ্যায়ে বাম হাতের তর্জনীতে চিহ্ন দেওয়ার পদ্ধতি বিশদে বলা হয়েছে)।

১.৪.১৫। নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপি অনুযায়ী নির্বাচকের ক্রমিক নম্বর (নাম নয়) নির্বাচক নিবন্ধে (১৭ক নিদর্শ) লিখে নিতে হবে।

১.৪.১৬। নির্বাচক নিবন্ধের (১৭ক নিদর্শ) 'মন্তব্য' কলমে নির্বাচকের দাখিল করা ভোটার কার্ড / পরিচয়জ্ঞাপক তথ্য প্রমাণের শেষ চারটি সংখ্যা নথিভুক্ত করতে হবে।

১.৪.১৭। একজন নির্বাচক শনাক্ত হওয়ার পর নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপিতে সেই নির্বাচকের নামের **নিচে দাগ** দিতে হবে। এছাড়া মহিলা নির্বাচকের ক্ষেত্রে নামের বাম দিকে একটি (✓) টিক চিহ্ন দিতে হবে।

১.৪.১৮। ভোট দেওয়ার আগে নির্বাচক নিবন্ধে (১৭ক নিদর্শ) নির্বাচকের স্বাক্ষর বা টিপ সই নিতে হবে। কোনো নির্বাচক ঐ নিবন্ধ বহিতে তাঁর স্বাক্ষর বা টিপ সই দিতে অস্বীকার করলে তাঁকে ভোট দিতে দেওয়া যাবে না এবং নিবন্ধ বইয়ের 'মন্তব্য' স্তম্ভে "ভোটদানে অস্বীকৃত" বলে লিখে রাখতে হবে। আপনি ঐ লেখার নিচে স্বাক্ষর করবেন। যাইহোক, ১৭ক নিদর্শে নির্বাচক নিবন্ধে নির্বাচনী ক্রমিক সংখ্যা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করার পর এবং ৪৯এল নিয়মের (১) উপনিয়মের অধীনে নিজস্বাক্ষর বা টিপসই দেবার পর যদি কোনো নির্বাচক ভোট দিতে অস্বীকার করেন তবে ১৭ক নিদর্শে উক্ত লিখনের পাশে "ভোটদানে অস্বীকৃত / <u>ভোটদান না-করে স্থানত্যাগ</u>" মন্তব্য লিখতে হবে এবং ঐ মন্তব্যের পাশে নির্বাচকের স্বাক্ষর বা টিপসই নিতে হবে। এইসব ক্ষেত্রে নির্বাচক নিবন্ধের (১৭ক নিদর্শ) ১নং কলমে কোনো নির্বাচক বা পরবর্ত্তী কোনো নির্বাচকের ক্রমিক সংখ্যার কোনো পরিবর্তন করার প্রয়োজন হবে না। যদি ভোটপত্র ইউনিটে ভোট দেবার জন্য নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের 'ব্যালট' বোতামটিতে ইতিমধ্যেই চাপ দেওয়া হয়ে গিয়ে থাকে এবং নির্বাচক ভোট দিতে অস্বীকার করেন তবে প্রিসাইডিং অফিসার / তৃতীয় পোলিং অফিসার যিনি নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের দায়িত্বে থাকবেন তিনি পরবর্তী নির্বাচককে তাঁর ভোট প্রদান করার জন্য সরাসরি ভোটদান কক্ষে প্রবেশ করার নির্দেশ দেবেন। বিকল্প হিসাবে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের পিছনের খোপে 'পাওয়ার' সুইচ 'অফ' করবেন এবং তারপর আবার 'অন' করে 'ব্যালট' বোতামে চাপ দেবেন এবং পরবর্তী নির্বাচককে ভোটদান কক্ষে গিয়ে ভোট দেওয়ার নির্দেশ দেবেন।

১.৪.১৯। আরো একটি পরিস্থিতিতে, ভোটপত্র ইউনিটে ভোট দেবার জন্য নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের 'ব্যালট' বোতামে চাপ দেবার পরে **সর্ব শেষ নির্বাচক ভোট দিতে অস্বীকার করলে** প্রিসাইডিং অফিসার / তৃতীয় পোলিং অফিসার, যিনি নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের দায়িত্বে থাকবেন, তিনি নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের পিছনের খোপে 'পাওয়ার' সুইচ 'অফ' করবেন এবং নিয়ন্ত্রণ ইউনিট থেকে ভিভিপ্যাট বিচ্ছিন্ন করে দেবেন। নিয়ন্ত্রণ ইউনিট থেকে ভোটপত্র ইউনিট বিচ্ছিন্ন করার পরে পুনরায় 'পাওয়ার' সুইচ 'অন' করতে হবে। এখন 'বিজি' বাতি নিভে যাবে এবং ভোটগ্রহণ সমাপ্ত করার জন্য 'ক্লোজ' বোতামটি কার্যকর হবে।

১.৪.২০। নির্বাচক নিবন্ধে নির্বাচকের স্বাক্ষর বা টিপ সই নেবার পর তাঁর বাম হাতের তর্জনীতে অমোচনীয় কালি দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে। ঐ নিবন্ধে তাঁর বিবরণ সংক্রান্ত যে লিখন রয়েছে তার ক্রমিক নম্বর উল্লেখ করে তাঁকে একটি ভোটার স্লিপ (নির্ধারিত নিদর্শে) দেওয়া হবে।

১.৪.২১। নির্বাচক নিবন্ধের ক্রম অনুযায়ী প্রদত্ত ভোটার স্লিপগুলি-র ক্রম কঠোরভাবে অনুসরণ করে নির্বাচকদের ভোটযন্ত্রে ভোট দিতে দেওয়া হবে।

১.৪.২২। নির্বাচক যে প্রার্থীকে ভোট দিলেন তাঁর ক্রমিক নম্বর, নাম ও প্রতীক চিহ্ন লেখা একটি ব্যালট স্লিপ ৭ সেকেন্ডের জন্য স্বচ্ছ জানালার মধ্য দিয়ে দেখা যাবে এবং তারপর সেটি ভিভিপ্যাট ড্রপ বাক্সে পড়ে যাবে।

১.৪.২২ক। <u>এমন ভোটকেন্দ্রে কোনও নির্বাচক, নিয়ম-৪৯ড-এর বিধান অনুযায়ী তাঁর ভোট দেওয়ার পরে, অভিযোগ করেন যে, প্রিন্টার থেকে ছেপে বের-হওয়া কাগজের স্লিপ থেকে যা দেখা গেছে তা হল এই যে, তিনি যে-প্রার্থীর পক্ষে ভোট দিয়েছেন, সেই প্রার্থীর নাম বা প্রতীকের পরিবর্তে অন্য কোনও প্রার্থীর নাম বা প্রতীক ছাপা হয়েছে, সেক্ষেত্রে প্রিসাইডিং অফিসার, মিথ্যা বিবৃতি দেওয়ার পরিণাম সম্পর্কে সেই নির্বাচককে সাবধান করার পর, উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে নির্বাচকের কাছ থেকে একটি লিখিত ঘোষণা নেবেন। যদি নির্বাচক লিখিত ঘোষণা দেন, তা হলে প্রিসাইডিং অফিসার নিদর্শ-১৭ক-এ সেই নির্বাচক সংক্রান্ত দ্বিতীয় এন্ট্রি করবেন, এবং তাঁর ও প্রার্থীদের বা ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের সামনে নির্বাচককে একটি টেস্ট ভোট দিতে অনুমতি দেবেন, এবং প্রিন্টার থেকে বেরোনো কাগজের স্লিপটি পরীক্ষা করে দেখবেন। যদি অভিযোগটি সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়, প্রিসাইডিং অফিসার তৎক্ষনাৎ রিটার্নিং অফিসারকে বিষয়টি জানাবেন; তিনি ভোটযন্ত্রে ভোট নেওয়া বন্ধ করে দেবেন এবং রিটার্নিং অফিসারের নির্দেশমতো কাজ করবেন। আবার, যদি অভিযোগ মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হয় এবং কাগজের স্লিপে ছাপা ভোটদানের তথ্যের সঙ্গে নির্বাচকের দেওয়া টেস্ট ভোট মিলে যায়, তা হলে প্রিসাইডিং অফিসার যে প্রার্থীর পক্ষে টেস্ট ভোট দেওয়া হয়েছে, তাঁর নাম ও ক্রমিক নম্বর উল্লেখ করে নিদর্শ-১৭ক-এ সেই নির্বাচক সংক্রান্ত তথ্য দ্বিতীয় এন্ট্রির পাশে জুড়ে দেবেন এবং নির্বাচকের স্বাক্ষর নেবেন।</u>

১.৪.২৩। যদি আপনি কোনো নির্বাচককে ভোটদানের সর্বনিম্ন বয়স, অর্থাৎ ১৮ বছরেরও অনেক কম বয়সী বলে মনে করেন, কিন্তু তার পরিচয় এবং নির্বাচক তালিকায় তার নাম অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হন, তাহলে তার কাছ থেকে বয়স সম্পর্কিত একটি ঘোষণা আদায় করে নেবেন; ১০ অনুবন্ধে ঘোষণা-নিদর্শ দেওয়া আছে।

১.৪.২৪। প্রাসঙ্গিক যেসব ঘটনা, যখন যেমন ঘটবে, সেগুলি প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করে যাওয়া আপনার প্রাথমিক কর্তব্য।

১.৪.২৫। কখনো কখনো আপনার এমন সন্দেহ হতে পারে অথবা আপনার সন্দেহ হওয়ার কারণ থাকতে পারে যে ভোটদান কক্ষের অন্তরালে রক্ষিত ভোটপত্র ইউনিটটি ঠিকমত কাজ করছে না অথবা ভোটদানকক্ষে ঢুকে কোনো নির্বাচক কারচুপি করছেন বা ভোটপত্র ইউনিটে অন্য কোনো বস্তু ঢুকিয়ে দিয়ে অথবা নীল বোতামের উপর সেলো টেপ লাগিয়ে বা দেশলাই কাঠি ঢুকিয়ে বা চিউইং গাম আটকে দিয়ে সেটিতে হস্তক্ষেপ করছেন অথবা ভোটদান কক্ষে অযথা অনেক বেশি সময় কাটাচ্ছেন। সেক্ষেত্রে 49Q বিধি অনুসারে আপনার ভোটদান কক্ষে প্রবেশ করার এবং ভোটপত্র ইউনিটে যাতে কোনোভাবে কারচুপি বা হস্তক্ষেপ না হয় এবং নির্বাচন অবাধ ও সুশৃঙ্খলভাবে চলতে পারে তা সুনিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি নেওয়ার অধিকার আছে। তবে খেয়াল রাখবেন যে কখনোই আপনি একা ভোটদান কক্ষে ঢুকবেন না। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত এক, দুই, বা তার বেশি সংখ্যক পোলিং এজেন্টকে আপনি ঢোকার অনুমতি দেবেন এবং তাঁদের সঙ্গে নিয়ে ঢুকবেন।

১.৪.২৬। যদি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কোনো ঘটনা ঘটে এবং তা আপনি না জানান এবং অন্য কোনো সূত্র থেকে যদি তা জানা যায়, তাহলে কমিশন এব্যাপারে কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি নিতে পারে এবং আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে।

১.৪.২৭। শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল নির্বাচনের জন্য আপনাকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এজন্য আপনাকে যথেষ্ট কৌশলী এবং একইসঙ্গে দৃঢ় ও নিরপেক্ষ হতে হবে।

১.৪.২৮। নির্দিষ্ট সময় অন্তর আপনাকে, সেই সময় পর্যন্ত কত ভোট পড়েছে, ‘টোটাল’ বোতামে চাপ দিয়ে দেখে নিতে হবে।

১.৪.২৯। নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত সময়েই, এমনকি কোনো কারণে ভোটগ্রহণ বিলম্বে শুরু হলেও, আপনাকে ভোট শেষ করতে হবে। অবশ্য, ভোটগ্রহণের শেষপর্বে লাইনে দাঁড়ানো প্রত্যেক নির্বাচককে ভোটদান করতে দিতেই হবে, এরজন্য যদি নির্ধারিত সময়ের পরেও ভোটগ্রহণ চালাতে হয়, তা হলেও তা করতে হবে। ভোটগ্রহণের সময়সীমা শেষ হওয়ার পর কোনো নির্বাচক যেন লাইনে দাঁড়াতে না পারেন, সেটাও খেয়াল রাখতে হবে। এই উদ্দেশ্যে ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার সময়ে লাইনে দাঁড়ানো প্রত্যেক নির্বাচককে ক্রমিক সংখ্যা-সংবলিত এবং আপনার স্বাক্ষরিত একটি চিরকুট (স্লিপ) দিতে হবে এবং লাইনের সর্বশেষ ভোটদাতা থেকে চিরকুট-বন্টন শুরু করতে হবে। উপস্থিত সকল ভোটারের ভোটদান সমাপ্ত হলে, দায়িত্বপ্রাপ্ত পোলিং অফিসার ভোটার রেজিস্ট্রারে প্রদত্ত শেষ স্বাক্ষরের পরে সময় ও তারিখ দিয়ে লাল কালিতে দাগ টেনে দেবেন। সকল ভোটার ভোট দেওয়ার পরেই ‘ক্লোজ’ বোতাম টিপতে হবে।

১.৪.৩০। ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর আপনাকে ১৭গ নির্দশের প্রথম ভাগে ‘নথিভুক্ত ভোটের হিসাব’ তৈরি করতে হবে এবং ঐ নিদর্শের নির্দিষ্ট স্তম্ভে পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর করিয়ে নিতে হবে। ঐ হিসাবের প্রত্যয়িত প্রতিলিপি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত প্রত্যেক প্রার্থীর পোলিং এজেন্টকে দিতে হবে। প্রার্থীদের এজেন্টদের এই প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে—কমিশন নির্ধারিত নিদর্শে এই মর্মে আপনাকে ঘোষণা করতে হবে।

১.৪.৩১। ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর কমিশন নির্ধারিত পদ্ধতিতে ভিভিপ্যাটসহ ভোটযন্ত্র এবং সমস্ত নির্বাচনী কাগজপত্র সিল করে সুরক্ষিত করে নেবেন। আপনার সিল লাগানোর পর ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত প্রার্থী বা তাঁদের এজেন্টরা-ও ইচ্ছা করলে ভোটযন্ত্র, ভিভিপ্যাট ও অন্যান্য কাগজপত্রে তাঁদের সিল লাগাতে পারেন। ভোটযন্ত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সিল করা ও সুরক্ষিত করার কাজে যাতে কোনো ভুল না হয়, সেজন্য এ-সংক্রান্ত নির্দেশাবলি আপনাকে সযত্নে অনুসরণ করতে হবে।

১.৪.৩২। যথাযথভাবে সিল ও সুরক্ষিত করা ভোটযন্ত্র ভিভিপ্যাট ও নির্বাচনী কাগজপত্র—ঐ সমস্ত সামগ্রী গ্রহণের জন্য ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে যথাবিহিত রসিদের বিনিময়ে জমা দেওয়া আপনার ব্যক্তিগত দায়িত্ব।

১.৫। আপনার সুবিধার জন্য, বিভিন্ন পর্যায়ে আপনার কর্তব্যসমূহ পাঁচটি পৃথক শিরোনামে সংক্ষেপে ৩ অনুবন্ধে দেওয়া হলো।

১.৬। চেক মেমো

নির্বাচন সম্পর্কিত বিবিধ প্রয়োজনীয় কাজ আপনি সংবিধি-সম্মতভাবে সুসম্পন্ন করেছেন কিনা তা সুনিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশন আপনার জন্য একটি চেক মেমো প্রস্তুত করেছেন। ৪ অনুবন্ধে এটি দেওয়া আছে। ঐ চেক মেমো সঠিকভাবে অনুসরণ করা আপনার কর্তব্য।

২ অধ্যায়

ভোটগ্রহণকারী দল গঠন ও প্রশিক্ষণ

২.১। ভোটগ্রহণকারী দল

এখন যেহেতু বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রের সাহায্যে ভোটগ্রহণ করা হয়, সেজন্য একক‌ভাবে লোকসভা বা বিধানসভা নির্বাচনের জন্য আপনার দলে আপনি এবং তিনজন পোলিং অফিসার থাকবেন। ভোটগ্রহণকারী দলের কর্মীদের নিয়োগ করার সময় আপনার জেলা নির্বাচন আধিকারিক / রিটার্নিং অফিসার আপনার দলের পোলিং অফিসারদের মধ্যে একজনকে, কোনো অনিবার্য কারণে আপনি অনুপস্থিত হলে প্রিসাইডিং অফিসারের কর্তব্য পালন করার প্রাধিকার-ও অর্পণ করবেন।

যুগপৎ নির্বাচনে অবশ্য আপনার দল আপনি এবং ৫ জন পোলিং অফিসার নিয়ে গঠিত হবে।

২.২। ভোটগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণ

২.২.১। জেলা নির্বাচন আধিকারিক গুরুত্ব সহকারে/ রিটার্নিং অফিসার আপনার ও পোলিং অফিসারদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। এই ধরনের সমস্ত প্রশিক্ষণ ক্লাসে গুরুত্ব সহকারে যোগ দিন। এই সমস্তপ্রশিক্ষণ ক্লাস ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাট ব্যবহার, ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে অনুসরণ করা উচিত ভোটগ্রহণ সংক্রান্ত বিভিন্ন পদ্ধতি এবং আইনের বিভিন্ন সংস্থান সম্পর্কে পরিচিত হতে আপনাকে সাহায্য করবে। প্রশিক্ষণ ক্লাসের সময় ভারতের নির্বাচন কমিশন প্রকাশিত 'প্রিসাইডিং অফিসারদের জন্য নির্দেশ পুস্তিকা' সংগ্রহ করে নিন — যেখানে ভিভিপ্যাট সহ বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র ব্যবহৃত হবে এমন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যে সমস্ত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে। ('রিটার্নিং অফিসারদের জন্য নির্দেশ পুস্তিকা' - তে রিটার্নিং অফিসারদের করণীয় সম্পর্কে পৃথকভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে)। আপনাকে একটি পরিচয়পত্র-ও দেওয়া হবে যেটি গায়ে সেঁটে রাখবেন।

২.২.২। এই সমস্ত প্রশিক্ষণে আপনি অবশ্যই অনিবার্য কারণে আপনার অনুপস্থিতিতে কাজ করার দায়িত্বপ্রাপ্ত পোলিং অফিসারকে সঙ্গে রাখবেন। এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে আপনি ও প্রাধিকারপ্রাপ্ত পোলিং অফিসার ভিভিপ্যাট ও ভোটযন্ত্র সংক্রান্ত নানাবিধ কার্যাবলি নিজেরা হাতে কলমে দেখে নেবেন, শুধুমাত্র ভিভিপ্যাট ও ভোটযন্ত্রের প্রদর্শন দেখেই নিশ্চিন্ত থাকবেন না। আপনারা দু'জনেই সবুজ কাগজের সিল, স্পেশাল ট্যাগ, স্ট্রিপ সিল ও অ্যাড্রেস ট্যাগ ইত্যাদি লাগানোর কাজে অভ্যস্ত হয়ে নেবেন। প্রশিক্ষণ ক্লাসে যোগ দিয়ে আপনি এবং আপনার সাথী পোলিং অফিসার ভোটযন্ত্র নিয়ে অনাবশ্যক নাড়াচাড়া করবেন না।

২.২.৩। আপনি অবশ্যই ১৭গ নিদর্শে নথিভুক্ত ভোটের হিসাবের একটি নমুনা এবং কাগজের সিলের হিসাবের একটি নমুনা প্রস্তুত করবেন।

২.২.৪। প্রশিক্ষণ ক্লাস / অনুশীলনগুলোকে হালকাভাবে নেবেন না। এমনকি আপনি প্রিসাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসার হিসাবে আগে যদি কোনো নির্বাচনে কাজ করে থাকেন, যেখানে ভিভিপ্যাট সহযোগে ভোটযন্ত্রের সাহায্যে ভোটগ্রহণ করা হয়েছিল, তাহলেও অবশ্যই সমস্ত প্রশিক্ষণ ক্লাস/ অনুশীলনে যোগ দেবেন, যাতে প্রশিক্ষণক্লাস/ অনুশীলনে ভিভিপ্যাট সম্পর্কে এবং নতুন কোনো তথ্য/ নির্দেশ/ আইনের সংস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন। নির্বাচন সংক্রান্ত আইন ও পদ্ধতি বিভিন্ন সময়ে সংশোধিত হচ্ছে এবং আইন, নিয়মাবলি, নির্দেশাবলি ইত্যাদির সর্বশেষ সংস্থান সম্পর্কে আপনার অবহিত থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। এমনকি আইন ও কার্যপদ্ধতির বিশেষ কোনো পরিবর্তন না হলেও আপনার স্মৃতিকে ঝালিয়ে নেওয়া সবসময়ই প্রয়োজন। সর্বশেষ প্রশিক্ষণ ক্লাস অনুষ্ঠিত হওয়ার মধ্যেই আপনাকে ভিভিপ্যাট বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রের ব্যবহার, সবুজ কাগজের সিল লাগানো, স্পেশ্যাল ট্যাগ, স্ট্রিপ সিল এবং অন্যান্য সামগ্রী সিল করার পদ্ধতি সম্পর্কে অভ্যস্ত হয়ে নিতে হবে।

২.৩। ডাক ভোটপত্রের জন্য দরখাস্ত

২.৩.১। আপনি এবং আপনার পোলিং অফিসাররা যেখানে আপনাদের নিয়োগ করা হয়েছে, সেই একই নির্বাচন কেন্দ্রের বা অন্য কোনো নির্বাচন কেন্দ্রের নির্বাচক হতে পারেন। জেলা নির্বাচন আধিকারিক/ রিটার্নিং অফিসার প্রিসাইডিং অফিসার হিসাবে আপনাকে দুইপ্রস্থ নিয়োগপত্র দেবেন এবং এই নিয়োগপত্রের সঙ্গে যথেষ্ট সংখ্যক ১২ এবং ১২ক নিদর্শ পাঠাবেন যাতে আপনি ও পোলিং অফিসাররা ডাক ভোটপত্র এবং নির্বাচনী কৃত্য শংসাপত্রের জন্য আবেদন করতে পারেন। যদি আপনাদের মধ্যে কেউ ঐ একই নির্বাচন কেন্দ্রের নির্বাচক হন, তাহলে তিনি রিটার্নিং অফিসারের কাছে ১২ক নিদর্শের মাধ্যমে নির্বাচনী কৃত্য শংসাপত্র চেয়ে আবেদন করতে পারেন। যদি কেউ যে নির্বাচন কেন্দ্রে নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত হয়েছেন, সেই কেন্দ্র ব্যতীত অন্য কোনো নির্বাচন কেন্দ্রের নির্বাচক হন, তাহলে তিনি ১২ নিদর্শের মাধ্যমে ডাক ভোটপত্র চেয়ে আবেদন করবেন। দুটি ক্ষেত্রেই নিয়োগপত্রের দ্বিতীয় কপি সমেত অতি সত্বর আবেদন করবেন, অন্যথায় নির্বাচনী কৃত্য শংসাপত্র/ ডাক ভোটপত্র পাওয়ার জন্য হাতে যথেষ্ট সময় থাকবে না। ডাক ভোটপত্রের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি প্রশিক্ষণ ক্লাসগুলিতে ব্যাখ্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মনে রাখতে হবে, ডাক ভোটপত্র একবার আপনার কাছে পাঠানো হয়ে গেলে, কোনো কারণে আপনাকে নির্বাচনী দায়িত্ব না দেওয়া হলেও আপনাকে ডাক ভোটপত্রের মাধ্যমেই ভোট দিতে হবে।

২.৩.২। অনুশীলন/ প্রশিক্ষণ ক্লাসগুলিতে জেলা নির্বাচন আধিকারিকের পরিদর্শনের জন্য জেলার সমস্ত বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতিটি নির্বাচক তালিকার প্রতিলিপি রাখা হবে, যাতে ডাক ভোটপত্রের আবেদনের সঙ্গে দাখিল করার জন্য নির্বাচকের ক্রমিক সংখ্যা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য আপনি লিখে নিতে পারেন। ১২ নিদর্শের অতিরিক্ত কপি-ও ঐ সমস্ত কেন্দ্রে পাওয়া যাবে।

২.৩.৩। ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা নিয়মাবলির ২৪ নিয়মের (২) উপ নিয়ম অনুসারে নির্বাচনী দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচকদের ক্ষেত্রে ১৩ক নিদর্শে প্রদত্ত ঘোষণাপত্র যে কোনো গেজেটেড অফিসার প্রত্যয়িত করতে পারবেন। এই নিয়মাবলি অনুসারে, আপনার সঙ্গে কর্মরত পোলিং অফিসারদের ঘোষণাপত্রগুলি আপনিও প্রত্যয়িত করতে পারেন।

২.৩.৪। নির্বাচনী কাজে নিযুক্ত হওয়ার জন্য নিয়োগপত্র পাওয়ার অব্যবহিত পরেই নির্বাচনী দায়িত্ব কোথায় পালন করতে হবে তা জানার জন্য অপেক্ষা না করে ডাক ভোটপত্রের জন্য আবেদন করাই বাঞ্ছনীয়।

৩ অধ্যায়

ভোটযন্ত্র ও ভোটগ্রহণ সামগ্রী সংগ্রহ

৩.১। ভোটগ্রহণের সামগ্রী

৩.১.১। ভোটগ্রহণের আগের দিন বা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যাওয়ার দিন আপনাকে যাবতীয় নির্বাচনী সামগ্রী সরবরাহ করা হবে। ৫ অনুবন্ধে নির্বাচনী সামগ্রীর একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে রওনা হওয়ার আগে আপনাকে যে যাবতীয় সামগ্রী দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে নিশ্চিত হোন।

৩.২। ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাট মেশিনের পরীক্ষা

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখবেন:

৩.২.১। আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের জন্য নির্ধারিত নিয়ন্ত্রণ ইউনিট, ভোটপত্র ইউনিট ও ভিভিপ্যাট আপনাকে দেওয়া হয়েছে। ওই ইউনিটগুলির সঙ্গে 'অ্যাড্রেস ট্যাগ' লাগানো থাকবে, রিটার্নিং অফিসার ঐ ট্যাগে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নম্বর ও নাম লিখে দিয়েছেন—সেগুলি দেখেই এটা যাচাই করা যাবে।

নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের অ্যাড্রেস ট্যাগে নিম্নোক্ত বিবরণগুলি থাকবে—

....নির্বাচন কেন্দ্র থেকে...নির্বাচন
নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের নম্বর.. বর্তমান আইডি নম্বর ....
ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ক্রমিক নম্বর ও নাম..
ভোটগ্রহণের তারিখ....................................

ভোটপত্র ইউনিটের অ্যাড্রেস ট্যাগে নিম্নোক্ত বিবরণ থাকবে—

....নির্বাচন কেন্দ্র থেকে ....নির্বাচন
ভোটপত্র ইউনিটের নম্বর.. বর্তমান আইডি নম্বর ....
ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ক্রমিক নম্বর ও নাম ....
ভোটগ্রহণের তারিখ ....

ভিভিপ্যাটের অ্যাড্রেস ট্যাগে নিম্নোক্ত বিবরণ থাকবে—

....নির্বাচন কেন্দ্র থেকে ....নির্বাচন
ভিভিপ্যাটের নম্বর.. বর্তমান আইডি নম্বর ....
ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ক্রমিক নম্বর ও নাম ....
ভোটগ্রহণের তারিখ ....

৩.২.২। নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের 'ক্যান্ড সেট সেকশন' ঠিকঠাক সিল করা আছে এবং সেখানে অ্যাড্রেস ট্যাগ ভালোভাবে আটকানো আছে।

৩.২.৩। নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের 'ক্যান্ড সেট সেকশন'-এ যে ব্যাটারিটি বসানো আছে, তা ভালোভাবে কাজ করছে। পিছনের কক্ষে যে পাওয়ার সুইচ আছে তা 'অন' করে এটা যাচাই করে নেওয়া যাবে। **যাচাই করার পর পাওয়ার সুইচ অবশ্যই 'অফ' করতে হবে।**

৩.২.৪। এটি সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন যে ভোটগ্রহণকারী দল যেন কোনো অবস্থাতেই ভোটসামগ্রী বিতরণ কেন্দ্রে এবং ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে মহড়া ভোটের আগে **ভিভিপ্যাট পরীক্ষা না করে।** কেননা তাদের যে ভিভিপ্যাট দেওয়া হয়েছে, সেটি মিলিয়ে ও পরীক্ষা করে দেওয়া হয়েছে।

৩.২.৫। আপনার দেখে নেওয়া দরকার যে আপনাকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটপত্র ইউনিট সরবরাহ করা হয়েছে এবং সেগুলির প্রত্যেকটির ভোটপত্র আচ্ছাদনীর নিচে ভোটপত্র যথাযথভাবে আটকানো আছে। আপনাকে কতগুলি ভোটপত্র ইউনিট দেওয়া হবে তা আপনার নির্বাচন কেন্দ্রে কতজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, তার উপর নির্ভর করবে। M2 বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রে ভোটপত্রে (Ballot Unit) স্লাইড সুইচের অবস্থান দেখে নিন। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ৩ থেকে ১৬-এর মধ্যে থাকলে একটি ভোটপত্র ইউনিট দেওয়া হবে এবং ঐ ভোটপত্র ইউনিটের উপরদিকে ডানপাশে অবস্থিত স্লাইড সুইচটি রিটার্নিং অফিসার '১' অবস্থানে রাখবেন। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ১৭ থেকে ৩২-এর মধ্যে হলে আপনাকে দু'টি ভোটপত্র ইউনিট দেওয়া হবে। প্রথম ভোটপত্র ইউনিটে যেখানে স্লাইড সুইচ '১' অবস্থানে রাখা হয়েছে, সেটির ভোটপত্রে প্রথম ষোলজন (১ থেকে ১৬ ক্রমিক নং) প্রার্থীর নাম থাকবে। দ্বিতীয় ভোটপত্র ইউনিটে পরবর্তী ষোলজন অর্থাৎ ১৭ ক্রমিক নং থেকে ৩২ ক্রমিক নং পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম থাকবে এবং ঐ ইউনিটের স্লাইড সুইচ '২' অবস্থানে থাকবে। অনুরূপভাবে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ৩৩ থেকে ৪৮-এর মধ্যে হলে তিনটি ভোটপত্র ইউনিট এবং ঐ সংখ্যা ৪৮-এর বেশি হলে ৬৪ পর্যন্ত চারটি ভোটপত্র ইউনিট সরবরাহ করা হবে। তৃতীয় ভোটপত্র ইউনিটের ভোটপত্রে ৩৩ ক্রমিক নং থেকে পরপর (৪৮ পর্যন্ত) প্রার্থীর নাম থাকবে এবং এর স্লাইড সুইচ '৩' অবস্থানে রাখা হবে। চতুর্থ ভোটপত্র ইউনিটের ভোটপত্রে ৪৯ ক্রমিক নং থেকে পরপর (৬৪ পর্যন্ত) প্রার্থীর নাম দেওয়া থাকবে এবং এর স্লাইড সুইচ '৪' অবস্থানে থাকবে। **স্বচ্ছ সেলো টেপ দিয়ে ভোটপত্র ইউনিটের স্লাইড সুইচ (গুলি) ভালোভাবে আবৃত করা আছে কিনা দেখে নিন।**

স্লাইড সুইচে ১, ২, ৩, ৪ লেখা আছে। উপরে যেভাবে বলা হয়েছে সেই অনুযায়ী সুইচ ১, ২, ৩ বা ৪ অবস্থানে রাখতে হবে। ভোটপত্র ইউনিটের উপরের দিকে ডানপাশে একটা ছোট জানালা দিয়ে সুইচ কোন অবস্থানে আছে দেখা যাবে।

উন্নততর মডেলে স্লাইড সুইচের অবস্থান এরকম দেখা যাবে :—

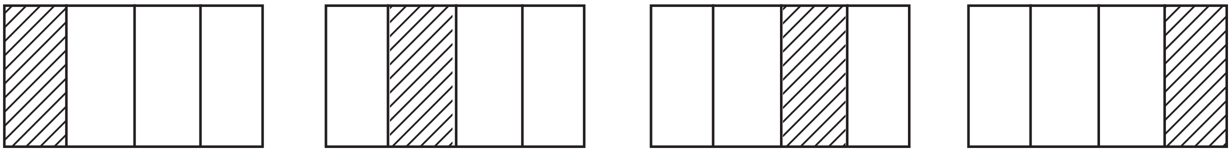

অবস্থান ১   অবস্থান ২   অবস্থান ৩   অবস্থান ৪

স্লাইড সুইচ সঠিক অবস্থানে রাখার ক্ষেত্রে কোনো গরমিল দেখা গেলে বিষয়টি তৎক্ষণাৎ সেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট/ রিটার্নিং অফিসারকে জানাবেন। কোনো অবস্থাতেই আপনি বা আপনার পোলিং অফিসাররা এটি নিয়ে অযথা বেশি নাড়াচাড়া করবেন না।

৩.২.৬। আগের দফায় যেভাবে বলা হয়েছে, ভোটপত্র ইউনিটে র প্রত্যেকটিতে সেইভাবে ভোটপত্র ও স্লাইড সুইচ আটকানো / স্থাপন করা আছে। অবশ্যই আরো দেখতে হবে, ভোটপত্র ইউনিটে আটকানো ভোটপত্রগুলি সঠিকভাবে বিন্যস্ত আছে এবংপ্রত্যেক প্রার্থীর নাম ওপ্রতীক তাঁর জন্য নির্দিষ্ট বাতি ও বোতামের সঙ্গে একই সরলরেখায় আছে এবং ভোটপত্রে যে-সব মোটা রেখা দিয়ে প্রার্থীদের সারিগুলি পৃথক করা হয়েছে সেগুলি ভোটপত্র ইউনিটের মোটা দাগের সারিগুলির সঙ্গে একই সরলরেখায় আছে।

৩.২.৭। প্রার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট নীল বোতাম, যেগুলি খোলা অবস্থায় রয়েছে এবং ভোটপত্র ইউনিটে দৃশ্যমান—সেগুলির সংখ্যা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সংখ্যার সমান এবং অবশিষ্ট বোতামগুলি, যদি থাকে, ঢেকে দেওয়া হয়েছে।

৩.২.৮। প্রত্যেক ভোটপত্র ইউনিটের দু'জায়গায় অর্থাৎ ডানদিকে উপরে ও ডানদিকে নিচে রিটার্নিং অফিসারের সিল দিয়ে যথাযথভাবে সিল করা ও সুরক্ষিত করা হয়েছে এবং অ্যাড্রেস ট্যাগ ঐ জায়গায় শক্তভাবে আটকানো আছে।

৩.৩। M3 ভোটযন্ত্রের ভোটপত্রে থাম্বচাকা (Thumb Wheel) সুইচ দেখে নিন ঃ

থাম্বচাকা সুইচটি ব্যালট ইউনিটের উপরের ডানদিকে রয়েছে। এখানে দুইটি থাম্বচাকা (Thumb Wheel) আছে। ব্যালট ইউনিটের ভেতরে থাকা ডানদিকের থাম্বচাকাটি কার্যকর হ'লে একটি জানালা দেখা যায় যেখানে '০', '১', '২', '৩', থেকে শুরু করে ৯ অবধি সংখ্যা দৃশ্যমান থাকে। বামদিকের থাম্বচাকা কার্যকর হলে জানালা দিয়ে দেখা যায় '০', '১' ও '২' সংখ্যা মাত্র।

আপনি যখন একটিমাত্র ব্যালট ইউনিট ব্যবহার করবেন, ডানদিকের থাম্বচাকাটি ১ নম্বর ঘরে এবং বামদিকের থাম্বচাকাটি ১ নম্বর ঘরে এবং বামদিকের থাম্বচাকাটি ০ ঘরে রাখুন। দুটি ব্যলট ইউনিট ব্যবহার হলে, ডানদিকের থাম্বচাকাটি ২ নম্বর ঘরে এবং বামদিকের থাম্বচাকা ০ ঘরে রাখতে হবে। অনুরূপভাবে, যেক্ষেত্রে নির্বাচনে ২৪ টি ব্যালট ইউনিট ব্যবহার হবে, সেক্ষেত্রে ডানদিকের থাম্বচাকাটি ৪ নম্বর ঘরে এবং বামদিকের থাম্বচাকাটি ২ নম্বর ঘরে রাখতে হবে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ৩ থেকে ২৬-র মধ্যে হলে (নোটাসহ) একটিমাত্র ব্যালট ইউনিট ব্যবহৃত হবে। সেক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার ডানদিকের থাম্বচাকাটি অবশ্যই ব্যালট ইউনিটের ১ নম্বর ঘরে স্থাপন করবেন, যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ১ থেকে ১৬ মধ্যে ক্রমিক সংখ্যায় বিবৃত রয়েছে। দ্বিতীয় ব্যালট ইউনিটটিতে রাখা ব্যালট পেপারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ১৭ থেকে ৩২ অবধি (নোটাসহ)। ওই ব্যালট ইউনিটে থাম্বচাকাটি থাকবে ২ নম্বর ঘরে। তৃতীয় ব্যালট ইউনিটের প্রয়োজন হবে যদি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা এসে দাঁড়ায় ৩৩ এবং তার বেশী এবং ৪৮ এর কম (নোটাসহ)। এক্ষেত্রে যথারীতি থাম্বচাকাটির অবস্থান হবে ব্যালট ইউনিটের ৩ নম্বর ঘরে। চারটি ব্যালট ইউনিট ব্যবহৃত হবে যখন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ৪৯ এর বেশী কিন্তু ৬৪ থেকে কম (নোটাসহ)। এক্ষেত্রে থাম্বচাকাটির অবস্থান ব্যালট ইউনিটে ৪ নম্বর ঘরে। পাঁচটি ব্যালট ইউনিট ব্যবহৃত হলে, পঞ্চম ব্যালট ইউনিটে প্রদর্শিত প্রার্থীর ক্রমিক সংখ্যা বিস্তৃত থাকবে ৬৫ থেকে ৮০ অবধি (নোটাসহ)। এক্ষেত্রে থাম্বচাকাটির অবস্থান ৫ নম্বর ঘরে। এইভাবে, যদি ২৪টি ব্যালট ইউনিট যোগ করার প্রয়োজন হয়, ২৪ তম ব্যালট পেপারে প্রার্থীর সংখ্যা দেখা যাবে, নোটাসহ, ৩৬৮ থেকে শুরু করে ৩৮৪ অবধি। ব্যালট ইউনিটে থাম্বচাকার অবস্থান প্রত্যাশামতো ২৪ নম্বর ঘরে। মনে রাখতে হবে M3 ভোটযন্ত্রে ২৪ টি অবধি ব্যালট ইউনিট কন্ট্রোল ইউনিটের সাথে জোড়া সম্ভব।

৩.৪। ভোটগ্রহণের সামগ্রীগুলি মিলিয়ে দেখে নেওয়া

দেখে নিন —

৩.৪.১। কিট ব্যাগে অমোচনীয় কালির ১০সিসি-র দু'টি বড় শিশি দেওয়া হয়েছে কিনা এবংপ্রত্যেকটি শিশিতে যথেষ্ট পরিমাণ কালি আছে কিনা, কারণ এরপর থেকেপ্রত্যেক ভোটদাতার বাম হাতের তর্জনীতে নখের গোড়া থেকে আঙুলেরপ্রথম গাঁট পর্যন্ত এই কালি লাগাতে হবে, এবং স্ট্যাম্প প্যাডগুলি শুষ্ক নয়।

৩.৪.২। নির্বাচক তালিকার প্রাসঙ্গিক অংশের তিনটিপ্রতিলিপি-ই (যুগ্ম নির্বাচনের ক্ষেত্রে পাঁচটিপ্রতিলিপি) পূর্ণাঙ্গ এবং সর্বাংশে একই রকম, বিশেষত —

(ক) নির্বাচক তালিকার যে প্রাসঙ্গিক অংশ আপনাকে দেওয়া হয়েছে, তা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রটি যে-অঞ্চলের জন্য স্থাপিত হয়েছে সেই অঞ্চলের জন্য কিনা এবং সেটির প্রতিটি প্রতিলিপি সংযোজনীসহ (সাপ্লিমেন্ট) স্বয়ংসম্পূর্ণ কিনা;

(খ) সংযোজনী অনুযায়ী যে-সমস্ত নাম কেটে দেওয়ার কথা সেগুলি কাটা হয়েছে এবং লেখার ভুল বা অন্যান্য ভুলের যে সব সংশোধন হয়েছে সেগুলি সব প্রতিলিপিতে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে;

(গ) তালিকারপ্রতিটি কার্যনির্বাহক প্রতিলিপির সমস্ত পাতা ক্রমিক সংখ্যা ১ থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে রয়েছে;

(ঘ) ভোটদাতাদের মুদ্রিত ক্রমিক নম্বরগুলি কালি দিয়ে সংশোধন করা হয়নি এবং কোনো নতুন নম্বরও পরিবর্তে দেওয়া হয়নি;

(ঙ) নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপিতে (নির্বাচক তালিকার যে প্রতিলিপিটি ভোট দিতে অনুমতিপ্রাপ্ত নির্বাচকদের নামে 'দাগ' দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হবে) ডাক ভোটপত্র ইস্যু করা (যেমন 'পিবি', 'সি এস ভি'), সংযোজনীতে (সাপ্লিমেন্ট) অন্তর্ভুক্ত নাম বাদ দেওয়া, যদি থাকে, ছাড়া অন্য কোনো মন্তব্য লেখা নেই; খসড়া নির্বাচক তালিকার সঙ্গে নাম বিয়োজনের তালিকা জুড়ে দেওয়া থাকলে সেই বিয়োজনগুলি, এবং চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা প্রকাশের পূর্বে দাবি ও

আপত্তির নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রস্তুতকৃত সংযোজনীটি ৮-স্তম্ভ বিশিষ্ট অ-সচিত্র মূল তালিকায় (মাদার রোল) দাগ টেনে কেটে দেওয়া হয়েছে;সচিত্র তালিকার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নির্বাচকের বিবরণ-সংক্রান্ত বক্সের মধ্যে 'অ-ব-লু-প্ত' ছাপ দেওয়ার সময় অথবা নতুন কোনো সংশোধন করতে গিয়ে বা নির্বাচক তালিকা পুনর্মুদ্রণের সময় পর্যন্ত ইস্যু করা নতুন এপিক নম্বর অন্তর্ভুক্ত করার সময় অন্য কোনো নাম অবলুপ্ত, পরিবর্তিত বা বাদ পড়েনি;

(চ) নির্বাচক তালিকা একজন অতিরিক্ত নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিক (এ ই আর ও) এবং আরো একজন আধিকারিক দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়েছে;

(ছ) চিহ্নিতপ্রতিলিপি হিসাবে ব্যবহার্য নির্বাচক তালিকার উপরে রিটার্নিং অফিসার/অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক কালিতে স্বাক্ষরিত ও নিম্নোক্ত বয়ানে প্রদত্ত একটি শংসাপত্র লাগানো রয়েছে :—

শংসাপত্র

(যেখানে ১ ও ২ সংযোজনীতে বিয়োজন ও সংশোধন দেখানোর জন্য নির্বাচক তালিকা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে)

শংসিত করা হচ্ছে যে ....বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রের .... অংশ নং-এর নির্বাচক তালিকা ১ ও ২ সংযোজনীতে প্রদর্শিত বিয়োজন ও সংশোধনের পর পুনর্মুদ্রিত হয়েছে এবং সেটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মিলিয়ে দেখা হয়েছে এবং সেখানে কোনো বৈসাদৃশ্য নেই। ঐ তালিকায়..পৃষ্ঠা রয়েছে (১ থেকে ....)।

তাং-

রিটার্নিং অফিসার / অ্যাসিস্ট্যান্ট
রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সিল

অথবা

শংসাপত্র

(যেখানে পুনর্মুদ্রিত তালিকার সঙ্গে চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত তালিকার বৈসাদৃশ্য রয়েছে এবং তালিকার সাধারণ প্রতিলিপি/চিহ্নিত প্রতিলিপি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে পুনর্মুদ্রিত তালিকার পরিবর্তে চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত তালিকা এবং ধারাবাহিক হালনাগাদকরণের ২ সংযোজনী ব্যবহৃত হয়েছে)

শংসিত করা হচ্ছে যে .... বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রের .... অংশ নং-এর নির্বাচক তালিকা চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত তালিকা এবং তৎসংযুক্ত ২ সংযোজনী ব্যবহার করে প্রস্তুত করা হয়েছে। ঐ তালিকায় .... পৃষ্ঠা রয়েছে (১ থেকে ....)। এটি নির্বাচক তালিকার প্রামাণ্য প্রতিলিপি এবং যে কোনো বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলেও এই তালিকা চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে।

তাং

রিটার্নিং অফিসার/অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং
অফিসারের স্বাক্ষর ও সিল

৩.৪.৩। নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপির সঙ্গে নির্বাচকদের "**রেফারেল ইমেজ শিট**" দেওয়া হয়েছে; সচিত্র নির্বাচক তালিকায় ছবির সংখ্যা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে এপিক (ই পি আই সি) প্রচারাভিযানের সময় যাদের এপিক প্রস্তুত করা হয়েছিল কিন্তু সচিত্র নির্বাচক তালিকায় ছবি মুদ্রিত করা সম্ভব হয়নি তাদের জন্য এই শিট আপনাকে দেওয়া হয়েছে; এই শিট ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নির্বাচকদের পরিচিতি সুনিশ্চিত করতে আপনাকে সাহায্য করবে। রেফারেল ইমেজ শিটে নির্বাচকের ক্রমিক নং, নাম, সম্পর্কের নাম এবং স্ট্যাম্প-আকৃতির ছবি দেওয়া থাকবে। পোলিং এজেন্টরা নির্বাচকের পরিচিতি সম্পর্কে কোনোরকম সন্দেহ প্রকাশ করলে তাঁদের এই রেফারেল ইমেজ শিট দেখানো যেতে পারে (যদি তাঁরা দেখতে চান), যাতে ভোটগ্রহণের দিন এই প্রক্রিয়ার মধ্যে স্বচ্ছতা বজায় থাকে। ৬ অনুবন্ধে রেফারেল ইমেজ শিটের একটি নমুনা দেওয়া আছে।

৩.৪.৪। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নির্বাচকদের পরিচিতি নিশ্চিত করার সুবিধার জন্য নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপির সঙ্গে অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত নির্বাচকদের, যদি থাকে, তালিকা দেওয়া হয়েছে।

৩.৪.৫। আপনার উপর যে-ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের দায়িত্ব ন্যস্ত সেটি যে-নির্বাচনকেন্দ্রে অবস্থিত, আপনাকে সরবরাহ করা টেণ্ডার ভোটপত্রগুলি সেই নির্বাচন কেন্দ্রের জন্যই নির্দিষ্ট এবং সেগুলি কোনোভাবেই ত্রুটিপূর্ণ নয়। সেগুলি ক্রমিক সংখ্যা আপনাকে দেওয়া বিবরণের সঙ্গে মিলছে কিনা, তা'ও আপনি যাচাই করে নেবেন।

৩.৪.৬। কোনো ভোটযন্ত্র বা ভোটগ্রহণের সামগ্রী ত্রুটিপূর্ণ দেখলে প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিষয়টি আপনি আবিলম্বে ভোটযন্ত্র/ভোটগ্রহণের সামগ্রী প্রদানের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অথবা রিটার্নিং অফিসারের গোচরে আনবেন।

৩.৪.৭। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের এবং তাঁদের এজেন্টদের নমুনা স্বাক্ষরগুলির ফটোকপি আপনাকে দেওয়া হয়েছে কিনা তা'ও দেখে নিন। এতে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের নিয়োগপত্রে প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচনী এজেন্ট-এর যে-স্বাক্ষর থাকবে তার যথার্থতা প্রমাণে সাহায্য করবে।

৪ অধ্যায়

সচিত্র নির্বাচক তালিকা

৪.১। সচিত্র নির্বাচক তালিকা

৪.১.১। বর্তমানে সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সচিত্র নির্বাচক তালিকা (পি ই আর) চালু হয়েছে। নির্বাচনের দিন জাল ভোট ঠেকানোর লক্ষ্যে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

৪.১.২। বর্তমান তালিকাতে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত তথ্য ছাড়াও সচিত্র নির্বাচক তালিকায় নমুনা আকারে সমস্ত ভোটদাতার ছবি থাকে। এতে ভোটগ্রহণের দিন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটদাতার পরিচয় পরীক্ষার পদ্ধতি সহজ হয়েছে। শীর্ষ-পৃষ্ঠা, অংশ-শীর্ষ ইত্যাদি ছাড়াও সচিত্র নির্বাচক তালিকার একটি নমুনা ১৮ অনুবন্ধে সংযোজিত হয়েছে।

৪.১.৩। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নির্বাচকের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য এপিক (ই পি আই সি) ব্যবহার করা হয়। যাইহোক, এপিক না-থাকলে, পরিচিতি কমিশন নির্দেশিত যে কোনো একটি বিকল্প লেখ্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে কমিশন প্রতিটি নির্বাচনের জন্য পৃথক আদেশনামা জারি করবে।

৪.১.৪। ভোটদাতার পরিচিতি যাচাই করার জন্য এপিক পরীক্ষা করে দেখার সময় যদি কোনো ভোটদাতা অপর কোনো বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রের নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিকের কাছ থেকে পাওয়া এপিক-ও দেখান, তাহলে সেই এপিক-ও গ্রাহ্য হবে; তবে, সংশ্লিষ্ট ভোটদাতা যে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দেওয়ার জন্য এসেছেন, সেখানকার নির্বাচক তালিকায় উক্ত ভোটদাতার নাম আছে কিনা দেখে নিতে হবে। কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে, ভোটদাতার বাম হাতের তর্জনীতে কোনো অমোচনীয় কালির দাগ আছে কিনা, খুব ভালোভাবে তা পরীক্ষা করে সুনিশ্চিত হতে হবে যে উক্ত নির্বাচক একাধিক জায়গায় ভোট দেননি, এবং ভোটদাতার বাম হাতের তর্জনীতে সঠিকভাবে অমোচনীয় কালি প্রয়োগ করে তাঁকে ভোট দেওয়ার অনুমতি দিতে হবে।

৪.১.৫। নির্বাচন কমিশন নির্দেশ দিয়েছেন যে, বিদেশে বসবাসকারী কোনও ভারতীয় ভোটগ্রহণকেন্দ্রে কেবল তার পাসপোর্ট দেখিয়েই ভোট দিতে পারবেন।

৫ অধ্যায়

আসুন জানি বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাটের ব্যবহার

বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র (EVM) ও ভোটপ্রমাণ যন্ত্র (VVPAT)-এর পরিচয়

৫.১। বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রের পরিচয়

৫.১.১। একটি ভোটযন্ত্রে দু'টি ইউনিট থাকে অর্থাৎ কন্ট্রোল ইউনিট (CU) ও ব্যালট ইউনিট (BU) এবং এ দু'টিকে সংযুক্ত করে এমন একটি তার (৫মিটার লম্বা) থাকে। একটি ব্যালট ইউনিটে ১৬ জন পর্যন্ত প্রার্থীর সংস্থান রাখা যেতে পারে (নোটা সহ)।

৫.১.২। **এম ২ ভোটযন্ত্র** ২০০৬ সালের পরবর্তী বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রগুলিকে এম ২ ভোটযন্ত্র বলা হয়। এম ২ ভোটযন্ত্রে ৪টি ব্যালট ইউনিট-এর সংস্থান রাখা যায় যেখানে সর্বাধিক ৬৪ জন প্রার্থীর নাম স্থাপন করা যায় (নোটা-সহ) এবং একটি কন্ট্রোল ইউনিটের সাহায্যে ঐ যন্ত্রগুলিকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৫.১.৩। **এম ৩ ভোটযন্ত্র** ২০১৩ সালের পরবর্তী বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রগুলিকে এম ৩ বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র বলা হয়। এই বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রে সর্বমোট ২৪টি ব্যালট ইউনিটের সংস্থান রাখা যেতে পারে যেখানে সর্বাধিক ৩৮৪ জন প্রার্থীর নাম স্থাপন করা যেতে পারে (নোটা-সহ) যদি ৪টির বেশী ব্যালট ইউনিট ব্যবহার করা হয় তবে সে ক্ষেত্রে পঞ্চম, নবম, ত্রয়োদশ, সপ্তদশ ও একবিংশতি ব্যালট ইউনিটে ব্যাটারি লাগানোর ব্যবস্থা আছে। ০১ থেকে ২৪-এর মধ্যে প্রয়োজন অনুসারে নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যালট ইউনিট নির্ধারণের জন্য ব্যালট ইউনিটের একেবারে উপরে ডান দিকে আঙুল দিয়ে ঘোরানোর মত দু'টি চক্র আছে। ডিসপ্লে প্যানেল দু'টি সারণিতে পরিসংখ্যান দেখায় যেখানে প্রতিটিতে ১২টি লিপি থাকে। এম ৩ বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রে প্রার্থীর নাম সম্বলিত বিভাগ থেকে ব্যাটারিযুক্ত বিভাগটিকে আলাদা করা হয়েছে এবং সেখানে একটি স্বতন্ত্র বহির্দ্বার আছে ও তা ডানদিক থেকে বাম দিকে খোলে।

৫.১.৪। ব্যাঙ্গালোর বিইএল এবং হায়দ্রাবাদ ইসিআইএল-এর তৈরি বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রগুলি দেখতে প্রায় একইরকম। দৃষ্টিশক্তিহীন (অন্ধ) ব্যক্তিদের সুবিধার্থে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পাশে নীল বোতামের ডানদিকে ব্যালট ইউনিটের বহিরাবরণের উপরে ব্রেইল অক্ষরে (১ থেকে ১৬) লেখা আছে।

৫.১.৫। ভোটের ফল বিভাগের বহিরাবরণে একটি উপবৃত্তাকার অ্যাপারচার আছে যা বাম দিকে একটি ফ্ল্যাপ দ্বারা আবৃত এবং এখানেই 'ক্লোজ' বোতামটিকে রাখা হয়েছে। ভিতরের কক্ষটির দরজায় দু'টি উপবৃত্তাকার অ্যাপারচার আছে যার মধ্য দিয়ে হলুদ রঙের 'প্রিন্ট' এবং 'রেজাল্ট' বোতাম দুটিকে দেখা যায় অর্থাৎ এম ২ বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রের কন্ট্রোল ইউনিটের ভিতরের দরজাটি আঙুল ঢুকিয়ে খোলা যেতে পারে এবং তারপর ভিতরের হুড়কোটিকে যুগপৎ সামান্য ভিতরের দিকে চাপতে হবে। এইভাবে হুড়কো দু'টিকে মুক্ত না করে কোনো অবস্থাতেই ভিতরের দরজাটিকে বলপূর্বক খোলার চেষ্টা করা যাবে না যাতে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কক্ষটির কোনো ক্ষয়ক্ষতি না ঘটে। এম ৩ বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রের ক্ষেত্রে দরজা বাইরে থেকে খোলা যেতে পারে।

৫.২। এম ২ বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রের প্রদর্শন (Displays)

৫.২.১। এম ২ বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রের প্রদর্শক প্যানেল দু'টি সারণিতে পরিসংখ্যান দেখায় এবং প্রত্যেক সারণিতে ১২টি লিপি থাকে। এম ২ বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রে যে সমস্ত লেখাগুলি উঠে আসে তার অর্থ নিচে দেওয়া হলঃ

৫.২.২। "LINK ERROR 1" এর অর্থ হলো প্রথম ব্যালট ইউনিটে সংযোগে কোনো ভুল হচ্ছে অর্থাৎ দু'য়ের মধ্যে সংযোগকারী তারটি নেই অথবা ছিন্ন হয়েছে কিম্বা যেখানে একটিমাত্র ব্যালট ইউনিট ব্যবহার করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে স্লাইড সুইচ ১-এর অবস্থানে আনা হয়নি অথবা যেখানে একটির বেশি ব্যালট ইউনিট ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে ইউনিটগুলিকে যথা নিয়মে সংযুক্ত করা হয়নি।

৫.২.৩। "PRESS ERROR-1"-এর অর্থ হলো প্রথম ব্যালট ইউনিটে কোনো একজন প্রার্থীর বোতাম হয় চেপে গেছে নয়তো আটকে গেছে।

৫.২.৪। "ERROR" মানে কন্ট্রোল ইউনিট ব্যবহারের উপযুক্ত নয়।

৫.২.৫। "INVALID" অর্থাৎ কন্ট্রোল ইউনিটে বোতাম ক্রমানুসারে চাপা হয়নি।

৫.২.৬। "CU ERROR" বলতে বোঝাচ্ছে কন্ট্রোল ইউনিটকে বদলাতে হবে।

৫.২.৭। "BU-1 ERROR" বলছে ব্যালট ইউনিট-১ বদলাতে হবে।

৫.২.৮। "CLOCK ERROR" অর্থাৎ বাস্তবিক সময় জানানো ঘড়ি (RTC) ঠিকমত কাজ করছে না।

৫.২.৯।"END"-এর অর্থ হলো 'CLEAR' বা 'RESULT' বোতামে চাপ দেওয়ার পর একে একে প্রতিটি পর্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটলো।

৫.২.১০। "FULL" সংকেতটির অর্থ এই ভোটযন্ত্রে সর্বাধিক যতগুলি ভোট দেওয়া সম্ভব স(২০০০), তা দেওয়া হয়ে গিয়েছে। যন্ত্রটি এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে যাতে সর্বাধিক ২০০০ ভোট-ই মেমরিতে রেখে দেওয়া যায়।

৫.২.১১। "CANDIDATES 64" এর মানে হলো এই যন্ত্রে ৬৪ জন প্রার্থীর নাম-ই (নোটা-সহ) রাখা হয়েছে। ০৩ থেকে ৬৪ জন প্রার্থী থাকতে পারেন (নোটা-সহ)।

৫.২.১২। "TOTAL POLLED VOTES 1150" মানে মোট ১১৫০টি ভোট পড়েছে।

৫.২.১৩। "CANDIDATES-05 VOTES 512" বলতে বোঝাচ্ছে যে ৫নং প্রার্থী ৫১২টি ভোট পেয়েছেন।

৫.২.১৪। "................" এর মানে যন্ত্রে পাওয়ার বা বিদ্যুতের অবস্থা দুর্বল।

৫.২.১৫। "CHANGE BATTERY" অর্থাৎ ব্যাটারিতে বিদ্যুৎ সংবহন যথেষ্ট না থাকায় ব্যাটারিটা বদলে নতুন ব্যাটারি লাগাতে হবে।

৫.২.১৬। "BATTERY HIGH" মানে ব্যাটারির ক্ষমতা উচ্চ পর্যায়ে আছে।

৫.২.১৭। "BATTERY MEDIUM" বলতে বোঝায় ব্যাটারির ক্ষমতা মাঝারি।

৫.২.১৮। "BATTERY LOW" অর্থাৎ ব্যাটারির কর্মক্ষমতা কমে এসেছে।

৫.২.১৯। "DTE 16-07-2018 TME 09-10-25" ভোটদানের তারিখ ও সময় সূচিত করছে।

৫.২.২০। "SL NO-H00005" বলতে বোঝায় কন্ট্রোল ইউনিটের পিছন দিকে ইউনিটের যে আভ্যন্তরীণ ক্রমিক নম্বর লেখা রয়েছে, সেই নম্বরটি।

৫.২.২১। "COMPUTING RESULT" মানে যন্ত্রে ভোটগণনা চলছে।

৫.২.২২। "PST 07-00-00 PET 18-50-10" ভোট কখন শুরু হয়েছে ও কখন শেষ হয়েছে সেটা দেখাচ্ছে।

৫.২.২৩। "POLL RESULT PDT 16-07-18" ভোটের ফল ও তারিখ দেখাচ্ছে।

৫.২.২৪। "PRINTING" অর্থাৎ মুদ্রণ কাজ চলছে।

৫.২.২৫। "DELETING POLLED VOTES" মানে কন্ট্রোল ইউনিট থেকে প্রদত্ত ভোটগুলি মুছে ফেলা।

৫.২.২৬। যখন কন্ট্রোল ইউনিটের পাওয়ার সুইচটা উপরদিকে চালু করা হবে তখন একটা 'বিপ' শব্দ হবে এবং কন্ট্রোল ইউনিটের ডিসপ্লে বিভাগে একটা সবুজ "ON" ল্যাম্প জ্বলজ্বল করবে এবং একে একে নিম্নলিখিত লেখাগুলি ভেসে উঠবে :

EVM IS ON ECI
DTE 16-06-18 TME 08-10-25
SL NO-H00005
CANDIDATES 10
BATTERY HIGH

৫.২.২৭। “CLEAR” বোতামটি চেপে যখন সমস্ত গণনা “0”-তে আনা হবে তখন ডিসপ্লে প্যানেল পর পর ঘটনাক্রম অনুসারে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি দেখাতে থাকবে :

DELETING POLLED VOTES
CANDIDATES 10
TOTAL POLLED VOTES 0
CANDIDATES 01 VOTES 0
CANDIDATES 02 VOTES 0
CANDIDATES 10 VOTES 0
END

৫.২.২৮। যখন প্রতি ঘন্টায়/পর্যায়ক্রমিক প্রদত্ত মোট ভোটের সংখ্যা জানার জন্য ‘টোটাল’ বোতামটি চাপা হয়, তখন ‘ডিসপ্লে প্যানেলে’ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দেখা যাবে :

BATTERY HIGH
DTE 16-06-18 TME 11-00-25
CANDIDATES 10
TOTAL POLLED VOTES 115

৫.২.২৯। যখন ভোট সমাপ্ত হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের পরে এবং শেষ ভোটার তাঁর ভোট নথিভুক্ত করলে, তখন বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র বন্ধ করার জন্য ‘ক্লোজ’ বোতাম চাপলে, ডিসপ্লে প্যানেলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দেখা যাবে :

CLOSING
DTE 16-06-18 TME 18-10-25

SL. NO.- H00005

CANDIDATES
10

TOTAL POLLED
VOTES 1150

POLL
CLOSED

৫.৩। এম ৩ বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র প্রদর্শন

৫.৩.১। এম ৩ বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রের ডিসপ্লে প্যানেলে যে বিভিন্ন বিষয় দৃশ্যমান হয় সেগুলি এবং তাদের অর্থ নিচে বর্ণনা করা হলো :

৫.৩.২। "POWER ON LED NOT OK" মানে বোঝায় যে, সিইউ পাওয়ার অন এল ই ডি-র নিজস্ব অনুসন্ধানের বিষয়টি ঠিক নেই।

৫.৩.৩। "BUZZER NOT OK" বোঝাচ্ছে যে ''সি ইউ বাজার''-এর নিজস্ব অনুসন্ধান ঠিক নেই।

৫.৩.৪। "BUSY LED NOT OK" মানে বোঝায় ''সি ইউ বিজি এল ই ডি''-এর নিজস্ব অনুসন্ধান কাজ করছে না।

৫.৩.৫। "DIGIT 02 OK" বলতে বোঝায় যে কন্ট্রোল ইউনিট ডিসপ্লে-এর নিজস্ব অনুসন্ধান ঠিক নেই।

৫.৩.৬। "CHANGE BATTERY" মানে বোঝায় যে কন্ট্রোল ইউনিট ব্যাটারি মূল সেট-এর মধ্যে নেই।

৫.৩.৭। "BU 01 KEY 06 NOT OK" দেখলে বুঝতে হবে যে ব্যালট ইউনিট ১ ক্যান্ডিডেট 'কি' ৬ টি ঠিক নেই।

৫.৩.৮। "BU 01 READY LED NOT OK" বোঝায় যে ''বি ইউ ১ রেডি এল ই ডি'' ঠিক নেই।

৫.৩.৯। "BU 05 WITHOUT BATTERY" মানে বি ইউ ০৫-এ কোন ব্যাটারি নেই। যদি ৫,৯,১৩,১৭,২১ তম ব্যালট ইউনিট ব্যাটারি ছাড়া থাকে, তাহলে 'ডিসপ্লে প্যানেলে উপরে প্রদর্শিত লেখাটি দেখা যাবে।

৫.৩.১০। "BU 05 CHANGE BATTERY" দেখালে বুঝতে হবে যে ব্যালট ইউনিট ০৫ ব্যাটারি ঠিক নেই।

৫.৩.১১। "SELF CHECK IN PROGESS" দেখালে সি ইউ-এর নিজস্ব পরীক্ষা চলছে বোঝা যাবে। নিজস্ব অনুসন্ধান পর্বের আগে থেকে নিজস্ব অনুসন্ধান শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তা দেখা যাবে।

৫.৩.১২। "DTE 16-07-18 TME 09-10-25" দেখালে বোঝা যাবে যে বর্তমানে তারিখ দিন-মাস-তারিখ এবং সময় ঘণ্টা-মিনিট-সেকেন্ড-এর ছকে রয়েছে।

৫.৩.১৩। "SL NUM BCUAA 00001" বোঝায় যে কন্ট্রোল ইউনিটের পিছন দিকে তার নিজস্ব সিরিয়াল নম্বরের উল্লেখ করা আছে।

৫.৩.১৪। "CANDIDATES 10" লেখা বোঝাচ্ছে যে, যন্ত্রটি ১০ জন্য প্রার্থীর জন্য নির্দিষ্ট করা আছে। প্রার্থীর সংখ্যা ০৩ থেকে ৩৮৪ পর্যন্ত হতে পারে (নোটা সমেত)।

৫.৩.১৫। "BATTERY HIGH 95 PRECENT" দেখে বোঝা যাবে যে, ব্যাটারির বর্তমান ব্যবহারের পরিমাণের উপর ব্যাটারি 'হাই' থাকা নির্ভর করবে।

৫.৩.১৬। "BATTERY MEDIUM 73 PRECENT" দেখে বোঝা যাবে যে, ব্যাটারি 'মিডিয়াম' অবস্থায় রয়েছে।

৫.৩.১৭। "BATTERY LOW 45 PRECENT" বোঝায় যে ব্যাটারি 'লো' অবস্থায় আছে।

৫.৩.১৮। "BATTERY MERG 45 PRECENT" দেখে বোঝা যাবে যে, ব্যাটারি 'মার্জিনাল' অবস্থায় আছে।

৫.৩.১৯। "CHANGE BATTERY" লেখা থাকলে ব্যাটারি 'মার্জিনাল' অবস্থায় নিচে আছে বলে বুঝতে হবে।

৫.৩.২০। "DISCOVERY UNIT" বোঝায় যে সংযুক্ত ইউনিটগুলি প্রকাশ পাচ্ছে।

৫.৩.২১। "DISCOVERED BU 01" ইউনিটগুলির প্রকাশ পাওয়া বোঝায়। যদি একটি ব্যালট ইউনিট সংযুক্ত হয়, তাহলে 'ডিসপ্লে প্যানেলে, ঐ ডিসপ্লে দেখা যায়।

৫.৩.২২। "DISCOVERED BU 01" "BU 02" সংযুক্ত ইউনিটগুলি প্রকাশ পাওয়া বোঝায়। যদি দুটি ব্যালট ইউনিট যুক্ত হয়, তাহলে 'ডিসপ্লে প্যানেলে' ঐ ডিসপ্লে দেখা যায়।

৫.৩.২৩। "BU 01 GN 1 TESTING" বোঝায় যে ব্যালট ইউনিট-এর সাথে কন্ট্রোল ইউনিট প্রমাণীকরণ পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে।

৫.৩.২৪। "BU 01 GN 1 OK" বোঝায় যে, কন্ট্রোল ইউনিট ব্যালট ইউনিটকে প্রামাণিক বলে স্বীকার করেছে।

৫.৩.২৫। "BU 01 GN 1 NOT OK" বোঝায় যে, ব্যালট ইউনিট ০১-এর প্রমাণীকরণ অসফল হয়েছে (কন্ট্রোল ইউনিটের কোনো 'কি' টিপলে মেসেজটি ফুটে উঠবে)।

৫.৩.২৬। "BU 01 NOT RESPONDING" দেখালে বোঝা যাবে যে, ব্যালট ইউনিটের সাথে সংযোগকালে সংযোগের সময় পেরিয়ে গেছে অথবা ব্যালট ইউনিট-এর অবস্থান (থাম্বহুইল সুইচ) যথাস্থানে ছিল না।

৫.৩.২৭। "BU NOT CONNECTED" বোঝায় যে, কন্ট্রোল ইউনিট যখন 'ক্লিয়ার' অবস্থায় অথবা 'ব্যালট' অবস্থায় রয়েছে তখন কন্ট্রোল ইউনিট ব্যালট ইউনিটকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

৫.৩.২৮। "NO UNITS CONNECTED" নির্দেশ করে যে, কন্ট্রোল ইউনিট-এর সাথে কোন ইউনিটের সংযোগ নেই।

৫.৩.২৯। যখন কন্ট্রোল ইউনিট ক্লিয়ার অথবা ব্যালট অবস্থায় থাকে, তখন যদি সংযুক্ত ব্যালট ইউনিটের নম্বরগুলি প্রার্থীর সেটের নম্বরের সঙ্গে না মেলে, তখন কন্ট্রোল ইউনিট "INCORRECT NUMBER OF BU" এবং "PRESS BALLOT KEY" প্রদর্শন করে।

৫.৩.৩০। যদি ব্যবহারকারী ব্যালট কি চাপেন অথবা যখন ব্যালট ইউনিটের সঠিক নম্বরের সংযোগ ঘটে, তখন কন্ট্রোল ইউনিট "EVM IS READY" প্রদর্শন করে।

৫.৩.৩১। যদি কোনো 'কি' ব্যালট ইউনিটে আটকে যায়, তাহলে "PRESSED ERROR BUO1"-এই বার্তা প্রদর্শিত হবে।

৫.৩.৩২। যদি ৫ জন প্রার্থীর নম্বর যন্ত্রস্থ করা হয় এবং সংযুক্ত ব্যালট ইউনিটগুলির সংখ্যা দুই হয়, সেক্ষেত্রে কন্ট্রোল ইউনিট "DISCONNECT BU02"-এই বার্তা প্রদর্শন করবে।

৫.৩.৩৩। যদি ২৬ জন প্রার্থীর নম্বর যন্ত্রস্থ করা হয় এবং সংযুক্ত ব্যালট ইউনিটগুলির নম্বর ১ হয়, সেক্ষেত্রে, কন্ট্রোল ইউনিট "BU02 NOT CONNECTED" -এই বার্তা প্রদর্শন করবে।

৫.৩.৩৪। ফলাফল সংক্রান্ত কাজের পরে, যদি পি এডি ইউ-এর সাথে সংযোগ না করে 'প্রিন্ট' কি অথবা 'ব্যালট' 'কি' টেপা হয়। সেক্ষেত্রে কন্ট্রোল ইউনিট "PADU NOT CONNECTED"-এই বার্তা প্রদর্শন করবে।

৫.৩.৩৫। যদি কন্ট্রোল ইউনিটের কোনো বোতাম অনুক্রম না মেনে টেপা হয়, তাহলে "INVALID" শব্দটি দেখা যাবে।

৫.৩.৩৬। 'FULL'-এই শব্দটি দ্বারা বোঝানো হয় যে, যন্ত্রটির ক্ষমতা অনুযায়ী সর্বাধিক সংখ্যক ভোট দেওয়া হয়ে গেছে।

৫.৩.৩৭। "PRINTING" দ্বারা বোঝানো হয় যে মুদ্রন সংক্রান্ত কাজ চলছে।

৫.৩.৩৮। "CLOCK ERROR" বোঝায় যে আর টি সি সময় এবং তারিখ সঠিক নয়।

৫.৩.৩৯। "INOPERATIVE" দ্বারা বোঝানো হয় যে, কন্ট্রোল ইউনিটকে আর ব্যবহার করা যাবে না।

৫.৩.৪০। "ELECTION EXCEEDED" দ্বারা বোঝায় যে, ই ভি এম-এ প্রথম ভোটটি নথিভুক্ত হওয়ার পর থেকে তারিখ পরিবর্তিত হয়েছে (যখন সময় মধ্যরাত্রি ১২ টা পেরিয়ে যায়)।

৫.৩.৪১। "TOTAL POLLED VOTES 50" বোঝায় যে প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা ৫০।

৫.৩.৪২। "CANDIDATE 05 VOTES 512" বোঝায় যে ৫ নম্বর প্রার্থীর পক্ষে ৫১২টি ভোট।

৫.৩.৪৩। যদি এস এল ভি ই (S L V E) ইউনিটের কোনও একটি সংযুক্ত না থাকে তবে রেজাল্ট বোতামটিতে চাপ প্রয়োগ করলে "CONNECT ANY SLVE UNIT" বার্তাটি প্রদর্শিত হবে।

৫.৩.৪৪। "COMPUTING RESULTS" বোঝায় যে ফল গণনা হচ্ছে।

৫.৩.৪৫। "PTE 07-13-59 PET 18-30-52" বোঝায় ভোট শুরু ও শেষ হওয়ার সময়।

৫.৩.৪৬। "POLL RESULT PDT 16.06.18" বোঝায় ভোটের ফল ও তারিখ।

৫.৩.৪৭। "DELETING POLLED VOTES" বোঝায় নিয়ন্ত্রণ ইউনিট থেকে ভোটার অপসারণ।

৫.৩.৪৮। যখন নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের পাওয়ার সুইচ উপরের দিকে 'ON' অবস্থানে ঠেলা হবে তখন একটি 'বিপ' শব্দ শোনা যাবে ও নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ডিসপ্লে অংশে 'ON' লাইট জ্বলে উঠে সবুজ আলো দেখাবে এবং ডিসপ্লে প্যানেলে একে একে নিম্নলিখিত-লেখাগুলি প্রদর্শিত হবে।

EVM IS ON ECI
SELF CHECK IN PROGRESS
DTE 16-06-18 TME 08-10-25
SL NUM BCUAA00001
CANDIDATES 10
BATTERY HIGH 95 PERCENT
DISCOVERING UNITS
DISCOVERED BU 01
BU 01 GN 1 TESTING
BU 01 GN 1 OK
EVM IS READY

৫.৩.৪৯। ঘন্টা পিছু / পর্যায়ক্রমিক মোট প্রদত্ত ভোট জানার জন্য যখন 'TOTAL' বোতামটিতে চাপ প্রয়োগ করা হবে তখন ডিসপ্লে প্যানেলে নিম্নলিখিত ডিসপ্লে - লেখাটি প্রদর্শিত হবে।

BATTERY HIGH 95 PERCENT

DTE 16-06-18 TME 11-00-25

CANDIDATES 10

TOTAL POLLED VOTES 115

৫.৩.৫০। ভোট শেষ হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট হওয়া ঘন্টা ও শেষ ভোটার কর্তৃক তার ভোট নথিভুক্ত করার পরে যখন বৈদ্যুতিন ভোট যন্ত্র বন্ধ করার জন্য 'CLOSE' বোতামে চাপ প্রয়োগ করা হবে তখন ডিসপ্লে প্যানেলে নিম্নলিখিত ডিসপ্লে - লেখাগুলি প্রদর্শিত হবে।

CLOSING

DTE 16-06-18 TME 18-10-25

SL NUM BCUAA00001

CANDIDATES 10

TOTAL POLLED VOTES 1150

POLLED CLOSED

৫.৪ ভিভিপ্যাট (VVPAT) পরিচয়

৫.৪.১। বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র (EVM)-এর সঙ্গে যুক্ত থাকা ভোটার ভেরিফায়েবল পেপার অডিট ট্রেল হল একটি স্বতন্ত্র মুদ্রণের ব্যবস্থা যার দ্বারা একজন ভোটার যেখানে ভোট দিলেন সেখানে তা পড়ল কিনা - তা তিনি যাচাই করে দেখতে পারেন। ব্যালট ইউনিটে (BU) চাপ দিয়ে যখন ভোট দেওয়া হয়, ভিভিপ্যাট মুদ্রণ যন্ত্রে তখন একটি ব্যালট স্লিপ মুদ্রিত হয় যেখানে থাকে ক্রমিক নম্বর, নাম, এবং প্রার্থীর প্রতীক, যা ৭ সেকেন্ড ধরে একটি স্বচ্ছ উইন্ডোর মধ্যে প্রদর্শিত হয়। এর পর এই মুদ্রিত স্লিপটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেটে গিয়ে ভিভিপ্যাটের সিল করা ড্রপবক্সে পড়ে যায়।

৫.৪.২। দুই ধরণের ভিভিপ্যাট আছে— একটিতে ভিভিপ্যাট স্টেটাস ডিসপ্লে ইউনিট আছে (VSDU), যা M2 ইভিএম-এর সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। অন্যটিতে স্টেটাস ডিসপ্লে ইউনিট নেই, যা M3 ইভিএম-এর সঙ্গে ব্যবহার করা হয়।

৫.৪.৩। ২২.৫ ভোল্ট বিশিষ্ট একটি পাওয়ার প্যাক (ব্যাটারি)-তে ভিভিপ্যাট চলে। কন্ট্রোল ইউনিট এবং ভি এস ডি ইউ (M2 ইভি এমে) রাখা হয় প্রিসাইডিং অফিসার/পোলিং অফিসারের কাছে এবং ব্যালটিং ইউনিট ও ভিভিপ্যাট রাখা হয় ভোটদান কামরার মধ্যে।

৫.৪.৪। বহনকারী বাক্স সহ M2 ভিভিপ্যাট মেশিনে নিম্নলিখিত অংশগুলি থাকে ঃ

৫.৪.৪.১। কন্ট্রোল ইউনিটের সঙ্গে সংযোগকারী কেব্‌ল সহ ভিভিপ্যাট ইউনিট

৫.৪.৪.২। সংযোগকারী কেব্‌ল সহ ভি এস ডি ইউ

৫.৪.৪.৩। ব্যাটারি প্যাক (ভিভিপ্যাট ইউনিটের ব্যাটারি প্রকোষ্ঠের মধ্যে ব্যাটারি-টি স্থাপন করেন রিটার্নিং অফিসার)।

৫.৪.৪.৪। পেপার রোল (রিটর্নিং অফিসার ভিভিপ্যাট ইউনিটের পেপার রোল প্রকোষ্ঠের মধ্যে পেপার রোল ভরে দেন)।

৫.৪.৫। **ভি এস ডি ইউ** একটি পৃথক ইউনিট যা প্রিসাইডিং অফিসার/পোলিং অফিসার-কে M2 ভিভিপ্যাট-এর এর্‌র্‌ (error) সম্পর্কে বার্তা দিয়ে থাকে। এর একদিকে থাকে M2 ভিভিপ্যাট ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য ৯-পিন বিশিষ্ট D কানেক্টর সহ ৫ মিটার দৈর্ঘ্যের একটি কেব্‌ল। M2 ভিভিপ্যাট ইউনিটের পিছন দিকে কানেক্টর প্রকোষ্ঠের মধ্যে থাকা VSDU INTERFACE-এর সঙ্গে এই কেব্‌লটি যুক্ত থাকে। VSDU-তে এল ই ডি ডিসপ্লে-র ব্যবস্থা থাকে যেখানে ভিভিপ্যাট স্টেটাস এবং এরর কোড ও তৎসহ পাঠযোগ্য প্রাসঙ্গিক এর্‌র্‌ মেসেজ প্রদর্শিত হয়, যার সঙ্গে প্রয়োজনীয় সংশোধনের নির্দেশ থাকে। VSDU-এর চিত্র নিচে দেওয়া হল ঃ

৫.৪.৬। **M2 ভিভিপ্যাট সংযোগ** ঃ M2 ভিভিপ্যাট-এর কানেক্টর প্রকোষ্ঠের ভেতর VSDU থেকে VSDU INTERFACE পর্যন্ত সবুজ ও নীল হুড়কো দিয়ে কেব্‌ল সংযুক্ত করুন। নিচের ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে M2 ভিভিপ্যাট-এর কানেক্টর প্রকোষ্ঠের ভেতর ব্যালটিং ইউনিট থেকে ব্যালটিং ইউনিট ইন্টারফেস পর্যন্ত লাল ও কালো হুড়কো দিয়ে কেব্‌ল করুন।

M2 ভিভিপ্যাট-এর সঙ্গে যুক্ত স্থায়ী কেব্‌ল M2 ই ভি এম-এর কন্ট্রোল ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

৫.৪.৭। M2 ভিভিপ্যাট-র পিছনে থাকা পেপার রোল লক্‌বহনকালীন অবস্থায় পেপার রোল বন্ধ (lock) করে রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়। M2 ভিভিপ্যাট ব্যবহার করার আগে পেপার রোল লক খোলা (unlock) প্রয়োজন।

৫.৪.৮। পেপার রোল নব্‌টিকে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত অভিমুখে ঘোরালে সেটিকে বন্ধ অবস্থা থেকে খোলা অবস্থায় সেটা করা যাবে। M2 ভিভিপ্যাট ব্যবহার করার আগে পেপার রোল লক খুলতে হবে।

৫.৪.৯। **M3 ভিভিপ্যাটঃ** বহনকারী বাক্স সহ M3 ভিভিপ্যাট মেশিনে নিম্নলিখিত অংশ গুলি থাকে ঃ

৫.৪.৯.১। কন্ট্রোল ইউনিটের সঙ্গে সংযোগকারী কেব্‌ল সহ M3 ভিভিপ্যাট ইউনিট

৫.৪.৯.২। ব্যাটারি প্যাক (ভিভিপ্যাট ইউনিট্রের ব্যাটারি প্রকোষ্ঠের মধ্যে রিটার্নিং অফিসার ইতিমধ্যেই ব্যাটারি-টি স্থাপন করে রেখেছেন)।

৫.৪.৯.৩। পেপার রোল (রিটার্নিং অফিসার ভিভিপাট ইউনিটের পেপার রোল প্রকোষ্ঠের মধ্যে ইতিমধ্যেই পেপার রোল-টি ভরে রেখে দিয়েছেন)।

৫.৪.১০। **M3 ভিভিপাট সংযোগ ঃ** নিচের ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে, সেইভাবে M3 ভিভিপ্যাট-এর কানেক্টর প্রকোষ্ঠের ভেতরে প্রথম ব্যালটিং ইউনিট থেকে ব্যালটিং ইউনিট (BU) ইন্টারফেস পর্যন্ত লাল ও কালো হুড়কো দিয়ে স্থায়ী কেব্‌ল সংযুক্ত করুন ঃ

M3 VVPAT-এর ব্যালটিং ইউনিট (BU) ইন্টারফেস।। M3 VVPAT-এর কানেক্টর প্রকোষ্ঠ

৫.৪.১১। এম ৩ ভিভিপ্যাট-এর সঙ্গে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত কেবলটি এম ৩ বৈদ্যুতিন ভোট যন্ত্রের কন্ট্রোল ইউনিট (সি ইউ)-এর সঙ্গে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে সংযুক্ত করতে হবে।

৫.৪.১২। স্থানান্তরের সময়ে পেপার রোলকে লক করতে এম ৩ ভিভিপ্যাট-এর পিছনের দিকের পেপার রোল লক ব্যবহার করা হয়। যখন কাগজের রোলটি লক করা থাকে তখন এম ৩ ভিভিপ্যাট 'অফ' অবস্থায় থাকে। এম ৩ ভিভিপ্যাট-এর সুইচ 'অন' করতে পেপার রোলকে আনলক করতে হয়। লক্ষ্যণীয় যে, স্থানান্তরের সময় ভিভিপ্যাট-কে সিল বন্ধ করার পরে পেপার রোল লক করার জন্য পেপার রোল লক ব্যবহার করা হয়। এটিকে অন/অফ করার সুইচ হিসাবে ব্যবহার করবেন না এবং ভিভিপ্যাট-এর সুইচ অন ও অফ করার জন্য কন্ট্রোল ইউনিট-এর সুইচ অন ও অফ করতে হবে।

৫.৪.১৩। ঘোরানোর নব-টি ঘড়ির কাঁটার গতিমুখের বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে লক অবস্থান থেকে আনলক অবস্থানে এনে পেপার লক 'নব'-টিকে আনলক অবস্থানে আনা যায়। এম ৩ ভিভিপ্যাট ব্যবহার করার আগে পেপার লকটিকে আনলক করতেই হবে। এই জন্যেই, নিম্নলিখিত চিত্রের মতো পেপার রোল লক নবটি আনলক অবস্থানে রাখতে হয়।

৫.৪.১৪। ভিভিপ্যাট-এর উপরে পাওয়ার-অন এল ই ডি পরীক্ষা করার মাধ্যমে (কন্ট্রোল ইউনিট চালু থাকা অবস্থায়) প্রিসাইডিং অফিসার এম ৩ ভিভিপ্যাট-এর অন অবস্থায় থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।

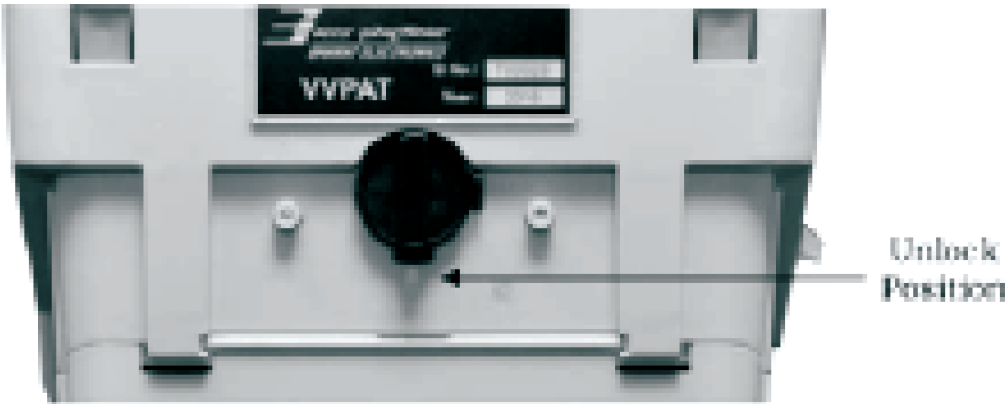

৬ অধ্যায়

ভোটগ্রহণ কেন্দ্র স্থাপন

৬.১। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছানো

আপনি আগের দিনই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে চলে আসুন এবং সেখানেই রাত্রিবাস করুন। সেক্ষেত্রে আপনি কোনোমতেই বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র এবং ভিভিপ্যাট মেশিনটি খুলবেন না। উপরন্তু সেখানে কোনো স্থানীয় লোকের আতিথ্য গ্রহণ করবেন না। যে কোনো সমস্যায় জেলা নির্বাচন আধিকারিক/রিটার্নিং অফিসারের নির্দেশ কঠোরভাবে মেনে চলবেন।

৬.২। পোলিং অফিসার অনুপস্থিত হলে

আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের জন্য নিযুক্ত কোনো পোলিং অফিসার যদি অনুপস্থিত থাকেন তাহলে আপনি তাঁর পরিবর্তে ঐ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত অন্য যে কোনো ব্যক্তিকে পোলিং অফিসার হিসাবে নিযুক্ত করতে পারেন এবং তদনুসারে জেলা নির্বাচন আধিকারিককে বিষয়টি জানিয়ে দেবেন। তবে ঐ ব্যক্তির ঐ নির্বাচনে কোনো প্রার্থীর পক্ষে নিযুক্ত হওয়া বা অন্য কোনোভাবে কোনো প্রার্থীর হয়ে কাজ করা চলবে না।

৬.৩। একক নির্বাচনের জন্য ভোটগ্রহণ কেন্দ্র স্থাপন

৬.৩.১। যে স্থানে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ার কথা সেখানে পৌঁছানোর পর এই কাজের জন্য প্রস্তাবিত ভবনটি পরিদর্শন করুন ও ভোটগ্রহণ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা করুন। যদি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ইতিমধ্যেই স্থাপিত হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সেটাই ভালভাবে দেখে নিন। (একক নির্বাচনে ৩জন পোলিং অফিসার নিয়ে ভোটগ্রহণকারী দল গঠিত হলে আদর্শ ভোটগ্রহণ কেন্দ্র কেমন হবে - তার নকশা ৬ অনুবন্ধে দেওয়া আছে)। প্রয়োজনে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সামান্য অদলবদল আপনি করে নিতে পারেন, কিন্তু নিশ্চিত হয়ে নেবেন যে—

ক) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে ভোটদাতাদের দাঁড়ানোর যথেষ্ট জায়গা রয়েছে;

খ) মহিলা ও পুরুষদের দাঁড়ানোর জন্য যথাসম্ভব পৃথক জায়গা রয়েছে;

গ) ভোটদাতাদের প্রবেশ ও প্রস্থানের পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে;

ঘ) এমনকি যে কক্ষে ভোটগ্রহণ করা হচ্ছে সেই কক্ষে যদি একটিই দরজা থাকে তাহলে দরজার মাঝখানে বাঁশ ও দড়ি ব্যবহার করে পৃথক প্রবেশ ও প্রস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ভোটদান কক্ষের অভ্যন্তর যাতে যথেষ্ট আলোকিত থাকে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখুন। প্রয়োজনে প্রতিটি ভোটদান কক্ষের ভিতরে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করুন;

ঙ) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করার সময় থেকে বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ভোটদাতাদের স্বচ্ছন্দ অগ্রগতি যেন বজায় থাকে এবং ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে যেন এলোমেলোভাবে চলাচল করার পরিস্থিতির উদ্ভব না হয়;

চ) ভোটদান কক্ষের ভিতরে যথেষ্ট আলো আছে।

ছ) ভোটদান কক্ষের উপরে বা সামনে সরাসরি যেন কোনো আলো না পড়ে।

জ) ভোটদানের গোপনীয়তা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।

ঝ) জানলা/দরজার কাছে যেন ভোটদান কক্ষ প্রস্তুত না করা হয়।

৬.৩.২। যেহেতু অতিরিক্ত আলোয় ভিভিপ্যাট মেশিন ত্রুটিযুক্ত অবস্থান (errormode)এ চলে যেতে পারে, সেই কারণে আপনাকে সুনিশ্চিত করতে হবে যাতে কোন অবস্থাতেই বেশী ভোল্টেজে জ্বলে থাকা কোন বাতি বা টিউবলাইট ভোটদান কক্ষের উপরে বা সামনে না থাকে। পোলিং এজেন্টদের বসার ব্যবস্থা এমনভাবে করতে হবে যে যখনই একজন ভোটদাতা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করবেন এবং প্রথম পোলিং অফিসার তাঁকে শনাক্ত করবেন, তখন তাঁরা যেন ঐ ভোটদাতার মুখ দেখতে পান এবং প্রয়োজনে তাঁর পরিচয় চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। প্রিসাইডিং অফিসারের টেবিল/তৃতীয় পোলিং অফিসারের টেবিলে রাখা নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের সামগ্রিক পরিচালনা এবং ভোটদাতার প্রিসাইডিং অফিসারের টেবিল/তৃতীয় পোলিং অফিসারের টেবিল থেকে ভোটদান কক্ষে যাওয়া ও ভোট দেওয়ার পর ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ত্যাগ করা পর্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়াই যাতে তাঁরা দেখতে পান সে ব্যবস্থাও করতে হবে। কিন্তু তাঁদের কখনই এমন জায়গায় বসতে দেওয়া হবে না যেখান থেকে ভোটপত্র ইউনিট ও ভোটদাতা তাঁর পছন্দ অনুসারে কোন বোতামে চাপ দিয়ে ভোট দিচ্ছেন তা দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে;

৬.৩.৩। পোলিং অফিসারদের-ও বসার ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাতে তাঁরা কোনোমতেই ভোটদাতার বিশেষ বোতামে চাপ দিয়ে ভোট দেওয়া দেখতে না পান;

৬.৩.৪। যে টেবিলে নিয়ন্ত্রণ ইউনিট রাখা হবে, ভোটদান কক্ষ সেখান থেকে যথেষ্ট দূরে অবস্থিত হবে। ভিভিপ্যাট ও নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের সংযোগকারী তারের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫ মিটার। ভোটপত্র ইউনিটটি ভোটদান কক্ষের ভিতর একটি ২.৫ ফিট উচ্চতার টেবিলের উপর রাখতে হবে। সুতরাং ভোটদান কক্ষ যথেষ্ট দূরে স্থাপন করা যাবে। এছাড়া ঐ কেব্‌ল এমনভাবে রাখতে হবে যাতে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের মধ্যে এর জন্য ভোটদাতাদের চলাফেরা কোনোভাবেই বাধাপ্রাপ্ত না হয় এবং তাঁরা যাতে সেটি মাড়িয়ে না ফেলেন বা সেটিতে পা না আটকে যায়। আবার, সম্পূর্ণ তার যাতে দেখতে পাওয়া যায় এবং কোনোভাবেই কাপড়ের নিচে বা টেবিলের নিচে ঢাকা না পড়ে যায় এবং ভোটদান কক্ষের পিছনদিকে একটি করে কেবল্‌টি বার করে দিতে হবে। ভোটদান কক্ষের ভিতরে ই ভি এম বসানোর সময় অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে ভোটদানের গোপনীয়তা যেন কিছুতেই লঙ্ঘিত না হয়। ভোটদান পত্র ও ভিভিপ্যাট স্থাপনের সময় দেখে নিন ভিভিপ্যাট মেশিন প্রথম ব্যালট ইউনিটের পাশে স্থাপন করা হয়েছে। ভোটদান কক্ষ যেন শুধুমাত্র কার্ড/ফ্লেক্স বোর্ড দিয়ে তৈরি হয়। ২৪”X২৪”X৩০” মাপবিশিষ্ট হয় ও এর তিন দিকেই ECI logo লাগানো থাকে এবং জানালা/দরজার যেন কাছাকাছি না থাকে। এটি অবশ্যই জানালা/দরজা থেকে দূরে স্থাপন করতে হবে।

৬.৪। যুগপৎ অনুষ্ঠিত নির্বাচনের জন্য ভোটগ্রহণ কেন্দ্র প্রস্তুতকরণ

৬.৪.১। ক) যুগপৎ নির্বাচনের ক্ষেত্রে (অর্থাৎ একসঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে **দুটি ইভিএম** ও ভিভিপ্যাট কিভাবে ব্যবহৃত হবে তার একটি নকশা ৬ক অনুবন্ধে দেওয়া হয়েছে। ঐ নকশায় কেবল একটিই দরজা ভোটদাতাদের প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য দেখানো হয়েছে। সেই ঘরে যদি দু’টি দরজা থাকে তাহলে প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য পৃথক দরজা ব্যবহার করা যেতে পারে।

খ) মনে রাখতে হবে, সেক্ষেত্রে **দু’টি পৃথক ভোটদান কক্ষ** থাকবে – লোকসভা নির্বাচনের ভোটপত্র ও ভিভিপ্যাট ইউনিট রাখার জন্য একটি এবং বিধানসভা নির্বাচনের ভোটপত্র ইউনিট ভিভিপ্যাট ও রাখার জন্য অপর একটি।

গ) প্রতিটি ভোটদান কক্ষের উপর যেখানে যেমন প্রযোজ্য সেভাবে, স্পষ্ট ও বড় হরফে “ভোটদান কক্ষ – লোকসভা নির্বাচন” এবং “ভোটদান কক্ষ – বিধানসভা নির্বাচন” লেখা বিজ্ঞপ্তি সেঁটে দিতে হবে।

ঘ) **ভোটদান কক্ষ – নমুনা রেখাচিত্র**
ভোটদাতাদের গোপনে ভোটদান করতে হবে এবং সেই কারণে ভোটপত্র ইউনিট ও ভিভিপ্যাট মেশিন ভোটদান কক্ষের ভিতরে রাখতে হবে। ৬ অনুবন্ধে ভোটদান কক্ষের একটি নমুনা রেখাচিত্র দেওয়া আছে। ভোটদান কক্ষের তিনদিক ঢাকা থাকে। ভোটপত্র ইউনিট ও ভিভিপ্যাট ভোটদান কক্ষের ভিতরে একটি টেবিলের উপর রাখা হবে। টেবিলের উচ্চতা ২.৫ ফিট হবে। এমনভাবে সেটি রাখতে হবে যাতে ভোটদাতাদের ভোট দেওয়ার সময় কোনো অসুবিধা না হয়। যে টেবিলে নিয়ন্ত্রণ ইউনিট ও ভিভিপ্যাট রেখে চালনা করা হবে, ভোটদান কক্ষ ঐ টেবিল থেকে যথেষ্ট দূরে স্থাপন করতে হবে। নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ও ভিভিপ্যাটের মধ্যে সংযোজক তারটির (কেব্‌ল) দৈর্ঘ্য মোটামুটি পাঁচ মিটার। কেব্‌লটি এমনভাবে রাখতে হবে যাতে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে এর জন্য ভোটদাতাদের চলাফেরায় কোনো অসুবিধা না হয় এবং তাঁরা যেন কেব্‌লটি মাড়িয়ে না ফেলেন বা এটিতে তাঁদের পা আটকে না যায়। আবার, সম্পূর্ণ কেব্‌লটি যেন দেখতে পাওয়া যায় এবং কাপড় বা টেবিলের তলায় এটি না ঢাকা পড়ে যায়। ভোটদান কক্ষের পিছনদিকে একটি ছিদ্র করে কেব্‌লটি বার করে দিতে হবে। এই ছিদ্রের মাপ এমন হবে যাতে ভোটপত্র ইউনিটের যে অংশ থেকে কেব্‌লটি বেরিয়ে আসছে তা বাইরে থেকে দেখা যায়। **তবে এই ছিদ্র এত বেশি প্রশস্ত হবে না যাতে ভোটদান প্রক্রিয়ার গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হয়।** ভোটদান কক্ষের ভিতরে ভোটপত্র ও ভিভিপ্যাট বসানোর সময় ভোটদানের গোপনীয়তা যাতে বিঘ্নিত না হয় তা সুনিশ্চিত করতে হবে। এই জন্য এটাও সুনিশ্চিত করতে হবে যাতে ই ভি এম ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের জানলা বা দরজার কাছাকাছি না থাকে। এটাও অবশ্যই দেখতে হবে যে ভোটদান কক্ষ শুধুমাত্র কার্ড/ফ্লেক্স বোর্ড দিয়ে তৈরি হবে। এর মাপ ২৪”X২৪”X৩০” হবে এবং এটি জানালা/দরজা থেকে যথেষ্ট দূরে রাখতে হবে। ভোটদান কক্ষের

ভিতর সাদা কাগজের ওপর কালো হরফে ছাপা NVD বা ভোটার প্লেজ্ এমন ভাবে লাগাতে হবে যাতে নির্বাচকরা ভোট দান করার সময় তা দেখতে পারেন।

৬.৪.২। যদি আপনার ভোটকেন্দ্রে যথেষ্ট সংখ্যক পর্দানসীন (বোরখা পরিহিত) মহিলা ভোটদাতা থাকেন, তাহলে যথাযথ গোপনীয়তা, ভদ্রতা, সৌজন্য বজায় রেখে একটি পৃথক ঘেরা জায়গায় একজন মহিলা পোলিং অফিসার কর্তৃক তাঁদের পরিচয় নির্ধারণ ও বাম হাতের তর্জনীতে অমোচনীয় কালি দেওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। এই পৃথক জায়গার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ কম খরচে স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত চারপাই বা কাপড় ঘিরে দিয়ে করতে হবে।

৬.৪.৩। যদি একই বাড়িতে একাধিক ভোটগ্রহণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়, তাহলে ভোটদাতাদের পৃথক রাখবার জন্য সন্তোষজনক ব্যবস্থা আপনাকে নিতে হবে এবং বিশৃঙ্খলা এড়িয়ে প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সামনে তাঁদের পৃথক পৃথক স্থানে অপেক্ষা করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬.৪.৪। যদি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রটি কোনো ব্যক্তিগত ভবন/প্রতিষ্ঠানে অবস্থিত হয়, তাহলে ঐ ভবন ও তার চতুর্দিকে ১০০ মিটার ব্যাসার্ধ পর্যন্ত এলাকা আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকবে। মালিকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোনো সশস্ত্র বা নিরস্ত্র নজরদার কর্মীকে (চৌকিদার/পাহারাদার বা অন্য কাউকে) ভোটগ্রহণ কেন্দ্র বা তার চতুর্দিকে ২০০ মিটার ব্যাসার্ধ এলাকার মধ্যে থাকতে দেওয়া হবে না। ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ও উক্ত চতুঃপার্শ্বস্থ এলাকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবেই আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন পুলিশের দায়িত্বে থাকবে।

৬.৪.৫। রাজনৈতিক দলের নেতাদের ছবি, প্রতীক বা নির্বাচন সম্পর্কিত কোনো শ্লোগান প্রদর্শন করা চলবে না এবং এরকম কিছু যদি আগে থেকেই সেখানে থেকে থাকে, তাহলে ভোটগ্রহণ শেষ হওয়া পর্যন্ত সেগুলিকে অপসারিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৬.৪.৬। ভোটগ্রহণের দিন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে রান্না বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আগুন জ্বালাতে দেওয়া চলবে না।

৬.৫। বিজ্ঞপ্তি প্রদর্শন

৬.৫.১। প্রত্যেক ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করুন—

ক) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের জন্য নির্বাচনী এলাকা নির্দিষ্ট করে এবং ভোটদাতাদের বিশদ বিবরণ দিয়ে জারি করা একটি বিজ্ঞপ্তি; এবং

খ) ৭-ক নিদর্শে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকার একটি প্রতিলিপি।

গ) রির্টানিং অফিসার/অ্যাসিসট্যান্ট রির্টানিং অফিসার/গুরুত্বপূর্ণ পুলিশ অফিসার/সেকটার অফিসার/কন্ট্রোল রুম-এর যোগাযোগ-এর নং ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে প্রদর্শন করতে হবে।

(ঘ) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রবেশ দ্বারের সামনের দেওয়ালে ভোটারদের ভোটদানে সহায়তা করবে এমন পোস্টার প্রদর্শিত হবে।

৬.৫.২। বিজ্ঞপ্তি ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নামের তালিকার ভাষা ও বিন্যাসের অনুক্রম একই হবে।

৬.৬। যুগপৎ নির্বাচনে ভোটদান পদ্ধতি

৬.৬.১। ভোটদাতারা ভোটকেন্দ্রে ঢুকে প্রথমে যাবেন প্রথম পোলিং অফিসারের কাছে। <u>তিনি ভোটদাতাকে ভোটার কার্ড বা কমিশন অনুমোদিত বিকল্প নথি দেখে শনাক্ত করবেন</u> এবং নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত কপিতে প্রয়োজনীয় তথ্য নথিভুক্ত করবেন। <u>অপর দিকে, বিএলও ভোটদাতাকে যে-ভোটার স্লিপ দিয়েছে তা দেখেও ভোটদাতাকে শনাক্ত করা যেতে পারে।</u> নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত কপিতে তথ্য নথিভুক্ত করার পদ্ধতি অধ্যায় ১-এর ৪(১৫) অনুচ্ছেদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৬.৬.২। এরপর ভোটদাতা দ্বিতীয় পোলিং অফিসারের কাছে যাবেন। তিনি প্রথমে ভোটদাতার বাম হাতের তর্জনীতে অমোচনীয় কালি দিয়ে চিহ্ন দেবেন এবং ভোটদাতাকে নির্বাচক নিবন্ধে তাঁর স্বাক্ষর বা টিপসই দিতে বলবেন। **যদি ভোটদাতা টিপসই দেন, তবে পোলিং অফিসার ভোটদাতাকে তাঁর বুড়ো আঙুলে লেগে থাকা স্ট্যাম্প প্যাডের কালির দাগ টেবিলের উপরে এই উদ্দেশ্যে রাখা এক টুকরো ভিজে কাপড়ের সাহায্যে মুছে ফেলতে বলবেন।**

৬.৬.৩। যখন দ্বিতীয় পোলিং অফিসার ভোটদাতার আঙুলে অমোচনীয় কালি লাগাচ্ছেন এবং নির্বাচক নিবন্ধে স্বাক্ষর বা টিপসই নিচ্ছেন, তখন দ্বিতীয় পোলিং অফিসারের সঙ্গে একই টেবিলে কার্যরত তৃতীয় পোলিং অফিসার একটি **সাদা** ও আরেকটি **গোলাপি** কাগজে একই রকম দু'টি ভোটার স্লিপ প্রস্তুত করবেন। ভোটদাতার আঙুলে অমোচনীয় কালি ঠিকমতো লাগানো হয়েছে কি না এবং লাগানো কালি যে উঠে যায়নি – তা ভালোভাবে পরীক্ষা করে তৃতীয় পোলিং অফিসার ভোটদাতার হাতে দুটি ভোটার স্লিপই ধরিয়ে দিয়ে চতুর্থ পোলিং অফিসারের কাছে যাওয়ার নির্দেশ দেবেন।

৬.৭। লোকসভা নির্বাচনের জন্য ভোটদান

৬.৭.১। দু'টি ভোটার স্লিপ হাতে পাওয়ার পর লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে ভোটদানের অধিকারী হয়ে ভোটদাতা যাবেন **লোকসভা নির্বাচনের জন্য নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের** দায়িত্বে থাকা চতুর্থ পোলিং অফিসারের কাছে। ভোটদাতা **সাদা** ভোটার স্লিপটি চতুর্থ পোলিং অফিসারের হাতে দেবেন। ঐ ভোটদাতার ভোটদানের পালা যে এসেছে, সে সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে চতুর্থ পোলিং অফিসার তাঁর টেবিলে লোকসভা নির্বাচনের জন্য রাখা নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের 'ব্যালট' বোতামটিতে চাপ দেবেন এবং ভোটদাতাকে লোকসভা নির্বাচনে ভোটদানের জন্য নির্দিষ্ট ভোটদান কক্ষের ভিতরে যেতে বলবেন। এই সময়েই চতুর্থ পোলিং অফিসার ভোটদাতাকে বলে দেবেন যে লোকসভার জন্য ভোট দেওয়া হয়ে গেলে ভোটদাতা যেন তাঁর **গোলাপি** রঙের ভোটার স্লিপ নিয়ে বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জন্য পঞ্চম পোলিং অফিসারের কাছে যান।

৬.৭.২। ভোটদাতা তখন লোকসভা নির্বাচনের জন্য নির্দিষ্ট ভোটদান কক্ষে ঢুকবেন এবং ভিতরে রাখা ভোটপত্র ইউনিটে তাঁর পছন্দের প্রার্থীর নামের পাশের নীল রঙের বোতামে চাপ দিয়ে লোকসভা নির্বাচনের জন্য ভোট দেবেন।

৬.৮। বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ভোটদান

৬.৮.১। লোকসভা নির্বাচনের জন্য ভোটদানের পর ভোটদাতা যেন বিধানসভা নির্বাচনের নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের দায়িত্বে থাকা পঞ্চম পোলিং অফিসারের কাছে যান—তা সুনিশ্চিত করতে হবে। ভোটদাতার কাছ থেকে **গোলাপি** রঙের স্লিপটি নেওয়ার পর এবং এখন যে ঐ ভোটদাতার ভোটদানের পালা, সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর পঞ্চম পোলিং অফিসার বিধানসভা নির্বাচনের নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের 'ব্যালট' বোতামে চাপ দিয়ে যন্ত্রটি চালু করবেন এবং ভোটদাতাকে বিধানসভা নির্বাচনে ভোটদানের উদ্দেশ্যে ভোটদানকক্ষের ভিতরে যেতে বলবেন। পঞ্চম পোলিং অফিসারও অমোচনীয় কালির দাগ পরীক্ষা করবেন এবং সেটি যে তখনও ভোটদাতার আঙুলে ঠিকমতো লেগে রয়েছে, তা' দেখে নেবেন।

৬.৯। হেল্প ডেস্ক

৬.৯.১। এটা সুনিশ্চিত করতে হবে যে, প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রে 'হেল্প ডেস্ক' পরিচালনার জন্য জেলা নির্বাচন আধিকারিক কর্তৃক নিয়োজিত বিএলও-র ভোটকেন্দ্রের বাইরে, যাতে ভোটদাতাদের সুবিধা হয় এমন ভাবে, আলাদা করে বসবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভোটকেন্দ্রের মূল প্রবেশপথের লাগোয়া বসবার ব্যবস্থা করতে পারলে ভালো হয় যাতে কোনও ভোটদাতা ভোটকেন্দ্রে পৌঁছলে হেল্প ডেস্কটি নজরে পড়ে। বিএলও-র আসনের কাছেই "হেল্প ডেস্ক-বুথ লেভেল অফিসার, ভোটকেন্দ্র নম্বর ...." লেখা বোর্ড টাঙাতে হবে।

৬.১০। সেক্টর অফিসার

৬.১০.১। নির্বাচনের তদারকির প্রয়োজনে ভারতের নির্বাচন কমিশন ১০-১২টি ভোটকেন্দ্র পিছু সেক্টর অফিসার নিয়োগের পদ্ধতি চালু করেছে। আপনার ভোটকেন্দ্রের সেক্টর অফিসার আপনাকে সহযোগিতা করবেন। ভোট-সামগ্রী তুলে দেওয়ার সময় রিটার্নিং অফিসারের কাছ থেকে আপনি সেক্টর অফিসারের ফোন নম্বর পাবেন।

৭ অধ্যায়

ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা

৭.১। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য কমিশন নির্বাচন চলাকালীন কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করে থাকে। নির্বাচনের সময়ে স্থানীয় রাজ্য পুলিশ (সমস্ত শ্রেণির) এবং কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী ভারতের নির্বাচন কমিশনের অধীনে নিযুক্ত হয় এবং সবরকম কাজের জন্য তাদের অধীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণাধীনে মোতায়ন থাকে। এই সমস্ত বাহিনীর সাহায্যে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করে থাকে।

৭.২। অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর কর্মীদের মোতয়েন সংক্রান্ত বিষয়ের উপর ২০০৩ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৯২২৮ সংক্রান্ত রায়ে ২০০৫ সালের ১১ই জানুয়ারী তারিখে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট কিছু পরামর্শ/নির্দেশ দিয়েছেন।

৭.৩। কমিশন বিষয়টি বিবেচনা করেছে এবং এ ব্যাপারে মর্জিমাফিক কোনো কিছু করার সম্ভাবনা দূর করতে ও সামঞ্জস্য সুনিশ্চিত করতে নিম্নোক্ত বিস্তারিত নির্দেশাবলি জারি করেছে ঃ-

> "প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলির বাইরে প্রহরারত বাহিনী হিসেবে মোতায়েন করা হয়ে থাকে। ২০০৫ সালের ১১ ই জানুয়ারী তারিখে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের ২০০৩ সালের ৯২২৮ নং রায়ে (জনক সিং বনাম রাম দাস রাই এবং অন্যান্যরা) প্রদত্ত নির্দেশাবলি অনুসরণক্রমে নির্বাচন কমিশন নির্দেশ দিয়েছে যে, যে-সমস্ত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন থাকবে তাদের মধ্য থেকে একজন জওয়ানকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রবেশ পথে প্রহরায় রাখতে হবে, যাতে তিনি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরের কার্যধারার দিকে নজর রাখতে পারেন এবং বিশেষ করে কোনো অননুমোদিত ব্যক্তি যাতে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতর প্রবেশ করতে না পারে এবং অথবা কোনো নির্বাচন কর্মী বা কোনো বাহিরাগত ব্যক্তি ভোটদান প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে না পারে তা সুনিশ্চিত করার দায়িত্বও এই জওয়ানের উপর ন্যস্ত থাকবে। অবশ্য কোনো অবস্থাতেই আধা সামরিক বাহিনীর ঐ জওয়ান ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে থাকবেন না।"

৭.৪। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রবেশপথে আধাসামরিক বাহিনীর যে জওয়ান মোতায়েন থাকবেন তিনি সুনির্দিষ্টভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নজরদারি করবেন ঃ-

৭.৪.১। ভোট চলাকালীন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভেতরে অনুমোদিত নন এমন কোনো ব্যক্তি যেন কোনোও সময়েই উপস্থিত না থাকেন।

৭.৪.২। পোলিং বুথের ভেতর কোনো নির্বাচক না থাকাকালীন নির্বাচন কর্মী অথবা কোনো পোলিং এজেন্ট যেন ভোটদানের চেষ্টা না করেন বা কোনো ভোট না দেন।

৭.৪.৩। কোনো প্রিসাইডিং অফিসার/নির্বাচন কর্মী কোনো নির্বাচকের সংগে ভোটদান কক্ষে যেন না যান।

৭.৪.৪। কোনো পোলিং এজেন্ট অথবা নির্বাচন কর্মী কোনো ভোটারকে যেন কোনোরকম ভীতি প্রদর্শন অথবা ভীতি প্রদর্শনের ইঙ্গিত না করেন।

৭.৪.৫। কোনো অস্ত্রশস্ত্র যেন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভেতর না নেওয়া হয়।

৭.৪.৬। কোনো রিগিং-এর ঘটনা না ঘটে।

৭.৫। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রবেশপথে মোতায়েন থাকা কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ান যদি ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া উপরোক্তভাবে লঙ্ঘিত হতে দেখেন অথবা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভেতরে অস্বাভাবিক কোনো কিছু ঘটতে দেখেন, তবে তিনি ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ায় কোনোরকম হস্তক্ষেপ না করে ঐ ঘটনাটি তৎক্ষণাৎ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর আধিকারিক কিংবা পর্যবেক্ষককে জানাবেন। কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিষয়টি তৎক্ষণাৎ রিটার্নিং অফিসার অথবা পর্যবেক্ষককে লিখিতভাবে জানাবেন।

৭.৬। একের অধিক ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে এমন ভবনে যেখানে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর অর্ধেক সেকশন মোতায়েন করা হয়েছে সেখানে একটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রবেশপথে কর্তব্যরত জওয়ানকে এক ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থেকে আর এক ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ঘুরে ঘুরে নজরদারি করার জন্য বলা যেতে পারে, যাতে তিনি সমস্ত ভোটগ্রহণ কেন্দের ভেতরে কী ঘটছে তা দেখতে পারেন এবং যদি কোনোরকম অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তাঁর নজরে আসে তাহলে তৎক্ষণাৎ ঐ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর আধিকারিক অথবা পর্যবেক্ষককে তা জানাতে পারেন।

৭.৭। রিটার্নিং অফিসার/পর্যবেক্ষক কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর কাছ থেকে পাওয়া বিরূপ রিপোর্টগুলি পরবর্তী নির্দেশের জন্য কমিশনকে জানাবেন।

৭.৮। সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যে কেন্দ্রগুলিতে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী মোতায়ন করা হয়েছে, কেবলমাত্র সেইসকল ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রবেশপথেই কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ানকে মোতায়েন করা যাবে।

৭.৯। এটাও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রবেশপথে থাকা কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ান ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দিতে আসা কোনো ভোটদাতার পরিচয় যাচাই করবেন না, যেহেতু এই যাচাইয়ের দায়িত্ব একজন নির্বাচনকর্মীর উপর ন্যস্ত রয়েছে।

৭.১০। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর কোনো জওয়ানকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভেতরে রাখা যাবে না।

৭.১১। নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজ্য পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে কমিশনের নির্দেশাবলি নিম্নানুযায়ী আরও সবিস্তারে ব্যাখ্যা করা হলো ঃ-

৭.১১.১। "যেখানে এলাকার নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী আগেভাগে পৌঁছে যাবে সেখানে তারা ফ্ল্যাগ মার্চ, চিহ্নিত জায়গায় টহলদারি এবং অন্যান্য আস্থাবর্ধক কার্যকলাপ শুরু করবে। ভোটের প্রাক্কালে (ভোটের ঠিক আগের দিন), কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী সংশ্লিষ্ট ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে মোতায়েন হবে এবং সেগুলির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেবে। নির্বাচনের দিনে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলির নিরাপত্তা এবং ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের মুখ্য দায়িত্ব কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর উপর ন্যস্ত থাকবে। মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর একজন জওয়ান ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে নিশ্চল অথবা পর্যায়ক্রমে ঘোরাফেরা করে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ কাজকর্মের উপর নজর রাখবেন। এছাড়াও কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর কোম্পানি কমান্ডাররা তাঁদের সংশ্লিষ্ট ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলির নিয়ন্ত্রক বাহিনী হিসাবে কাজ করবেন এবং ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলির আওতাধীন এলাকাগুলিতে আস্থা-বর্ধনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। কোনো কারণে কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী না পৌঁছোতে পারলে সেখানে ভোটগ্রহণ শুরু করা যাবে না।

৭.১১.২। যদি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কোন ভিডিও ক্যামেরা/ডিজিটাল ক্যামেরা দ্বারা ছবি তোলার ব্যবস্থা থাকে তাহলে ভোটগ্রহণ পর্ব শুরু করার আগে, ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নিযুক্ত কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী/পুলিশ কর্মীদের উপস্থিতি নথিভুক্ত করতে, ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সামনে দাঁড়ানো অবস্থায় তাঁদের ছবি তুলে রাখতে হবে।

৭.১১.৩। যদি ভিডিও ক্যামেরা/ডিজিটাল ক্যামেরার ব্যবস্থা না থাকে তাহলে প্রিসাইডিং অফিসার বা মাইক্রো পর্যবেক্ষক তাঁদের মোবাইল ফোন দ্বারা সেই ছবি তুলে রাখতে পারেন ও কন্ট্রোল রুমে পাঠাতে পারেন বা EVM ও VVPAT জমা দেওয়ার সময় জমা করতে পারেন। যদি কোনোরূপ ক্যামেরা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে না থাকে তাহলে সেক্টর অফিসার যখন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যাবেন তখন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সাথে তার আইন শৃঙ্খলার দায়িত্বে থাকা বাহিনীর ছবি তুলে রাখবেন।

৭.১১.৪। যে চত্বরে ভোটগ্রহণ করা হচ্ছে সেই চত্বরের ভেতরে এবং বাইরের এলাকাগুলি সমেত (ভোটগ্রহণ কেন্দ্রসমূহ ব্যতিরেকে) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলির আওতাধীন এলাকাগুলিতে সাধারণ আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য স্থানীয় রাজ্য পুলিশ সাধারণভাবে দায়ী থাকবে। কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর দায়িত্বাধীন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে ভোটগ্রহণ চত্বরের অভ্যন্তরে স্থানীয় রাজ্য পুলিশকে মোতায়েন করা হবে, কিন্তু তারা ভোটগ্রহণ এবং ভোটদাতাদের লাইন থেকে যথেষ্ট দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকবে। প্রয়োজনে কাজে লাগানোর জন্য ভোটগ্রহণ চত্বরে একজন অথবা দুজন নিরস্ত্র স্থানীয় রাজ্য পুলিশ কর্মী/হোমগার্ডকে মোতায়েন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কোনো অবস্থাতেই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে স্থানীয় রাজ্য পুলিশ কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর জায়গা নিতে পারবে না এবং স্থানীয় রাজ্য পুলিশের কোনো বরিষ্ঠ আধিকারিক বাহিনী সমেত অথবা বাহিনী ছাড়া ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের মধ্যে অবস্থান করবেন না এবং কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে কোনো প্রকার অধীক্ষণ বা নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করবেন না। শুধুমাত্র ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে, যথেষ্ট সংখ্যক কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী পাওয়া না গেলে, কেবলমাত্র পর্যবেক্ষকের মাধ্যমে কমিশনের বিশেষ নির্দেশবলেই স্থানীয় রাজ্য পুলিশকে ভোটকেন্দ্রগুলিতে মোতায়েন করা যেতে পারে।

৭.১১.৫। যদি এমন কোনো অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে যা একটি স্বচ্ছ-নিরপেক্ষ নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে, সে ক্ষেত্রে প্রিসাইডিং অফিসার, ১৯৫১ সালের জন প্রতিনিধিত্ব আইনের সেকশন্ ১৩১ অনুযায়ী, ওই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী বা রাজ্য পুলিশ-কে যথাযথ ভাবে ব্যবহার করবেন। প্রিসাইডিং অফিসার ও কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী বা রাজ্য পুলিশ উভয়ে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে কাজ করবেন।

৭.১১.৬। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব একান্তভাবেই স্থানীয় রাজ্য পুলিশের উপর ন্যস্ত থাকবে। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলির এলাকার মধ্যে যে সমস্ত বসতি বা গ্রামে হুমকি, ভীতি প্রদর্শন বা অবাঞ্ছিত প্রভাব খাটানোর সম্ভবনা রয়েছে সেগুলিকে চিহ্নিত করে আস্থাবৃদ্ধির জন্য আগেভাবেই সেখানে প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে কমিশন নির্দেশ দিয়েছে। স্থানীয় রাজ্য পুলিশ এই কাজের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করবে এবং নির্বাচনের দিনে এই সব এলাকার ভোটদাতারা যাতে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন না হন, তাও সুনিশ্চিত করবে।

৭.১১.৭। ভোটগ্রহণ শেষ হলে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী ভোট নেওয়া হয়েছে এমন ই ভি এম ও ভিভিপ্যাট এবং প্রিসাইডিং অফিসারদের সংগ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছে দেবে। জেলা নির্বাচন আধিকারিক এবং পুলিশ সুপার পর্যবেক্ষকের সঙ্গে আগাম পরামর্শ করে এর খুঁটিনাটি স্থির করবেন।

৭.১১.৮। ভোট নেওয়া হয়েছে এমন ই ভি এম ও ভিভিপ্যাট যেখানে রাখা হয়েছে এবং গণনার আগে পর্যন্ত সেগুলি যে সমস্ত স্ট্রং রুম-এ থাকবে, সেগুলির নিরাপত্তার দায়িত্বও কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর উপর ন্যস্ত থাকবে।"

৮ অধ্যায়

পোলিং অফিসারদের দায়িত্ব অর্পণ

৮.১। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ প্রণালী এবং পোলিং অফিসারদের কর্তব্য

আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ যাতে দক্ষতার সঙ্গে ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে একজন নির্বাচকের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করা থেকে শুরু করে ভোট দিয়ে সেখান থেকে ফিরে না-যাওয়া পর্যন্ত ভোটগ্রহণের প্রণালী সম্পর্কে আপনার সম্যক ধারণা থাকা জরুরি। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এই ভোটগ্রহণ প্রণালী ও সমগ্র কর্মকাণ্ডে পোলিং অফিসারদের পালনীয় কর্তব্যগুলি ব্যাখা করা হয়েছে। যাই হোক, পোলিং অফিসারদের কর্তব্য বন্টনের একটি সাধারণ ধারণা নিচে দেওয়া হল।

৮.২। লোকসভা/বিধানসভার একক নির্বাচনে একজন প্রিসাইডিং অফিসার এবং তিনজন পোলিং অফিসার নিয়ে যখন ভোটকর্মীদল গঠন করা হয়, তখন পোলিং অফিসারদের কর্তব্য

৮.২.১। প্রথম পোলিং অফিসার

প্রথম পোলিং অফিসারের কাছে নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপি থাকবে এবং তিনি নির্বাচকদের শনাক্তকরণের দায়িত্বে থাকবেন। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করে নির্বাচক সরাসরি প্রথম পোলিং অফিসারের কাছে চলে যাবেন। তিনি ১৮ অধ্যায়ে বিনির্দিষ্ট প্রণালী অনুসরণ করে নির্বাচকের পরিচয় সম্পর্কে নিঃসংশয় হবেন। প্রতিটি নির্বাচনের পূর্বেই নির্বাচন কমিশন ভোটারদের সনাক্তকরণের জন্য আদেশ জারি করেন। ভোটার কার্ড অথবা বিকল্প সচিত্র পরিচয়পত্র সম্পর্কিত আদেশ সম্পর্কে আপনি নিজে ওয়াকিবহাল থাকবেন এবং প্রথম পোলিং অফিসারকে অবহিত করবেন।

৮.২.২। দ্বিতীয় পোলিং অফিসার

৮.২.২.১। দ্বিতীয় পোলিং অফিসার অমোচনীয় কালির দায়িত্বে থাকবেন। প্রথম পোলিং অফিসার কর্তৃক ভোটদাতার পরিচয় শনাক্ত হওয়ার পর প্রথমে তিনি ভোটদাতার বামহস্তের তর্জনীতে আগে থেকেই অমোচনীয় কালির কোনো চিহ্ন আছে কিনা যাচাই করে নেবেন এবং তারপর অমোচনীয় কালি একটি ব্রাশ-এর সাহায্যে (যা ভোটদান সামগ্রীর সাথে দেওয়া থাকবে) ভোটদাতার বামহস্তের তর্জনীতে একটি চিহ্ন দেবেন। অমোচনীয় কালির সাহায্যে ভোটদাতার বামহস্তের তর্জনীর নখের মাথা থেকে বামহস্তের তর্জনীর প্রথম গাঁট পর্যন্ত একটানা একটি রেখা হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে, যেমনটি নিচের ছবিতে দেখানো হয়েছে ঃ

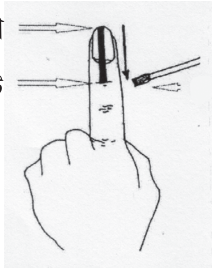

৮.২.২.২। দ্বিতীয় পোলিং আফিসার ১৭ ক নির্দর্শে নির্বাচক নিবন্ধ বহি বা ভোটার রেজিস্টারের দায়িত্বে থাকবেন। যেসব ভোটদাতার পরিচিতির বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে ও যাঁরা ঐ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন উক্ত রেজিস্টারে তাঁদের যথাযথ হিসাব রক্ষার জন্য তিনি দায়িত্বশীল থাকবেন। কোনো ভোটদাতাকে ভোটদানের অনুমতি দেওয়ার পূর্বে ঐ রেজিস্টারে তাঁর স্বাক্ষর বা টিপসই নিতে হবে। ১৯ অধ্যায়ে বিধৃত পদ্ধতি অনুসারে ভোটার রেজিস্টারে ভোটদাতার বিষয়ে তথ্যাদি নথিবদ্ধ করার পর প্রত্যেক ভোটদাতাকে দ্বিতীয় পোলিং অফিসার ভোটার স্লিপ ইস্যু করবেন। এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে, ঐ ভোটদাতা ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থেকে প্রস্থান করার আগে যেন যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হয় যাতে অমোচনীয় কালির সাহায্যে যে চিহ্নটি দেওয়া হয়েছিল তা ইতিমধ্যেই শুকিয়ে যায়। এই উদ্দেশ্যে অমোচনীয় কালির চিহ্ন দিয়ে দেওয়ার পরই ভোটার রেজিস্টারে স্বাক্ষর বা টিপসই নেওয়া যেতে পারে এবং ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ছেড়ে ভোটদাতা চলে যাবার আগেই যেন ঐ অমোচনীয় কালির চিহ্ন শুকিয়ে যায়, সেটি সুনিশ্চিত করতে হবে।

৮.২.৩। তৃতীয় পোলিং অফিসার

৮.২.৩.১। তৃতীয় পোলিং অফিসার ভোটগ্রহণ যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ (কন্ট্রোল) ইউনিটের দায়িত্বে থাকবেন। দ্বিতীয় পোলিং অফিসার যে টেবিলে বসবেন তিনিও ঐ একই টেবিলে বসবেন। তৃতীয় পোলিং অফিসার ভোটদাতাকে দ্বিতীয় পোলিং অফিসারের ইস্যু করা ভোটার স্লিপের ভিত্তিতে এবং কঠোরভাবে ঐ স্লিপের ধারাবাহিক সংখ্যা অনুসারে ভোটদান কক্ষের দিকে অগ্রসর হওয়ার অনুমতি দেবেন। তিনি ২০ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে ব্যাখা করা পদ্ধতি অনুসারে ভোটদান কক্ষে রক্ষিত ভোটপত্র ইউনিট(গুলি)-কে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের 'ব্যালট' চিহ্নিত বোতামটিতে চাপ দিয়ে চালু করবেন। ভোটদাতার বাম হস্তের তর্জনীতে একটি সুস্পষ্ট অমোচনীয় কালির চিহ্ন আছে কি না সেটিও তৃতীয় পোলিং অফিসার পরীক্ষা করে নেবেন। অমোচনীয় কালির দাগ উঠে গেলে তর্জনীতে আবার কালির চিহ্ন দিয়ে দিতে হবে।

৮.২.৩.২। যেক্ষেত্রে কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের জন্য নির্দিষ্ট ভোটদাতার সংখ্যা কম, সেক্ষেত্রে তৃতীয় পোলিং অফিসারের দায়িত্ব প্রিসাইডিং অফিসারই পালন করবেন এবং এর ফলে কম সংখ্যক কর্মীর সাহায্যে (ভোটগ্রহণকারী) পোলিং দলগুলি গঠন করা যাবে।

৮.২.৩.৩। কোনো বিশেষ জেলা/কেন্দ্রে ভোটকর্মীদের সংখ্যা অপর্যাপ্ত হলে একজন প্রিসাইডিং অফিসার ও সাধারণ নিয়ম হিসেবে তিনজনের পরিবর্তে দু'জন পোলিং অফিসার নিয়ে ভোটকর্মী দল গঠন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রথম পোলিং অফিসার ভোটদাতাকে শনাক্ত করা ছাড়াও ভোটদাতার আঙুলে অমোচনীয় কালি লাগাবেন। দ্বিতীয় পোলিং অফিসার নিদর্শ-১৭ক (নির্বাচক নিবন্ধ বহি)-এ এন্ট্রি করা ও নির্বাচকের স্বাক্ষর/বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ নেওয়ার স্বাভাবিক কাজ ছাড়াও কন্ট্রোল ইউনিটের দায়িত্ব সামলাবেন। উল্লেখ্য, যেক্ষেত্রে দু'জন পোলিং অফিসার থাকবেন সেক্ষেত্রে ভোটার স্লিপের ক্রমিক নম্বর প্রস্তুত না-করলেও চলবে। পরিবর্তে, দ্বিতীয় পোলিং অফিসার নিয়ন্ত্রণ ইউনিট চালু করবেন এবং নির্বাচক নিবন্ধ বহি (নিদর্শ-১৭ক)-তে পর পর যেভাবে নির্বাচকদের স্বাক্ষর নেওয়া হবে সেভাবে তাদের ভোট দেওয়ার জন্য ভোটদান কক্ষের দিকে পাঠাবেন। এসব ক্ষেত্রে ভোটদানকেন্দ্রে ভোটার স্লিপ প্রস্তুত করবার প্রয়োজন নেই। আরও কী, যেসব ক্ষেত্রে পোলিং অফিসারের সংখ্যা হবে মাত্র দু'জন সেক্ষেত্রে **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের আগে থাকতেই তা লিখিত ভাবে জানিয়ে দিতে হবে। দু'জন পোলিং অফিসার কোন কোন দায়িত্ব-কর্তব্য সামলাবেন তা-ও প্রার্থীদের কাছে ব্যাখ্যা করতে হবে।**

৮.৩। যুগপৎ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে একজন প্রিসাইডিং অফিসার ও পাঁচজন পোলিং অফিসার নিয়ে যে-ভোটকর্মীদল গঠিত হয় তাতে পোলিং অফিসারদের কর্তব্য

৮.৩.১। প্রথম পোলিং অফিসার

ইনি নির্বাচকদের শনাক্ত করবেন এবং নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপির দায়িত্বে থাকবেন।

৮.৩.২। দ্বিতীয় পোলিং অফিসার

ইনি অমোচনীয় কালি এবং নির্বাচক নিবন্ধের দায়িত্বে থাকবেন।

৮.৩.৩। তৃতীয় পোলিং অফিসার

ইনি ভোটার স্লিপের দায়িত্বে থাকবেন।

৮.৩.৪। চতুর্থ পোলিং অফিসার

ইনি লোকসভা নির্বাচনে ব্যবহার্য নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের দায়িত্ব থাকবেন।

৮.৩.৫। পঞ্চম পোলিং অফিসার

ইনি রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে ব্যবহার্য নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের দায়িত্বে থাকবেন।

৮.৩.৬। চতুর্থ ও পঞ্চম পোলিং অফিসারের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যসমূহ

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, চতুর্থ ও পঞ্চম পোলিং অফিসারদের খুব সহজ কাজ দেওয়া হয়েছে। বিপরীতভাবে বলা যায় যে, যুগপৎ অনুষ্ঠিত নির্বাচনের সফলতা তাঁদের সতর্কতার উপরেই নির্ভর করে। ব্যালট বোতামে চাপ দিয়ে ভোটযন্ত্র চালু করাই তাঁদের একমাত্র কাজ নয়, ভোটার স্লিপে প্রদত্ত ক্রমানুযায়ী প্রত্যেক নির্বাচক তাঁর পালা এলে ভোট দিতে পারছেন কিনা - তা সুনিশ্চিত করা-ও তাঁদের কাজ। যখন তাঁরা কোনো নির্বাচককে ভোট দিতে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন, তখন তিনি নির্দিষ্ট ভোটদান কক্ষে গিয়ে ভোট দিচ্ছেন কি না- সে বিষয়েও তাঁদের সর্বদা নজর রাখতে হবে। যদি কোনো নির্বাচক, ভোটদানের অনুমতি পাওয়ার পরে, অজ্ঞতাবশত বা অন্য কোনো কারণে কোথায় যেতে হবে বা এরপর কী করতে হবে, তা বুঝে উঠতে না পারেন তবে এই দুই পোলিং অফিসারকেই তাঁকে সঠিক প্রক্রিয়াটি বুঝিয়ে দেবার কাজটি করতে হবে। বিশেষত ভোটগ্রহণের প্রথম দিকে যখন স্বাভাবিকভাবেই ভিড় বেশি থাকে, তখন তাঁরা নিজেদের শান্ত রেখে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে চলছে কি না - তা দেখবেন। যখনই সাময়িক বিরতি পাবেন এবং যেভাবেই হোক ভোটগ্রহণের প্রতি এক ঘন্টা পরে, তাঁরা নির্বাচক নিবন্ধ ও দুটি নিয়ন্ত্রণ ইউনিটে প্রদর্শিত মোট সংখ্যার সঙ্গে তখন পর্যন্ত প্রদত্ত মোট ভোটসংখ্যা মিলিয়ে দেখবেন।

৮.৪। ভোটকেন্দ্রের সামগ্রিক দায়িত্ব থাকবে প্রিসাইডিং অফিসারের উপর। সংক্ষেপে তাঁর কর্তব্যগুলি বিবৃত করা হল ঃ-

(ক) ভোটদান ইউনিটগুলিকে স্ব-স্ব ভোটদান কক্ষে স্থাপন করুন। ভোটপত্র ইউনিট বা নিয়ন্ত্রণ ইউনিট বা ভিভিপ্যাটকে কোনো অবস্থাতেই মাটিতে রাখা যাবে না। এগুলিকে অবশ্যই টেবিলের ওপরে রাখতে হবে।

(খ) ভোটপত্র ইউনিট ও ভিভিপ্যাটগুলিকে সেগুলির স্ব-স্ব নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত করুন।

(গ) সুইচ টিপে ব্যাটারি সংযোগ করুন।

(ঘ) ভোটগ্রহণ শুরু করার জন্য নির্ধারিত সময়ের আগে উপস্থিত প্রার্থীদের/এজেন্টদের দেখিয়ে দিন যে, ভোটযন্ত্রটি খালি এবং তাতে কোনো ভোট নেই।

(ঙ) ভিভিপ্যাট সহ ই ভি এম-টি যে সম্পূর্ণ সচল অবস্থায় রয়েছে তা সুনিশ্চিত করার জন্য ও পোলিং এজেন্টদেরকে দেখানোর জন্য মহড়া ভোটগ্রহণের ব্যবস্থা করুন।

(চ) মহড়া ভোটের ফলাফল মুছে ফেলুন।

(ছ) মহড়া ভোটের শংসাপত্র প্রস্তুত করুন (মহড়া ভোটের শংসাপত্র ১৭ অনুবন্ধে দেওয়া আছে)।

(জ) আপনার পরিষ্কারভাবে জেনে রাখা প্রয়োজন যে কমিশনের নির্দেশানুযায়ী, কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যদি মহড়া ভোট না হয়ে থাকে, তাহলে সেই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কোনো নির্বাচন হবে না।

(ঝ) লোকসভা নির্বাচনের নিয়ন্ত্রণ ইউনিটে লাগানো সবুজ কাগজের সিলে ওই সময় ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত শুধুমাত্র লোকসভা নির্বাচনে দাঁড়ানো প্রার্থীরা বা তাঁদের এজেন্টরা, এবং বিধানসভা নির্বাচনের নিয়ন্ত্রণ ইউনিটে লাগানো সবুজ কাগজের সিলে বিধানসভা নির্বাচনে দাঁড়ানো প্রার্থীরা বা তাঁদের এজেন্টরা স্বাক্ষর করছেন কিনা—সে বিষয়ে নিশ্চিত হোন।

(ঞ) যে ভোটদান কক্ষের অভ্যন্তরে ভোটপত্র ইউনিট ও ভিভিপ্যাট রাখা আছে, সেই ইউনিটটি যে-নির্বাচনের জন্য ব্যবহৃত হবে সেটি সুস্পষ্টভাবে দেখানোর জন্য কক্ষের বাইরে যথাযথ পোস্টার সেঁটে ভোটদান কক্ষটি সঠিকভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে কিনা - তা দেখে নিন।

(ট) ভোটপত্র ইউনিট ও ভিভিপ্যাটগুলিকে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য যে কেব্‌ল ব্যবহৃত হবে সেই কেব্‌লগুলিকে এমনভাবে রাখুন যাতে প্রত্যেকে কেব্‌লটিকে দেখতে পায় এবং নির্বাচন কেন্দ্রের ভিতরে চলাফেরার সময় ভোটদানকারীকে সেগুলি ডিঙিয়ে যেতে না হয়। সম্পূর্ণ কেব্‌লটি যাতে ভোটকক্ষে আলগাভাবে পড়ে না থাকে, সে ব্যাপারটিও সুনিশ্চিত করতে হবে।

(ঠ) ভোটগ্রহণ শুরু হবার যথেষ্ট আগেই ভোটকর্মীদলের সকল সদস্য নিজস্ব অবস্থানে রয়েছেন এবং সমস্ত জিনিসপত্র ও নথি হাতের কাছেই রাখা আছে এবং নির্ধারিত সময়ে ভোটগ্রহণের জন্য প্রস্তুত রয়েছেন, সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হোন।

(ড) ভোটগ্রহণকারীদলের কোনো সদস্য বা কোনো পোলিং এজেন্টের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে এদিক-ওদিক অকারণ চলাফেরা রোধ করুন এবং তাঁদেরকে নির্দিষ্ট আসনে বসতে বলুন।

(ঢ) ভোট শুরুর নির্ধারিত সময়েই প্রকৃত ভোটগ্রহণ শুরু করুন।

(ণ) ভোটগ্রহণ চলাকালীন ভোটদাতাদের গতিবিধির উপর নজর রাখুন এবং কোনো ভোটদাতা যাতে কোনো একটি বা উভয় নির্বাচনেই ভোটদান ব্যতীতই চলে না যান, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখুন।

(ত) ভোট চলাকালীন প্রথম ঘন্টায় যখন ভোটগ্রহণ সাধারণত দ্রুত গতিতে চলছে, তখন ভোটগ্রহণকারীদলের কোনো সদস্য তাঁর জন্য নির্ধারিত কাজে যাতে কোনো রকম গাফিলতি না দেখান, সেদিকে নজর রাখুন।

(থ) ভোটদাতারা তাঁদের ভোটার স্লিপের ক্রমানুযায়ী ভোট দিয়েছেন কি না, সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হবার জন্য মাঝেমাঝে উভয় নিয়ন্ত্রণ ইউনিটেই গৃহীত মোট ভোট-সংখ্যা মিলিয়ে দেখে নিন।

(দ) যুগপৎ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে, লোকসভা নির্বাচন কেন্দ্রের প্রার্থীদের পোলিং এজেন্টদের লোকসভা নির্বাচনের জন্য এবং বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রের প্রার্থীদের পোলিং এজেন্টদের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ১৭ গ নিদর্শের প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে কিনা, সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হন।

(ধ) নির্বাচকরা যে ভোটপত্র ইউনিটে কোনোরকম কারচুপি করেননি, সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হবার জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর ব্যালট ইউনিট ও ভিভিপ্যাট পরীক্ষা করুন। ভোটগ্রহণ বন্ধ হওয়ার নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত লাইনে যে সমস্ত নির্বাচক দাঁড়িয়ে থাকবেন, তাঁদের ভোট দিতে দেওয়া হবে।

(ন) ‘‘পোলিং এজেন্ট/রিলিভিং এজেন্ট-দের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে আসা যাওয়ার তথ্য লিপিবদ্ধকরণ শিট্’’ (১৫-ক অনুবন্ধ) এবং ‘‘পরিদর্শন শিট্’’ (১৫-খ অনুবন্ধ) তৈরী করা।

৮.৫। ভোটগ্রহণ সমাপ্তি

৮.৫.১। নির্ধারিত ভোটগ্রহণ প্রণালী অনুযায়ী ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত সময়ের শেষে যথাযথভাবে ভোটগ্রহণ সমাপ্ত হয়েছে কিনা - তা প্রিসাইডিং অফিসার দেখে নেবেন। উক্ত প্রণালীতে শেষ ভোটদাতা ভোট দেবার পরে তিনি নিয়ন্ত্রণ (কন্ট্রোল) ইউনিটগুলোর, ‘ক্লোজ’ বোতামে চাপ দেবেন। নির্ধারিত নিদর্শগুলি যত্নসহকারে যথাযথভাবে পূরণ করার পরে তিনি কন্ট্রোল ইউনিট সুইচ অফ্ করবেন এবং ভিভিপ্যাট ব্যালট ও কন্টোল ইউনিট থেকে বিচ্ছিন্ন করবেন এবং এগুলি নির্দিষ্ট বহনকারী বাক্সে রেখে সিল করে দেবেন। যুগপৎ অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ক্ষেত্রে কাগজপত্র আলাদা করে প্রস্তুত ও সিল করতে হবে।

৮.৫.২। যুগপৎ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সব কটি ইউনিটের বহনকারী বাক্সের বাইরে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনগুলির পরিচয়-জ্ঞাপক স্টিকার স্পষ্টভাবে সেঁটে দেওয়া হয়েছে কি না-তা প্রিসাইডিং অফিসার সুনিশ্চিত করবেন। তিনি এ বিষয়েও সুনিশ্চিত হবেন যে, ভোটপত্র ইউনিট, নিয়ন্ত্রণ ইউনিট ও ভিভিপ্যাটগুলি নির্বাচন পরিচয়-জ্ঞাপক লেবেল দিয়ে দৃঢ়ভাবে সাঁটা স্ব-স্ব বহনকারী বাক্সে রাখা হয়েছে। এর পর, তিনি স্ব-স্ব বহনকারী বাক্সে সঠিক রঙের (লোকসভা নির্বাচনে সাদা রং এবং বিধানসভা নির্বাচনে গোলাপী রং) যথাযথভাবে পূরণ করা অ্যাড্রেস ট্যাগ সেঁটে দেবেন।

৮.৫.৩। নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রিসাইডিং অফিসার সমস্ত সিল করা ইউনিট ও নির্বাচনী নথি যথাযথভাবে সংগ্রহ কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসারকে হস্তান্তরিত করবেন।

৮ক অধ্যায়

ভোটকেন্দ্রে সহযোগী আধিকারিকগণ

৮ক.১। কমিশন মাইক্রো পর্যবেক্ষক পদ্ধতির প্রবর্তনও করেছে এবং আগে থেকে বাছাই করা সমস্যাসংকুল (ক্রিটিক্যাল) ভোটকেন্দ্রে ডিজিটাল/ভিডিও ক্যামেরা ব্যবহারের সিদ্ধান্তও নিয়েছে।

৮ক.১.১। **মাইক্রো পর্যবেক্ষক** হল ইসিআই-এর গাইডলাইন মেনে সৃষ্ট এক বিশেষ প্রকৃতির কর্মধারা (স্পেশ্যাল জব প্রোফাইল)। নির্দিষ্ট ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ পদ্ধতি সংক্রান্ত কোনো বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে তা নির্বাচন কেন্দ্রের সাধারণ পর্যবেক্ষক (জেনারেল অবজারভার)-কে জানানোর দায়িত্ব ও কর্তব্য সামলাবেন মাইক্রো পর্যবেক্ষক। উত্তেজনাপ্রবণ অঞ্চল মানচিত্রে স্পর্শকাতর বলে চিহ্নিত ভোটের এলাকায় মাইক্রো পর্যবেক্ষকদের নিয়োগ করা হয়।

৮ক.২। মূল দায়িত্বসমূহ:

ক) ভোটের দিনে নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত আইনকানুন সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া;

খ) পোলিং অফিসারের দ্বারা নির্বাচক নিবন্ধ বহি (নিদর্শ ১৭ক)-তে দেওয়া পরিচিতি নথিগুলিতে সকল বিবরণ ঠিকঠাক ভাবে পূরণ করা হচ্ছে কি না তা লক্ষ রাখা;

গ) সারা দিন ধরে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত থাকা বা ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করা এবং ইসিআই-এর গাইডলাইন মেনে নির্বাচনের সমগ্র প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা;

ঘ) ভোটদান কক্ষের দিকে প্রিসাইডিং অফিসার বা কোনো পোলিং অফিসার যাচ্ছেন কি না, বা ভোটারদের অসংগত কোনোও নির্দেশ দিচ্ছেন কি না তা লক্ষ করা;

ঙ) প্রিসাইডিং অফিসারেরা ইসিআই-এর গাইডলাইন মেনে অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত ও দ্বিত্ব নামের তালিকায় থাকা ভোটারদের নাম খুঁটিয়ে দেখেছেন কি না তা খতিয়ে দেখা;

চ) নির্বাচনের দিনে তাঁর দায়িত্বে থাকা প্রতিটি পোলিং বুথের ঘটনাবলি পর্যবেক্ষককে জানানো;

ছ) ইসিআই-এর নির্দেশাবলি অনুসারে ভোটযন্ত্র সিল করা হয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা;

জ) পোলিং এজেন্টের/ইলেকশন এজেন্টের/রাজনৈতিক দলের অভিযোগগুলির উপর চোখ রাখা এবং অভিযোগের প্রকৃতি ও গুরুত্ব অনুধাবন করা;

ঝ) ভোটগ্রহণ সমাপ্ত হওয়ার পর, সংগ্রহকেন্দ্রে সাধারণ পর্যবেক্ষকের কাছে রিপোর্ট করা এবং লিখিত প্রতিবেদন ভরা খামটি সাধারণ পর্যবেক্ষকের হাতে তুলে দেওয়া;

ঞ) প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং পার্টিকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভোট-সামগ্রী দেওয়া হয়েছে কি না তা দেখা;

ট) ভোট কলুষিত হচ্ছে বলে মনে হলে তা ফোন, অয়্যারলেস, ইত্যাদির মতো হাতের কাছে থাকা যোগাযোগের মাধ্যম ব্যবহার করে বা অন্য কোনো উপায়ে সাধারণ পর্যবেক্ষকের নজরে আনা, এবং

ঠ) ভোটের দিনে ভোটকর্মীদের উপস্থিতি, মহড়া ভোট, ভোটকেন্দ্রে প্রাপ্ত সুযোগসুবিধা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ইত্যাদির মতো ভোটগ্রহণের প্রস্তুতির কাজ যাচাই করা।

৮ক.৩। মূল কাজগুলি:

ক) মাইক্রো পর্যবেক্ষকদের জন্য পরিচালিত প্রশিক্ষণে বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থিত থাকা;

খ) মহড়া ভোটের সময়ে উপস্থিত থাকা;

গ) জেলা নির্বাচন আধিকারিকের কাছ থেকে তাঁর নিজের ফোটো পাস, পরিচয়পত্র এবং নিয়োগপত্র সংগ্রহ করা;

ঘ) সাধারণ পর্যবেক্ষকের নির্দেশগুলি অনুধাবন করা;

ঙ) রিটার্নিং অফিসারের কাছ থেকে যোগাযোগের পরিকল্পনা সংগ্রহ করা;

চ) ভোট শুরুর অন্তত এক ঘন্টা আগে থাকতেই অথবা পরিস্থিতি দাবি করলে আগের দিন-ই ভোটকেন্দ্রে পৌঁছে যাওয়া;

ছ) মহড়া ভোটের পর ভোটপত্র ইউনিটের তথ্যাদি (ডেটা) ঠিকঠাক মুছে ফেলা হয়েছে কিনা তা নজরে রাখা;

জ) মহড়া ভোটের সময় পোলিং এজেন্ট ও রাজনৈতিক দলগুলির উপস্থিতির উপর নজর রাখা;

ঝ) ভোটকেন্দ্রের ভিতরে একই রাজনৈতিক দলের একাধিক পোলিং এজেন্ট উপস্থিত ছিল কিনা তা খতিয়ে দেখা;

ঞ) মহড়া ভোটের সময় লিপিবদ্ধ করা;

ট) এজেন্টেদের জন্য প্রবেশপত্র ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা দেখা;

ঠ) ভোট দেওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়ার আগে এপিক অথবা বৈধ নথি দেখে ভোটারদের শনাক্ত করা হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা;

ড) ভোটকেন্দ্র পরিদর্শনে সেক্টর অফিসার এসেছেন কিনা তা দেখা;

ঢ) ভোটকেন্দ্রে কেন্দ্রীয় আধা-সামারিক বাহিনীর জওয়ানদের মোতায়েন করা হয়েছে কিনা তা দেখা;

ণ) প্রতি ঘন্টা শেষে কত ভোট পড়েছে সেই সংখ্যার সঙ্গে ভোটযন্ত্রে প্রাপ্ত যোগফল ও নির্বাচক তালিকা (১৭ক) মিলিয়ে দেখা হচ্ছে কিনা তা লক্ষ করা;

ত) ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ কখন আরম্ভ হলো ও কখন শেষ হলো প্রত্যেক ক্ষেত্রে সেই সময় দেখে নেওয়া;

থ) পোলিং এজেন্টদের ভোটপত্র ইউনিট, নিয়ন্ত্রণ ইউনিট ও গ্রিন পেপার সিলের ক্রমিক নম্বর টুকে নেওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা;

দ) প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং এজেন্টরা ডাকে-প্রেরিত ভোটপত্রের তালিকা পেয়েছেন কিনা তা দেখা;

ধ) ভোটকেন্দ্রে বা কেন্দ্রগুলিতে প্রবেশপত্র পদ্ধতি কঠোর ভাবে অনুসৃত হয়েছে কিনা তা দেখা;

ন) ভোট চলাকালীন ভোটকেন্দ্রের ভিতর কোনো অননুমোদিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন কিনা তা দেখা;

প) ভোটদাতার বাঁ-হাতের তর্জনীতে অমোচনীয় কালি ঠিকঠাক লাগানো হচ্ছে কিনা তা দেখা;

ফ) নিদর্শ-১৭গ-এ গৃহীত ভোটের হিসাব পোলিং এজেন্টদের দেওয়া হয়েছে কিনা তা নোট করা;

ব) ভোটের গোপনীয়তা রক্ষা করতে ভোটদান কক্ষ ঠিক মতো স্থাপন করা হয়েছে কিনা তা দেখা;

ভ) ঘটনা ঘটলে যথাসময়ে ঘটনার কথা প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ হচ্ছে কিনা তা দেখা, এবং

ম) সাধারণ পর্যবেক্ষকের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রক্ষা করে চলা এবং সময়ে-সময়ে পর্যবেক্ষককে পরিস্থিতি সম্পর্কে জানানো।

য) যেসব ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে মাইক্রো পর্যবেক্ষক থাকবেন সেখানে তাঁরাও মোবাইল ফোন ''সাইলেন্ট'' অবস্থায় সঙ্গে রাখতে পারবেন এবং কন্ট্রোল রুমের ফোন নং তাতে লিবিবদ্ধ করে রাখবেন যাতে প্রয়োজনে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে এসে কন্ট্রোল রুমে যোগাযোগ করতে পারেন এমনভাবে যাতে, ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াতে তা ব্যাঘাত না ঘটায়।

৮ক.৪। ভোটদাতার সহায়তা বুথ:

যেখানে একই বাড়ির চত্বরে তিন বা ততোধিক ভোটকেন্দ্র রয়েছে, সেখানে ভোটদাতা সহায়তা বুথ থাকবে। লক্ষ্য হলো, ভোটারকে তাঁর ভোটকেন্দ্র ও ভোটার তালিকায় তাঁর ক্রমিক নম্বর খুঁজে পেতে সাহায্য করা। এজন্য অংশ-ভিত্তিক বর্ণানুক্রমিক নির্বাচক তালিকা প্রস্তুত করা হয়। এই তালিকা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে অংশের মধ্যে ভাগ অনুযায়ী তা ভাঙা হবে

না। প্রথম পছন্দ হিসেবে ইংরেজি ভাষাতেই এই বর্ণানুক্রমিক তালিকা প্রস্তুত করাটা ঠিক হবে। যেখানে একটি বা দু'টি ভোটকেন্দ্র থাকবে সেখানে পৃথক কোনো দল বা ভোটদাতা সহায়তা বুথ গঠনের প্রয়োজন নেই। এসব ক্ষেত্রে প্রিসাইডিং অফিসারকে নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপি ছাড়াও অ্যালফ্যাবেটিক্যাল রোল লোকেটর সরবরাহ করা হবে যাতে করে তিনি সহজেই ভোটকেন্দ্রের নির্বাচকদের শনাক্ত করতে পারেন। এ ধরনের প্রত্যেক বুথ পরিচালনার জন্য রিটার্নিং অফিসারের দ্বারা কয়েক জন সরকারি কর্মীর একটি দল নিয়োজিত হবে। কেবল ভোটের দিনের জন্যই এই ব্যবস্থা। ভোটদাতা সহায়তা বুথে কর্মীদের বসবার ব্যবস্থাও করতে হবে। ভোটকেন্দ্রে "**ভোটদাতা সহায়তা বুথ**" লেখা সাইনবোর্ড এমন কায়দায় ঝোলাতে হবে যাতে তা ভোটকেন্দ্রমুখী ভোটারদের সহজেই চোখে পড়ে। ভোটদাতা সহায়তা বুথের কর্মীরা সাহায্যপ্রার্থী প্রত্যেক ভোটারকে তাঁর পোলিং বুথ নম্বর ও নির্বাচক তালিকায় তাঁর ক্রমিক নম্বর জানিয়ে সাহায্য করবেন।

৮ক.৫। ডিজিটাল ক্যামেরাধারী ব্যক্তি:

৮ক.৫.১। সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের পরামর্শে (২০০৩-এর সিভিল আপিল নম্বর ৯২২৮ মামলায় ২০১১-র ১১ জানুয়ারি প্রদত্ত রায় - জনক সিং বনাম রামদাস রাই ও অন্যান্য) ডিজিটাল ফোটোগ্রাফি চালু করা হয়েছিল, যদিও ভোটের গোপনীয়তা ভঙ্গ না-হয় তা সুনিশ্চিত করেই।

৮ক.৫.২। কমিশন যেসব ভোটকেন্দ্রের জন্য সুনির্দিষ্ট ভাবে নির্দেশ দেবে সেসব জায়গায় ডিজিটাল ক্যামেরাধারী ব্যক্তি নিয়োজিত হবে।

৮ক.৫.৩। এক জন ডিজিটাল ক্যামেরাধারী ব্যক্তিকে নিম্নোক্ত দৃশ্যগুলি ক্যামেরাবন্দি করতে হবে:

* যে-সকল নির্বাচক এপিক/কমিশন অনুমোদিত অন্যান্য সচিত্র-পরিচয়পত্র ছাড়া ভোট দিতে উপস্থিত হচ্ছেন - নিদর্শ-১৭-ক-তে যে-ভাবে পর পর নাম লেখা হবে হুবহু সেই ক্রমেই ও নাম লেখার পর-মুহূর্তেই ছবি নেওয়া হবে; মনে রাখবেন, কোন অবস্থাতেই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে ঘটা বিষয়াবলীর ছবি তোলা যাবে না।

৮ক.৫.৪। অন্যান্য ক্রিটিক্যাল ঘটনা যা ক্যামেরাবন্দি করতে হবে -

* মহড়া ভোট ও ভোট শুরুর আগে ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাট সিল করা
* ভোটদান কক্ষের অবস্থান (পিছনের দিক-সহ অন্তত তিনটি ছবি)
* পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতি
* চ্যালেঞ্জ/টেন্ডার/এএসডি তালিকা-ভুক্ত ভোটারদের উপস্থিতি
* ভোট শেষ হওয়ার নির্ধারিত সময়ের পর বাইরে অপেক্ষমাণ ভোটদাতাদের জমায়েত ও শেষ ভোটদাতার নিদর্শন
* সেক্টর অফিসার, পর্যবেক্ষক ও নির্বাচনে কর্মরত অন্যান্য অধিকারিকদের পরিদর্শন
* কোনো নির্বাচককে ভয় দেখানোর ঘটনা।
* কোনো নির্বাচককে প্রলোভন দেখানোর ঘটনা।
* ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে প্রচার
* ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ন্যূনতম সাধারণ সুবিধা
* মহড়া ভোট ও তা মুছে দেওয়া
* ভোটযন্ত্র সিল করা
* নির্বাচকের পরিচিতি যাচাই করার প্রক্রিয়া
* লাইনে দাঁড়ানো ভোটার।

৮ক.৬। ভোট শেষে তিনি একটি শংসাপত্র দেবেন। তা হলো :

" আমি .... তারিখে .... নম্বর বুথে যে-সকল ভোটার ভোট দিয়েছেন তাঁদের সকলের ছবি তুলেছি এবং মোট ...... সংখ্যক ছবি ক্যামেরাবন্দি হয়েছে।"

৯ অধ্যায়

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ও বসার ব্যবস্থা

৯.১। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশাধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ

৯.১.১। আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত নির্বাচকরা ছাড়া কেবলমাত্র নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারেন ঃ

(ক) পোলিং অফিসারগণ,

(খ) প্রত্যেক প্রার্থী, তাঁর নির্বাচন এজেন্ট এবং একই সময়ে প্রত্যেক প্রার্থীর যথানিয়মে নিযুক্ত একজন পোলিং এজেন্ট,

(গ) কমিশন কর্তৃক প্রাধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ, যেমন - প্রচার মাধ্যমের লোকজন বা মাইক্রো পর্যবেক্ষক প্রমুখ,

(ঘ) নির্বাচন সংক্রান্ত কর্তব্যে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারীবৃন্দ,

(ঙ) কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত পর্যবেক্ষকগণ,

(চ) ভোটকেন্দ্রে মাইক্রো পর্যবেক্ষক/ভিডিও চিত্রগ্রাহক/চিত্রগ্রাহক/ওয়েবকাস্টিং-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মিগণ,

(ছ) কোনো নির্বাচকের সঙ্গে আসা কোলের শিশু,

(জ) সাহায্য ছাড়া চলতে অক্ষম, এমন কোনো অন্ধ বা অশক্ত নির্বাচকের সঙ্গে আসা কোনো ব্যক্তি, এবং

(ঝ) অন্যান্য ব্যক্তি যাঁদের আপনি ভোটদাতাদের শনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে ডেকে পাঠাবেন বা যাঁরা নির্বাচক পরিচালনা করতে অন্য কোনোভাবে আপনাকে সাহায্য করবেন।

৯.১.২। রিটার্নিং অফিসারদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সচিত্র-পরিচয়পত্র প্রদান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা যদি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে আসেন, প্রয়োজন হলে, তাঁদের আপনি তা দেখাতে বলতে পারেন। এইভাবে প্রার্থীদের নির্বাচন এজেন্টদেরও রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রত্যয়িত সচিত্র-নিয়োগপত্রের প্রতিলিপি দেখাতে বলা যেতে পারে।

৯.১.৩। আপনাকে মনে রাখতে হবে যে, "নির্বাচন সংক্রান্ত কর্তব্যে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারী"র সংজ্ঞায় সাধারণত পুলিশ অফিসাররা অন্তর্ভুক্ত নন। এই ধরনের অফিসাররা, উর্দি পরে বা সাদা পোশাকে যেভাবেই থাকুন না কেন, সাধারণ নিয়মানুযায়ী ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে প্রবেশ করতে পারেন না, তবে আপনি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বা অনুরূপ উদ্দেশ্যে কোনো সময় তাঁদের ভিতরে ডাকতে পারেন। কোনো অত্যাবশ্যক কারণ ছাড়া ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে তাঁদের উপস্থিতি অনেক ক্ষেত্রে কোনো কোনো প্রার্থী বা দলের পক্ষ থেকে অভিযোগের কারণ হয়েছে; তাঁরা অভিযোগ করেছেন যে, তাঁদের এজেন্টরা অযথা শক্তি প্রদর্শনের ফলে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

৯.১.৪। একইভাবে জেড প্লাস নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দেহরক্ষী, এবং সেক্ষেত্রেও সঙ্গের অস্ত্র লুক্কায়িত অবস্থায় সাদা পোশাকের এক জন দেহরক্ষী ব্যতীত কোনো নির্বাচক, প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচন এজেন্ট বা তার পোলিং এজেন্টের দেহরক্ষীকেও ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না।

৯.১.৫। আপনাকে এটিও লক্ষ্য রাখতে হবে যে উপরিউক্ত "নির্বাচনী কার্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সরকারী কর্মচারী" উদ্ধৃতিটির মধ্যে কেন্দ্রীয় বা রাজ্যস্তরের মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী বা উপমন্ত্রীরা পড়েন না। রাষ্ট্রের ব্যয়ে যে সমস্ত কেন্দ্রীয় বা রাজ্যস্তরের মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী বা উপমন্ত্রীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয় তাঁদের পোলিং এজেন্ট হিসাবে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয় না, কারণ নিরাপত্তা কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে তাঁদের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া যায় না, আবার নিরাপত্তাবিহীন অবস্থায় ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দিয়ে তাঁদের নিরাপত্তার বিষয়টিকে ঝুঁকির সম্মুখীনও করে তোলা যায় না। বর্তমান স্থায়ী নির্দেশ অনুসারে, মন্ত্রী বা রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে থাকা নিরাপত্তাকর্মীরা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে প্রবেশ করতে পারবেন না। তাঁরা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে পারবেন, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই নির্বাচন পরিচালনার কাজে কোনোরকম হস্তক্ষেপ করবেন না।

৯.১.৬। উপরের বর্ণনা অনুযায়ী ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে লোকজনের প্রবেশ অত্যন্ত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, এর অন্যথা হলে ভিড় বাড়বে এবং পরিণামে গোলমাল ও আইনশৃঙ্খলার সমস্যা দেখা দেবে, নির্বিঘ্নে নির্বাচন পরিচালনার কাজও ব্যাহত হবে। আপনি তিন বা চারজন নির্বাচককে একই সময়ে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেবেন।

৯.১.৭। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কোনো ব্যক্তির উপস্থিতি সম্বন্ধে আপনার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য সন্দেহের কারণ ঘটলে তাঁর কাছে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশের জন্য কর্তৃপক্ষের বৈধ অনুমতি পত্র থাকলেও আপনি প্রয়োজনে মনে করলে তাঁর দেহ তল্লাশি করাতে পারেন।

৯.১.৮। আপনার কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে আপনি কেবলমাত্র নির্বাচন কমিশনের নির্দেশাবলির প্রতি দায়বদ্ধ থাকবেন। আপনার কোনো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা মন্ত্রীবর্গসহ রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকে কোনো আদেশ নেবেন না বা তাঁদের প্রতি কোনোরকম পক্ষপাত দেখাবেন না। এমনকি যদি তাঁরা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করার জন্য অনুরোধও করেন তাহলেও একমাত্র তাঁরা যদি নির্বাচন কমিশনের দেওয়া বৈধ প্রাধিকারপত্রের অধিকারী হন, তবেই আপনি তাঁদের অনুমতি দেবেন।

৯.১.৯। কোনো গ্রামীণ অফিসার বা অন্য কোনো কর্মচারী বা নির্বাচকের শনাক্তকরণ বা নির্বাচন পরিচালনায় অন্যভাবে আপনাকে সাহায্যের জন্য আপনি কোনো সহায়িকা নিয়োগ করে থাকলে সাধারণ অবস্থায় তাঁকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রবেশ পথের বাইরেই বসাতে হবে। একমাত্র কোনো নির্দিষ্ট ভোটদাতাকে শনাক্তকরণের জন্য বা নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত কোনো কাজে আপনাকে সাহায্য করার জন্য তাঁকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে কাউকেই কথাবার্তা বা ইঙ্গিতে ভোটদাতাদের কোনো বিশেষভাবে ভোট দেওয়ার জন্য প্রভাবিত করতে বা প্রভাবিত করার চেষ্টা করতে দেওয়া হবে না।

৯.২। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ার উপর নজরদারি চালানোর জন্য কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী

৯.২.১। এবিষয়ে আগেই আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, বর্তমান প্রথা অনুসারে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর কর্মীদের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে প্রহরারত বাহিনী হিসাবে নিয়োগ করতে হবে। মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের ১১.০১.২০০৫ তারিখের ২০০৩ সালের ৯২২৮ নং রায়ে (জনক সিং বনাম রাম দাস রাই ও অন্যান্য) প্রদত্ত নির্দেশাবলি অনুসারে নির্বাচন কমিশন নির্দেশ দিয়েছে যে, যে-সমস্ত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন থাকবে তাদের মধ্য থেকে একজন জওয়ানকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রবেশপথে প্রহরায় রাখতে হবে, যাতে তিনি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরের কার্যধারার দিকে নজর রাখতে পারেন এবং বিশেষত, কোনো অননুমোদিত ব্যক্তি যাতে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতর প্রবেশ করতে না পারে এবং/অথবা কোনো নির্বাচন কর্মী বা কোনো বহিরাগত ব্যক্তি ভোটদান প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে না পারে — সেদিকে লক্ষ্য রাখতে পারেন। অবশ্য, কোনো অবস্থাতেই আধাসামরিক বাহিনীর ঐ জওয়ান ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে থাকবেন না।

৯.২.২। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রবেশপথে আধাসামরিক বাহিনীর যে জওয়ান মোতায়েন থাকবেন তিনি সুনির্দিষ্টভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নজরদারি করবেন ঃ—

৯.২.২.১। ভোট চলাকালীন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভেতরে কোনো অননুমোদিত ব্যক্তি যেন কোনো সময়েই উপস্থিত না থাকেন।

৯.২.২.২। পোলিং বুথের ভেতর কোনো নির্বাচক না থাকাকালীন নির্বাচন কর্মী অথবা কোনো পোলিং এজেন্ট যেন ভোট দানের চেষ্টা না করেন বা কোনো ভোট না দেন।

৯.২.২.৩। প্রিসাইডিং অফিসার/কোনো নির্বাচন কর্মী কোনো নির্বাচকের সংগে ভোটদান কক্ষে যেন না যান।

৯.২.২.৪। কোনো পোলিং এজেন্ট অথবা নির্বাচন কর্মী কোনো ভোটারকে যেন কোনোরকম ভীতিপ্রদর্শন অথবা ভীতিপ্রদর্শনের ইঙ্গিত না করেন।

৯.২.২.৫। কোনো অস্ত্রশস্ত্র যেন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভেতর না নেওয়া হয়।

৯.২.২.৬। কোনো রিগিং-এর ঘটনা না ঘটে।

৯.২.৩। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রবেশ পথে মোতায়েন থাকা কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ান যদি ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া উপরোক্তভাবে লঙ্ঘিত হতে দেখেন অথবা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভেতরে অস্বাভাবিক কোনো কিছু ঘটতে দেখেন, তবে তিনি ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ না ক'রে ঐ ঘটনাটি তৎক্ষণাৎ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর আধিকারিক কিংবা পর্যবেক্ষককে জানাবেন। কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য বিষয়টি তৎক্ষণাৎ রিটার্নিং অফিসার অথবা পর্যবেক্ষককে লিখিতভাবে জানাবেন।

৯.২.৪। একের অধিক ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে এমন ভবনে যেখানে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর অর্ধেক সেকশন মোতায়েন করা হয়েছে সেখানে একটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রবেশ পথে কর্তব্যরত জওয়ানকে এক ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থেকে আর এক ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ঘুরে ঘুরে নজরদারি করার জন্য বলা যেতে পারে, যাতে তিনি ঐ সমস্ত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভেতরে কী ঘটছে তা দেখতে পারেন এবং যদি কোনোরকম অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তাঁর নজরে আসে তাহলে তৎক্ষণাৎ ঐ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর আধিকারিক অথবা পর্যবেক্ষককে তা' জানাতে পারেন।

৯.২.৫। রিটার্নিং অফিসার/পর্যবেক্ষক কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর কাছ থেকে পাওয়া বিরূপ রিপোর্টগুলি পরবর্তী নির্দেশের জন্য কমিশনকে জানাবেন।

৯.২.৬। কমিশনের নির্দেশানুসারে যে কেন্দ্রগুলিতে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে, কেবলমাত্র সেইসকল ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রবেশ পথেই কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ানকে মোতায়েন করা যাবে। এটাও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রবেশপথে থাকা কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ান ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দিতে আসা কোনো ভোটদাতার পরিচয় যাচাই করবেন না, যেহেতু এই যাচাইয়ের দায়িত্ব একজন নির্বাচনকর্মীর উপর ন্যস্ত রয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর কোনো জওয়ানকে ভোটকেন্দ্রের ভেতরে রাখা যাবে না।

৯.৩। পোলিং এজেন্টগণ কর্তৃক নিয়োগপত্র প্রদর্শন

৯.৩.১। প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের দ্বারা নিযুক্ত পোলিং এজেন্টদের **সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্র এলাকারই সাধারণভাবে বসবাসকারী ও নির্বাচক হতে হবে বা বিকল্প ব্যবস্থায় একই বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে অবস্থিত লাগোয়া ভোটকেন্দ্র এলাকারই সাধারণভাবে বসবাসকারী ও নির্বাচক হতে হবে।** ঐ পোলিং এজেন্টদের অবশ্যই নিজ নিজ নির্বাচকের সচিত্র পরিচয়পত্র বা সরকার/সরকারি সংস্থার দ্বারা প্রদত্ত পরিচয় বহনকারী শনাক্তকরণ ব্যবস্থা (আইডেন্টিফিকেশন ডিভাইস) থাকতে হবে। যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী কর্তৃক প্রস্তাবিত পোলিং এজেন্টের নির্বাচকের সচিত্র পরিচয়পত্র (এপিক) না থাকে তা হলে রিটার্নিং অফিসার সংশ্লিষ্ট প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচনী এজেন্টের লিখিত অনুরোধক্রমে ঐ নির্বাচককে সচিত্র পরিচয়পত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। সহজ ও দ্রুত পরিচিতি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে সমস্ত পোলিং এজেন্ট যাতে ভোটগ্রহণের দিন সচিত্র পরিচয়পত্রটি শরীরে দৃষ্টিগোচরভাবে লাগিয়ে রাখেন তা আপনি সুনিশ্চিত করবেন।

৯.৩.২। প্রার্থী বা নির্বাচন এজেন্ট ১০ নিদর্শে যে পত্র দিয়ে নিয়োগ করেছেন প্রত্যেক পোলিং এজেন্ট সেই নিয়োগপত্র আপনার কাছে পেশ করবেন। এই নিয়োগ আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের জন্যই করা হয়েছে কিনা — তা পরীক্ষা করে দেখুন। আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের জন্য ঐ পোলিং এজেন্ট নিযুক্ত হয়েছেন সে বিষয়ে নিশ্চিত হবার পর ঐ পোলিং এজেন্ট নিদর্শটি পূরণ করে আপনার উপস্থিতিতে ঘোষণায় স্বাক্ষর করে আপনার হাতে দিলে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে তাঁকে বসতে দেবেন। এ-ধরনের সমস্ত নিয়োগপত্র সযত্নে রাখতে হবে এবং নির্বাচনের শেষে অন্যান্য নথিপত্রসহ খামে ভরে সেগুলি রিটার্নিং অফিসারের কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে।

৯.৩.৩। কোনো পোলিং এজেন্ট কর্তৃক আপনাকে দেওয়া ১০ নিদর্শে নিয়োগপত্র সম্পর্কে কোনো সন্দেহ দেখা দিলে রিটার্নিং অফিসারের পক্ষ থেকে আপনাকে দেওয়া প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচন এজেন্টের নমুনা স্বাক্ষরের সঙ্গে ঐ নিদর্শের স্বাক্ষরটি মিলিয়ে দেখুন।

৯.৪। পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতি

৯.৪.১। প্রার্থীদের পোলিং এজেন্টদের ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার অন্তত একঘণ্টা আগে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছতে বলা হবে, যাতে আপনার প্রারম্ভিক কাজকর্ম সারার সময় তাঁরা উপস্থিত থাকতে পারেন। প্রারম্ভিক কাজকর্মের কোনো অংশ যদি ইতিমধ্যেই সারা হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে বিলম্বে আগত কোনো ব্যক্তির জন্য সেগুলি নতুন করে দেখানোর প্রয়োজন নেই।

৯.৪.২। আইনে পোলিং এজেন্ট নিয়োগের কোনো সময়সীমা বিনির্দিষ্ট করা নেই এবং এমনকি যদি কোনো পোলিং এজেন্ট দেরি করে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে আসেন, তাঁকেও ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের পরবর্তী কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতে দিতে হবে।

৯.৫। পোলিং এজেন্টদের জন্য পাস

৯.৫.১। প্রত্যেক প্রার্থী ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে একজন পোলিং এজেন্ট ও দুজন রিলিফ পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করতে পারেন। অবশ্য কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একজন প্রার্থীর মাত্র একজন পোলিং এজেন্টকেই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে থাকতে দেওয়া যাবে। **ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে আগত প্রত্যেক পোলিং এজেন্টকে এমন একটি অনুমতিপত্র বা প্রবেশ পত্র দিন যার সাহায্যে তিনি প্রয়োজন মতো ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থেকে ঢুকতে বা বেরোতে পারবেন।** অবশ্য কোনো পোলিং এজেন্ট নির্বাচক তালিকার কপি নিয়ে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে যাচ্ছেন না, সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হতে হবে। এছাড়া, দুপুর তিনটের পর কোনো পোলিং এজেন্ট শুধুমাত্র প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেওয়া ব্যতিত, ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে যাবেন না। প্রত্যেকটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে একটি "পোলিং এজেন্ট/রিলিভিং এজেন্টদের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে আসা যাওয়ার তথ্য লিপিবদ্ধকরণ শিট" দেওয়া থাকবে যাতে প্রত্যেক পোলিং এজেন্টের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ঢোকা বা বেরনোর তথ্য, সময় ধরে লিপিবদ্ধ করে এজেন্টের স্বাক্ষর নিতে হবে। এই শিট্‌টি নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন কাগজ পত্রের সাথে সংগ্রহ কেন্দ্রে জমা করতে হবে (এই শিট্‌-এর ছক ১৫-ক অনুবন্ধে দেওয়া হয়েছে)। কমিশনের স্থায়ী নির্দেশ অনুযায়ী, পোলিং এজেন্টরা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে সেলুলার ফোন, কর্ডলেস ফোন বা ওয়্যারলেস সেট ব্যবহার করতে পারবেন না। কোনোও অবস্থাতেই কোনো পোলিং এজেন্টকে বাইরে স্লিপ পাঠিয়ে কোনো ভোটদাতা ভোট দিয়েছেন বা দেননি তা জানার জন্য অনুমতি দেওয়া যাবে না।

৯.৬। পোলিং এজেন্টদের বসার ব্যবস্থা

৯.৬.১। ভোটগ্রহণ কেন্দ্র এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে, যাতে কোনো নির্বাচক ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করার সময় ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে বসে থাকা পোলিং এজেন্টরা তাঁর মুখ দেখতে পান এবং প্রয়োজনে তাঁর পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন। **ভোটদান কক্ষের ভিতরে নির্বাচকের প্রবেশ করা এবং ভোট দেওয়ার পর ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থেকে তাঁর বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরের যাবতীয় কার্যকলাপই যাতে তাঁরা দেখতে পান, সে ব্যবস্থা করতে হবে।** কিন্তু, কোনো অবস্থাতেই তাঁরা এমন জায়গায় বসবেন না, যেখান থেকে তাঁরা কোনো ভোটদাতাকে (নির্দিষ্ট প্রার্থীকে) ভোট দিতে দেখতে পান, যাতে ভোটের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হয়। এজন্য, চিহ্নিত নির্বাচক তালিকার দায়িত্বপ্রাপ্ত পোলিং অফিসারের ঠিক পিছনে পোলিং এজেন্টদের বসতে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রবেশপথের অবস্থানগত কারণে এটা সম্ভব না হলে তাঁদের নির্বাচন কর্মীদের ঠিক বিপরীত দিকে বসতে দিতে হবে।

৯.৬.২। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রটি খুব ছোটো ও স্বল্পায়তন হলে এবং সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা অস্বাভাবিক বেশি হলে বেশি সংখ্যক পোলিং এজেন্ট উপস্থিত হবেন, সেক্ষেত্রে পোলিং এজেন্টদের জন্য বসার স্থান সংকুলান করতে পর্যবেক্ষকের পরামর্শ ও সম্মতি নিতে হবে।

৯.৬.৩। কমিশনের সর্বশেষ নির্দেশানুসারে প্রার্থীদের পোলিং এজেন্টদের বসবার ব্যবস্থা নিম্নলিখিত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করতে হবে ঃ—

ক) স্বীকৃত জাতীয় দলগুলির প্রার্থীবর্গ,

খ) স্বীকৃত রাজ্য দলগুলির প্রার্থীবর্গ,

গ) অন্য রাজ্যের স্বীকৃত রাজ্যদলের সংরক্ষিত প্রতীক ব্যবহারের অনুমতিপ্রাপ্ত প্রার্থীবর্গ,

ঘ) স্বীকৃত নয়, কিন্তু নিবন্ধিত দলের প্রার্থীবর্গ এবং

ঙ) নির্দল প্রার্থীবর্গ।

৯.৭। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে ধূমপান নিষিদ্ধ

৯.৭.১। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে ধূমপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আপনি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের মধ্যে কাউকে ধূমপান করতে দেবেন না। যদি পোলিং এজেন্টদের মধ্যে কেউ ধূমপান করতে চান তবে তিনি ভোটগ্রহণের কাজে কোনো বাধা সৃষ্টি না করে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে গিয়ে করতে পারেন।

৯.৮। সংবাদপত্রের প্রতিনিধি, আলোকচিত্রী ও ভিডিওগ্রাফির সুযোগ-সুবিধা

৯.৮.১। নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন কিছু গুরুতর ঘটনার এবং অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর ও স্পর্শকাতর ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলির জন্য ভিডিও চিত্র তোলার যতদূর সম্ভব ব্যবস্থা করার জন্য কমিশন ইতিমধ্যেই নির্দেশ জারি করেছে। মাননীয় সুপ্রিম

কোর্টের পরামর্শ অনুযায়ী কমিশন এখন নির্দেশ দিয়েছে যে, পর্যবেক্ষকের পরামর্শক্রমে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরেও ভিডিওগ্রাফি করা যেতে পারে। তবে, ভিডিওগ্রাফি করার সময় যাতে এর ফলে ভোটের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ না হয়, তা সুনিশ্চিত করতে হবে, অর্থাৎ, কোনো ভোটদাতার ভোটদানের ভিডিও চিত্র যাতে না তোলা হয়, তা সুনিশ্চিত করতে হবে। সুশৃংখল নির্বাচন চালানোর জন্য ও ভোটের গোপনীয়তা রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রচার-মাধ্যমের কোনো লোককে বা অননুমোদিত কোনো ব্যক্তিকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে ফটো/ভিডিও ফটো তুলতে দেওয়া যাবে না।

৯.৮.২। একইভাবে, শান্তিশৃংখলা রক্ষা সাপেক্ষে কোনো আলোকচিত্রীর ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে সারিতে জমায়েত হওয়া ভোটদাতাদের আলোকচিত্র গ্রহণে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু তিনি কোনো অবস্থাতেই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে কোনো ব্যক্তির প্রকৃত ভোটদান-প্রক্রিয়া বা ভোটকক্ষের ছবি তুলতে পারবেন না। কোনো অবস্থাতেই ভোটযন্ত্রের ভোটপত্র ইউনিটের মাধ্যমে ভোট প্রদানকারী কোনো ভোটদাতার আলোকচিত্র গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হবে না।

৯.৮.৩। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বা রিটার্নিং অফিসার কারোরই, যিনি ভোটদাতা নন বা ভোটগ্রহণের কাজে আপনাকে সাহায্য করার জন্য যাঁর উপস্থিতির কোনোই প্রয়োজন নেই এমন কোনো ব্যক্তিকে আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করার জন্য প্রাধিকার প্রদানের ক্ষমতা নেই। **রাজ্য সরকারের প্রচার কর্মী সমেত এমন যে কোনো ব্যক্তিকে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত প্রাধিকার পত্র ছাড়া ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে না।**

৯.৯। কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত পর্যবেক্ষকদের সুযোগসুবিধা

৯.৯.১। অধুনা কমিশন সাধারণত নির্বাচনে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করছেন। তাঁরা হলেন ১৯৫১ সালের জন প্রতিনিধিত্ব আইনের ২০ (খ) ধারা বলে কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ।

৯.৯.২। নির্বাচনের দিন কোনো পর্যবেক্ষক আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পরিদর্শনে যেতে পারেন। এমন হতে পারে যে, তিনি ঐ নির্বাচন কেন্দ্র পরিদর্শনের কাজ আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্র পরিদর্শনের মাধ্যমেই শুরু করতে পারেন এবং নির্বাচন শুরু হওয়ার আগে আপনি যখন প্রারম্ভিক কাজকর্ম সারছেন তখন হয়তো সেখানে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেন। যখন তিনি আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন তাঁকে আপনি যথোচিত সৌজন্য ও সম্মান প্রদর্শন করবেন এবং কমিশনকে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য তিনি আপনার কাছ থেকে যেসব তথ্য চাইবেন আপনি তাঁকে সেগুলি জানাবেন। গতানুগতিক তথ্যসমূহের অতিরিক্ত কোনো তথ্য থাকলে তাও আপনি পর্যবেক্ষককে জানাবেন। ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত ও দু'জায়গায় নাম আছে এমন ভোটদাতার তালিকাও (এ এস ডি তালিকা) আপনি পর্যবেক্ষক বা মাইক্রো-পর্যবেক্ষককে দেবেন। পর্যবেক্ষকদের ইতিমধ্যেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ও এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তিনি শুধু আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন, কিন্তু আপনাকে কোনো নির্দেশ দেবেন না। অবশ্য তিনি যদি নির্বাচকদের আরো সুবিধাদানের লক্ষ্যে বা আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট গ্রহণের কাজ আরো মসৃণভাবে করার জন্য কোনো প্রস্তাব দেন তবে আপনি সেই পরামর্শ যথাযথভাবে বিবেচনা করবেন। একইসঙ্গে, আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে আপনি যদি কোনো বিশেষ সমস্যার মুখোমুখি হন বা কোনো অসুবিধা অনুভব করেন, সেক্ষেত্রে আপনি সেগুলি তাঁর গোচরে আনতে পারেন, কারণ তিনি সেই সমস্যা সমাধানের বা সেই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য বিষয়টি রিটার্নিং অফিসার বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গোচরে এনে প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন।

৯.৯.৩। পর্যবেক্ষকরা কমিশনের দেওয়া ব্যাজ ধারণ করবেন এবং কমিশনের ইস্যু করা নিয়োগপত্র ও প্রাধিকারপত্র সঙ্গে রাখবেন। প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরির সঙ্গে পিন আঁটা অবস্থায় যে 'পরিদর্শন শিট' দেওয়া থাকবে সেটিতে স্বাক্ষর করার জন্য পর্যবেক্ষকদের অনুরোধ করতে হবে। ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর আপনি প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরির সঙ্গে এটিও জমা দেবেন।

৯.৯.৪। যেহেতু কোনো সাধারণ পর্যবেক্ষকের পক্ষে তাঁর জন্য নির্ধারিত নির্বাচন কেন্দ্রের প্রত্যেকটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ঘুরে দেখা অথবা কোনো একটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে সারাক্ষণ থাকা কখনো সম্ভব নাও হতে পারে, সেজন্য কমিশন সম্প্রতি সচেতনভাবে যে সমস্ত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা প্রয়োজন সেখানে মাইক্রো-পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করে মাইক্রো-ব্যবস্থার সাহায্যে নির্বাচন পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই মাইক্রো-পর্যবেক্ষকগণ সাধারণ পর্যবেক্ষকের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে কাজ করবেন। মাইক্রো-পর্যবেক্ষকরা ভোটগ্রহণ শুরুর অর্থাৎ সকাল ৭টার অন্তত ১ ঘণ্টা

আগে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছাবেন ও সেখানে সারাদিন থাকবেন-এটাই প্রত্যাশিত। তাঁকে ভোটগ্রহণের দিন সমস্ত প্রস্তুতি ঠিকঠাক আছে কিনা তা বুঝে নিতে হবে এবং তিনি পূর্বমুদ্রিত প্রোফর্মায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লিখে রাখবেন, যদিও তিনি কোনো অবস্থাতেই প্রিসাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসারের ভূমিকা নেবেন না বা তাঁদের কোনোরকম নির্দেশ দেবেন না। তাঁর দায়িত্ব হলো, নির্বাচন নিরপেক্ষ ও অবাধ হচ্ছে কিনা বা নির্বাচনপ্রক্রিয়া কোনোভাবে কলুষিত হচ্ছে কিনা তা লক্ষ্য করা। একাধিক ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে এমন ভবনগুলিতে প্রত্যেক ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের জন্য একজন মাইকো-পর্যবেক্ষকের পরিবর্তে স্থান-পিছু একজন মাইক্রো-পর্যবেক্ষক থাকবেন। ঐ মাইক্রো-পর্যবেক্ষক একই চত্বরস্থ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে অল্প সময় অন্তর অন্তর ঘুরে বেড়াবেন। সাধারণ পর্যবেক্ষকরা তাঁদের নির্বাচন কেন্দ্রের প্রয়োজন মতো মাইক্রো-পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশের জন্য প্রত্যেক মাইক্রো-পর্যবেক্ষক জেলা নির্বাচন আধিকারিকের দেওয়া পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখবেন।

৯.৯.৫। ভোটগ্রহণের দিন মাইক্রো-পর্যবেক্ষক বিশেষভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির দিকে নজর দেবেন ঃ—

ক) মহড়া ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া,

খ) পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতি এবং তাঁদের সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশাদি অনুসরণ,

গ) প্রবেশপত্র প্রণালী ও ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশাধিকার মেনে চলা,

ঘ) নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী নির্বাচকদের ঠিকঠাক পরিচয় নিশ্চিত করা,

ঙ) অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত বা দু'জায়গায় নাম আছে এমন ভোটদাতাদের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি (এ এস ডি তালিকা),

চ) আমোচনীয় কালি লাগানো,

ছ) ১৭-ক নিবন্ধে নির্বাচকদের সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য লিখে রাখা,

জ) ভোট গ্রহণের গোপনীয়তা,

ঝ) পোলিং এজেন্টদের আচরণ ও তাঁদের অভিযোগসমূহ, যদি থাকে।

৯.৯.৬। ভোটগ্রহণের সময়ে মাইক্রো-পর্যবেক্ষক যদি বোঝেন যে যে-কোনো কারণে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া কলুষিত হচ্ছে, তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ যে কোনো যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে, যেমন - ফোন বা ওয়্যারলেস বা অন্য যে কোনো উপায়ে সাধারণ পর্যবেক্ষককে জানাবেন। ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ার শেষে তিনি সংগ্রহণ কেন্দ্রে এসে সে দিন যা ঘটেছে সে বিষয়ক প্রতিবেদন সংবলিত খাম পর্যবেক্ষকের হাতে দেবেন এবং সেদিন গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটে থাকলে তা জানাবেন। পর্যবেক্ষক ঐ প্রতিবেদন পড়ে দেখবেন এবং কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন থাকলে তিনি সে বিষয়ে খুঁটিনাটি জানতে মাইক্রো-পর্যবেক্ষককে ডেকে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। ঐ প্রতিবেদন এবং ১৭-ক নিবন্ধটি খুঁটিয়ে দেখার পর পুনরায় ভোটগ্রহণ বা কর্তব্যচ্যুত কোনো নির্বাচন কর্মীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

৯.১০। নির্বাচন কেন্দ্রের পর্যবেক্ষক/রিটার্নিং অফিসারকে ১৬দফা অতিরিক্ত তথ্য সংবলিত প্রতিবেদন প্রদান

ভোটগ্রহণ বন্ধ হওয়া পর্যন্ত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরের ভোটগ্রহণ ও অন্যান্য ঘটনা সমূহের বিষয়ে প্রিসাইডিং অফিসার নির্দিষ্ট নিদর্শে ১৬ দফা বিশিষ্ট একটি অতিরিক্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন এবং নির্বাচনকেন্দ্রের পর্যবেক্ষক/ রিটার্নিং অফিসারের কাছে ওই প্রতিবেদনটি জমা দেবেন। অন্যান্য নথিপত্রের সঙ্গে ১৬দফা বিশিষ্ট এই প্রতিবেদনটিও আপনাকে সংগ্রহণ কেন্দ্রে জমা দিতে হবে। (১৬ দফা বিশিষ্ট প্রতিবেদনের নির্ধারিত ছকটি ১৫ অনুবন্ধে দেওয়া আছে)। **মনে রাখবেন, আপনি যতক্ষণ অন্যান্য নথিপত্রের সঙ্গে এই ১৬ দফা বিশিষ্ট প্রতিবেদনটি সংগ্রহকেন্দ্রে জমা না দেবেন, ততক্ষণ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব থেকে আপনি অব্যাহতি পাবেন না।**

৯.১১। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে ব্যাজ ইত্যাদি পরিধান

৯.১১.১। প্রার্থীদের বা রাজনৈতিক নেতাদের নামাঙ্কিত ব্যাজ, প্রতীক ইত্যাদি এবং তাঁদের ছবি ধারণ করে কোনো ব্যক্তিকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে বা তার ১০০ মিটারের মধ্যে থাকার অনুমতি দেওয়া হবে না, কারণ এটি সেই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে প্রচারের সামিল হয়ে দাঁড়াবে।

৯.১১.২। রাজনৈতিক দলের নাম, প্রতীক বা প্রচার সহ কোন টুপি, শাল ইত্যাদি পরিধান ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতর নিষিদ্ধ। তবে কোনো নাম, প্রতীক বা প্রচার বিহীন কোনো টুপি ইত্যাদি পরিধান নিষিদ্ধ নয়।

৯.১১.৩। অবশ্য পোলিং এজেন্টরা তাঁরা যে প্রার্থীর এজেন্ট, তাৎক্ষণিক শনাক্তকরণের সুবিধার জন্য তাঁরা প্রার্থীর নামাঙ্কিত ব্যাজ দেহে ধারণ করতে পারবেন।

১০ অধ্যায়

ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার আগে ভোটযন্ত্রের প্রস্তুতি

১০.১। ভোটগ্রহণের আগে প্রারম্ভিক প্রস্তুতি

১০.১.১। রিটার্নিং অফিসার ভোটযন্ত্রের ইউনিট ও ভিভিপ্যাট আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পাঠানোর আগে তাঁর অফিসে, ঐ নির্বাচন কেন্দ্রের নির্দিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের জন্য প্রস্তুত করে দেন এবং কোনো প্রকার অনধিকার পরিবর্তন যে ঘটানো হয়নি তা দেখাতে পিংক পেপার সিল (পিপিএস) দিয়ে ভোটযন্ত্র ইউনিট ও নিয়ন্ত্রণ ইউনিট উভয়কেই সিল করে দেন। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাট মেশিন চালু করার আগে রিটার্নিং অফিসার-স্তরে প্রস্তুতি ছাড়াও ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কিছু প্রস্তুতি প্রয়োজন। ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার আগে প্রিসাইডিং অফিসার প্রার্থী/তাঁর এজেন্টদের সামনে এই প্রস্তুতির কাজগুলি করবেন।

১০.১.২। ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘন্টা আগে থেকেই আপনি এইসব প্রারম্ভিক প্রস্তুতির কাজ শুরু করবেন যাতে ভোট শুরুর জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে যায়। কোনো পোলিং এজেন্ট উপস্থিত না থাকলে সেই পোলিং এজেন্ট উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে আপনি প্রস্তুতির কাজ স্থগিত রাখবেন না। মহড়া ভোট শুরু করার আগে আপনি আরও মিনিট পনেরো অপেক্ষা করতে পারেন। মনে রাখবেন, মহড়া ভোট করা না-হলে, প্রিসাইডিং অফিসারের বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা বলে তা মনে হতে পারে, যা কিনা রিটার্নিং অফিসারের চটজলদি হস্তক্ষেপের দাবি রাখে। আবার পোলিং এজেন্ট দেরিতে এলেও প্রস্তুতির কাজ আপনি নতুন করে শুরু করবেন না।

১০.২। ভোটপত্র (ব্যালট) ইউনিট প্রস্তুত করা

১০.২.১। রিটার্নিং অফিসার স্তরে ইতিমধ্যেই ভোটপত্র ইউনিটটি সর্বপ্রকারে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ভোটগ্রহণের দিন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে এই ইউনিটটির পরস্পর সংযোগ রক্ষাকারী কেব্‌লটি নিয়ন্ত্রণ (কন্ট্রোল) ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত করা ছাড়া আর কোনো প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই। দেখে নেবেন যাতে কোনো অবস্থাতেই পিংক পেপার সিল নষ্ট না হয়ে যায়।

১০.২.২। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যাওয়ার আগে ভোটযন্ত্র ভিভিপ্যাট ও ভোটের অন্যান্য সামগ্রী নেওয়ার সময় ৩ অধ্যায়ের ২ অনুচ্ছেদে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সেইভাবে আপনি যাচাই করার কাজটি অবশ্যই করে রাখবেন। সেখানে যেভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেইভাবে আপনি যাচাই করে নেবেন যে আপনাকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটপত্র ইউনিট দেওয়া হয়েছে, এরূপ প্রতিটি ইউনিটে ভোটপত্রগুলি ভোটপত্র আচ্ছাদনীর নিচে সঠিকভাবে আটকানো ও বিন্যস্ত করা আছে, প্রতিটি ইউনিটে স্লাইড সুইচটি সঠিক অবস্থানে রাখা আছে, প্রতিটি ইউনিট যথাযথভাবে সিল করা আছে, এবং ডান দিকের উপরিভাগে ও ডান দিকের নিচে অ্যাড্রেস ট্যাগ লাগানো আছে।

১০.৩। ভোটপত্র (ব্যালট) ইউনিট ও ভিভিপ্যাটের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন

১০.৩.১। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ১৬ অতিক্রম করলে প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী একাধিক ভোটপত্র ইউনিট ব্যবহার করতে হবে। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ব্যবহৃত এধরনের প্রতিটি ভোটপত্র ইউনিটের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন করতে হবে। একমাত্র প্রথম ভোটপত্র ইউনিটটি ভিভিপ্যাটের সঙ্গে যুক্ত করা হবে।

১০.৩.২। M2 ই.ভি.এম. মেশিনে ভোটপত্র ইউনিটগুলি পরস্পর একে অন্যের সাথে সংযুক্ত থাকবে যাতে দ্বিতীয় ব্যালট ইউনিট - যেখানে দ্বিতীয় স্লাইড্ সুইচটি দুই নম্বর ঘরে থাকবে, প্রথম ব্যালট ইউনিটের সাথে সংযুক্ত থাকবে। প্রথম ব্যালট ইউনিটটিতে স্লাইড সুইচ্ ১ নম্বর ঘরে অবস্থান করবে। ভোটপত্র ইউনিটগুলির মধ্যে এমনভাবে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন করা হবে যাতে দ্বিতীয় যে ভোটপত্র ইউনিটটির স্লাইড সুইচ ২ অবস্থানে রয়েছে সেটি প্রথম যে ভোটপত্র ইউনিটটির স্লাইড সুইচটি ১ অবস্থানে রয়েছে তার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। তিনটি ভোটপত্র ইউনিট ব্যবহার করা হলে তৃতীয় ভোটপত্র ইউনিটটি দ্বিতীয় ভোটপত্র ইউনিটের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে এবং দ্বিতীয়টি সংযুক্ত করা হবে প্রথমটির সঙ্গে। যেক্ষেত্রে চারটি ভোটপত্র ইউনিট ব্যবহার করা হবে সেক্ষেত্রে চতুর্থ ইউনিটটি তৃতীয় ইউনিটের সঙ্গে, তৃতীয়টি দ্বিতীয় ইউনিটের সঙ্গে এবং পর পর এইভাবে যুক্ত থাকবে।

চারটি ভোটগ্রহণ ইউনিটের পারস্পরিক সংযোগ প্রদর্শনকারী চিত্র

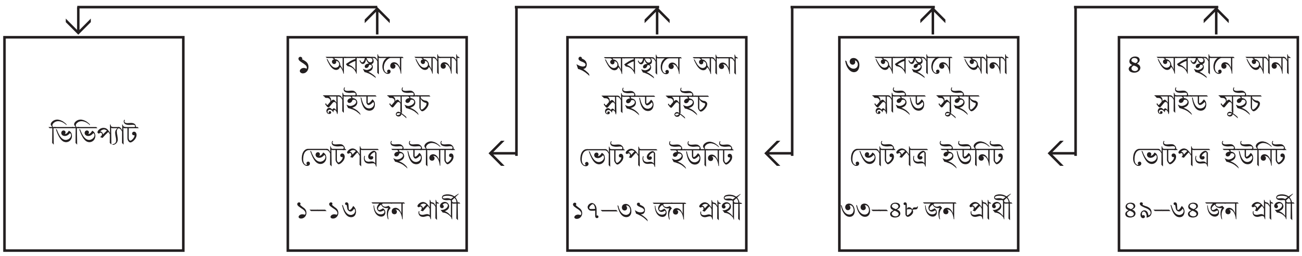

১০.৩.৩। M3 ই.ভি.এম. মেশিনে, ব্যালট ইউনিটগুলি অনুরূপভাবে সংযুক্ত থাকবে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যালট ইউনিটে থাম্বচাকা ২ নম্বর ঘরে থাকবে। দ্বিতীয় ব্যালট ইউনিটটি প্রথম ব্যালট ইউনিটের সাথে সংযুক্ত থাকবে। প্রথম ব্যালট ইউনিটে থাম্বচাকার অবস্থান ১ নম্বর ঘরে থাকবে। এইভাবে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যার উপর নির্ভর করে, ব্যালট ইউনিটগুলি ক্রমান্বয়ে একটি অপরের সাথে যুক্ত থাকবে।

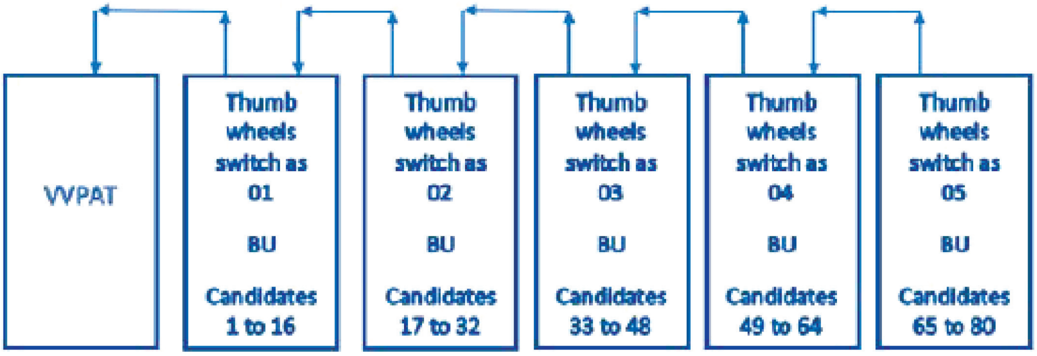

ভিভিপ্যাটের প্রস্তুতি: নোটাসহ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সংখ্যার উপর নির্ভর করে নিয়ন্ত্রণ ইউনিট ও ভিভিপ্যাট মেশিনে তথ্য সমাহার করা হয়। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে ব্যালট ইউনিটের সাথে ভিভিপ্যাট মেশিন বাম দিকে স্থাপন করা হয়।

১০.৩.৪। একটি ভোটপত্র ইউনিটের সঙ্গে আর একটি ইউনিটের সংযোগ স্থাপন করার জন্য ভোটপত্র ইউনিটগুলির পশ্চাদ্‌ভাগে একটি খোপের মধ্যে একটি সকেট আছে। প্রথম ভোটপত্র ইউনিটের উক্ত সকেটটির সঙ্গে দ্বিতীয় ভোটপত্র ইউনিটের পারস্পরিক সংযোগ স্থাপনকারী কেব্‌লের সংযোজক (কানেকটর)-টিকে যুক্ত করতে হবে। একইভাবে তৃতীয় ভোটপত্র ইউনিটের কেব্‌লটি দ্বিতীয় ইউনিট এবং চতুর্থ ইউনিটেরটি তৃতীয় ইউনিটে সংযুক্ত হবে।

১০.৩.৫। উপরে যেভাবে বলা হয়েছে সেইভাবে শুধুমাত্র প্রথম ভোটপত্র ইউনিটটিই ভিভিপ্যাটের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে। ভোটপত্র ইউনিটের পারস্পরিক সংযোগকারী কেব্‌লকে ভিভিপ্যাটের সঙ্গে যুক্ত করার সকেটটি ভিভিপ্যাট ইউনিটের পেছন দিকের উপরিভাগে একটি খোপে থাকবে।

১০.৩.৬। নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের পেছন দিকের খোপে পাওয়ার সুইচটিও থাকবে এবং এই সুইচটি 'অন' অবস্থানে আনলে ভোটযন্ত্রের ব্যাটারিটি চালু হয় এবং সেটি উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ ইউনিট ও ভোটপত্র ইউনিটে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে।

দ্রষ্টব্যঃ ১। M2 ই.ভি.এম. মেশিনে একাধিক ভোটপত্র ইউনিট ব্যবহার করা হলে উপরের ৩.২ অনুচ্ছেদে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেইভাবে ওইসব ইউনিট যথাযথ পারম্পর্য বজায় রেখে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। ভোটপত্র ইউনিটগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপনে ভুল হলে যন্ত্রটি কাজ করবে না এবং নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের কোনো বোতাম টিপলেও নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ত্রুটিপূর্ণ সংযোগের (লিংকিং এরর-এর) ইঙ্গিত দিয়ে ডিসপ্লে প্যানেলে LE অক্ষর দুটি (উন্নততর ভোটযন্ত্রে LINK ERROR এই শব্দ দুটি) ফুটে উঠবে। যথাযথ পারম্পর্য বজায় রেখে ভোটপত্র ইউনিটগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন করে সংযোগের ত্রুটি দূর করতে হবে।

২।	পারস্পরিক সংযোগ স্থাপনকারী যে কেব্‌লটির একটি প্রান্ত ভোটপত্র ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত তার সংযোজকটি একটি বহু পিন-বিশিষ্ট সংযোজক। সংযোজকটি অপর ভোটপত্র ইউনিটের বা ভিভিপ্যাট ইউনিটের সকেটে শুধুমাত্র একদিক দিয়েই ঢোকানো যায়, পিনগুলির মুখ কোন দিকে আছে তা দেখে এটা সহজে বোঝা যাবে। সংযোজকের পিনগুলি খুবই পল্‌কা। তাই সংযোজকটি জোর দিয়ে ঢোকানো সমীচীন হবে না, এতে পিনগুলি নষ্ট হতে পারে বা বেঁকে যেতে পারে। সংযোগ স্থাপন করার কাজটি সঠিকভাবে সম্পন্ন হলে তবেই যন্ত্রটি কাজ করবে।

৩।	সংযোজক আবরণীর দুই দিকের স্প্রিং জাতীয় ক্লিপগুলি টেনে খুলে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপনকারী কেব্‌লের সংযোজকটিকে ভিভিপ্যাট ইউনিট বা অন্য ভোটপত্র ইউনিট থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে। এইসব স্প্রিং জাতীয় ক্লিপগুলির ভিতর দিকে একযোগে চাপ দিলে ক্লিপগুলি খুলে যাবে এবং স্প্রিং জাতীয় ক্লিপগুলিকে এইভাবে চেপে রেখে সংযোজকটি টেনে বার করতে হবে।

৪।	ভিভিপ্যাট ইউনিটের সঙ্গে ভোটপত্র ইউনিট(গুলি) যথাযথভাবে সংযুক্ত বা বিযুক্ত করতে গেলে কিছুটা অনুশীলন প্রয়োজন, তাহলে যন্ত্রটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। এই বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে এবং আপনাকে নিজেকেই ভোটপত্র ইউনিটগুলির সঙ্গে ভিভিপ্যাট এবং ভিভিপ্যাটের সাথে নিয়ন্ত্রণ ইউনিট যুক্ত করার কাজটি করতে হবে।

১১ অধ্যায়

নিয়ন্ত্রণ (কন্ট্রোল) ইউনিটের প্রস্তুতি

১১.১। নিয়ন্ত্রণ ইউনিট পরীক্ষা

১১.১.১। নিয়ন্ত্রণ ইউনিট হাতে নেওয়ার সময়ে আপনি অবশ্যই তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ ইউনিটকে নিয়ে পরীক্ষা করবেন।

১১.১.২। নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের 'ক্যান্ডসেট সেকশন' যথাযথভাবে সিলবন্ধ করা হয়েছে কিনা, তথ্য সংবলিত অ্যাড্রেস ট্যাগ দৃঢ়ভাবে আটকানো রয়েছে কিনা এবং ঐ সেকশনের ব্যাটারি সম্পূর্ণ কার্যক্ষম কিনা তা দেখে নেবেন।

১১.২। নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের প্রস্তুতি

১১.২.১। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাট পাঠানোর আগে রিটার্নিং অফিসার পর্যায়ে ব্যাটারি লাগানো এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সংখ্যা-স্থাপন জাতীয় কিছু প্রস্তুতি নেওয়া হয়। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নিয়ন্ত্রণ ইউনিট ও ভিভিপ্যাট ব্যবহার করার পূর্বে রিটার্নিং অফিসারের পর্যায় ছাড়াও প্রিসাইডিং অফিসারকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে আরও কিছু প্রস্তুতির কাজ করতে হয়।

১১.২.২। প্রিসাইডিং অফিসার নিয়ন্ত্রণ ইউনিটে নিম্নলিখিত প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন ঃ—

১১.২.২.১। ভিভিপ্যাটের সঙ্গে ভোটপত্র ইউনিট বা একাধিক ভোটপত্র ইউনিট ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভিভিপ্যাটের সাথে প্রথম ভোটপত্র ইউনিটের সঙ্গে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন এবং উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী, অন্যান্য ভোটপত্র ইউনিটগুলিকে যোগ করা;

১১.২.২.২। পাওয়ার সুইচ 'অন' (ON) অবস্থানে নিয়ে আসা;

১১.২.২.৩। উপরোক্ত (১) ও (২) পদক্ষেপ গ্রহণের পর পেছনের খোপ বন্ধ করা;

১১.২.২.৪। মহড়া ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত করা (দ্বাদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা অনুযায়ী);

১১.২.২.৫। মহড়া ভোটগ্রহণের পর যন্ত্রে ওই সংক্রান্ত গৃহীত তথ্য মুছে ফেলা ও সমস্ত গণনা শূন্য (ZERO)-তে নিয়ে আসা (দ্বাদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা অনুযায়ী);

১১.২.২.৬। পাওয়ার সুইচ 'অফ' (OFF) অবস্থানে নিয়ে আসা;

১১.২.২.৭। রেজাল্ট সেকশনের অন্তর্বর্তী কক্ষ সুরক্ষিত করার জন্য সবুজ কাগজের সিল লাগানো (ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা অনুযায়ী);

১১.২.২.৮। স্পেশ্যাল ট্যাগ আটকে ফলাফল কক্ষের ভিতরের দরজাটি বন্ধ করা ও সিল করা (চতুর্দশ অধ্যায়ে যেমন ব্যাখ্যা করা আছে); এবং

১১.২.২.৯। অ্যাড্রেস ট্যাগ ও স্ট্রিপ সিল দিয়ে ফলাফল শাখার বাইরের ঢাকনাটি বন্ধ করা ও সিল করা (চতুর্দশ যেমন ব্যাখ্যা করা আছে)।

১১.৩। ভিভিপ্যাট নিয়ন্ত্রণ ইউনিট ও ভোটপত্র ইউনিটের সংযোগ স্থাপন

১১.৩.১। ভিভিপ্যাট ইউনিটের সংযোগ স্থাপনকারী কেবলের প্লাগ নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের পেছনের খোপের সকেটে প্রবেশ করাবেন। এরপর প্রথম ভোটপত্র ইউনিটের প্লাগ্‌টি ভিভিপ্যাট ইউনিটের পেছনের খোপের সকেটে প্রবেশ করাবেন।

১১.৪। সুইচ 'অন' (ON) করা

নিয়ন্ত্রণ ইউনিট, ভিভিপ্যাট ও ব্যালট ইউনিটগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপিত হলে, আপনি পাওয়ার সুইচ্ 'অন' অবস্থায় আনবেন। নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের 'পাওয়ার সুইচ্' অন হলে একটি বিপ্ শব্দ শোনা যাবে।

ই ভি এমের উন্নততর মডেলে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের পাওয়ার সুইচটিকে উপরে ঠেলে দিয়ে 'অন' অবস্থানে আনলে একটি 'বি-ই-প' শব্দ শোনা যাবে এবং নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের প্রদর্শন শাখায় (ডিসপ্লে সেকশন) 'অন' বাতি সবুজ হয়ে জ্বলবে এবং প্রদর্শন প্যানেলে নিম্নোক্ত প্রদর্শনগুলি ধারাবাহিকভাবে ফুটে উঠবে ঃ—

E V M IS ON E C I	
DTE 16.01.2007 TME 09-43-34	তারিখ, দিন-মাস-বছর এবং সময়, ঘন্টা-মিনিট-সেকেন্ড পদ্ধতিতে দেওয়া আছে।
SL NO. - H00003	নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের পি সি বি-র ক্রমাঙ্ক দেখাচ্ছে।
CANDIDATES 10	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ১০, (ধরা যাক নির্বাচন ক্ষেত্রে ১০ জন প্রার্থী আছেন)
BATTERY HIGH	ব্যাটারি 'HIGH' অবস্থায় আছে।

১১.৫। পেছনের খোপ বন্ধ করা

এরপর পিছনের কক্ষটি বন্ধ করে দিন। এটি দৃঢ়ভাবে বন্ধ করে রাখার জন্য যে দুটি ছিদ্র রাখা আছে তার মধ্যে দিয়ে এক টুকরো সরু তার অথবা মোটা সুতো গলিয়ে দেবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তারের প্রান্তগুলিতে কয়েকটি পাক অথবা একটি গিঁট দিতে হবে। যেহেতু ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর পাওয়ার সুইচ অফ করতে ও ভিভিপ্যাট ইউনিটটিকে বিচ্ছিন্ন করতে এগুলি আবার খোলার দরকার হবে তাই **পিছনের কক্ষটি যাতে সিল না করা হয় সেদিকে লক্ষ রাখুন**।

১২ অধ্যায়

মহড়া ভোটগ্রহণ পরিচালনা

১২.১। উপাত্ত বিহীন (ক্লিয়ার) ভোটযন্ত্রের প্রদর্শন

১২.১.১। ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট-এ যে আগে থেকে কোনো তথ্য অন্তর্ভুক্ত নেই সে বিষয়টি প্রদর্শন

১২.১.২। ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার আগে আপনি নিজে এবং সেই সঙ্গে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে সেইসময়ে উপস্থিত পোলিং এজেন্টদেরও এই ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করবেন যে, ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট যথাযথ কার্যকর অবস্থায় রয়েছে এবং যন্ত্রটিতে ইতিমধ্যে কোনো ভোট গ্রহণ করা হয়নি।

১২.১.৩। সকলকে এইভাবে নিশ্চিন্ত করার জন্য প্রথমেই আপনাকে সেখানে উপস্থিত থাকা ‘‘ক্লিয়ার’’ বোতামটিতে চাপ দিয়ে দেখাতে হবে যে, যতবারই চাপ দিন না কেন সেটি শূন্য সংখ্যাটিকেই নির্দেশ করছে অর্থাৎ কোনো ভোট ইতিমধ্যে পড়েনি। এই ‘‘ক্লিয়ার’’ বোতামটি কন্ট্রোল (‘রেজাল্ট’ ইউনিটের) সেকশনের একটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে রয়েছে। এই প্রকোষ্ঠের মধ্যে একটি ছোটো ভিতরের দরজা রয়েছে এবং এর বাইরে একটি ঢাকনা রয়েছে। ভিতরের দরজাটি ‘‘ক্লিয়ার’’ বোতাম, ‘রেজাল্ট’ বোতাম এবং ‘‘প্রিন্ট’ বোতাম সমন্বিত প্রকোষ্ঠগুলিকে ঢেকে রাখে এবং বাইরের ঢাকনাটি ভেতরের দরজার ঠিক উপরেই থাকে এবং সেটি ‘‘ক্লোজ’’ বোতাম সমন্বিত প্রকোষ্ঠটিকেও ঢেকে রাখে। ‘‘ক্লিয়ার’’ বোতামটি হাতে পেতে গেলে আপনাকে প্রথমে প্রকোষ্ঠের বাঁদিকে থাকা ছিটকিনিটিকে অল্প চাপ দিয়ে ভিতরে সরিয়ে দিয়ে বাইরের ঢাকনাটিকে উন্মুক্ত করতে হবে। তারপর ‘রেজাল্ট’ এবং ‘প্রিন্ট’ বোতাম দুটির উপরে থাকা ছিদ্র দুটি দিয়ে বুড়ো আঙুল এবং অন্য একটি আঙুল প্রবেশ করিয়ে এবং একইসাথে ভিতরের ছিটকিনিটিতে হালকা চাপ ও অল্প টান দিয়ে দরজাটিকে খোলা যেতে পারে। কোনো অবস্থাতেই উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী ছিটকিনিটিকে ছেড়ে না দিয়ে ভিতরের দরজাটি জোর করে খোলা উচিত নয় কেননা তাতে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকোষ্ঠটি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

১২.১.৪। ‘‘ক্লিয়ার’’ বোতামটিতে চাপ দিলেই কন্ট্রোল ইউনিটের ডিসপ্লে প্যানেলে নিম্নলিখিত তথ্যাদি ক্রমানুসারে প্রদর্শন হওয়া শুরু হবে।

প্রদত্ত ভোটগুলি মুছে ফেলা হচ্ছে

প্রার্থীগণ

১০

মোট প্রদত্ত ভোটসংখ্যা

০

প্রার্থী — ০১

ভোট - ০

প্রার্থী - ১০

ভোট - ০

সমাপ্ত

১২.১.৫। দ্রষ্টব্য ‘‘ক্লিয়ার’’ বোতমটিতে চাপ দিলে যদি ডিসপ্লে চ্যানেলে ‘ইনভ্যালিড’ দেখায়, তবে বুঝতে হবে যে যন্ত্রটি খালি করতে আরও কিছু কাজ করার প্রয়োজন যা আগে করা হয়নি। যন্ত্রটিকে খালি করার জন্য এটা নিশ্চিত করুন যে, ব্যালটিং ইউনিটসমূহ, ভিভিপ্যাট এবং নিয়ন্ত্রণ বা কন্ট্রোল ইউনিটগুলি যথাযথভাবে সংযোগ করা হয়েছে। প্রথমে ‘‘ক্লোজ’’ বোতামটি এবং তারপর ‘‘রেজাল্ট’’ বোতামটি চাপুন। এবার ‘‘ক্লিয়ার’’ বোতামটি চাপুন, ডিসপ্লে প্যানেলটি উপরোক্ত তথ্যাদি প্রদর্শন করতে শুরু করবে।

১২.১.৬। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে সমবেত সমস্ত পোলিং এজেন্টগণ উপরোক্ত তথ্যসমূহের প্রদর্শন দেখে এবিষয়ে নিশ্চিত হবেন যে, ঐ ভোটযন্ত্রটিতে ইতিমধ্যে কোনো ভোট গ্রহণ করা হয়নি।

১২.৭.৭। ভিভিপ্যাট ইউনিট-এর ড্রপবক্সটি যে খালি রয়েছে এটি পরীক্ষা করে দেখার জন্যও পোলিং এজেন্টদের অনুমতি দিতে হবে।

১২.২। মহড়া ভোট গ্রহণ

১২.২.১। ইভিএম-এ যে ইতিমধ্যে কোনো ভোট নেওয়া হয়নি এটা বুঝিয়ে দেওয়ার পর, আপনি প্রত্যেক প্রার্থী পিছু কিছু ভোট দিয়ে একটি মহড়া ভোট গ্রহণ পর্ব সংগঠিত করতে পারেন। কোনো প্রার্থীর যদি কোনো পোলিং এজেন্ট নাও থাকে, আপনি ঐরূপ প্রার্থীকেও কয়েকটি ভোট প্রদান করে সেগুলি গণনা করবেন। তারপর কন্ট্রোল ইউনিটে প্রদর্শিত ফলাফল ভিভিপ্যাট চিরকুটের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারেন।

১২.২.২। সাধারণত প্রকৃত ভোটগ্রহণ পর্ব শুরু হওয়ার এক ঘন্টা আগে মহড়া ভোট গ্রহণ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদেরকে রিটার্নিং অফিসার অনেক আগে থেকেই লিখিতভাবে জানিয়ে দেবেন যে, ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার এক ঘন্টা পূর্বে মহড়া ভোট গ্রহণ পর্ব শুরু হবে এবং তাঁরা যেন তাঁদের পোলিং এজেন্টদের মহড়া ভোট গ্রহণ পর্বে হাজির থাকার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ দেন। মহড়া ভোট গ্রহণ পর্বে অন্ততপক্ষে দু'জন প্রার্থীর পোলিং এজেন্টদের হাজির থাকতেই হবে। অবশ্য কমপক্ষে দু'জন প্রার্থীর পোলং এজেন্টও যদি উপস্থিত না থাকেন, প্রিসাইডিং অফিসার মহড়া ভোটগ্রহণ পর্ব শুরু করার জন্য আরও ১৫ মিনিট অপেক্ষা করতে পারেন এবং তারপরেও যদি এজেন্টরা না আসেন, সেক্ষেত্রে প্রিসাইডিং অফিসার আর অপেক্ষা না করে মহড়া ভোট শুরু করে দেবেন। এটা আরও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে যে, সেই পরিস্থিতিতে ১৫ মিনিট অপেক্ষার পর, হয়ত একজন পোলিং এজেন্টের উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়, সেক্ষেত্রে প্রিসাইডিং অফিসার ভোটদানের কাজ এগিয়ে রাখার জন্য মহড়া ভোটগ্রহণ পর্ব শুরু করে দেবেন। সেক্ষেত্রে এই পরিস্থিতির বিষয়ে মহড়া ভোট গ্রহণ শংসাপত্রে বিষয়টির সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকবে।

১২.২.৩। মহড়া ভোটগ্রহণের জন্য ব্যালটিং ইউনিট (সমূহ) এবং ভিভিপ্যাটকে ভোটগ্রহণ কক্ষের ভিতর রাখতে হবে এবং কন্ট্রোল ইউনিট এবং ভি এস ডি ইউ (এম ভি ভি প্যাট-এর ক্ষেত্রে)-টিকে প্রিসাইডিং অফিসার/পোলিং অফিসারের টেবিলে রাখতে হবে কেননা যথাযথ সংযোগ স্থাপনের পর তিনিই ভোটগ্রহণ পর্ব পরিচালনা করবেন।

১২.২.৪। পোলিং এজেন্টসহ একজন পোলিং অফিসার ভোটগ্রহণ কক্ষে উপস্থিত থেকে ব্যালটিং ইউনিট (সমূহ)-এর কাজকর্ম লক্ষ্য করবেন এবং একইসাথে ভিভিপ্যাট কর্তৃক মুদ্রিত চিরকুটগুলির দিকেও নজর রাখবেন। কতগুলি ভোট পড়ছে তার একটি হিসাবও এই পোলিং অফিসার রাখবেন।

১২.২.৫। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রত্যেক প্রার্থীর পোলিং এজেন্টরা এই মহড়া ভোট গ্রহণ পর্বে ইচ্ছা মতো সংখ্যায় ভোট দেবেন। মহড়া ভোটে কমপক্ষে সর্বমোট ৫০টি ভোট দিতেই হবে। কোনো প্রার্থীর পোলিং এজেন্ট অনুপস্থিত থাকলে, পোলিং অফিসারদের একজন অথবা অন্য কোনো পোলিং এজেন্ট ঐ প্রার্থীকে দেওয়া ভোটের হিসাব রাখবেন। ভোটগ্রহণ কক্ষে উপস্থিত থাকা পোলিং অফিসারগণ নিশ্চিত করবেন যে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রত্যেক প্রার্থীকে দেওয়া ভোটের হিসাব রাখা হয়েছে। মহড়া ভোটগ্রহণ পর্বের পর প্রিসাইডিং অফিসার পোলিং এজেন্টদের সামনে কন্ট্রোল ইউনিটের থেকে পাওয়া ফলাফল এবং ভিভিপ্যাট থেকে নির্গত চিরকুটগুলি গুণে দেখাবেন এবং উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের আশ্বস্ত করবেন যে, প্রত্যেক প্রার্থীর ক্ষেত্রে ভোটগ্রহণ পর্বের ফলাফল মিলে যাচ্ছে।

১২.২.৬। মহড়া ভোটের জন্য নিম্নলিখিত কাজগুলি করুন ঃ

১২.২.৭। কন্ট্রোল ইউনিটের ব্যালট অংশে 'ব্যালট' বোতামটিতে চাপ দিন। 'ব্যালট' বোতামটিতে চাপ দিলে ডিস্‌প্লে সেকশানে বিজি (ব্যস্ত) আলোটি লাল হয়ে জ্বলে উঠবে। একইসঙ্গে, ব্যালটিং ইউনিটে (গুলিতে) 'রেডি' আলোগুলি সবুজ হয়ে জ্বলে উঠবে।

১২.২.৮। যে কোনো পোলিং এজেন্টকে তাঁর ইচ্ছানুসারে ব্যালটিং ইউনিটে যে কোনো প্রার্থীর নামের পাশের নীল বোতামে চাপ দিতে বলুন। প্রত্যেকটি নীল (অনাবৃত) বোতামে যাতে কমপক্ষে একবার চাপ দেওয়া হয় তা সুনিশ্চিত করুন যাতে প্রত্যেকটি অনাবৃত বোতাম পরীক্ষিত হয় এবং যথাযথভাবে কাজ করছে কিনা বোঝা যায়।

১২.২.৯। প্রার্থীর নামের পাশে বোতামে ঐভাবে চাপ দিলে ব্যালটিং ইউনিটে 'রেডি' আলোটি নিভে যাবে এবং বোতামের পাশে প্রার্থীর নামের জায়গার আলোটি লাল হয়ে জ্বলে উঠবে। ভি ভি প্যাট থেকে একটি ছাপানো কাগজের চিরকুট বেরিয়ে আসবে যাতে

যে প্রার্থীকে ভোট দেওয়া হয়েছে তাঁর প্রতীক, নাম এবং ক্রমিক সংখ্যা লেখা থাকবে এবং সেটিকে পরবর্তী সাত সেকেন্ড ধরে ভি ভি প্যাটের পর্দায় দেখা যাবে। তারপর কাগজের চিরকুটটি সংয়ক্রিয়ভাবে কেটে ভি ভি প্যাটের বাক্সের মধ্যে পড়ে যাবে। কন্ট্রোল ইউনিট থেকে একটি বিপ্ শব্দও শোনা যাবে। কয়েক সেকেন্ড পরে প্রার্থীর নামের পাশের লাল আলো, লাল 'বিজি' আলো এবং বিপ্ শব্দ থেমে যাবে। এটির অর্থ হলো, প্রার্থীর নামের পাশে নীল বোতামটি চাপ দিয়ে যে ভোট দেওয়া হয়েছে তা কন্ট্রোল ইউনিটে রেকর্ডেড হয়েছে এবং যন্ত্রটি পরবর্তী ভোটের জন্য প্রস্তুত।

১২.২.১০। অন্যান্য প্রত্যেক প্রার্থীর ক্ষেত্রে একটি অথবা একাধিক ভোটের জন্য পূর্ববর্তী (ক), (খ) এবং (গ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রক্রিয়াটির পুনরাবৃত্তি করুন। সকর্তভাবে প্রত্যেক প্রার্থীর জন্য প্রদত্ত ভোটের একটি হিসাব রাখুন।

১২.২.১১। এইভাবে ভোটগ্রহণের সময় যে কোনো মূহূর্তে যন্ত্রে রেকর্ড হওয়া ভোটের সংখ্যা এবং বাস্তবে গৃহীত হওয়া ভোটের সংখ্যা মিলিয়ে যাচাই করে নেওয়ার জন্য কন্ট্রোল ইউনিটের ব্যালট সেকশানে 'টোটাল' বোতামে চাপ দিন।

দ্রষ্টব্য ঃ 'টোটাল' বোতামে তখনই চাপ দেওয়া যাবে যখন কোনো প্রার্থীর ভোট গ্রহণ সম্পূর্ণ হবে এবং ডিসপ্লের স্থানের 'বিজি' লেখা আলোটি নিভে যাবে।

১২.২.১২। মহড়া ভোট প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর ফলাফলের জায়গায় 'ক্লোজ' বোতামটিতে চাপ দিন।

দ্রষ্টব্য ঃ সময় পাওয়া গেলে মহড়া ভোটপ্রক্রিয়া চলাকালীন একাধিক ভোট রেকর্ড করার অনুমতি দিতে কোনো বাধা নেই। প্রত্যেক প্রার্থীর জন্য প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা সমান হতে হবে তা জরুরি নয় কিন্তু প্রত্যেক অনাবৃত বোতামে অন্তত একটি করে মোট ৫০ টি ভোট প্রদান জরুরি।

১২.২.১৩। এখন ফলাফলের জায়গায় 'রেজাল্ট' লেখা বোতামটিতে চাপ দিন। ঐ বোতামে চাপ দিলে ডিসপ্লে প্যানেলে ফলাফল দেখা যাবে।

১২.২.১৪। মহড়া ভোটগ্রহণের পরে কন্ট্রোল ইউনিটে ফলাফল গণনা করুন এবং পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতিতে প্রত্যেক প্রার্থীর ভিভি প্যাট চিরকুটের সংখ্যা (ভি ভি প্যাটের ড্রপ বক্স থেকে বের করে) গণনা করুন এবং প্রত্যেক প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের সঙ্গে ফলাফল মিলিয়ে দেখুন।

১২.২.১৫। এরপর মহড়া ভোটগ্রহণের চলাকালীন প্রদত্ত ভোটের রেকর্ড মুছে ফেলতে কন্ট্রোল ইউনিটের 'ক্লিয়ার' বোতামে চাপ দিন। 'ক্লিয়ার' বোতামে চাপ দিলে ডিসপ্লে প্যানেলে সবকিছু 'জিরো' (শূন্য) দেখাবে। ভি ভি প্যাটের ড্রপ বক্স থেকে কাগজের চিরকুটগুলি পরিষ্কার করতে হবে এবং ড্রপ বক্সটি সিল করে দিতে হবে।

১২.২.১৬। মহড়া ভোটের শংসাপত্র প্রস্তুত করুন।

(সংযোজনী - ১৪)

১২.২.১৭। প্রিসাইডিং অফিসারকে কন্ট্রোল ইউনিট থেকে মহড়া ভোটের সমস্ত রেকর্ড ও ভি ভি প্যাটের কাগজের চিরকুটগুলি পরিষ্কার করতে হবে এবং পোলিং এজেন্টরা খালি বাক্সটি পরীক্ষা করবেন।

১২.২.১৮। মহড়া ভোটের সময় ভি ভি প্যাট-এর প্রাপ্ত কাগজের চিরকুটগুলির পিছনে রাবার স্ট্যাম্প দিয়ে ছাপ দিতে হবে যাতে লেখা থাকবে ''মক পোল স্লিপ'' তারপর মহড়া ভোটের ভি ভি প্যাটের ঐ চিরকুটগুলি একটি মোটা কালো কাগজের খামে ভরে তা প্রিসাইডিং অফিসারের সিল দিয়ে সিল করে দিতে হবে।

১২.২.১৯। ঐ খানে প্রিসাইডিং অফিসার এবং পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর করতে হবে। খামের উপর নির্বাচনকেন্দ্রের নাম ও সংখ্যা, বিধানসভা কেন্দ্রের সংখ্যা ও নাম, ভোটগ্রহণের তারিখ এবং ''ভি ভি প্যাট ভোটার স্লিপ অফ মক পোল'' কথাগুলি লেখা থাকবে।

১২.২.২০। খামটিকে মহড়া ভোটের বিশেষ প্লাসটিকের বাক্সে ভরে একটি গোলাপি কাগজের সিল দিয়ে চারদিকে এমন করে সিল করতে হবে যাতে বাক্স খুলতে গেলে সিলটি নষ্ট করতে হয়।

১২.২.২১। প্লাস্টিকের বাক্সটির উপর নির্বাচন কেন্দ্রের নাম ও সংখ্যা, বিধানসভা কেন্দ্রের নাম ও সংখ্যা সহ নির্বাচন গ্রহণের তারিখটি লিখতে হবে।

১২.২.২২। প্রিসাইডিং অফিসার এবং পোলিং এজেন্টর গোলাপি কাগজের সিলটির উপর স্বাক্ষর করবেন এবং নির্বাচন সম্পর্কিত নথিপত্রের সঙ্গে বাক্সটিকে রেখে দেবেন।

১২.২.২৩। এরপর প্রিসাইডিং অফিসার মহড়া ভেটের শংসাপত্রে স্বাক্ষর করবেন এবং কন্ট্রোল ইউনিটটি বন্ধ করে দেবেন। ই ভি এম-এর কন্ট্রোল ইউনিট ও ভি ভি প্যাট-এর ড্রপ বক্সটি সিল করার পূর্বে কন্ট্রোল ইউনিটটি 'সুইচ অফ্' করতে হবে।

১২.২.২৪। আসল ভোটগ্রহণের কাজ শুরু হবার আগে প্রিসাইডিং অফিসারের সিল সম্বলিত একটি অ্যাড্রেস ট্যাগ দিয়ে ভি ভি প্যাট-এর ড্রপ বক্সটি সিল করতে হবে।

১২.২.২৫। সরকারিভাবে ভোটগ্রহণ শুরু হবার পূর্বে প্রিসাইডিং অফিসারকে এবিষয়ে ব্যত্যয়হীনভাবে সুনিশ্চিত হতে হবে যে কন্ট্রোল ইউনিট থেকে মহড়া ভোটের সমস্ত তথ্য মুছে দেওয়া হয়েছে। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

১২.২.২৬। প্রিসাইডিং অফিসার যেসব প্রার্থী (তাঁদের এবং তাদের দলের অনুমতি পত্র) ও পোলিং এজেন্টরা প্রতিনিধিত্ব করছেন তাঁদের নাম উল্লেখ করবেন এবং মহড়া ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর শংসাপত্রে তাঁদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করবেন।

(৫১/৮ ভি ভি প্যাট/২০৭-ই এম এস, তারিখ ১৬ই অক্টোবর ২০১৭ এবং ০৫ ডিসেম্বর ২০১৭)

১২.৩। ই ভি এম-এর পরিবর্তন হলে মহড়া ভোটগ্রহণ

১২.৩.১। যদি প্রকৃত ভোটগ্রহণ চলাকালীন কন্ট্রোল ইউনিট ও ব্যালট ইউনিটের কোনোটি যথাযথভাবে কাজ না করে, তাহলে কন্ট্রোল ইউনিট, ব্যালাট ইউনিট এবং ভি ভি প্যাট সহ গোটা ই ভি এম-টি পরিবর্তন করা প্রয়োজন। যাই হোক, এই ক্ষেত্রে মহড়া ভোট নেওয়ার সময় নোটা সহ প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর জন্য মাত্র একটি ভোট নেওয়া হবে। (৫১/৮, ভি ভি প্যাট/২০১৭ ই এম এস, তারিখ ১১-০১-২০১৮)

১২.৩.২। মহড়া ভোট গ্রহণের পর প্রিসাইডিং অফিসার কন্ট্রোল ইউনিটের ফলাফলের সঙ্গে ভি ভি প্যাটের চিরকুট পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতিতে মিলিয়ে দেখে ফলাফল সম্বন্ধে নিশ্চিত হবেন এবং প্রত্যেক প্রার্থীর ভোট সংখ্যা যাচাই করে মিলিয়ে দেখে নেবেন।

১২.৩.৩। প্রিসাইডিং অফিসার কন্ট্রোল ইউনিটের সমস্ত তথ্য এবং সমস্ত ভি ভি প্যাট চিরকুট ভি ভি প্যাট থেকে বার করে নেবেন এবং পোলিং এজেন্টরা ফাঁকা ড্রপ বক্স পরীক্ষা করে নেবেন।

১২.৩.৪। মহড়া ভোটের সময় ব্যবহৃত ভি ভি প্যাট চিরকুটের পিছনে 'মক্ পোল স্লিপ' লেখা রাবার স্ট্যাম্পের সাহায্যে ছাপ মেরে দিতে হবে এবং তারপর সেই চিরকুটগুলিকে মোটা কালো কাগজের তৈরী খামে ভরে প্রিসাইডিং অফিসারের সিলমোহর লাগিয়ে দিতে হবে।

১২.৩.৫। এই খামের উপর প্রিসাইডিং অফিসার এবং পোলিং এজেন্টরা স্বাক্ষর করবেন। এই খামের উপর ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের নাম এবং নম্বর, বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম এবং নম্বর, নির্বাচনের তারিখ, মহড়া ভোটের সময় ব্যবহৃত ভি ভি প্যাট চিরকুট এই সব এবং যদি ই ভি এম এবং ভি ভি প্যাট পরিবর্তন করা হয় সেই সব বিষয় লিখে রাখতে হবে।

১২.৩.৬। এই খামটি মহড়া ভোটের গ্রহণের জন্য বিশেষ ধরণের একটি প্লাস্টিকের বাক্সে রেখে তা গোলাপী রঙের কাগজের সিল দিয়ে চারদিক মুড়ে এমনভাবে সিল করতে হবে যাতে, বাক্সটি খুলতে গেলে কাগজের সিলটিকে ভাঙতে হয়। প্লাস্টিকের বাক্সের উপর ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নাম ও নম্বর, বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম ও নম্বর, নির্বাচনের তারিখ লিখে রাখতে হবে।

১২.৩.৭। প্রিসাইডিং অফিসার এবং পোলিং এজেন্টরা গোলাপি কাগজের সিলের উপর স্বাক্ষর করবেন এবং বাক্সটি নির্বাচনের অন্যান্য নথিপত্রের সঙ্গে রাখবেন। তারপর প্রিসাইডিং অফিসার অন্য একটি মহড়া ভোটের শংসাপত্রে স্বাক্ষর করবেন এবং কন্ট্রোল ইউনিট এবং ভিভিপ্যাট সিল করবেন।

১২.৩.৮। প্রকৃত ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার আগে ভিভিপ্যাট-এর ড্রপ বক্স অবশ্যই ঠিকানা সমন্বিত ট্যাগ দিয়ে সিল করতে হবে।

১২.৪। ভিভিপ্যাট পরিবর্তন করা হলে মহড়া ভোট গ্রহণ

১২.৪.১। প্রকৃত ভোট গ্রহণের সময় ভিভিপ্যাট যথাযথভাবে কাজ না করলে, ভিভিপ্যাট পরিবর্তন করা প্রয়োজন। প্রকৃত ভোট গ্রহণের শুধুমাত্র ভিভিপ্যাটের পরিবর্তন করা হলে মহড়া ভোটের গ্রহণের প্রয়োজন নেই।

১২.৫। ভোটগ্রহণের শুরু হওয়ার ও শেষ হওয়ার সময় ও তারিখ নথিভুক্ত করা

১২.৫.১। ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে মহড়া ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পরে প্রিসাইডিং অফিসার অতি অবশ্যই কন্ট্রোল ইউনিটেরে ডিসপ্লে ইউনিটে যে তারিখ ও সময় দেখানো হচ্ছে এবং সেদিনের ঐ মুহূর্তে যা প্রকৃত তারিখ ও সময় তা লক্ষ্য করে সেই তথ্য এবং উভয়ের মধ্যে যদি কোনো তারতম্য দৃষ্টিগোচর হয় সেই তথ্যও মহড়া ভোট শংসাপত্র ও প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়রিতে নথিভুক্ত করবেন।

১৩ অধ্যায়

নিয়ন্ত্রণ ইউনিটে সবুজ কাগজের সিল লাগানো

১৩.১। সবুজ কাগজের সিল লাগানো

১৩.১.১। ভোটদানের চিরাচরিত পদ্ধতিতে যেখানে ভোটপত্র ও ভোটবাক্স ব্যবহৃত হতো সেক্ষেত্রে ভোটপত্রের গোপনীয়তা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে কমিশন কর্তৃক বিশেষভাবে মুদ্রিত সবুজ কাগজের সিল লাগিয়ে ভোটবাক্স সিল বন্ধ ও সুরক্ষিত করা হতো। ভোটবাক্সে একবার সবুজ কাগজের সিল লাগানো এবং বাক্সের ঢাকনা বন্ধ হয়ে গেলে সবুজ কাগজের সিল না ছিঁড়ে ভোটবাক্স খোলা যেত না বা তার ভিতরের ভোটপত্র বিকৃত করা বা গণনার জন্য বাইরে বার করা যেত না। ভোটযন্ত্রেও একই সুরক্ষা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যাতে একবার নিয়ন্ত্রণ ইউনিট সিলবন্ধ হওয়ার পর এবং ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার পর কেউই ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অবৈধ হস্তক্ষেপ করতে না পারে। এই সুরক্ষার উদ্দেশ্যে, ভোটবাক্স সুরক্ষিত করার জন্য যে সবুজ কাগজের সিল ব্যবহৃত হতো সেই একই সিল ভোটযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ইউনিটেও লাগানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৩.১.২। নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ফলাফল অংশের ভিতরের কক্ষের দরজার ভিতরের দিকে কাগজের সিলটি আটকানোর জন্য একটি কাঠামো দেওয়া আছে। ঐ কাঠামোর মধ্যে সবুজ কাগজের সিলটি লাগানোর আগে সিলের সাদা অংশে কাগজের সিলের ক্রমিক সংখ্যার ঠিক নিচে আপনাকে সম্পূর্ণ স্বাক্ষর করতে হবে। উপস্থিত প্রার্থী ও তাঁদের পোলিং এজেন্টরাও, ইচ্ছা করলে তাতে স্বাক্ষর করতে পারবেন। কাগজের সিলে পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর, প্রিসাইডিং অফিসার নিয়োগপত্রে প্রদত্ত তাঁদের স্বাক্ষরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবেন।

১৩.১.৩। বাঙ্গালোরের ভারত ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড নির্মিত ভোটযন্ত্রগুলির কাঠামোতে দুটি কাগজের সিল আটকানোর ব্যবস্থা রয়েছে এবং তদনুসারে ঐ কোম্পানি কর্তৃক নির্মিত ভোটযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ইউনিটে দুটি কাগজের সিল ব্যবহার করতে হবে। আবার, হায়দ্রাবাদের ইলেকট্রনিক্স কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেড নির্মিত ভোটযন্ত্রের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র একটি সবুজ কাগজের সিল লাগানোর উপযুক্ত একটিমাত্র কাঠামো রয়েছে। (বাঙ্গালোরের বি ই এল বা হায়দ্রাবাদের ই সি আই এল—উভয় কোম্পানি নির্মিত বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রের উন্নততর মডেলেই উন্নতিপূর্ব ই সি আই এল যন্ত্রের মতো একটিমাত্র কাগজের সিল ব্যবহার করা হয়)।

১৩.১.৪। এমনভাবে সিল লাগাতে হবে যাতে বাইরের ছিদ্র দিয়ে এর সবুজ উপরিতল দৃশ্যমান হয়। ভোটযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ওপর সবুজ কাগজের সিল লাগালে তা নিচের ছবির মতো দেখতে হবে ঃ—

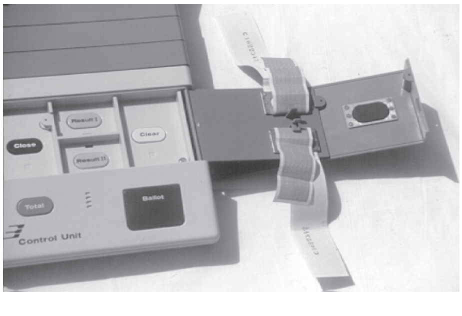

বি ই এল মেশিন

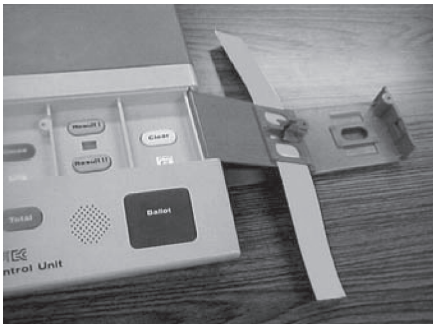

ই সি আই এল মেশিন

১৩.১.৫। কোনো ক্ষেত্রেই যাতে কোনো ক্ষতিগ্রস্ত/ছেঁড়া কাগজের সিল ব্যবহৃত না হয় তা সুনিশ্চিত করতে হবে এবং যদি কোনো কাগজের সিল আটকানোর সময় তা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে ভিতরের কক্ষটি বন্ধ করার আগেই সেটি পালটে ফেলতে হবে।

১৩.২। কাগজের সিলের ওপর প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর

কাগজের সিলটি আটকানোর পর ভিতরের কক্ষের দরজাটি চেপে বন্ধ করতে হবে। এটি এমনভাবে বন্ধ করতে হবে যাতে কাগজের সিলের দুই প্রান্ত ভিতরের কক্ষের দু-পাশ থেকে বাইরে বেরিয়ে থাকে। এই উদ্দেশ্যে দেওয়া কাঠামোটিতে সবুজ কাগজের সিলটি আটকানোর আগে প্রিসাইডিং অফিসার কাগজের সিলটির ক্রমিক নম্বরের ঠিক নিচ বরাবর সেটির সাদা পিঠে তাঁর পূর্ণ স্বাক্ষর দেবেন। এতে উপস্থিত ও ইচ্ছুক প্রার্থী বা তাঁদের পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে। প্রিসাইডিং অফিসার, কাগজের সিলে প্রদত্ত পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর তাঁদের নিয়োগপত্রের স্বাক্ষরের সঙ্গে মিলছে কিনা তা পরীক্ষা করবেন।

১৩.৩। কাগজের সিলের হিসাব

১৩.৩.১। প্রিসাইডিং অফিসার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য **সরবরাহ করা কাগজের সিল** এবং নিয়ন্ত্রণ ইউনিট সিলবন্ধ ও সুরক্ষিত করার জন্য **প্রকৃতপক্ষে ব্যবহৃত সিলের** নির্ভুল হিসাব রাখবেন। ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালন নিয়মাবলি সংলগ্ন ১৭গ নিদর্শের ভাগ ১-এর ৯ নং দফায় এই উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে নির্ধারিত নিদর্শে তিনি এই হিসাব রাখবেন।

১৩.৩.২। প্রিসাইডিং অফিসার **সরবরাহকৃত** ও **প্রকৃতপক্ষে ব্যবহৃত** কাগজের সিলের ক্রমিক সংখ্যা টুকে রাখার জন্য প্রার্থী বা তাঁদের পোলিং এজেন্টদের অনুমতি দেবেন।

১৪ অধ্যায়

নিয়ন্ত্রণ ইউনিট বন্ধ ও ভিভিপ্যাট সিল করা

১৪.১।   স্পেশাল ট্যাগ

এটি নিচের ছবির মতো দেখতে হবে —

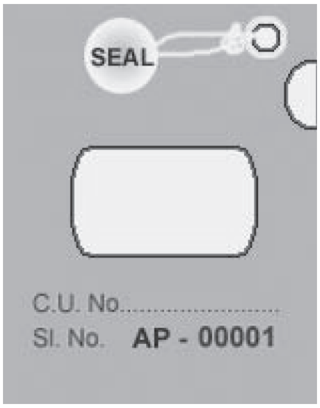

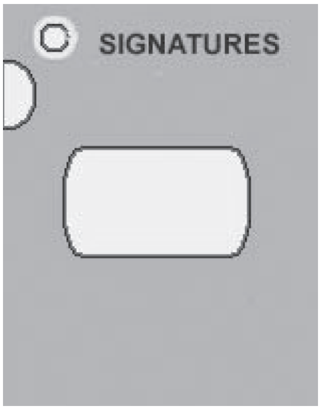

১৪.১.১। স্পেশাল ট্যাগের মাপ নিম্নরূপ হবে —

ক)   ই সি আই এল যন্ত্রে   : —   ৫ সে.মি. X ৫ সে.মি.

এটি একটি পোস্টকার্ডের সমান মোটা হবে। এটির সম্মুখভাগে ডানদিকের উপরের কোণে ধাতব রিং-সহ একটি ছিদ্র থাকবে, যার মধ্যে দিয়ে সিল করার সুতোটি নিয়ে যাওয়া হবে। এছাড়া, ছিদ্রটির নিচে ডানদিকে ফলাফলের খোপের দরজার নব-এর সঙ্গে লাগানোর জন্য স্পেশাল ট্যাগের উপরে খাঁজ কাটা থাকবে। স্পেশাল ট্যাগটির মাঝখানে একটি খোলা অংশ থাকবে, যাতে ফলাফল শাখার 'ক্লোজ' বোতামের খোপে এই ট্যাগটি যখন আটকে দেওয়া হবে, তখন 'ক্লোজ' বোতামটি দেখা যায় এবং ট্যাগটিকে অক্ষত রেখে বোতামটি ব্যবহার করা যায়।

১৪.১.২। **নিয়ন্ত্রণ ইউনিট নম্বর**

স্পেশাল ট্যাগ লাগানোর আগে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ক্রমিক নম্বর স্পেশাল ট্যাগের উপরে লিখবেন।

১৪.১.৩। **স্বাক্ষর**

নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ক্রমিক নম্বর স্পেশাল ট্যাগের উপরে লেখার পরে স্পেশাল ট্যাগের **পিছনদিকে** আপনার স্বাক্ষর করুন। ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার আগে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত ইচ্ছুক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী / পোলিং এজেন্টদেরও সিলের পিছনদিকে স্বাক্ষর করতে বলবেন। স্পেশাল ট্যাগের উপরে পূর্বমুদ্রিত ক্রমিক নম্বর পড়ে শোনাবেন এবং উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী / পোলিং এজেন্টদের উক্ত ক্রমিক নম্বর লিখে নিতে বলবেন।

১৪.১.৪। সবুজ কাগজের সিলে আপনার ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী / পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর এবং নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের 'ফলাফল শাখা'র (রেজাল্ট সেকশন) ভিতরের খোপের দরজার ভিতরের দিকে কাগজের সিলটি লাগানোর জন্য দেওয়া ফ্রেমের মধ্যে সেটিকে সুরক্ষিতভাবে আটকানোর প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরে 'ক্লিয়ার' ও 'রেজাল্ট' বোতামের উপর দিয়ে ভিতরের খোপটি সিল করার জন্য স্পেশাল ট্যাগ ব্যবহার করা হয়। সবুজ কাগজের সিলে আপনার ও পোলিং

এজেন্টদের স্বাক্ষর হয়ে গেলে সুরক্ষিতভাবে সেটিকে আটকে দেবার পরে ‘ক্লিয়ার’ বোতাম ও ‘রেজাল্ট’ বোতামের উপরে ভিতরের খোপের দরজাটি চাপ দিয়ে দেখে নিতে হবে এবং এমনভাবে বন্ধ করতে হবে যাতে কাগজের সিলের উন্মুক্ত দুটি প্রান্ত ভিতরের দরজার বাইরে থেকে দেখা যায়। তারপর ভিতরের দরজাটি একটি স্পেশাল ট্যাগ দিয়ে সিল করে দিতে হবে। এজন্য, এই উদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসারের সরবরাহ করা উচ্চ মানের পাকানো সুতো ভিতরের দরজার দুটি ছিদ্র এবং স্পেশাল ট্যাগের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন।

১৪.১.৫। আপনি কোনো অবস্থাতেই ক্ষতিগ্রস্ত বা ছেঁড়া স্পেশাল ট্যাগ ব্যবহার করবেন না। যদি, কোনোভাবে স্পেশাল ট্যাগটি নষ্ট হয়ে যায় বা ছিঁড়ে যায় তাহলে অপর একটি স্পেশাল ট্যাগ ব্যবহার করবেন। এই উদ্দেশ্যে ‘সবুজ কাগজের সিল’ এর মতোই রিটার্নিং অফিসার আপনাকে ৩ বা ৪ টি ‘স্পেশাল ট্যাগ’ সরবরাহ করবেন।

১৪.১.৬। এই সমস্ত কাজ হয়ে গেলে সুতোটিকে গিঁট দিয়ে বাঁধুন এবং স্পেশাল ট্যাগের উপরে সুতোটিকে গালা দিয়ে সিল করে দিন। এর পরে, সিলটি না ভেঙে ‘ক্লোজ’ বোতামের খোপে স্পেশাল ট্যাগটি এমনভাবে রাখুন, যাতে স্পেশাল ট্যাগের মধ্যবর্তী ছিদ্রের ফাঁক দিয়ে ‘ক্লোজ’ বোতামটি দেখা যায়।

ভিতরের দরজাটি সুতোর সাহায্যে বন্ধ করার ধরণ, বি ই এল ভোটযন্ত্র

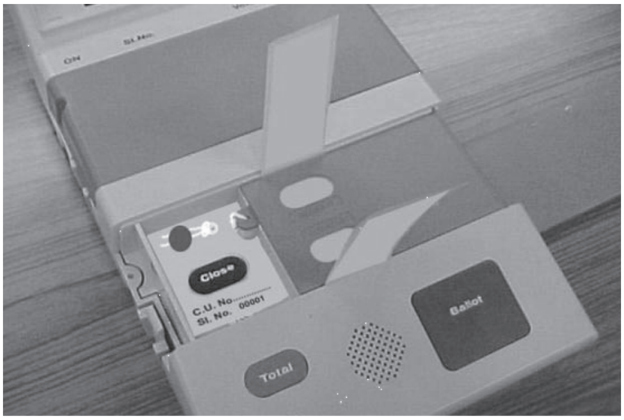

ভিতরের দরজাটি স্পেশাল ট্যাগের সাহায্যে সিল করার ধরণ, বি ই এল ভোটযন্ত্র

ভিতরের দরজাটি সুতোর সাহায্যে বন্ধ করার ধরণ, ই সি আই এল ভোটযন্ত্র

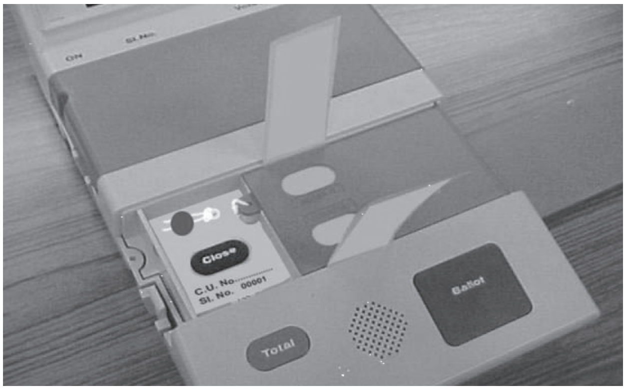

ভিতরের দরজাটি স্পেশাল ট্যাগের সাহায্যে সিল করার ধরণ, ই সি আই এল ভোটযন্ত্র

১৪.২। ফলাফল শাখার বহিরাবরণ বন্ধ করা ও সিল করা

১৪.২.১। নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ফলাফল শাখা (রেজাল্ট সেকশন)-র অভ্যন্তরীণ খোপ বন্ধ ও সিল করার পর শাখাটি বন্ধ করার জন্য ওই শাখার বাইরের ঢাকনা চেপে আটকে দিতে হবে। বাইরের ঢাকনা চেপে আটকানোর আগে এটা সুনিশ্চিত করতে হবে যে, কাগজের সিলের দুটি উন্মুক্ত প্রান্ত যেন তখনও বাইরের ঢাকনার দুই পাশ দিয়ে দেখা যায়।

১৪.২.২। ফলাফল শাখার বহিরাবরণ বন্ধ হওয়ার পর তা সিল করার জন্য (১) বাইরের ঢাকনা বাঁ দিকে সুতো প্রবেশ করানোর উদ্দেশ্যে রাখা দুটি ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে সুতো প্রবেশ করাতে হবে, (২) সুতোটি দিয়ে একটি গিঁট বাঁধতে হবে, (৩) 'ক্যান্ড সেট সেকশন'-এ রিটার্নিং অফিসারের স্তরে যে লেবেল লাগানো হয়েছে তার অনুরূপ একটি লেবেল (অ্যাড্রেস ট্যাগ) লাগাতে হবে এবং অ্যাড্রেস ট্যাগের উপরে সুতোটি গালা দিয়ে সিল করতে দিতে হবে এবং তাতে প্রিসাইডিং অফিসারের সিল লাগাতে হবে। নিচে দেখানো হলো : -

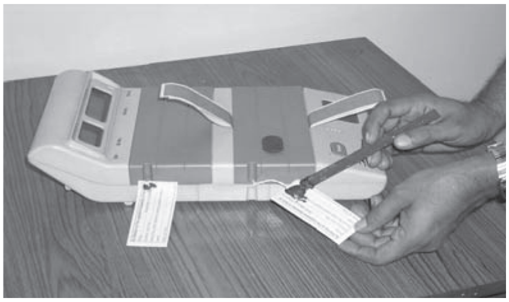

১৪.২.৩। অ্যাড্রেস ট্যাগে যেসব বিবরণ থাকবে :

....নির্বাচন কেন্দ্র থেকে
........................লোকসভা / বিধানসভার নির্বাচন।
নিয়ন্ত্রণ ইউনিট নং...
ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ক্রমিক নম্বর ও নাম..
ভোটগ্রহণের তারিখ..

১৪.২.৪। ভোটগ্রহণ সামগ্রীর অংশ হিসাবে রিটার্নিং অফিসার যথেষ্ট সংখ্যক লিখনহীন মুদ্রিত অ্যাড্রেস ট্যাগ দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। আপনি অ্যাড্রেস ট্যাগগুলি তথ্যাদি উল্লেখ করে যত্নসহকারে পূরণ করবেন। প্রতিটি নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের নিচের অংশে এর ক্রমিক সংখ্যা খোদিত আছে।

১৪.২.৫। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত প্রার্থীগণ বা তাঁদের পোলিং এজেন্টরা ইচ্ছুক হলে অ্যাড্রেস ট্যাগের উপরে আপনার সিলের সঙ্গে তাঁদেরও সিল লাগাতে পারবেন।

১৪.২.৬। এভাবে অভ্যন্তরীণ খোপ ও বহিরাবরণ বন্ধ ও সিল করায় সম্পূর্ণ ফলাফল শাখাটি সিল করা হয়ে যায় ও সুরক্ষিত হয় এবং এখন নিয়ন্ত্রণ ইউনিটে যেসব ভোট গৃহীত হবে তাতে কোনোরকম অবৈধ হস্তক্ষেপ করা সম্ভব নয়।

১৪.৩। স্ট্রিপ সিল

১৪.৩.১। বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র সিল করার ব্যবস্থা অধিকতর উন্নত করার লক্ষ্যে ভারতের নির্বাচন কমিশন নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের "ফলাফল শাখাটি" সম্পূর্ণরূপে সিল করার জন্য অতিরিক্ত একটি আউটার পেপার স্ট্রিপ সিল (এর পর থেকে "স্ট্রিপ সিল" বলে উল্লিখিত হবে) চালু করেছে যাতে ভোটগ্রহণ একবার শুরু হয়ে যাবার পরে ভোট গণনা শুরু না-হওয়া পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের এই অংশটি কোনোভাবেই খোলা না যায়। এর দ্বারা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটযন্ত্রের মাধ্যমে প্রথম ভোটটি গৃহীত হওয়ার সময় থেকে ভোটগণনা টেবিলে ভোটযন্ত্রটি না আনা পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি স্ট্রিপ সিলটি ছিন্ন না করে ফলাফল শাখাটি খুলতে পারবে না — এটা সুনিশ্চিত করা যাবে।

১৪.৩.২। তদনুসারে, প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যেখানে ই ভি এম-এর সাহায্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, নিয়ন্ত্রণ ইউনিটটি বাইরের দিক থেকে স্ট্রিপ সিলের সাহায্যে সুরক্ষিত ও সিল বন্ধ করা থাকবে, যাতে এই শাখাটি কোনোভাবেই স্ট্রিপ সিল নষ্ট না করে খোলা না যায়। স্ট্রিপ সিলটি ফলাফল শাখার বাইরের দিকের দরজার উপরে 'ক্লোজ' বোতামকে আবৃত করে যে রবার ক্যাপটি আছে, তার ঠিক নিচে এমনভাবে থাকবে যাতে 'ক্লোজ' বোতামের আবরণটি স্ট্রিপ সিল দ্বারা আবৃত না হয়। এর ফলে বুথ দখলের মতো জরুরি পরিস্থিতিতে 'ক্লোজ' বোতামটিকে চাপ দেওয়ার জন্য রবার ক্যাপটি সরানো যাবে।

১৪.৩.৩। **স্ট্রিপ সিল—গঠনগত বৈশিষ্ট্য**

১৪.৩.৩.১। স্ট্রিপ সিল হলো একটি কাগজের সিল, যা ২৩.৫"(তেইশ দশমিক পাঁচ ইঞ্চি) লম্বা এবং ১"(এক ইঞ্চি) চওড়া। স্ট্রিপটি এমনই লম্বা যে এটি দিয়ে সহজেই **নিয়ন্ত্রণ ইউনিটকে প্রস্থের দিক থেকে মুড়ে ফেলা যায়,** এবং ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার আগে এবং অন্যান্য প্রথাগত সিলগুলি লাগানোর পরে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটে এই অতিরিক্ত আউটার সিল লাগানো যায়।

১৪.৩.৩.২। প্রতিটি স্ট্রিপ সিলে একটি করে পৃথক পরিচয়জ্ঞাপক নম্বর থাকবে।

১৪.৩.৩.৩। এই স্ট্রিপ সিলগুলি নির্বাচন কমিশন অনুমোদিত একটি সংস্থা থেকে সরবরাহ করা হবে এবং মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকরা স্ব-স্ব রাজ্যের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে সেগুলি সংগ্রহ করবেন।

১৪.৩.৩.৪। স্ট্রিপ সিলের দুটি উন্মুক্ত প্রান্তেই **চারটি (৪)** আঠা লাগানো অংশ থাকবে। এগুলির মধ্যে তিনটির আয়তন এক বর্গ ইঞ্চি করে (এ, বি ও সি অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত) এবং চতুর্থটি দুই বর্গ ইঞ্চির হবে (ডি অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত)। প্রতিটি আঠা লাগানো অংশ একটি করে টুকরো মোম-কাগজ দিয়ে আবৃত থাকবে।

১৪.৩.৩.৫। স্ট্রিপ সিলের একটি **অভ্যন্তর ভাগ** ও **একটি বহির্ভাগ** থাকবে। স্ট্রিপের **অভ্যন্তর ভাগে** একটি প্রান্তে পাশাপাশি দুটি আঠা লাগানো অংশ থাকবে যা 'এ' ও 'বি' অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত হবে। স্ট্রিপের **অভ্যন্তর ভাগের** অপর প্রান্তে ২"(দু ইঞ্চি) মাপের আঠা লাগানো 'ডি' চিহ্নিত অংশ থাকবে। স্ট্রিপের **বহির্ভাগে** একটি আঠা লাগানো 'সি' চিহ্নিত অংশ থাকবে। নিচে অভ্যন্তর ভাগ ও বহির্ভাগ সংবলিত স্ট্রিপ সিলের ছবি দেওয়া হলো। কালো অংশগুলি স্ট্রিপের অভ্যন্তর ও বর্হিভাগে আঠা লাগানো অংশ।

১৪.৩.৪। **স্ট্রিপ সিলের ছবি**

(আঠা লাগানো অংশগুলি কালো রঙে দেখানো হয়েছে)

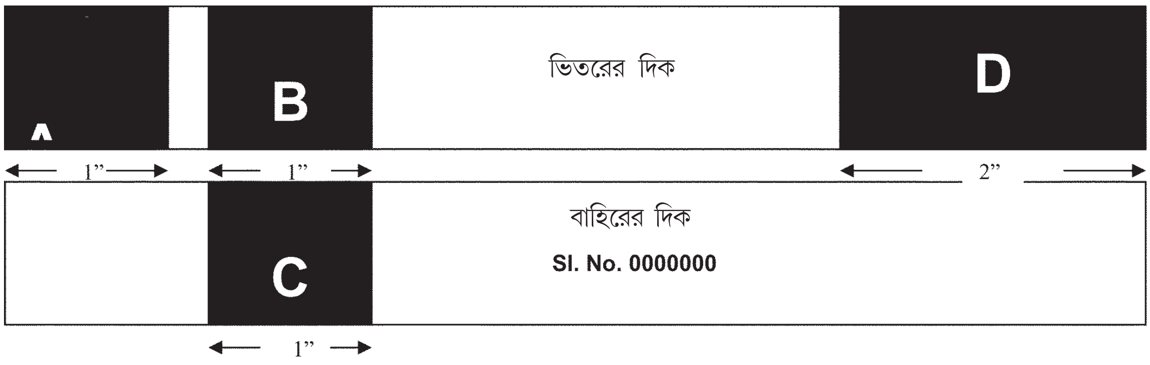

১৪.৪। স্ট্রিপ সিলের ব্যবহারসহ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট সিল করার সম্পূর্ণ পদ্ধতি

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রিসাইডিং অফিসার স্ট্রিপ সিল লাগানো পর্যন্ত এবং স্ট্রিপ সিল লাগানো সহ পর পর কী কী কাজ করবেন—সেগুলি সহজে বোঝার জন্য ক্রমানুযায়ী নিচে বলা হলো : -

১৪.৪.১। প্রকৃত ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার আগে প্রিসাইডিং অফিসার মহড়া ভোটগ্রহণ করবেন।

১৪.৪.২। মহড়া ভোটগ্রহণ শেষ করার পরে ফলাফল দেখিয়ে, প্রিসাইডিং অফিসার 'ক্লিয়ার' বোতামে চাপ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ ইউনিট থেকে মহড়া ভোটের তথ্যাদি মুছে ফেলবেন।

১৪.৪.৩। মুছে ফেলার পরে তিনি নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের সুইচ অফ করবেন এবং ফলাফল শাখার ভিতরের দরজার ছিদ্রগুলি আবৃত করতে সবুজ কাগজের সিল প্রবেশ করাবেন (বি ই এল ভোটযন্ত্রের ক্ষেত্রে দুটি সিল এবং ই সি আই এল ভোটযন্ত্রের ক্ষেত্রে একটি সিল লাগবে)। সবুজ কাগজের সিল প্রবেশ করাবার সময় লক্ষ রাখতে হবে, যাতে ভিতরের দরজা বন্ধ করে দেওয়ার পরে সিলের সবুজ অংশটি ছিদ্রগুলির ভিতর দিয়ে দেখা যায়।

১৪.৪.৪। সবুজ কাগজের সিল প্রবেশ করাবার পরে 'রেজাল্ট' বোতামের উপরে ভিতরের দরজা বন্ধ করে দিতে হবে।

১৪.৪.৫। এর পর, ফলাফল শাখার ভিতরের দরজা স্পেশাল ট্যাগ দিয়ে সিল করে দিতে হবে।

১৪.৪.৬। স্পেশাল ট্যাগ লাগানোর পরে, বন্ধ বাইরের দরজার দু-দিক দিয়ে সবুজ কাগজের সিল (গুলি)-র উন্মুক্ত প্রান্তগুলি বেরিয়ে আছে কিনা তা ভালোভাবে দেখে নিয়ে ফলাফল শাখার বাইরের দরজা বন্ধ করুন **(বি ই এল ভোটযন্ত্রের জন্য ১নং চিত্র এবং ই সি আই এল ভোটযন্ত্রের জন্য ২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।**

১৪.৪.৭। এর পর প্রিসাইডিং অফিসার বাইরের দরজা সুতো এবং অ্যাড্রেস ট্যাগ দিয়ে সিল করে দেবেন।

১৪.৪.৮। এর পর তিনি ফলাফল শাখা বাইরের দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে সিল করার জন্য নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের চারপাশে স্ট্রিপ সিল আটকে দেবেন, যাতে ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার পরে স্ট্রিপ সিল নষ্ট না করে কোনোভাবেই এই শাখাটি খোলা না যায়।

১৪.৪.৯। ফলাফল শাখা বাইরের দিক থেকে সিল করার জন্য স্ট্রিপ সিল আটকে দেওয়ার আগে প্রিসাইডিং অফিসার কাগজের সিলের ক্রমিক নম্বরের ঠিক নিচে পূর্ণ স্বাক্ষর করবেন। উপস্থিত প্রার্থী বা তাদের পোলিং এজেন্টরা ইচ্ছুক হলে এতে তাঁদের স্বাক্ষর করতে পারেন। স্ট্রিপ সিলের উপরে পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর তাঁদের নিয়োগপত্রের স্বাক্ষরের সঙ্গে মিলছে কিনা প্রিসাইডিং অফিসার তা দেখে নেবেন।

১৪.৪.১০। এর পর স্ট্রিপ সিল 'ক্লোজ' বোতামের রবার ক্যাপের ঠিক নিচে রাখা হবে। স্ট্রিপ সিল আটকানোর বিশদ পদ্ধতি নিচে দেওয়া হল। বি ই এল ভোটযন্ত্রে স্ট্রিপ সিল আটকানোর পদ্ধতির সঙ্গে ই সি আই এল ভোটযন্ত্রে স্ট্রিপ সিল লাগানোর পদ্ধতির সামান্য পার্থক্য রয়েছে। আপনার রাজ্যে যে ধরনের ভোটযন্ত্র (ই ভি এম) ব্যবহৃত হবে, আপনি কেবল সেই ভোটযন্ত্রের জন্যই নির্দিষ্ট নিম্নলিখিত নির্দেশিকাগুলি অনুসরণ করুন।

১৪.৫। স্ট্রিপ সিলের সাহায্যে বি ই এল ভোটযন্ত্র সিল করার পদ্ধতি

১৪.৫.১। ধাপ-১

'এ' চিহ্নিত আঠা লাগানো স্ট্রিপ সিল দরজার অভ্যন্তর ভাগের প্রান্ত থেকে বেরিয়ে থাকা সবুজ কাগজের সিলের কাছাকাছি রাখুন (৩নং চিত্র দেখুন)। 'এ' অংশকে আবৃত করে রাখা মোম কাগজটি তুলে নিন। এর পর সবুজ কাগজের সিলের বেরিয়ে থাকা অংশের নিচের দিকটা 'এ' চিহ্নিত আঠা লাগানো অংশের উপরে চেপে ধরুন। বাইরের দরজার নিচের অংশ দিয়ে বেরিয়ে আসা সবুজ কাগজের সিলের বাইরের দিকটাও নিচের দিকের উপরে রাখুন।

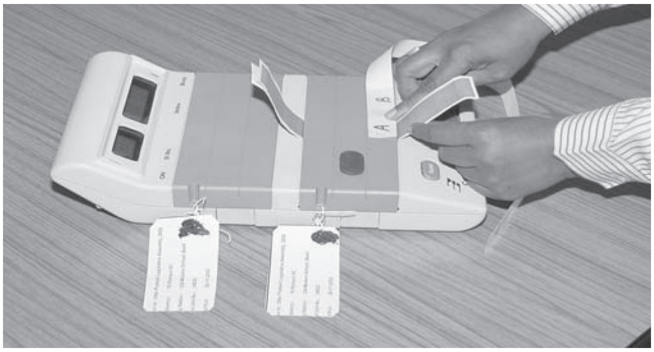

১৪.৫.২। ধাপ-২

আঠা লাগানো 'বি' চিহ্নিত অংশের উপর থেকে মোম-কাগজ তুলে নিন এবং বাইরের দরজার নিচের অংশ দিয়ে বেরিয়ে আসা সবুজ কাগজের সিলের বাইরের দিকের উপরে আঠা লাগানো 'বি' চিহ্নিত অংশে চেপে লাগিয়ে দিন। সবুজ কাগজের সিলের উপরে 'বি' চিহ্নিত অংশ চেপে লাগিয়ে দেওয়ার পরে আঠা লাগানো 'সি' অংশ উপরের দিকে চলে আসবে।

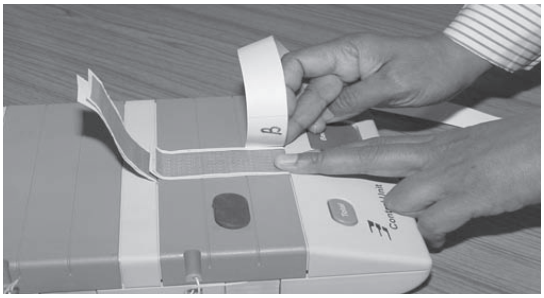

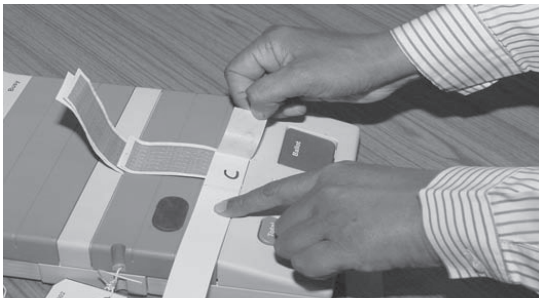

১৪.৫.৩। ধাপ-৩

আঠা লাগানো 'সি' চিহ্নিত অংশের উপর থেকে মোম কাগজ তুলে দিন এবং সবুজ কাগজের সিলের উন্মুক্ত দুই প্রান্ত, যা বাইরের দরজার উপরের অংশ থেকে বেরিয়ে রয়েছে সে-দুটিকে একত্রে নিয়ে এসে 'সি' চিহ্নিত অংশের উপর চেপে বসিয়ে দিন, যাতে সবুজ কাগজের সিলের নিচের স্তরটি 'সি' চিহ্নিত অংশের সঙ্গে ভালোভাবে সেঁটে যায়।

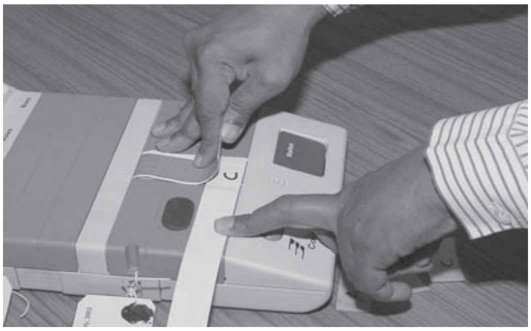

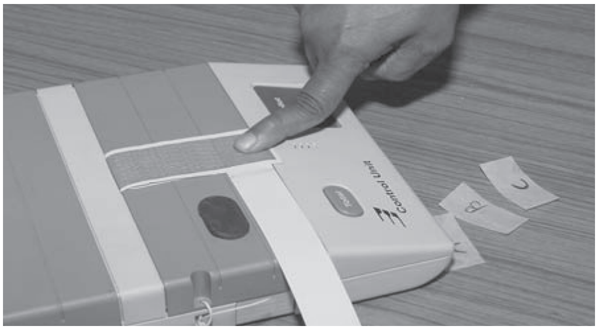

১৪.৫.৪। ধাপ-৪

স্ট্রিপ সিলের বাকি অংশটি বাঁ দিক দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটটি জড়িয়ে নিন এবং সাবধানতার সঙ্গে এমনভাবে কাজটি করুন যেন স্ট্রিপটি 'ক্লোজ' বোতামের রবার ক্যাপের নিচে দিয়ে যায়। নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ডান দিক থেকে স্ট্রিপ সিলের অপর প্রান্তটি বাইরের দরজার উপরে নিয়ে আসুন, যেখানে আঠা লাগানো 'এ', 'বি' ও 'সি' অংশগুলি পরস্পর সংযুক্ত হয়েছে।

১৪.৫.৫। ধাপ-৫

আঠা লাগানো 'ডি' চিহ্নিত অংশের ওপর থেকে মোম-কাগজ তুলে নিন এবং দরজার ওপর দিকের অংশের বাইরে বেরিয়ে থাকা সবুজ কাগজের সিলের বাইরের দিকের ওপরে এটি দৃঢ়ভাবে আটকে দিন, (ফটো ৯ ও ১০ দ্রষ্টব্য)। 'ডি' চিহ্নিত আঠা লাগানো অংশটি 'ক্লোজ' বোতামের নিচে থাকা স্ট্রিপ সিলের ওপরে গিয়ে পড়বে। স্ট্রিপ সিলের উপরে পড়া 'ডি' চিহ্নিত অংশের উক্ত জায়গাটি চেপে স্ট্রিপ সিলের গায়ে লাগিয়ে দিন।

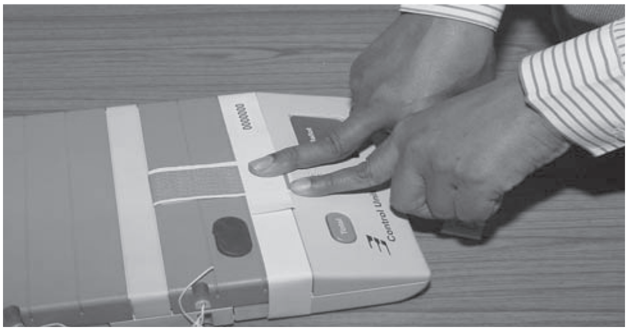

উপরোক্ত পদ্ধতিতে সবুজ কাগজের সিলের চারটি উন্মুক্ত প্রান্ত যা দরজার দুই দিক দিয়ে বেরিয়ে থাকে, সেগুলিকে স্ট্রিপ সিল দৃঢ়ভাবে সেঁটে ধরে রাখতে সাহায্য করে। একই সঙ্গে, ফলাফল শাখার উপরিস্থিত বহির্ভাগের দরজা স্ট্রিপ সিল দিয়ে সবদিক থেকে সিল করে দেওয়া হবে এবং এই সিলের ক্ষতি না করে এই শাখাটি কোনোভাবেই খোলা যাবে না।

১৪.৬।স্ট্রিপ সিলটি আটকে দেওয়ার পরে

স্ট্রিপ সিল দিয়ে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটটি সিল করে দেওয়ার পরে প্রিসাইডিং অফিসার ভোটগ্রহণ চলাকালীন যাতে সিলটি কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় বা এতে অবৈধ হস্তক্ষেপ না করা হয় এবং ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ চলাকালীন বা তার পরে কোনোভাবেই সিলটি সরিয়ে **না** ফেলা হয় সে বিষয়ে যত্নবান হবেন।

১৪.৭।নির্ধারিত সময়ে ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর প্রিসাইডিং অফিসার স্ট্রিপ সিলটিতে কোনোভাবে হাত না লাগিয়ে 'ক্লোজ' বোতামের ওপরের ঢাকনাটি সরিয়ে নেবেন এবং ভোটগ্রহণ বন্ধ করতে 'ক্লোজ' বোতামটিতে চাপ দেবেন এবং ঢাকনাটি আবার যথাস্থানে লাগিয়ে দেবেন। ভোটগ্রহণ শেষে অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পূর্ণ করার পরে প্রিসাইডিং অফিসার নিয়ন্ত্রণ ইউনিটটি সযত্নে বহনকারী বাক্সে প্যাক করে সেটি অ্যাড্রেস ট্যাগ সমেত সিল করবেন। ঐ সিল করা বাক্সটি অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সমেত স্ট্রং রুমে (সংগ্রহণ কেন্দ্র) পৌঁছে দিতে হবে।

১৪.৮।গণনার দিনে অক্ষত স্ট্রিপ সিল সমেত নিয়ন্ত্রণ ইউনিটটি গণনা-টেবিলে উপস্থিত থাকা প্রার্থী / গণনা এজেন্টদের পরীক্ষা করে দেখবার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। শুধুমাত্র এরপরেই, সবুজ কাগজের সিলটি যাতে অক্ষত থাকে সে বিষয়ে সতর্ক থেকে স্ট্রিপ সিলটি ভাঙা যেতে পারে। বাইরে বেরিয়ে থাকা সবুজ কাগজের সিলগুলি পরীক্ষা করে দেখবার পরে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের বহির্ভাগের দরজা (আউটার ডোর)-এর উপর লাগানো সুতোর সিলটি খোলা হবে।

১৪.৯। গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা — স্ট্রিপ সিল দিয়ে সিল করার সময়

১৪.৯.১। স্ট্রিপ সিলটি ফলাফল শাখার বহির্ভাগের দরজার উপরে থাকা 'ক্লোজ' বোতামের ঢাকনা (রবার ক্যাপ)-এর নিচের অংশটি আবৃত করে থাকবে। স্ট্রিপটি আটকাবার সময় 'ক্লোজ' বোতামটি যাতে অনাচ্ছাদিত থাকে ও এই স্ট্রিপ দ্বারা এই বোতাম যেন আংশিকভাবেও আচ্ছাদিত না থাকে এবং যাতে এই বোতামটি চালনা করতে কোনো অসুবিধা না হয় তা সুনিশ্চিত করুন।

১৪.৯.২। স্ট্রিপ সিলটি দৃঢ়ভাবে আটকানো থাকবে এবং ঢিলে থাকবে না।

১৪.৯.৩। **ক্ষতিগ্রস্ত বা ছিন্ন স্ট্রিপ ব্যবহার করবেন না।**

১৪.৯.৪। সবুজ কাগজের সিলের মতোই প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ৪ (চার)টি করে স্ট্রিপ সিল সরবরাহ করা হবে।

১৪.৯.৫। প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরিতে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে সরবরাহ করা প্রতিটি স্ট্রিপ সিলের হিসাব দিতে হবে।

১৪.৯.৬। প্রতিটি অব্যবহৃত স্ট্রিপ সিল বা আকস্মিক কারণে ক্ষতিগ্রস্ত স্ট্রিপ সিল (বা তার অংশবিশেষও) রিটার্নিং অফিসারকে ফেরত দেবেন, এবং কোনো স্ট্রিপ সিল যদি কোনো অনধিকারী ব্যক্তির হাতে কোনো সময় পাওয়া যায়, তাহলে রিটার্নিং অফিসার তার জন্য দায়ী থাকবেন।

১৪.৯.৭। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক এবং জেলা নির্বাচন আধিকারিকগণ প্রত্যেক রিটার্নিং অফিসারকে সরবরাহ করা স্ট্রিপ সিলগুলির ক্রমিক সংখ্যা নথিভুক্ত করে রাখবেন। অনুরূপভাবে, প্রত্যেক রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে সরবরাহ করা স্ট্রিপ সিলগুলির হিসাব রাখবেন।

১৪.৯.৮। নির্বাচন কমিশন আপনার রাজ্যে প্রদর্শন বা প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে স্ট্রিপ সিলের নমুনা সরবরাহ করবেন। এই নমুনা স্ট্রিপ সিলগুলিও নিরাপদ হেফাজতে রাখতে হবে। স্ট্রিপ সিলগুলিকে প্রশিক্ষণ বা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার পরে, ক্ষেত্র অনুযায়ী, ব্যবহৃত স্ট্রিপগুলি কুচি কুচি করে নষ্ট করে ফেলতে হবে।

১৪.১০। প্রকৃত ভোটগ্রহণের জন্য ভোটযন্ত্র প্রস্তুত

১৪.১০.১। ভোটযন্ত্রটি এখন প্রকৃত ভোটগ্রহণের জন্য সবদিক থেকে প্রস্তুত।

১৪.১০.২। ভোটগ্রহণ শুরু করার আগে ভোটপত্র ইউনিটকে ভোটদান কক্ষে রাখতে হবে। আগেই বলা হয়েছে যে-টেবিলে নিয়ন্ত্রণ ইউনিট রেখে চালনা করা হবে, সেখান থেকে যথেষ্ট দূরত্বে ভোটদান কক্ষটি স্থাপন করতে হবে। ভোটপত্র ইউনিট ও নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপনকারী কেব্‌লের দৈর্ঘ্য প্রায় পাঁচ মিটার। অতএব ভোটদান কক্ষটি যথেষ্ট দূরত্বেই থাকবে। তারটিকে এমনভাবে রাখতে হবে যাতে তা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে ভোটদাতাদের চলাফেরায় কোনো বাধা সৃষ্টি না করে ; লক্ষ রাখতে হবে, তাঁরা যেন এটিকে পায়ে মাড়িয়ে বা ডিঙিয়ে না যান। আবার, তারটি যেন পুরোপুরি দেখা যায় এবং কোনো অবস্থাতেই যেন কাপড় বা টেবিলের নিচে ঢাকা না পড়ে। ভোটদান কক্ষে ভোটযন্ত্রটি স্থাপনের সময় ভোটদানের গোপনীয়তা যাতে কোনোভাবেই লঙ্ঘিত না হয়, সে বিষয়ে অবশ্যই সুনিশ্চিত হতে হবে।

১৪.১১। স্ট্রিপ সিলের সাহায্যে ই সি আই এল ভোটযন্ত্র সিল করার পদ্ধতি

ই সি আই এল নির্মিত ভোটযন্ত্রে কেবল একটি সবুজ কাগজের সিল ব্যবহৃত হয়। অতএব, ঐ একটা সবুজ কাগজের সিলের উন্মুক্ত প্রান্ত দুটি ফলাফল শাখার বহির্ভাগের দরজার বাইরে দিয়ে বেরিয়ে থাকে। (বি ই এল অথবা ই সি আই এল নির্মিত উন্নততর ভোটযন্ত্রে একটিই সবুজ কাগজের সিল ব্যবহৃত হয়)। ই সি আই এল নির্মিত ভোটযন্ত্রে (এবং ভোটযন্ত্রের উন্নততর মডেলে) স্ট্রিপ সিল লাগাবার ধাপগুলি নিম্নরূপ :

১৪.১১.১। ধাপ - ১

ফলাফল শাখার বাইরের দরজার নিচের দিক থেকে বেরিয়ে থাকা সবুজ কাগজের সিলটি প্রথমে মাঝবরাবর এমনভাবে দু'বার ভাঁজ করুন যাতে ঐ সিলের সবুজ অংশটি বাইরের দিকে থাকে।

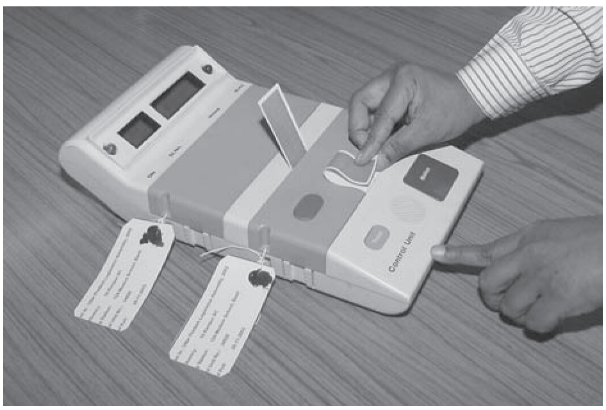

১৪.১১.২। ধাপ - ২

ফলাফল শাখার বাইরের দরজার নিচের দিক থেকে বেরিয়ে থাকা সবুজ কাগজের সিলের ভিতরের দিকের নিচের দিকের কাছে স্ট্রিপ সিলের আঠা লাগানো 'এ' চিহ্নিত অংশটি স্থাপন করুন। 'এ' চিহ্নিত অংশের ওপর থেকে মোম -কাগজটি তুলে নিন এবং সবুজ কাগজের সিলের ভিতরের দিকটি (সবুজ অংশ) আঠা লাগানো অংশের উপর চাপ দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে দিন।

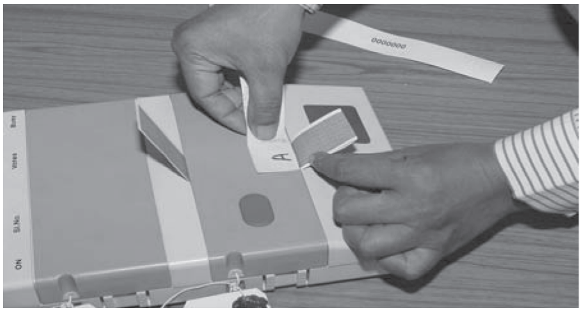

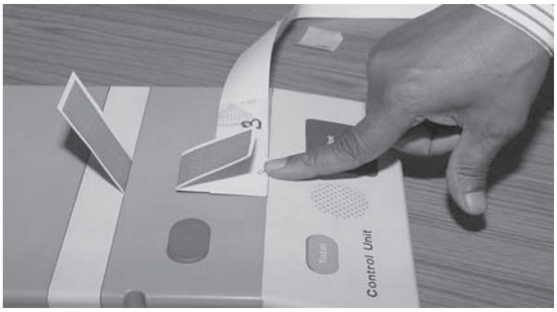

১৪.১১.৩। ধাপ - ৩

আঠা লাগানো 'বি' চিহ্নিত অংশের ওপর থেকে মোম-কাগজটি তুলে নিন এবং আঠা লাগানো অংশটি সবুজ কাগজের সিলের ভাঁজ করা অংশের (সবুজ দিক) ওপরে চেপে লাগিয়ে দিন।

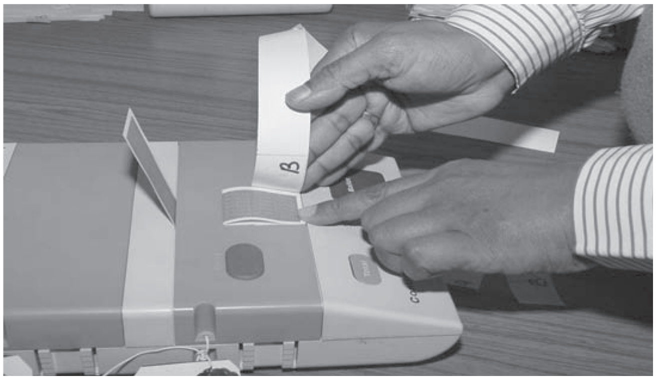

১৪.১১.৪। ধাপ - ৪

সবুজ কাগজের সিলের ওপরে 'বি' চিহ্নিত অংশটি লাগিয়ে দেওয়ার পরে আঠা লাগানো 'সি' চিহ্নিত অংশটি উপরের দিকে চলে আসবে। 'সি' চিহ্নিত অংশের ওপর থেকে মোম-কাগজটি তুলে দিন। বহির্ভাগের দরজার ওপরের দিক থেকে বেরিয়ে থাকা সবুজ কাগজের সিলের ওপরে চাপ দিন যাতে সবুজ কাগজের সিলটি দৃঢ়ভাবে 'সি' চিহ্নিত অংশের ওপর আটকে যায়। (এবার সবুজ কাগজের সিলের সাদা অংশ ওপরে চলে আসবে এবং বাইরে থেকে দেখা যাবে)।

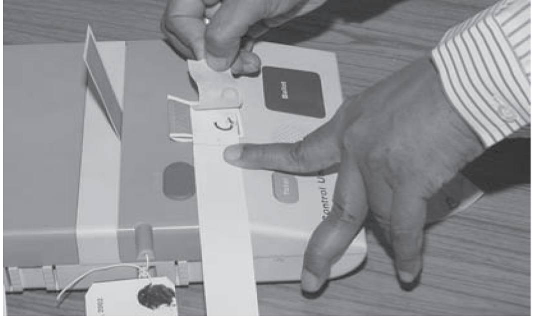

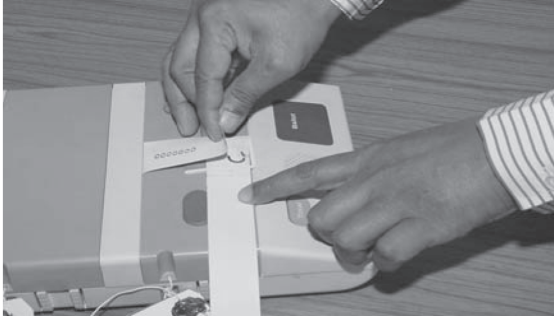

১৪.১১.৫। ধাপ - ৫

স্ট্রিপ সিলের বাকি অংশটি বাঁদিক থেকে ঘুরিয়ে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের সঙ্গে সাবধানে এমনভাবে জড়িয়ে দিন, যাতে স্ট্রিপ সিলটি রবার ক্যাপ আবৃত 'ক্লোজ' বোতামের নিচে দিয়ে যায়। নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ডানদিক থেকে স্ট্রিপ সিলের অপর প্রান্তটি বাইরের দরজার ওপরে আনুন যেখানে তিনটি আঠা লাগানো অংশ 'এ', 'বি' এবং 'সি' জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

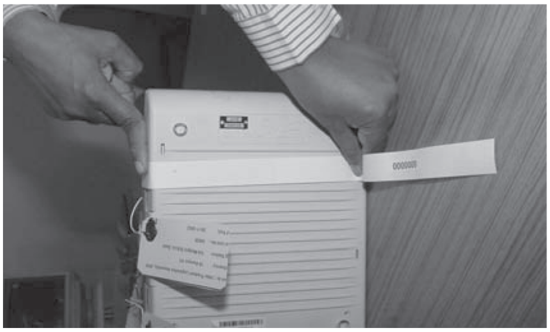

১৪.১১.৬। ধাপ - ৬

আঠা লাগানো 'ডি' চিহ্নিত অংশের ওপর থেকে মোম-কাগজটি তুলে নিন এবং দরজার ওপরের দিক থেকে বেরিয়ে থাকা এবং আঠা লাগানো 'সি' চিহ্নিত অংশে আটকানো সবুজ কাগজের সিলের ওপর এটিকে দৃঢ়ভাবে চেপে আটকে দিন। আঠা লাগানো 'ডি' চিহ্নিত অংশ 'ক্লোজ' বোতামের নিচে দিয়ে আসা স্ট্রিপ সিলের ওপর দিয়ে কিছুটা বেরিয়ে থাকবে। স্ট্রিপ সিলের ওপরে বেরিয়ে থাকা 'ডি' চিহ্নিত অংশ দৃঢ়ভাবে স্ট্রিপ সিলের ওপরে চেপে লাগিয়ে দিন।

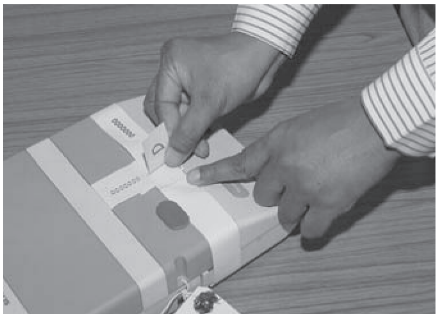

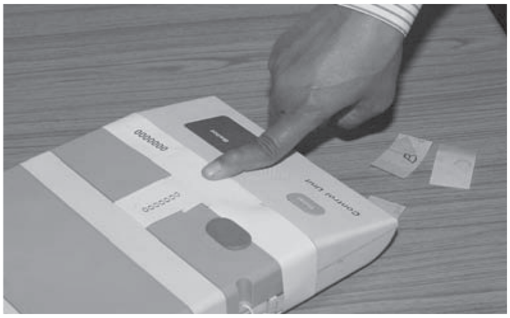

উপরোক্ত পদ্ধতিতে বাইরের দরজার বাইরে দিয়ে বেরিয়ে থাকা সবুজ কাগজের সিলের দুটি উন্মুক্ত প্রান্তকে স্ট্রিপ সিলটি দৃঢ়ভাবে জুড়ে দিয়ে ধরে রাখে। একই সঙ্গে ফলাফল শাখার উপরিভাগে বাইরের দরজা স্ট্রিপ সিলের সাহায্যে চতুর্দিক থেকে আটকে যায় এবং এই শাখা কোনো অবস্থাতেই এই সিল নষ্ট না করে খোলা যাবে না।

১৪.১২। উন্নততর মডেলের বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রের প্রবর্তন

ভারতের নির্বাচন কমিশন ২০০৭ সালে বৈদুতিন ভোটযন্ত্রের উন্নততর মডেল প্রবর্তন করেন এবং এটি ২০০৭ সালে অনুষ্ঠিত মণিপুর বিধানসভার সাধারণ নির্বাচনে প্রথম ব্যবহৃত হয়। সামান্য কিছু অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য/পরিবর্তন ছাড়া বাঙ্গালোরের বি ই এল এবং হায়াদ্রাবাদের ই সি আই এল দ্বারা প্রস্তুত ভোটযন্ত্রের আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ কমবেশি প্রায় একই রকম।

১৪.১২.১। অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ

ক) দৃষ্টিগত অক্ষমতাসম্পন্ন (অন্ধ) ব্যক্তিদের সুবিধার্থে ভোটপত্র ইউনিটের উপরের আবরণে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর জন্য রাখা নীল বোতামের ডানদিকে সংখ্যাগত ব্রেইল চিহ্ন (১ থেকে ১৬) দেওয়া হয়েছে।

১৪.১২.২। **পরিবর্তন**

(ক) প্রদর্শন প্যানেলে বর্তমান মডেলের দুটো জানালার বদলে মাত্র একটি জানালা রাখা হয়েছে।

(খ) বর্তমানে প্রদর্শন প্যানেলে মোট দু'টি সারিতে চব্বিশ অক্ষর/সংখ্যা প্রদর্শন করা হয়ে থাকে (প্রত্যেক সারিতে বারোটি করে)।

(গ) পরস্পর সংযোগ স্থাপনকারী সংযোজকের যে প্রান্ত ভোটপত্র ইউনিটের সঙ্গে স্থায়ীভাবে যুক্ত, তার উভয়পার্শ্বে এখন আলাদা আলাদা রঙের স্প্রিং-ক্লিপ দেওয়া হয়েছে, একটি **কালো** এবং অন্যটি **লাল**। ফিমেল সকেটে সংযোজকটি প্রবেশ করানোর সুবিধার্থে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের পিছনদিকের খোপে থাকা ফিমেল সকেটটির একটি দিক লাল রং করা আছে। লাল-স্প্রিং ক্লিপটি সকেটের লাল দিকটির সঙ্গে এবং কালো স্প্রিং-ক্লিপটি সকেটের কালো দিকটির সঙ্গে লাগাতে হবে।

(ঘ) ফলাফল শাখার 'ফলাফল-১' বোতামটির জায়গায় একটি নূতন 'রেজাল্ট' বোতাম স্থাপন করা হয়েছে।

(ঙ) ফলাফল শাখার 'ফলাফল-২' বোতামটি সরিয়ে তার জায়গায় 'প্রিন্ট' বোতাম দেওয়া হয়েছে। ভোটযন্ত্রের উন্নততর মডেলে ফলাফলের উপাত্ত মুদ্রণের সুবিধা রয়েছে। মুদ্রণের জন্য নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের পিছনদিকে ডাটা-ইন্টারফেস সংযোজকের সঙ্গে একটি বিশেষ গ্যাজেট যুক্ত করতে হবে। 'প্রিন্ট' বোতামটিতে চাপ দেওয়া হলে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটে-র প্রদর্শন প্যানেলে 'প্রিন্টিং' ফুটে উঠবে। **ফলাফল সংক্রান্ত উপাত্ত মুদ্রণের আগে ফলাফল অন্তত একবার দেখে নিতে হবে।**

(চ) ফলাফল শাখার ভিতরের ঢাকনা, যেটি 'রেজাল্ট' ও 'প্রিন্ট' বোতাম দুটিকে ঢেকে রাখে, সেখানে ই সি আই এল - এর তৈরি যন্ত্রের বর্তমান মডেলটির মতো সবুজ পেপার সিল ঢোকাবার জন্য একটি মাত্র জানালা দেওয়া আছে। সেহেতু, ভোটযন্ত্রের উন্নততর মডেলে সবুজ পেপার সিল দিয়ে সিল করার জন্য একটিমাত্র সবুজ পেপার সিলই ব্যবহার করা হবে।

(ছ) বর্তমানে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের বোতামগুলিতে চাপ দেওয়ার ক্রম ই সি আই এল—এর তৈরি ভোটযন্ত্রের মতোই করা হয়েছে। ক্রমটি হলো: ক্লিয়ার-ক্যান্ড সেট-ক্লিয়ার-ব্যালট-ক্লোজ-রেজাল্ট। 'ক্যান্ড সেট' বোতামটিতে চাপ দেওয়ার পর 'ব্যালট' বোতামটিতেও সরাসরি চাপ দেওয়া যেতে পারে। যথাযথ ক্রম না মেনে কোনো বোতামে চাপ দিলে প্রদর্শন প্যানেলে 'ইনভ্যালিড' ফুটে উঠবে।

১৪.১২। প্রদর্শন প্যানেলে যে সমস্ত লিখন ফুটে ওঠে এবং সেগুলির অর্থ কী তা নিচে দেখানো হলো :—

(ক)	লিঙ্ক এরর	ঃ- প্রথম ভোটপত্র ইউনিটের 'লিঙ্ক এরর', অর্থাৎ সংযোজক কেব্‌ল না থাকলে, ছিঁড়ে গেলে বা যখন একটি মাত্র ভোটপত্র ইউনিট ব্যবহৃত হয়েছে অথচ 'স্লাইড সুইচ' "১" অবস্থানে সঠিক ভাবে রাখা হয়নি বা যখন একাধিক ভোটপত্র ইউনিট ব্যবহৃত হচ্ছে, কিন্তু ইউনিটগুলি যথাযথ ক্রমানুযায়ী সংযোজিত হয়নি।
(খ)	প্রেসড এরর	ঃ- প্রথম ভোটপত্র ইউনিটে কোনো প্রার্থীর বোতামটি চাপ দিয়ে বা জ্যাম করে রাখা হয়েছে।
(গ)	এরর	ঃ- নিয়ন্ত্রণ ইউনিট ব্যবহারের উপযুক্ত নয়।
(ঘ)	ইনভ্যালিড	ঃ- নিয়ন্ত্রণ ইউনিটটি কোনো বোতামে উপযুক্ত ক্রম না মেনে চাপ দেওয়া হয়েছে।
(ঙ)	সি ইউ এরর	ঃ- নিয়ন্ত্রণ ইউনটি পরিবর্তন করতে হবে।

(চ)	বি ইউ-১ এরর	:-	ভোটপত্র ইউনিট-১ পরিবর্তন করতে হবে।
(ছ)	ক্লক এরর	:-	'রিয়াল টাইম ক্লক' (আর টি সি) ঠিকমত কাজ করছে না।
(জ)	এনড্	:-	'ক্লিয়ার' বা 'রেজাল্ট' বোতামে চাপ দেওয়ার পর লিখন-ক্রম প্রদর্শন শেষ হয়েছে।
(ঝ)	ফুল	:-	সর্বাধিক যত ভোটের (২০০০) জন্য ভোটযন্ত্রটি প্রস্তুত হয়েছে ততগুলি ভোট পড়ে গেছে। যন্ত্রটি মেমরিতে ২০০০ ভোট সংরক্ষণের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।
(ঞ)	ক্যান্ডিডেট্স-৬	:-	যন্ত্রটি ৬জন প্রার্থীর জন্য সেট করা আছে।
(ট)	টোটাল পোলড ভোটস - ১৪৮৭	:-	মোট ১৪৮৭টি ভোট পড়েছে।
(ঠ)	ক্যান্ডিডেট্ ০৬ ২৩৫	:-	৬ নং প্রার্থী ২৩৫টি ভোট পেয়েছেন।
(ড)	. . . . . .	:-	পাওয়ার প্যাকটির আয়ু কমে গেছে।
(ঢ)	চেঞ্জ ব্যাটারি	:-	ব্যাটারির শক্তি কমে গেছে বলে পাওয়ার প্যাকটি পরিবর্তন করতে হবে।
(ণ)	ব্যাটারি হাই	:-	ব্যাটারির ক্ষমতা বেশি।
(ত)	ব্যাটারি মিডিয়াম	:-	ব্যাটারির ক্ষমতা মাঝারি মানের।
(থ)	ব্যাটারি লো	:-	ব্যাটারির ক্ষমতা কমে গেছে।
(দ)	ডি টি ই ১৬-০১-০৭ টি এম-ই ০৯.৪৩-৩৪	:-	সময় এবং তারিখ।
(ধ)	এস এল নং এইচ- ০০০০৩	:-	নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের পিছন দিকে উল্লেখিত ক্রমিক সংখ্যা।
(ন)	কম্পিউটিং রেজাল্ট	:-	ফলাফল কম্পিউটারে গণনাধীন।
(প)	পি এস টি- ০৯-৫০-২০ পি ই টি- ১৫-৩২-১০	:-	ভোটগ্রহণ শুরু ও সমাপ্তির সময়।
(ফ)	রেজাল্ট পি ডি টি ১৬-০১-০৭	:-	ভোট গ্রহণের ফলাফল ও তারিখ
(ব)	প্রিন্টিং	:-	মুদ্রণ চলছে।
(ভ)	ডিলিটিং পোলড্ ভোটস	:-	নিয়ন্ত্রণ ইউনিট থেকে গৃহীত ভোট মুছে ফেলা হচ্ছে।

যখন নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের পাওয়ার সুইচটি ঠেলে উপরদিকে **অন্** অবস্থানে নিয়ে আসা হবে, একটি **'বিপ্'** আওয়াজ শোনা যাবে এবং নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের প্রদর্শন শাখায় **'অন'** বাতি **সবুজ** হয়ে জ্বলে উঠবে এবং প্রদর্শন প্যানেলে নিচের লেখাগুলি পরপর ফুটে উঠবে ঃ-

ই ভি এম ইজ অন, ই সি আই		
ডি টি ই ১৬-০১-২০০৭ টি এস ই ০৯-৪৩-৩৪	ঃ-	দিন-মাস-বছর-এইভাবে তারিখ এবং ঘন্টা-মিনিট-সেকেন্ড—এইভাবে সময় দেখানো হয়েছে।
এস এল নং এইচ ০০০০৩	ঃ-	নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ক্রমিক সংখ্যা।
ক্যান্ডিডেট্স ১০	ঃ-	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা দশ।
ব্যাটারি হাই	ঃ-	ব্যাটারির ক্ষমতা ‘হাই’ অবস্থায় আছে।
সেট ক্যান্ডিডেট	ঃ-	অন্ বাতি **সবুজ** হয়ে জ্বলার পর ‘ক্যান্ড সেট’ বোতামটিতে চাপ দেওয়া হয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সংখ্যানুযায়ী যন্ত্রটি সেট করতে হবে।

প্রদর্শন প্যানেলে অন্যান্য যেসব লেখা দেখা যাবে সেগুলি হলো :–

‘ক্লিয়ার’ বোতামে চাপ দিয়ে সমস্ত গণনাগুলি যখন ‘শূন্য’ অবস্থানে নিয়ে আসা হয়েছে –

ডিলিটিং পোল্ড্ ভোটস্		
ক্যান্ডিডেট্স ৯	ঃ-	(যদি যন্ত্রটি ৯ জন প্রার্থীর জন্য সেট করা হয়)
টোটাল পোলড্ ভোট্স্ - ০		
ক্যান্ডিডেট - ০১ ভোট্স্ - ০		
ক্যান্ডিডেট - ০২ ভোট্স্ - ০		
ক্যান্ডিডেট - ০৩ ভোট্স্ - ০		
ক্যান্ডিডেট - ০৪ ভোট্স্ - ০		
ক্যান্ডিডেট - ০৫ ভোট্স্ - ০		
ক্যান্ডিডেট - ০৬ ভোট্স্ - ০		
ক্যান্ডিডেট - ০৭ ভোট্স্ - ০		
ক্যান্ডিডেট - ০৮ ভোট্স্ - ০		
ক্যান্ডিডেট - ০৯ ভোট্স্ - ০		
এন্ড		

মহড়া ভোট শেষ হওয়ার পর 'ক্লোজ' বোতামটিতে চাপ দিলে প্রদর্শন প্যানেলে নিম্নোক্ত লেখাগুলি দেখা যাবে:–

ক্লোজিং	
ডি টি ই ১২.০১.০৭ টি এম ই ১০.৩৪.৫৬	
এস এল নং - এইচ ০০০০৩	
ক্যান্ডিডেটস্ ১৬	ঃ- (যখন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মোট সংখ্যা ১৬)
টোটাল পোলড্ ভোট্স্ - ২০০	ঃ- (যদি প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা হয় ২০০)
পোল ক্লোজড্	

নির্বাচনের ফলাফল জানতে ফলাফল শাখার 'রেজাল্ট' বোতামটিতে চাপ দিলে প্রদর্শন প্যানেলে নিম্নোক্ত লেখাগুলি দেখা যাবে ঃ–

কম্পিউটিং রেজাল্ট	
পোল রেজাল্ট পি ডি টি ১৬.০১.০৭	ঃ– (পি ডি টি - ভোটগ্রহণের তারিখ)
পি এস টি ০৯.৫০.২০ পি ই টি ১৫.৩২.১০	ঃ– (পি এস টি - ভোটগ্রহণ শুরুর সময়, পি ই টি- ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার সময়)
এস এল নং - এইচ ০০০০৩	ঃ– নিয়ন্ত্রণ ইউনিট পি সি বি - র ক্রমিক নং
ক্যান্ডিডেট ৯	ঃ– (প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা) - ৯)
টোটাল পোলড ভোট্স্ - ৫৪	ঃ– (প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা - ৫৪)
ক্যান্ডিডেট - ০১ ভোটস্ -৬	
ক্যান্ডিডেট - ০২ ভোটস্ -৬	
ক্যান্ডিডেট - ০৩ ভোটস্ -৬	

(যদি প্রার্থী পিছু ছয়টি হিসাবে মাত্র চুয়ান্নটি ভোট দেওয়া হয়ে থাকে)

একাধিক দিনে ভোটগ্রহণ করা হয়ে থাকলে, ফলাফল এভাবে প্রদর্শিত হবে ঃ–

কম্পিউটিং রেজান্ট	
পোল রেজাল্ট ডেজ অফ পোল	
পি ডি ওয়াই ০১-০২-০৭ টোটাল ৫০	
....	
....	
....	
পি ডি ওয়াই ০৩.০২.০৭ টোটাল ৫০	ঃ- প্রদর্শিত তারিখে যতগুলি ভোট পড়েছে।
এস এল নং- এইচ ০০০০৩	

ক্যান্ডিডেট - ৯

টোটাল পোলড্ ভোটস্ - ২০০০

ক্যান্ডিডেট - ০১ ভোটস্ - ১০

....

....

....

ক্যান্ডিডেট ০৯ ভোটস্ - ১০

এন্ড

(এটি একটি উদাহরণমাত্র)

প্রতি ঘন্টায়/নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা জানবার জন্য 'টোটাল' বোতামটিতে চাপ দেওয়া হলে প্রদর্শন প্যানেলে নিম্নোক্ত লেখা দেখা যাবে :—

ব্যাটারি হাই

ডি টি ই ০১.০২.০৭ টি এম ই ০৭.০৫.৫০

ক্যান্ডিডেট্স্ ৯

টোটাল পোলড্ ভোটস - ২০০

ভোট গ্রহণের নির্ধারিত সময় শেষ হলে এবং সর্ব শেষ ভোটদাতা ভোট দেওয়ার পর ই ভি এম বন্ধ করার জন্য 'ক্লোজ' বোতামে চাপ দিলে প্রদর্শন প্যানেলে নিচের লেখাগুলি দেখা যাবে : —

ক্লোজিং

ডি টি ই ০২-০১-০৭ টি এম ই ১০-৩৪-৫৬

এস এল নং - এইচ ০০০০৩ (যদি নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ক্রমিক নং এইচ ০০০০৩ হয়)

ক্যান্ডিডেট ১৬ (যদি যন্ত্রটি ১৬ জন প্রার্থীর জন্য সেট করা হয়ে থাকে)

টোটাল পোলড্ ভোটস্ - ২০০ (যদি প্রদত্ত ভোটের মোট সংখ্যা হয় ২০০)

পোল ক্লোজড্

১৫ অধ্যায়

ভোটগ্রহণের সূচনা

১৫.১। ভোটগ্রহণের সূচনা

নির্ধারিত সময়ে ভোটগ্রহণ শুরু করতে হবে। প্রারম্ভিক কাজকর্ম ততক্ষণে শেষ করে ফেলতে হবে। কোনো অপ্রত্যাশিত কারণে যদি আপনি নির্ধারিত সময়ে ভোটগ্রহণ শুরু করতে না পারেন, তাহলে প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরিতে আপনাকে বিলম্বের কারণ লিপিবদ্ধ করতে হবে। আপনি সুনিশ্চিত করবেন যে ভোটযন্ত্র থেকে মহড়া ভোটের তথ্য এবং ভিভিপ্যাট মেশিন থেকে মহড়াভোটের কাগজের চিরকুটগুলি বার করে আনা হয়েছে।

১৫.২। ভোটের গোপনীয়তা বিষয়ে সতর্কবাণী

ভোটগ্রহণ শুরু করার আগে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তাঁদের পোলিং এজেন্ট সমেত সকলের কাছে ভোটের গোপনীয়তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে তাঁদের কর্তব্য এবং ওই গোপনীয়তা ভঙ্গের শাস্তি সম্পর্কে আইনের ১২৮ ধারা (অনুবন্ধ ১)-র বিধানাবলি ব্যাখ্যা করুন।

১৫.৩। অমোচনীয় কালির বিষয়ে আগাম সতর্কতা

অমোচনীয় কালির শিশিটি এমনভাবে যত্ন সহকারে রাখতে হবে যাতে ভোটগ্রহণ চলাকালীন সেটি কাত হয়ে পড়ে না যায় বা কালি ছড়িয়ে না পড়ে। এ বিষয়ে অমোচনীয় কালির ভারপ্রাপ্ত পোলিং অফিসারকে পর্যাপ্ত আগাম সতর্কতা অবলম্বন করতে বলুন। এই উদ্দেশ্যে, একটি কাপ বা একটি খালি টিন অথবা এ ধরনের কোনো চওড়া তলাবিশিষ্ট পাত্র নিয়ে তার মধ্যে কিছু বালি বা ঝুরো মাটি নিন। শিশিটিকে পাত্রের মাঝখানে তিন-চতুর্থাংশ দৈর্ঘ্য পর্যন্ত ঠেলে ঢুকিয়ে দিন যাতে শিশিটি বালি বা মাটির মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত থাকে। ছিপির সঙ্গে যুক্ত ব্রাশটি শিশির মধ্যে লম্বালম্বিভাবে রাখা আছে কি না তাও দেখে নিন। সেইসঙ্গে মনে রাখবেন, ভোটদাতাদের তর্জনীতে দাগ দেওয়া ছাড়া তা যেন বের করা না হয়। ব্রাশটির যে-প্রান্ত দিয়ে দাগ দেওয়া হবে সে প্রান্তটিকে সর্বদা নিচের দিকে মুখ করে ব্রাশটি উল্লম্বভাবে রাখতে হবে। অন্যথায়, কিছু কালি ব্রাশটি বেয়ে গড়িয়ে পড়বে এবং ব্যবহারকারী ব্যক্তির আঙুলগুলিতে কালি লেগে যাবে।

১৫.৪। নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপি

ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার আগে আপনি উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/পোলিং এজেন্টদের ও অন্যান্য ব্যক্তিদের, চিহ্নিত নির্বাচক তালিকাটি (যে তালিকায় ভোট দিতে পারেন এমন নির্বাচকদের নাম চিহ্নিত করা হয়) তুলে দেখাবেন যে তাতে যে-ভোটদাতাদের নির্বাচনী দায়িত্বের শংসাপত্র ইস্যু করা হয়েছে এবং যে-ভোটদাতাদের পোস্টাল ব্যালট ইস্যু করা হয়েছে তাদের নামের পাশে যথাক্রমে ইডিসি ও সিএসভি ব্যতীত আর কোনো লেখা বা চিহ্ন দেওয়া নেই এবং খসড়া তালিকায় সংযুক্ত ক্রোড়পত্রে যদি কোনো কিছু বাদ দেওয়া হয়ে থাকে, অথবা চূড়ান্ত প্রকাশনার আগে নিষ্পত্তি হওয়া দাবি ও আপত্তিসমূহ আট স্তম্ভবিশিষ্ট অ-সচিত্র নির্বাচক তালিকায় কেটে দেওয়ার মাধ্যমে এবং সচিত্র নির্বাচক তালিকায় সংশি-ষ্ট নির্বাচক বিষয়ক খুঁটিনাটি সংবলিত ঘরের ওপর ‘অবলোপ’ (ডিলিটেড) লিখে দেওয়ার মাধ্যমে সেই বিলোপগুলি প্রতিফলিত হয়েছে, এই কাজ করতে গিয়ে অন্য কোনো লিখন বাদ পড়েনি বা পরিবর্তিত হয়নি।

১৫.৫। ১৭ক নিদর্শে (17A) ভোটদাতাদের নিবন্ধ (Register of voters)

উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/পোলিং এজেন্ট ও অন্যান্য ব্যক্তিদের দেখিয়ে দিন যে, ভোটদাতা নিবন্ধ-এ (১৭ক নিদর্শ)(যাতে ভোট দানের অনুমতিপ্রাপ্ত প্রত্যেক নির্বাচক সম্পর্কে লিখন থাকে এবং তাঁর স্বাক্ষর/টিপসই নেওয়া হয়) এখনো পর্যন্ত কোনো নির্বাচক সম্পর্কে কোনো লিখন লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

১৫.৬। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটদাতাদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত করতে হবে

১৫.৬.১। পুরুষ ও মহিলা ভোটারদের জন্য পৃথক সারির ব্যবস্থা করতে হবে। যেসব ব্যক্তি সারিগুলি নিয়ন্ত্রণ করবেন তাঁরা একসঙ্গে তিন বা চারজন বা আপনার নির্দেশ মতো কম বা বেশি ভোটদাতাকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ

করতে দেবেন। অন্য যেসব ভোটদাতা ভেতরে প্রবেশ করার জন্য অপেক্ষা করছেন তাঁদের সারিবদ্ধভাবে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে। সারিতে দাঁড়ানো অশক্ত ও বাচ্চা কোলে মহিলা ভোটদাতাদের অন্য ভোটদাতাদের আগে ভোটদান করার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। পুরুষ ও মহিলা ভোটারদাতাদের পর্যায়ক্রমে প্রবেশ করতে দিতে হবে। ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে পুরুষ ভোটদাতাদের জন্য একাধিক সারি বা মহিলা ভোটদাতাদের জন্য একাধিক সারি গঠন করা চলবে না।

১৫.৬.২। প্রতিবন্ধী ভোটদাতাগণ অন্যদের সঙ্গে সারিতে অপেক্ষমান না থেকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশের ক্ষেত্রে যাতে অগ্রাধিকার পান, সে বিষয়টি আপনাকে সুনিশ্চিত করতে হবে এবং ভোটগ্রহণকেন্দ্রে তাঁদের সবরকম প্রয়োজনীয় সহায়তাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হলে এ ধরণের ব্যক্তিদের জন্য পৃথক সারির ব্যবস্থা করতে হবে।

১৫.৬.৩। এ ধরণের ব্যক্তিদের হুইল চেয়ার নিয়ে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশের ব্যাপারে সম্পূর্ণ সুবিধাদানের বিষয়টি আপনাকে সুনিশ্চিত করতে হবে। যদি আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে স্থায়ী ঢালু পাটাতন (র‌্যাম্প) না থাকে তবে কাঠের তৈরি অস্থায়ী ঢালু পাটাতনের বন্দোবস্ত করতে হবে।

১৫.৬.৪। অন্যান্য অক্ষম ব্যক্তিদের মতোই বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে-ও আপনাকে বিশেষ যত্ন নিতে হবে।

১৫.৭। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে শুধুমাত্র নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের প্রবেশ করতে দেবেন :

(ক) ভোটদাতা;

(খ) পোলিং অফিসার;

(গ) প্রত্যেক প্রার্থী, তাঁদের নির্বাচনী এজেন্ট এবং এক একবারে প্রত্যেক প্রার্থীর একজন করে পোলিং এজেন্ট;

(ঘ) কমিশনের প্রাধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, অর্থাৎ যে সমস্ত ব্যক্তিকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশের জন্য নির্বাচন কমিশন প্রবেশপত্র দিয়েছে, যেমন প্রাধিকার-পত্র সহ প্রচারমাধ্যমের লোকজন;

(ঙ) কর্তব্যরত সরকারি কর্মচারী;

(চ) কোনো ভোটাদাতার সঙ্গে কোলের শিশু;

(ছ) দৃষ্টিহীন বা অশক্ত ভোটদাতা যাঁরা কারও সাহায্য ছাড়া চলাফেরা করতে বা ভোট দিতে পারেন না এমন ভোটদাতার সঙ্গী; এবং

(জ) ভোটদাতাদের শনাক্ত করার উদ্দেশ্যে অথবা ভোটগ্রহণের কাজে অন্য কোনোভাবে সহায়তা করার জন্য প্রিসাইডিং অফিসার বিভিন্ন সময়ে প্রবেশ করার অনুমতি দিতে পারেন এমন অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ।

১৬ অধ্যায়

অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের রক্ষাকবচ

১৬.১। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার রক্ষাকবচ – প্রিসাইডিং অফিসারের ঘোষণা

১৬.১.১। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য রক্ষাকবচ হিসাবে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাট প্রদর্শন, নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপি ও নির্বাচক নিবন্ধ এবং সবুজ কাগজের সিলের উপরে প্রার্থী / পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর গ্রহণ এবং সবুজ কাগজের সিলের উপর মুদ্রিত ক্রমিক নম্বর টুকে নেওয়ার জন্য প্রার্থী / পোলিং এজেন্টদের অনুমতি দান সম্পর্কিত যেসব প্রয়োজনীয় নির্দেশ আছে, সেইসব নির্দেশ যে আপনি সঠিকভাবে পালন করেছেন তা নিশ্চিত করার জন্য ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার আগে আপনাকে ৭ অনুবন্ধের প্রথম ভাগে নির্দিষ্ট ঘোষণাটি পড়ে শোনাতে হবে। ভোটের গোপনীয়তা রক্ষা সংক্রান্ত ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১২৮ ধারার বিধানাবলি পড়ে শোনানোর অব্যবহিত পরেই এটি করতে হবে। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত সকল ব্যক্তির শ্রুতিগোচর হয় এমনভাবে আপনি ঘোষণাটি পড়বেন ও তাতে স্বাক্ষর করবেন এবং যেসব প্রার্থী/পোলিং এজেন্ট উপস্থিত থাকবেন তাঁদের স্বাক্ষর নেবেন। যেসব পোলিং এজেন্ট ঘোষণায় স্বাক্ষর দিতে অস্বীকৃত হবেন, তাঁদের নামও সেখানে নথিভুক্ত করে নেবেন।

১৬.২। নতুন ভোটযন্ত্র ব্যবহারের সময় যে পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে

১৬.২.১। ভোটগ্রহণ চলাকালীন বিশেষ কারণে নতুন ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাট ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী হলে ভোটযন্ত্র ব্যবহারের শুরুতে আপনাকে ৭ অনুবন্ধের দ্বিতীয় ভাগে বিধৃত ঘোষণাটি পুনরায় পাঠ করতে হবে। ভোটগ্রহণের শেষে ওই একই পদ্ধতিতে ৭ অনুবন্ধের তৃতীয় ভাগের ঘোষণাটি একইভাবে পাঠ করবেন। ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর ঘোষণাটি একটি আলাদা খামে ভরে ১৭গ নিদর্শে ভোটের হিসাব, কাগজের সিলের হিসাবের সঙ্গে রির্টার্নিং অফিসারের কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে।

১৬.২.২। যেক্ষেত্রে ভোট চলাকালীন ব্যালট ইউনিট অথবা কন্ট্রোল ইউনিটটি সার্বিকভাবে কাজ করবে না, আপনাকে ব্যালট ইউনিট, কন্ট্রোল ইউনিট ও ভিভিপ্যাট সহযোগে সম্পূর্ণ ভোটযন্ত্র অর্থাৎ ই.ভি.এম. মেশিনটি পাল্টাতে হবে। অবশ্য এই ক্ষেত্রে মহড়া ভোট নেওয়ার সময় অন্তত একটি করে ভোট কোটাসহ প্রত্যেক প্রার্থীর ক্ষেত্রেই নেওয়া হয়েছে, এমনটি হতে হবে। মহড়া ভোটের পর আপনি কন্ট্রোল উইনিটের ফলাফল যাচাই করবেন এবং ভিভিপ্যাটের ছাপানো চিরকুটগুলি গুনে নেবেন এসমস্তই হবে পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতিতে যাতে কোনো প্রার্থী কতগুলি ভোট পেলেন এ সম্পর্কে উপস্থিত সকলেই সুনিশ্চিত থাকেন। পিসাইডিং অফিসার হিসাবে আপনি অবশ্যই কন্ট্রোল ইউনিট থেকে মহড়া ভোটের সকল তথ্য মুছে ফেলবেন এবং ভিভিপ্যাট মেশিন থেকে ভিভিপ্যাটের ছাপানো চিরকুটগুলি বার করে নেবেন। এরপর ভিভিপ্যাটের খালি ড্রপবাক্সটি উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের দেখিয়ে সুনিশ্চিত করবেন। মহড়া ভোটের সময় গৃহীত ভিভিপ্যাটের ছাপানো চিরকুটের পেছনের দিকে রাবার স্ট্যাম্প দিয়ে লেখা থাকবে মহড়া ভোটের চিরকুট। এরপর মহড়া ভোটের সময় নেওয়া ভিভিপ্যাটের ছাপানো কাগজের টুকরোগুলি একটি গাঢ় কালো রং-এর খামে ঢুকিয়ে খামটি সিল করতে হবে। পোলিং এজেন্টদের সাথে আপনিও ঐ খামটিতে আপনার স্বাক্ষর দেবেন। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নম্বর ও নাম বিধানসভা ক্ষেত্রের নম্বর ও নাম ভোট গ্রহণের তারিখ এই খামের উপর লেখা থাকবে। খামটির উপরে আরো লেখা থাকবে "ই.ভি.এম. এবং ভিভিপ্যাট মেশিনের পরিবর্তনহেতু মহড়া ভোট চলাকালীন গৃহীত ভিভি প্যাটের কাগজের চিরকুট।" এই খামটি মহড়া ভোটের জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ প্লাস্টিকের বাক্সে সুরক্ষিত থাকবে। খামটি পিংক পেপার সিল দিয়ে এমনভাবে সিল করতে হবে যাতে এই সিলটি না ভেঙে কোনোভাবেই বাক্স খোলা না যেতে পারে। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নম্বর ও নাম, নির্বাচন ক্ষেত্রের নম্বর ও নাম, ভোটগ্রহণের তারিখ প্লাস্টিক বাক্সের উপরও লেখা থাকবে। প্রিসাইডিং অফিসার এবং পোলিং এজেন্ট পিংক পেপারসিলের উপর নিজের নিজের স্বাক্ষর মুদ্রিত করবেন এবং নির্বাচন সম্বন্ধীয় নথির সাথে বাক্সটিকেও রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। এরপর প্রিসাইডিং অফিসার অপর একটি মহড়া ভোটের সংশাপত্র স্বাক্ষর করবেন এবং কন্ট্রোল ইউনিট ও ভিভিপ্যাট মেশিনটি সিল করবেন। মনে রাখবেন, ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরুর আগে ভিভিপ্যাটের ড্রপ বাক্সটিকেও একটি অ্যাড্রেস ট্যাগ দিয়ে সিল করতে হবে। এই সিলটি প্রিসাইডিং অফিসার তাঁর প্রিসাইডিং অফিসারের জন্য নির্দিষ্ট সিল দিয়ে সিল করতে হবে।

ভোটগ্রহণের সময় শুধুমাত্র ভিভিপ্যাট মেশিনটি পরিবর্তন করা হলে কোনো মহড়া ভোট নতুন করে নেবার প্রয়োজন নেই।

ভোটগ্রহণের শেষে আপনাকে অনুরূপভাবে একটি ঘোষণাপত্র উপস্থিত সকলের থেকে প্রত্যয়িত করে নিতে হবে ঘোষণাপত্রটি একটি পৃথক খামে থাকবে এবং ভোটগ্রহণের হিসাব ও পেপার সিলের হিসাব সংবলিত নিদর্শ ১৭সি-এর সাথে রিটার্নিং অফিসারের কাছে জমা দিতে হবে।

১৭ অধ্যায়

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের মধ্যে ও তার চারপাশে নির্বাচনী আইন বলবৎকরণ

১৭.১। পক্ষপাতশূন্যতার প্রয়োজনীয়তা এবং শিষ্টাচার ও মর্যাদা রক্ষা

১৭.১.১। সমস্ত দল ও প্রার্থীর সঙ্গে সমান আচরণ করুন এবং প্রতিটি বিতর্কিত বিষয়ে নিরপেক্ষ ও ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। আপনার কৌশল, দৃঢ়তা ও পক্ষপাতশূন্যতা, যে কোনোরকম শান্তিভঙ্গের ঘটনার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ। বলাই বাহুল্য, আপনি বা আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে অন্য কোনো অফিসার, এমন কোনো কাজ করবেন না যাতে মনে হতে পারে যে নির্বাচনে বিশেষ কোনো প্রার্থীর সুবিধা করে দেওয়া হচ্ছে।

১৭.১.২। এছাড়া, আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে আপনি ও অন্যান্য আধিকারিক কর্তব্যরত একজন আধিকারিক যে ধরনের শিষ্টাচার ও মর্যাদা রক্ষা করে চলবেন বলে প্রত্যাশা করা হয় তদনুযায়ী আচরণ করবেন। যদিও প্রত্যেক নির্বাচকের প্রতি স্বাভাবিক সৌজন্য প্রদর্শন আপনার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে, তবুও কোনো নামজাদা ব্যক্তিত্ব বা ভি আই পি আপনার কেন্দ্রে ভোটদান করতে এলে আপনি বা আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের কোনো আধিকারিক তাঁর সঙ্গে করমর্দন বা ছবি তোলানোর জন্য হুড়োহুড়ি করবেন না, যা একজন কর্তব্যরত আধিকারিকের পক্ষে অশোভন।

১৭.২। প্রচারে নিষেধাজ্ঞা

১৭.২.১। নির্বাচনী আইন অনুসারে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে প্রচার চালানো একটি অপরাধ। যে ব্যক্তি এমন কাজ করবেন তাকে পরোয়ানা ছাড়াই পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারে এবং তিনি ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১৩০ ধারা (১-অনুবন্ধ দ্রষ্টব্য) অনুযায়ী অভিযুক্ত হতে পারেন।

১৭.৩। প্রার্থীদের নির্বাচনী বুথ

১৭.৩.১। নির্বাচক তালিকায় নাম শনাক্তকরণের কাজে নির্বাচকদের সাহায্য করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থেকে ২০০ মিটার দূরত্বে নিজেদের নির্বাচনী বুথ স্থাপন করতে পারবেন। ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থেকে ২০০ মিটার দূরত্বে স্থাপিত ঐ বুথে প্রার্থীরা তাঁদের এজেন্ট ও কর্মীদের ব্যবহারের জন্য একটি টেবিল ও দুটি চেয়ার এবং রোদ বা বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবার জন্য একটি ছাতা বা এক টুকরো ত্রিপলের আচ্ছাদন দিতে পারেন, যাতে তাঁরা ভোটদাতাদের মধ্যে বেসরকারি পরিচিতিজ্ঞাপক চিরকুট বিতরণ করতে পারেন। এই ধরনের টেবিলের চারপাশে ভিড় জমতে দেওয়া চলবে না। যদি কমিশনের উপরোক্ত নির্দেশাবলী অমান্য করার কোনো ঘটনা আপনার গোচরে আনা হয়, আপনি বিষয়টি আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের চারপাশে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট বা অন্যান্য আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানাবেন।

১৭.৪। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে বা নিকটে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ

১৭.৪.১। ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১৩১ধারায় বিধৃত বিধানাবলি বলবৎ করুন (১-অনুবন্ধ দ্রষ্টব্য)। যদি কোনো ব্যক্তি উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করেন আপনি তাঁকে অবিলম্বে ঘটনাস্থলেই কোনো পুলিশ অফিসারকে দিয়ে গ্রেপ্তার করাতে পারেন এবং অভিযুক্ত করতে পারেন। এ ধরনের আচরণ নিবারণ করার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা বা যতটুকু বলপ্রয়োগ করা যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রয়োজনীয় হতে পারে তা করার ক্ষমতা পুলিশের আছে। অবশ্য বার বার বোঝানো ও সতর্ক করার পরেও কোনো ফল না পাওয়া গেলেই এইসব ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত। যদি কোনো মেগাফোন বা লাউডস্পিকারের জন্য ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কাজ ব্যাহত হয়, আপনি অবশ্যই এসব ব্যবহার বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা নেবেন। আইনের এই ধারায় দূরত্বের কোনো সীমা নির্দিষ্ট করা নেই। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের কার্যাবলী ব্যাহত হওয়ার পক্ষে এটি যথেষ্ট নিকটে বা জোরে বাজছে কিনা তা নিরূপণ করার ভার আপনার উপরেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

১৭.৫। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ব্যক্তিদের অপসারণ

কোনো ব্যক্তি অভব্য আচরণ করলে অথবা ভোটগ্রহণ চলাকালীন আপনার আইনসম্মত নির্দেশ অমান্য করলে আপনার আদেশে কোনো পুলিশ অফিসার বা আপনার দ্বারা প্রাধিকারপ্রাপ্ত অন্য কোনো ব্যক্তি তাকে সরিয়ে দিতে পারেন (১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১৩২ ধারা দ্রষ্টব্য—অনুবন্ধ-১)।

১৭.৬। ভোটদাতাদের বহন করে আনার জন্য আইন-বহির্ভূতভাবে যানবাহন ব্যবহার

১৭.৬.১। ভোটদাতাদের আইন বহির্ভূতভাবে যানবাহন ব্যবহার করে নিয়ে আসা ও পৌঁছে দেওয়ার কোনো অভিযোগ যদি করা হয়, আপনি অভিযোগকারীকে বলুন যে তিনি অপরাধীকে ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১৩৩ ধারায় অভিযুক্ত করার ব্যবস্থা নিতে পারেন অথবা ঘটনাটিকে ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করে অপরাধী প্রার্থীর বিরুদ্ধে যথাসময়ে নির্বাচনী মামলা দাখিল করতে পারেন। আপনার নিকট দায়ের করা যে কোনো অভিযোগ মহকুমা শাসক বা যাঁর এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করার এক্তিয়ার রয়েছে তাঁর কাছে আপনার নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আপনার মন্তব্যসহ পাঠিয়ে দিন। যখন কোনো আঞ্চলিক/সেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্র পরিদর্শনে আসবেন তখন বিষয়টি তাঁর গোচরেও আনতে পারেন।

১৭.৬.২। ভোটগ্রহণের দিন যানবাহনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত নির্বাচন কমিশনের জারি করা আদেশ / নির্দেশগুলিও অনুসরণ করুন।

১৭.৭। ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থেকে ভোটযন্ত্র অপসারণ একটি অপরাধ

১৭.৭.১। যদি কোনো ব্যক্তি কোনো নির্বাচনে অবৈধভাবে বা অনধিকারী হিসাবে কোনো ভোটযন্ত্র ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে নিয়ে যান অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে নিয়ে যাওয়ার কাজে সাহায্য করেন বা এইকাজে প্ররোচনা দেন, তবে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং তিনি এক বছরের জন্য কারাদণ্ড বা পাঁচশো টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডেই দণ্ডনীয় হবেন। এক্ষেত্রে ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১৩৫ ধারার ব্যাখ্যাসহ ৬১ক ধারা দ্রষ্টব্য।

১৭.৮। নির্বাচনী আধিকারিকদের সরকারি কর্তব্য লঙ্ঘন

১৭.৮.১। ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১৩৪ ধারার প্রতিও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, যাতে বলা হয়েছে যে যদি কোনো প্রিসাইডিং বা পোলিং অফিসার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই তাঁর সরকারি কর্তব্য লঙ্ঘন করেন বা কোনো অনুচিত কাজ করে কর্তব্যচ্যুতি ঘটান, তাহলে তিনি অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত হবেন।

১৭.৯। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের কাছাকাছি বা অভ্যন্তরে অস্ত্রসহ প্রবেশ নিষেধ

১৭.৯.১। ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১৩৪খ ধারা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি (রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার এবং ভোটকেন্দ্রের শান্তি ও শৃঙ্খলারক্ষায় নিয়োজিত কর্তব্যরত কোনো পুলিশ অফিসার বা অন্য কোনো ব্যক্তি ছাড়া) ১৯৫৯ সালের অস্ত্র আইন অনুযায়ী অস্ত্রসহ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের এলাকায় প্রবেশ করতে পারেন না। কোনো ব্যক্তি এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে দু-বছরের জন্য কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড অথবা উভয়দণ্ডেই দণ্ডিত হবেন। এটি একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

১৭.১০। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে সেলুলার ফোন, কর্ডলেস ফোন, ওয়ারলেস সেট ইত্যাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ

১৭.১০.১। কমিশনের স্থায়ী নির্দেশানুসারে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে ও "ভোটগ্রহণ কেন্দ্র সংলগ্ন অঞ্চল" বলে চিহ্নিত ১০০ মিটার পরিসীমার মধ্যে কোনো অবস্থাতেই সেলুলার ফোন, কর্ডলেস ফোন, ওয়ারলেস সেট ইত্যাদি নিয়ে প্রবেশ করা যাবে না। কিন্তু কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী প্রিসাইডিং অফিসার তার মোবাইল ফোন ''সুইচ্ অফ'' অবস্থায় ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নিয়ে যেতে পারবেন। এছাড়াও যেসব ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে মাইক্রো পর্যবেক্ষক থাকবেন সেখানে তাঁরাও মোবাইল ফোন ''সাইলেন্ট'' অবস্থায় সঙ্গে রাখতে পারবেন এবং কন্ট্রোল রুমের ফোন নং তাতে লিবিবদ্ধ করে রাখবেন যাতে প্রয়োজনে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে এসে কন্ট্রোল রুমে যোগাযোগ করতে পারেন এমনভাবে যাতে, ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াতে তা ব্যাঘাত না ঘটায়।

১৭.১১। রাজনৈতিক দলের নাম, প্রতীক বা প্রচার সহ কোনো টুপি, শাল ইত্যাদি পরিধান ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতর নিষিদ্ধ। তবে কোনো নাম, প্রতীক বা প্রচার বিহীন কোন টুপি ইত্যাদি পরিধান নিষিদ্ধ নয়।

১৮ অধ্যায়

নির্বাচকের পরিচিতি যাচাই ও চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে অনুসৃত কার্যপদ্ধতি

১৮.১। নির্বাচকের পরিচিতি যাচাই করা

১৮.১.১। কমিশন এখন নির্বাচকদের তথ্য প্রমাণ-ভিত্তিক পরিচয় প্রতিষ্ঠা বাধ্যতামূলক করেছে। নির্বাচকদের সচিত্র পরিচয়পত্র (এপিক) দেখিয়ে নিজেদের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে হচ্ছে। যে সমস্ত নির্বাচককে পরিচয়পত্র দেওয়া হয়নি অথবা যাঁরা তাঁদের আয়ত্ত-বহির্ভূত কারণে পরিচয়পত্র দেখাতে পারছেন না, তাঁদেরকে কমিশন অনুমোদিত বিকল্প শনাক্তকরণ সম্পর্কিত তথ্য প্রমাণগুলির যে কোনো একটি দেখাতে হবে। প্রতিবারই নির্বাচনের সময়ে কমিশন এ সম্পর্কে আদেশ জারি করে। আপনি কমিশনের সেই আদেশটির প্রতি অবশ্যই দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন এবং সেটি বলবৎ করবেন। যে পোলিং অফিসার শনাক্তকরণের দায়িত্বে আছেন তিনি অবশ্যই সচিত্র পরিচয়পত্র বা ক্ষেত্রানুযায়ী বিকল্প তথ্য প্রমাণ পরীক্ষা করার পর ঐ নির্বাচকের পরিচয় সম্পর্কে সন্তুষ্ট হবেন এবং কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকলে নির্বাচককে আপনার সামনে উপস্থিত হতে নির্দেশ দেওয়া হবে। আপনি নির্বাচকের পরিচয় সম্পর্কে সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য আরো খোঁজখবর নেবেন। যদি এটি প্রমাণিত হয় যে তিনি নাম ভাঁড়াচ্ছেন তা হলে আপনি ঐ ব্যক্তিকে লিখিত অভিযোগসহ পুলিশের হাতে তুলে দেবেন। মনে রাখতে হবে যে ঃ—

ক) নির্বাচকের সচিত্র পরিচয়পত্রে তাঁর নাম, পিতা/মাতা/স্বামীর নাম, লিঙ্গ, বয়স (মাত্র ২/৩ বছরের এদিক ওদিক) বা ঠিকানায় সামান্য অসংগতি থাকলেও ঐ কার্ডের ভিত্তিতে তাঁর পরিচয় প্রতিষ্ঠা করা গেলে ঐ অসংগতি অগ্রাহ্য করে তাঁকে ভোট দিতে দেওয়া হবে।

খ) নির্বাচক তালিকায় উল্লেখিত সচিত্র পরিচয়পত্রের ক্রমিক সংখ্যার সঙ্গে এপিকের ক্রমিক সংখ্যার অসঙ্গতি থাকলে তাও অগ্রাহ্য করা হবে।

গ) যদি কোনো নির্বাচক অন্য কোনো বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রের নির্বাচনী নিবন্ধীকরণ আধিকারিক কর্তৃক ইস্যু করা সচিত্র পরিচয়পত্র দেখান, সেটি-ও গ্রাহ্য করা হবে যদি সেই নির্বাচকের নাম, তিনি যে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দিতে উপস্থিত হয়েছেন সেখানকার নির্বাচক তালিকায় থাকে। কিন্তু সেইসব ক্ষেত্রে, তাঁর বামহস্তের তর্জনীতে কোনো অমোচনীয় কালির দাগ আছে কিনা ভালো করে দেখে নিয়ে এই মর্মে সুনিশ্চিত হতে হবে যে তিনি অন্য কোথাও ভোট দেননি এবং এরপর তাঁর বাম তর্জনীতে ঠিকমত কালির দাগ দিয়ে তাঁকে ভোট দিতে অনুমতি দেওয়া হবে।

ঘ) কমিশন তার ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১, ১৩ মার্চ ২০১১ এবং ১৪ জুন ২০১৩-এর নির্দেশাবলি-৪৬৪/আইএনএসটি/২০১১/ইপিএস অনুযায়ী নির্দেশ করেছে যে, জেলা প্রশাসনকে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সকল ভোটদাতাকে সচিত্র-ভোটার স্লিপ, যেক্ষেত্রে সচিত্র-নির্বাচক তালিকায় নির্বাচকের ছবি আছে, দিতে হবে। কমিশন আবারও জানিয়েছে যে, শনাক্তকরণের জন্য ভোটার স্লিপ একটি অনুমোদিত নথি এবং প্রামাণ্য ভোটার স্লিপ একটি পরিচয় নথি হিসাবে গণ্য। ১৪ জুন ২০১৩-র পত্রে যে-নমুনা ভোটার স্লিপ ছাপা হয়েছে তা এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হলো।

Election to the HOUSE OF People/Legislative Assembly of .... PHOTO

Voter's Slip

No. and Name of PC/AC ....

Part No. ....

Name ....

Sex ....

Father's/Mother's/Husband's Name ....

EPIC No. ....

Voter's Serial No. ....

Polling Station No. and Name ....

Poll Date, Day and Time ....

Note 1. This Voters slip is an approved document for identification

Note 2. This authenticated voters slip is allowed as one of the identity documents

Note 3. If this voter Slip does not have a photograph or it has wrong particulars or photograph, the voter can still be allowed to vote based on alternate identity documents permitted by Election Commission of India

Date : Signature and Stamp of Returning Officer/BLO

(ঙ) বিএলও-র মাধ্যমে নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিকের দ্বারা বিলি করা ভোটার স্লিপটি হলো একটি প্রামাণ্য নথি। যদি কোনো সন্দেহ দেখা দেয় তাহলে, প্রিসাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রের বাইরে কর্তব্যরত সংশ্লিষ্ট বিএলও-র সাহায্য চাইতে পারেন।

ভোটের সময় কেউ যাতে অন্যের নাম ভাঙিয়ে ভোট দিতে না পারেন সেজন্য কমিশন নিম্নোক্ত পদ্ধতির কথা বলেছে:

১) ভোটকেন্দ্র ধরে এএসডি তালিকা প্রস্তুত করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে, প্রত্যেক প্রিসাইডিং অফিসারকে অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত ও দ্বিত্ব নির্বাচকের তালিকা (এএসডি লিস্ট) দেওয়া হয়েছে।

২) নির্বাচনের দিন ভোট দেওয়ার জন্য এএসডি তালিকা-ভুক্ত কোন নির্বাচককে শনাক্তকরণের জন্য এপিক অথবা কমিশন অনুমোদিত বিকল্প সচিত্র-নথিগুলির কোনও একটি নথি দেখাতে হবে। প্রিসাইডিং অফিসার ব্যক্তিগতভাবে পরিচিতি নথিটি এবং নির্বাচক নিবন্ধ বহি (নিদর্শ-১৭ক)-তে সংশ্লিষ্ট পোলিং অফিসারের দ্বারা লিখিত বিবরণ পরীক্ষা করে দেখবেন।

৩) নির্বাচক নিবন্ধন বহি (নিদর্শ-১৭ক)-তে এ ধরনের নির্বাচকের স্বাক্ষর ছাড়াও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপও নিতে হবে। স্বাক্ষর করতে সমর্থ এমন সাক্ষর নির্বাচকের ক্ষেত্রেও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ নিতে হবে।

৪) প্রিসাইডিং অফিসার অনুপস্থিত এবং স্থানান্তরিত নির্বাচকদের তালিকাভুক্ত যেকজন ভোট দিয়েছেন তাদের হিসাব রাখবেন এবং ভোট শেষে ওই মর্মে একটি শংসাপত্র দেবেন (যা কিনা পরীক্ষা করে দেখার জন্য নিদর্শ-১৭ক-এর সঙ্গে রাখা হবে)।

৫) যেখানে সম্ভব সেখানে এ ধরনের নির্বাচকদের ছবি তোলা ও রেকর্ড রাখা যেতে পারে।

৬) মাইক্রো পর্যবেক্ষক উপস্থিত থাকলে তাকে দেখতে হবে যে, অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত ও দ্বিত্ব নামের তালিকা সংক্রান্ত নির্দেশাবলি যথাযথভাবে অনুসৃত হয়েছে।

৭) অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত ও দ্বিত্ব নামের তালিকাভুক্ত নির্বাচকদের ক্ষেত্রে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যে-পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে তা সম্পর্কে প্রিসাইডিং অফিসারকে অবহিত করতে হবে।

৮) নির্বাচন কমিশন এই মর্মে নির্দেশ জারি করেছে যে, ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবাসী নির্বাচকদের (ওভারসিজ ইলেকটরস) পাসপোর্ট দেখে তাদের শনাক্ত করতে হবে।

১৮.১.২। অষ্টম অধ্যায়ে যেমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তদনুযায়ী ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করে নির্বাচক সোজা চিহ্নিত ভোটার তালিকা এবং নির্বাচকদের শনাক্তকরণের জন্য ভারপ্রাপ্ত প্রথম পোলিং অফিসারের কাছে যাবেন। আগে যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবে, পোলিং অফিসার ভোটার তালিকার লিখনের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁর পরিচিতি সঠিকভাবে যাচাই করে নেবেন। মনে রাখতে হবে, ভোটদাতার হাতে অ-সরকারি চিরকুট কোনো নির্বাচকের পরিচিতি সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দেয় না বা পোলিং অফিসারকেও এই ধরনের ভোটদাতার পরিচিতি সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়ার কর্তব্য ও দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে না।

১৮.১.৩। প্রত্যেক ভোটদাতাই সাধারণভাবে কোনো প্রার্থী বা তাঁর এজেন্টদের দেওয়া অ-সরকারি পরিচিতি-জ্ঞাপক চিরকুট নিয়ে আসেন। এই চিরকুটটি সাদা কাগজের হবে এবং তাতে নির্বাচকের নাম, নির্বাচক তালিকায় তাঁর ক্রমিক নম্বর, অংশ নম্বর এবং যে ভোটকেন্দ্রে তিনি ভোট দেবেন, তার নাম ও নম্বর এইসব থাকতে পারে। এই চিরকুটে প্রার্থীর নাম এবং/অথবা তাঁর দলের নাম বা তাঁকে প্রদত্ত প্রতীকের ছাপ অবশ্যই থাকবে না (কারণ তা ভোট-প্রচারের নামান্তর হবে)। কমিশনের এই নির্দেশাবলি অমান্য করে যদি কোনো প্রার্থী বা তাঁর দলের পক্ষ থেকে এরকম কোনো চিরকুট দেওয়া হয়ে থাকে এবং তা আপনার নজরে আসে তবে তৎক্ষণাৎ তা সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর এজেন্টের নজরে আনতে হবে এবং এই অনিয়ম বন্ধ করতে বলতে হবে।

১৮.১.৪। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কোনো নির্বাচকের আনা 'অ-সরকারি পরিচয়জ্ঞাপক চিরকুট' নির্বাচক তালিকায় থাকা নির্বাচক-সংক্রান্ত লিখনগুলি খুঁজে পেতে সাহায্য করে মাত্র, কিন্তু এ থেকে স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নেওয়া যায় না যে, কাগজটি যে ব্যক্তি জমা দিয়েছেন — তিনিই সেই সংশ্লিষ্ট নির্বাচক। তাছাড়া, কোনো নিরক্ষর নির্বাচক অ-সরকারি পরিচয়জ্ঞাপক চিরকুটটি পড়তে পারবেন না এবং ফলত সেটি প্রকৃতপক্ষে তাঁরই কিনা সে সম্পর্কে জানতেই পারবেন না। সেজন্য প্রথম পোলিং অফিসার চিরকুটটি হাতে নিয়ে শুধুমাত্র নির্বাচক তালিকায় ঐ নির্বাচক সম্পর্কে লিখনের ক্রমিক সংখ্যাটি পড়ে শোনাবেন। কিন্তু ঐ চিরকুট থেকে তাঁর নাম ও অন্যান্য খুঁটিনাটি পড়ে শোনাবেন না। এরপর পোলিং অফিসার ঐ ব্যক্তিকে তাঁর নাম এবং ঐ লিখনে বিবৃত অন্যান্য খুঁটিনাটি জোরে বলতে বলবেন যাতে, যিনি পরিচয়-চিরকুট দাখিল করছেন তাঁকেই উক্ত বৈধ ভোটার বলে সুনিশ্চিত হওয়া যায়। যদি উক্ত নির্বাচক অন্য কোনো নির্বাচকের নাম ভাঁড়াচ্ছেন বলে বোঝা যায়, তাহলে প্রিসাইডিং অফিসার তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেবেন।

১৮.১.৫। প্রচুর সংখ্যায় মহিলা নির্বাচক, বিশেষত পর্দানশিন (বোরখা পরিহিতা) মহিলা থাকলে ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত নির্দেশানুসারে একটি পৃথক স্থানে উপরিউক্ত কর্তব্য নির্বাহের জন্য একজন মহিলা পোলিং অফিসার নিয়োগ করা যেতে পারে।

১৮.২। মৃত, অনুপস্থিত ও অভিযুক্ত ভুয়া ভোটারদের তালিকা

১৮.২.১। ধরে নেওয়া যায় যে পোলিং এজেন্টরা তাঁদের সঙ্গে মৃত, অনুপস্থিত ও অভিযুক্ত ভুয়া ভোটদাতাদের নামের একটি তালিকা আনবেন। প্রার্থী বা তাঁর দল আপনাকে অনুরূপ তালিকা সরবরাহ করতে পারেন। আপনি অন্যান্য ভোট-সামগ্রীর মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের পাঠানো এএসডি তালিকাটিও পেয়েছেন। যদি উক্ত তালিকাগুলিতে উল্লিখিত কোনো ব্যক্তি নিজেকে ভোটদাতা বলে দাবি করেন, তাহলে আপনি তাঁর সচিত্র পরিচয়পত্র (এপিক) বা নির্বাচন কমিশন অনুমোদিত বিকল্প তথ্যপ্রমাণাদির যে কোনো একটির সাহায্যে ঐ ব্যক্তির পরিচয় কঠোরভাবে যাচাই করে নেবেন। এভাবে যাচাই করাকে আনুষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জ বলা যাবে না।

১৮.৩। চ্যালেঞ্জ ভোট

১৮.৩.১ পোলিং এজেন্টরা প্রতিটি চ্যালেঞ্জের জন্য প্রিসাইডিং অফিসারের কাজে নগদে দুই টাকা জমা রেখে বিশেষ কোনো ভোটদাতা বলে দাবি করা যে কোনো ব্যক্তির পরিচিতি চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। প্রিসাইডিং অফিসার তখনই ঐ চ্যালেঞ্জ সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালাবেন। যদি তদন্তের পর প্রিসাইডিং অফিসার মনে করেন যে চ্যালেঞ্জের কোনো ভিত্তি নেই, তিনি সেক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হওয়া ওই ব্যক্তিকে ভোটদানের অনুমতি দেবেন। যদি মনে করেন যে চ্যালেঞ্জটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাহলে ঐ চ্যালেঞ্জ হওয়া ব্যক্তিকে তিনি ভোটদান থেকে নিবৃত্ত করবেন এবং উক্ত ব্যক্তিকে লিখিত অভিযোগসহ পুলিশের হাতে তুলে দেবেন।

১৮.৪। কোনো ভোটদাতার পরিচিতি চ্যালেঞ্জ করা

১৮.৪.১। নির্বাচক তালিকায় নাম লিপিবদ্ধ আছে এবং নিজ পরিচয়ের প্রমাণ দিতে সক্ষম এমন প্রত্যেক ব্যক্তি নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকারী। কোনো প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচন বা পোলিং এজেন্টরা চ্যালেঞ্জ না করলে, বা আপনি কোনো ভোটদাতাকে সম্পূর্ণ নিঃসংশয়ভাবে জাল ভোটদাতা মনে না করলে, যে ব্যক্তি নিজেকে ভোটদাতা বলে দাবি করছেন এবং নাম ও অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয় সঠিকভাবে জানাচ্ছেন ও শনাক্তকরণের সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ হাজির করছেন তাঁকে স্বাভাবিক ভাবে সেই ভোটদাতা বলেই ধরে নিতে হবে। যদি কোনো চ্যালেঞ্জ করা হয় অথবা পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বিচার করে ঐ ব্যক্তির পরিচিতি সম্পর্কে আপনার কোনো যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের অবকাশ থাকে, তাহলে আপনি তাৎক্ষণিক তদন্ত চালাবেন এবং এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন।

১৮.৫। চ্যালেঞ্জ ফি

১৮.৫.১। কোনো প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচন / পোলিং এজেন্ট কোনো ভোটদাতার পরিচয় চ্যালেঞ্জ করলে ঐ চ্যালেঞ্জকারী নগদ দু-টাকা চ্যালেঞ্জ ফি না দেওয়া পর্যন্ত কোনোরকম চ্যালেঞ্জ গ্রাহ্য করবেন না। টাকা জমা দেওয়ার পর ৮ অনুবন্ধে বিনির্দিষ্ট নিদর্শে ঐ চ্যালেঞ্জকারীকে একটি রসিদ দিন। যে ব্যক্তিকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে তাঁকে এরকম জালিয়াতির শাস্তি কী হতে পারে সে সম্বন্ধে সতর্ক করে দিন, নির্বাচক তালিকায় ঐ সংক্রান্ত যে লিখন আছে তা সম্পূর্ণ পাঠ করুন এবং ঐ লিখনে উল্লিখিত ব্যক্তি তিনিই কি না তা জিজ্ঞাসা করুন, চ্যালেঞ্জকৃত ভোটের তালিকায় (নিদর্শ ১৪) তাঁর নাম-ঠিকানা লিখে নিন ও সেখানে তাঁকে স্বাক্ষর করতে বা তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ দিতে বলুন। যদি তিনি তা করতে অস্বীকার করেন, তাঁকে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেবেন না।

১৮.৬। সরাসরি তদন্ত

১৮.৬.১। যিনি ভোটদাতা বলে দাবি করছেন তিনি যে ভোটদাতা নন, প্রথমে চ্যালেঞ্জকারীকেই তার সপক্ষে সাক্ষ্য দাখিল করতে বলুন। যদি চ্যালেঞ্জকারী তাঁর চ্যালেঞ্জের সমর্থনে আপাতগ্রাহ্য সাক্ষ্য উপস্থাপনে ব্যর্থ হন তাহলে ঐ চ্যালেঞ্জ অগ্রাহ্য করুন এবং চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে যে ব্যক্তিকে তাঁকে ভোটদানের অনুমতি দিন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যে ভোটদাতা নন, সেই মর্মে চ্যালেঞ্জকারী আপাতগ্রাহ্য সাক্ষ্য প্রমাণ দাখিল করতে সফল হলে ঐ ব্যক্তিকে আপনি সাক্ষ্য উপস্থাপন করে এই চ্যালেঞ্জ ভুল প্রমাণ করতে বলুন, অর্থাৎ তাঁকে প্রমাণ করতে বলুন যে তিনি যে ভোটদাতা হিসাবে নিজেকে দাবি করছেন, তিনিই সেই ভোটদাতা। যদি তিনি যথাযথ সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে তাঁর দাবি প্রমাণ করেন, তাহলে তাঁকে ভোট দিতে দিন। যদি তিনি ঐ কাজে ব্যর্থ হন তাহলে মনে করবেন ঐ চ্যালেঞ্জ সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত চলাকালীন আপনি স্বচ্ছন্দে গ্রামীণ আধিকারিক, ঐ ভোটদাতার

প্রতিবেশী বা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত অন্য যে কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে সত্য ঘটনা জানতে চাইতে পারেন। সাক্ষ্য গ্রহণের সময় যে ব্যক্তিকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে তাঁকে বা সাক্ষ্য দিতে ইচ্ছুক অন্য যে কোনো ব্যক্তিকে শপথ গ্রহণ করাতে পারেন। যে ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ সঠিক প্রমাণিত হবে সেক্ষেত্রে ৯ অনুবন্ধে যেভাবে বলা আছে সেভাবে আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্র যে থানার আওতাধীন, সেই থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে (এস এইচ ও) সম্বোধন করে লেখা অভিযোগ সমেত ঐ ব্যক্তিকে কর্তব্যরত পুলিশের হাতে তুলে দিন।

১৮.৭। চ্যালেঞ্জ ফি ফেরত বা বাজেয়াপ্তকরণ

১৮.৭.১। যেসব ক্ষেত্রে আপনার মনে হবে, চ্যালেঞ্জটি অসার বা চ্যালেঞ্জটি সরল বিশ্বাসে করা হয়নি সেইসব ক্ষেত্র ছাড়া অন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে তদন্ত শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরেই যে ব্যক্তি চ্যালেঞ্জ করেছিলেন তাঁকে ১৪ নিদর্শে (চ্যালেঞ্জকৃত ভোটের তালিকা)-এর ১০ স্তম্ভে এবং রসিদ বইয়ের সংশ্লিষ্ট রসিদের প্রতিপত্রে রসিদ নিয়ে দু-টাকার চ্যালেঞ্জ ফি ফেরত দিন। চ্যালেঞ্জ অসার মনে হলে বা সরল বিশ্বাসে করা হয়নি মনে হলে চ্যালেঞ্জ ফি সরকারি খাতে বাজেয়াপ্ত করুন, চ্যালেঞ্জকারীকে ঐ ফি ফেরত দেবেন না এবং ১৪ নিদর্শের ১০ স্তম্ভে রসিদ বইয়ের প্রাসঙ্গিক প্রতিপত্রে আমানতকারীর স্বাক্ষর বা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ নেওয়ার পরিবর্তে 'বাজেয়াপ্ত' শব্দটি লিখে দিন।

১৮.৮। তালিকায় লেখার ভুল বা ছাপার ভুল উপেক্ষা করতে হবে

১৮.৮.১। নির্বাচক তালিকায় লিপিবদ্ধ ভোটদাতা সম্পর্কিত তথ্য দিতে কখনো কখনো ছাপার ভুল থাকে বা তথ্যাদি কালোচিত থাকে না, যথা ভোটদাতার প্রকৃত বয়স সম্পর্কে। যে ব্যক্তি নিজেকে ভোটদাতা হিসাবে দাবি করছেন তাঁর পরিচিতি সম্পর্কে নির্বাচক তালিকায় লিপিবদ্ধ অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে নিঃসন্দেহ হলে আপনি নিছক লেখার ভুল বা ছাপার ভুল উপেক্ষা করবেন। যে ক্ষেত্রে একাধিক ভাষায় নির্বাচক তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং চিহ্নিত ভোটার তালিকায় কোনো ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্ত নেই, সেক্ষেত্রে যদি ঐ একই এলাকার অন্য ভাষার নির্বাচক তালিকায় ঐ ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্ত থাকে তাহলে ঐ ব্যক্তিকে ভোটদানের অনুমতি দিতে হবে। নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপিতে এ ধরনের প্রতিটি নির্বাচক সম্পর্কে একটি লিখন আপনি নিজে কালিতে লিখে নেবেন।

১৮.৯। ভোটদাতার নাম তালিকাভুক্তিকরণ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যাবে না

১৮.৯.১। কোনো ভোটদাতার পরিচয় প্রতিষ্ঠার বিষয় আপনি নিঃসংশয় হলেই তাঁর ভোটদানের অধিকার আছে। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে এ ধরনের কোনো ব্যক্তির ভোটদানের যোগ্যতা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন তোলা চলবে না। উদাহরণস্বরূপ ঐ ব্যক্তি ১৮ বছরের উর্দ্ধে কি না অথবা তিনি সাধারণত ঐ নির্বাচনক্ষেত্রে বসবাস করেন কি না সে সম্পর্কে কোনো তদন্ত করার অধিকার আপনার নেই।

১৮.১০। নির্বাচক কর্তৃক তাঁর বয়স সংক্রান্ত ঘোষণা

১৮.১০.১। যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে আপনি তাঁকে যোগ্যতাসূচক বয়সের থেকে অনেক কম বয়সী বলে মনে করেন, সেক্ষেত্রে ভোটার তালিকার লেখা সাপেক্ষে আপনি তাঁর দাবি সম্পর্কে স্পষ্টভাবে নিশ্চিত হয়ে নেবেন।

১৮.১০.২। যেক্ষেত্রে আপনি তাঁর পরিচয় এবং নির্বাচক তালিকায় তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে সন্তুষ্ট হয়েছেন, কিন্তু তাঁর বয়স ভোটদাতার ন্যূনতম বয়ঃসীমার নিচে বলে আপনার মনে হচ্ছে, সেক্ষেত্রে ১০ অনুবন্ধ অনুযায়ী ঐ নির্বাচকের কাছ থেকে যে বছরে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনক্ষেত্রের বর্তমান নির্বাচক তালিকা প্রস্তুত/সংশোধিত হয়েছে সেই বছরে ১লা জানুয়ারি তাঁর বয়স কত ছিল সে সম্পর্কে একটি ঘোষণাপত্র নেবেন। এরূপ নির্বাচকের কাছ থেকে ঘোষণাপত্র নেওয়ার আগে তাঁকে মিথ্যা ঘোষণাপত্র দেবার জন্য ১৯৫০ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৩১ ধারায় শাস্তির বিধান সম্পর্কে অবহিত করবেন (৩১ ধারার উদ্ধৃতাংশ ১ অনুবন্ধে দেওয়া হলো)।

১৮.১০.৩। যে সমস্ত ভোটদাতার কাছ থেকে এ ধরনের ঘোষণাপত্র পাওয়া গেছে, ১১ অনুবন্ধের প্রথম ভাগ অনুসারে আপনি তাঁদের একটি তালিকা তৈরি করবেন। যে সমস্ত ভোটদাতা উপরোক্ত ঘোষণাপত্র দিতে অস্বীকার করেছেন এবং ভোট না দিয়ে চলে গেছেন তাঁদেরও একটি তালিকা উক্ত ১১ অনুবন্ধের দ্বিতীয় ভাগ অনুসারে রাখতে হবে। ভোটগ্রহণ সমাপ্ত হলে পূর্বোল্লিখিত তালিকা ও ঘোষণাপত্রাদি একত্রে একটি আলাদা খামে রাখতে হবে।

১৯ অধ্যায়

ভোটদানের অনুমতি দেওয়ার আগে নির্বাচকের স্বাক্ষর/টিপসই গ্রহণ ও অমোচনীয় কালি প্রয়োগ

১৯.১। ভোটদাতার বাম হাতের তর্জনী পরীক্ষা করা এবং অমোচনীয় কালি প্রয়োগ

১৯.১.১। প্রথম পোলিং অফিসার নির্বাচকের পরিচয়ের সত্যতা নিরূপণ করার পর যদি নির্বাচকের পরিচয় কেউ চ্যালেঞ্জ না করেন, তাহলে দ্বিতীয় পোলিং অফিসার তাঁর বাম হাতের তর্জনীতে অমোচনীয় কালির দাগ আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখবেন। যদি আঙুলে কোনো দাগ না থাকে তাহলে তিনি অষ্টম অধ্যায়ের ৩.১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে ভোটদাতার বাম তর্জনীতে সুস্পষ্টভাবে অমোচনীয় কালির চিহ্ন দিয়ে দেবেন। যদি কোনো নির্বাচক নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর বাম তর্জনী পরীক্ষা করতে বা চিহ্নিত করতে দিতে রাজি না হন অথবা তাঁর বাম তর্জনীতে ঐ চিহ্ন ইতিমধ্যেই থেকে থাকে অথবা কালির দাগ ওঠানোর জন্য যদি তিনি কোনো চেষ্টা করেন, তাহলে সেই ব্যক্তিকে ভোট দিতে দেওয়া হবে না।

১৯.১.২। যদি দেখা যায়, কোনো নির্বাচক তাঁর আঙুলে দেওয়া অমোচনীয় কালির দাগ **অস্পষ্ট করে দেবার উদ্দেশ্যে আঙুলে কোনো তেলতেলে বা চটচটে পদার্থ লাগিয়েছেন, তাহলে পোলিং অফিসার** সেই নির্বাচকের আঙুলে অমোচনীয় কালির চিহ্ন লাগানোর পূর্বে একটুকরো কাপড়ের বা কম্বলের টুকরোর সাহায্যে ঐ তেলতেলে বা চটচটে পদার্থ উঠিয়ে দেবেন। প্রিসাইডিং অফিসারের জিনিসপত্রের সঙ্গে কাপড় বা কম্বলের টুকরো দেওয়া থাকবে।

১৯.১.৩। ১৭ক নিদর্শে নির্বাচক নিবন্ধে নির্বাচকের স্বাক্ষর/বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ নেওয়ার আগেই অমোচনীয় কালির দাগ দিতে হবে, যাতে নির্বাচক ভোট দিয়ে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ছেড়ে চলে যাওয়ার আগেই বাম হাতের তর্জনীতে অমোচনীয় কালি শুকিয়ে সুস্পষ্ট অমোচনীয় চিহ্ন ফুটে ওঠার জন্য যথেষ্ট সময়ের ব্যবধান থাকে।

১৯.২। নতুন করে নির্বাচন (পুনর্নির্বাচন)/বাতিল বা স্থগিত হয়ে যাওয়া নির্বাচন হলে কালির চিহ্ন দেওয়া

নতুন করে নির্বাচন / বাতিল নির্বাচন / পুনর্নির্বাচনে ভোটগ্রহণের সময় মূল নির্বাচনের ভোটগ্রহণকালে দেওয়া অমোচনীয় কালির চিহ্ন অগ্রাহ্য করতে হবে এবং **ভোটদাতার বাম হাতের মধ্যমায়** অমোচনীয় কালির নতুন দাগ এমনভাবে দিতে হবে যাতে স্পষ্ট চিহ্ন ফুটে ওঠে।

১৯.৩। নির্বাচকের বাম হাতের তর্জনী না থাকলে সেক্ষেত্রে অমোচনীয় কালির প্রয়োগ

যদি কোনো নির্বাচকের বাম হাতের তর্জনীটি না থাকে, তবে তাঁর বাম হাতের অন্য যে কোনো আঙুলে অমোচনীয় কালির চিহ্ন দিতে হবে। যদি সেই ব্যক্তির বাম হাতের কোনো আঙুলই না থাকে তবে ডান হাতের তর্জনীতে কালি লাগানো হবে এবং যদি ডান হাতের তর্জনীও না থাকে তবে তাঁর ডান হাতের তর্জনীর পরবর্তী যে কোনো আঙুলে চিহ্ন দেওয়া হবে। যদি সেই ব্যক্তির কোনো আঙুল না থাকে তবে তাঁর বাম বা ডান হাতের শেষ প্রান্তে কালির চিহ্ন দেওয়া হবে।

১৯.৪। নির্বাচক নিবন্ধে ভোটদাতার নির্বাচক তালিকার ক্রমিক নম্বরের নথিভুক্তকরণ

১৯.৪.১। দ্বিতীয় পোলিং অফিসার কর্তৃক উপরিলিখিত পদ্ধতিতে প্রথমে নির্বাচকের বাম হাতের তর্জনীতে কালির চিহ্ন দেওয়ার পর তিনি 'নির্বাচক নিবন্ধে' (১৭ক নিদর্শ) ওই নির্বাচক সংক্রান্ত তথ্যাদি নথিবদ্ধ করবেন এবং উক্ত নিবন্ধে নির্বাচকের স্বাক্ষর/টিপসই নেবেন।

১৯.৪.২। **নির্বাচক নিবন্ধে দ্বিতীয় পোলিং অফিসার নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে তথ্যাদি লিখবেন :**

১৯.৪.২.১। ওই নিবন্ধের ১ম কলমে দ্বিতীয় পোলিং অফিসার নির্বাচকদের ক্রমিক নম্বর ১ থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে লিখে যাবেন। (সাধারণত নির্বাচকদের ধারাবাহিক ক্রমিক নম্বর নিবন্ধে ছাপানো থাকে)। নিবন্ধের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ১০টি করে নম্বর থাকবে। যদি ১ম কলমে ক্রমিক নম্বর ছাপা না থাকে তাহলে ভোটগ্রহণের সূচনায় তিনি কিছু পৃষ্ঠায় আগাম ওই ক্রমিক নম্বর লিখে রাখতে পারেন।

১৯.৪.২.২। ওই নিবন্ধের ২য় কলমে দ্বিতীয় পোলিং অফিসার, চিহ্নিত নির্বাচক তালিকায় প্রদত্ত নির্বাচকের ক্রমিক নম্বরটি (অর্থাৎ সিরিয়াল নম্বরটি) লিখে নেবেন। উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক, ভোটগ্রহণের সূচনায় প্রথম যে নির্বাচক ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দিতে এলেন, নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপিতে তাঁর ক্রমিক নম্বর ৭৫৬, এক্ষেত্রে দ্বিতীয় পোলিং অফিসার নির্বাচক নিবন্ধের ১ম কলমের ১ক্রমিকের পাশে ২য় কলমে ৭৫৬ লিখবেন। অনুরূপভাবে, দ্বিতীয় যে নির্বাচক প্রবেশ করলেন, ধরা যাক, নির্বাচক তালিকায় তাঁর ক্রমিক নম্বর ১৩৮। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় পোলিং অফিসার ১ম কলমের ২ক্রমিকের পাশে ২য় কলমে ১৩৮ লিখবেন।

১৯.৪.২.৩। উপরোক্ত পদ্ধতিতে নির্বাচক নিবন্ধের ১ম ও ২য় কলম পূরণ করার পরে দ্বিতীয় পোলিং অফিসার ৩য় কলমে নির্বাচকের EPIC/ভোটার কার্ড নিয়ে ভোট দিলে ‘EP’ এবং ভোটার স্লিপ নিয়ে ভোট দিলে “VS” লিখতে হবে। EPIC/ভোটার কার্ড বা ভোটার স্লিপ নিয়ে ভোট দিলে, তার নং লিখে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু কোনো নির্বাচক ভোটার কার্ড বা ভোটার স্লিপ্ ব্যতিত, কমিশন দ্বারা নির্দেশিত অন্য কোনো পরিচয় পত্র নিয়ে ভোট দিলে, নির্বাচক নিবন্ধর ৩য় কলামে সেই পরিচয় পত্রের ধরণ ও তার শেষ চারটি সংখ্যা লিখতে হবে। ৪র্থ কলমে, নির্বাচকের স্বাক্ষর/টিপসই নিতে হবে।

১৯.৫। নির্বাচকের স্বাক্ষর-এর সংজ্ঞা

১৯.৫.১। স্বাক্ষর হল কোনো প্রামাণ্য কাগজের উপর প্রমাণীকরণের জন্য সেই ব্যক্তির স্বহস্তে লেখা নিজ নাম। নির্বাচক নিবন্ধে স্বাক্ষর দেবার সময় একজন সাক্ষর ব্যক্তিকে নিজের নাম অর্থাৎ সম্পূর্ণ আদ্য নাম বা নামগুলি এবং পদবি বা নাম বা নামের আদ্যক্ষরগুলি এবং পুরো পদবি লিখতে হবে। সাক্ষর ভোটদাতার ক্ষেত্রে তাঁর সম্পূর্ণ নাম অর্থাৎ **আদ্য নাম বা নামগুলি ও সম্পূর্ণ পদবি** দুটোই লেখার অনুরোধ করা বাঞ্ছনীয়। যদি কোনো সাক্ষর ব্যক্তি নিজেকে সাক্ষর বলে দাবি করা সত্ত্বেও যে কোনো একটি দাগ কেটে ওই দাগকে তাঁর স্বাক্ষর বলে গণ্য করার জন্য পীড়াপীড়ি করেন তবে সেই দাগ স্বাক্ষর বলে গণ্য হবে না; কারণ, বলা হয়েছে যে, সাক্ষর ব্যক্তির ক্ষেত্রে স্বাক্ষর বলতে বোঝায় কোনো প্রামাণ্য কাগজের উপর প্রমাণীকরণের জন্য সেই ব্যক্তির স্বহস্তে লেখা নিজের নাম। সেক্ষেত্রে, যদি কোনো ব্যক্তি উপরোক্ত মতে নিজের সম্পূর্ণ নাম সই করতে রাজি না হন, তবে তাঁর টিপসই নেওয়া যেতে পারে। যদি সেই ব্যক্তি টিপসই দিতেও রাজি না হন তবে তাঁকে পূর্ববর্তী ৪নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভোট দিতে দেওয়া হবে না।

১৯.৬। নির্বাচকের টিপসই

১৯.৬.১। যদি কোনো নির্বাচক নিজের নাম সই করতে না পারেন, তাহলে নির্বাচক নিবন্ধে তাঁর বাম হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ নিতে হবে। নির্বাচক নিবন্ধে প্রদত্ত ওই টিপসই প্রিসাইডিং অফিসার বা কোনো পোলিং অফিসার দ্বারা প্রত্যয়িত হবার প্রয়োজন নেই।

১৯.৬.২। ভোটদাতার বামহাতের বুড়ো আঙুল না থাকলে, ১৯৬১সালের নির্বাচন পরিচালন নিয়মাবলীর ৩৭(৪) নিয়মে অমোচনীয় কালির দাগ দেওয়া সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভোটদাতার ডান হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ নেওয়া হবে। যদি দুটি হাতেরই বুড়ো আঙুল না থাকে, তবে বাম হাতের তর্জনী থেকে শুরু করে যে কোনো একটি আঙুলের ছাপ নিতে হবে। যদি বাম হাতের কোনো আঙুলই না থাকে তবে ডান হাতের তর্জনী থেকে শুরু করে যে কেনো একটি আঙুলের ছাপ নিতে হবে। যদি কোনো আঙুল না থাকে তবে স্বাভাবিকভাবেই ভোটদাতা ছাপ দিতে অক্ষম হওয়ার জন্য উক্ত নিয়মাবলীর ৪৯ঢ (49N) নিয়ম অনুযায়ী তাঁর একজন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হবে। সেক্ষেত্রে নির্বাচক নিবন্ধে ভোটদাতার সঙ্গীর স্বাক্ষর বা টিপসই নিতে হবে।

- এই টিপসই বা স্বাক্ষরটি নির্বাচক নিবন্ধে পঞ্চম কলমে প্রদর্শিত হবে এবং প্রয়োজনীয় মন্তব্য নিলখে রাখতে হবে।

১৯.৬.৩। নির্বাচক নিবন্ধে প্রদত্ত টিপসই-এর দাগ স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। স্ট্যাম্প প্যাড থেকে কালি নিয়ে ভোটদাতার বুড়ো আঙুলে এত হাল্কাভাবে লাগানো উচিত নয় যার ফলে হাল্কা বা অস্পষ্ট ছাপ পড়ে। আবার বুড়ো আঙুলে এত বেশি কালি লাগানোও উচিত হবে না যার ফলে নির্বাচক নিবন্ধে সুস্পষ্ট টিপসইয়ের পরিবর্তে জেবড়ানো ছাপ পড়তে পারে।

১৯.৬.৪। টিপসই নেওয়ার পর নির্বাচকের বুড়ো আঙুল থেকে কালির দাগ এক টুকরো ভিজে কাপড় দিয়ে মুছে নিতে হবে।

১৯.৭। নির্বাচক নিবন্ধে অন্ধ বা অশক্ত বা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ভোটদাতার স্বাক্ষর বা টিপসই

১৯.৭.১। নির্বাচক নিবন্ধে নিরক্ষর কিন্তু হাত ব্যবহারে সক্ষম অন্ধ ভোটদাতা বা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ভোটদাতার টিপসই নিতে হবে। এ ধরনের কোনো ভোটদাতা যদি সাক্ষর হন তবে তাঁকে টিপসইয়ের পরিবর্তে নাম সই করবার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। কোনো হাতই ব্যবহার করতে পারেন না এমন অশক্ত ভোটদাতার ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গী, নির্বাচক নিবন্ধে সই/টিপসই দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে নির্বাচক নিবন্ধে স্বাক্ষর বা টিপসই ভোটদাতার সঙ্গীর, এইমর্মে একটি নোট রাখতে হবে।

<u>১৯.৭.২।</u> <u>নির্বাচকের দ্বারা দাখিল করা এপিক/পরিচিতি নথির শেষ চারটি অঙ্ক নির্বাচক নিবন্ধ (নিদর্শ-১৭ক)-এর কলাম ৩-এ লিখতে হবে।</u>

<u>১৯.৭.৩।</u> <u>কাগজের স্লিপের উপর ছাপা বিবরণাদি সংক্রান্ত অভিযোগের ক্ষেত্র বিধি-ব্যবস্থা: যেখানে ভোট দেওয়ার পর ভোটের তথ্য কাগজ ছাপার আকারে পাওয়ার সুবিধার জন্য প্রিন্টার ব্যবহৃত হচ্ছে, সেখানে যদি কোনও নির্বাচক, নিয়ম-৪৯এম-এর বিধান অনুযায়ী তাঁর ভোট দেওয়া হলে পর, অভিযোগ করেন যে, প্রিন্টার থেকে ছেপে বের হওয়া কাগজের স্লিপ থেকে যা দেখা গেছে, তা হল, তিনি যে-প্রার্থীর পক্ষে ভোট দিয়েছেন, সেই প্রার্থীর নাম বা প্রতীকের পরিবর্তে অন্য কোনও প্রার্থীর নাম বা প্রতীক ছাপা হয়েছে, সেক্ষেত্রে প্রিসাইডিং অফিসার, মিথ্যা বিবৃতি দেওয়ার পরিণাম সম্পর্কে সেই নির্বাচককে সাবধান করার পর, উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে নির্বাচকের কাছ থেকে একটি লিখিত ঘোষণা নেবেন। যদি নির্বাচক লিখিত ঘোষণা দেন, তা হলে প্রিসাইডিং অফিসার নিদর্শ-১৭ক-এ সেই নির্বাচক সংক্রান্ত তথ্য দ্বিতীয়বার এন্ট্রি করবেন, এবং তাঁর ও প্রার্থীদের বা ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের সামনে নির্বাচককে একটি টেস্ট ভোট দিতে অনুমতি দেবেন, এবং প্রিন্টার থেকে বেরনো কাগজের স্লিপটি পরীক্ষা করে দেখবেন। যদি অভিযোগটি সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়, প্রিসাইডিং অফিসার তৎক্ষণাৎ রিটার্নিং অফিসারকে বিষয়টি জানাবেন; তিনি ভোটযন্ত্রে ভোট নেওয়া বন্ধ করে দেবেন এবং রিটার্নিং অফিসারের নির্দেশমতো কাজ করবেন। আবার, যদি অভিযোগ মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হয় এবং কাগজের স্লিপে ছাপা ভোটের তথ্যের সঙ্গে নির্বাচকের দেওয়া টেস্ট ভোট মিলে যায়, তা হলে প্রিসাইডিং অফিসার যে-প্রার্থীর পক্ষে টেস্ট ভোট দেওয়া হয়েছে, তাঁর নাম ও ক্রমিক নম্বর উল্লেখ করে নিদর্শ-১৭ক-এ সেই নির্বাচক সংক্রান্ত পুর্ব-লিখিত দ্বিতীয় এন্ট্রির পাশে ওই মর্মে তাঁর মন্তব্য জুড়ে দেবেন এবং এ হেন মন্তব্যের পাশে নির্বাচকের স্বাক্ষর বা বৃদ্ধাঙ্গুলের ছাপ নেবেন।</u>

১৯.৮। নির্বাচককে ভোটার স্লিপ প্রদান

১৯.৮.১। নির্বাচকের বাম তর্জনীতে অমোচনীয় কালি দেওয়া, নির্বাচক নিবন্ধে তাঁর সম্পর্কিত তথ্যাদি লেখা এবং ওই নিবন্ধে তাঁর সই/টিপসই নেবার পর দ্বিতীয় পোলিং অফিসার নিম্নোক্ত নিদর্শে তাঁর জন্য ভোটার স্লিপ তৈরি করবেন।

ভোটার স্লিপ

নির্বাচক নিবন্ধের প্রথম কলমে নির্বাচকের ক্রমিক নং ....
নির্বাচক তালিকায় নির্বাচকের ক্রমিক নং ....
পোলিং অফিসারের সই ....

১৯.৮.২। রিটার্নিং অফিসার এই ভোটার স্লিপ একটি পোস্টকার্ডের অর্ধেক মাপে তৈরি করাবেন এবং ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নির্বাচক সংখ্যা অনুসারে ৫০ বা ১০০টির বাণ্ডিলে গেঁথে অন্যান্য ভোটগ্রহণসামগ্রীর সাথে আপনাকে দেবেন।

১৯.৮.৩। ৮.১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দ্বিতীয় পোলিং অফিসার প্রত্যেক নির্বাচকের জন্য ভোটার স্লিপ তৈরি করে তাঁদের হাতে দেবেন এবং নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের দায়িত্বে থাকা প্রিসাইডিং অফিসার বা তৃতীয় পোলিং অফিসারের কাছে যাবার নির্দেশ দেবেন।

১৯.৮.৪। ভোটদাতাদের কাছ থেকে সংগৃহীত ভোটার স্লিপগুলি ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী সাজিয়ে রাখার জন্য যে-পৃথক খাম দেওয়া হয়েছে ভোট শেষে তার মধ্যে স্লিপগুলি ঢুকিয়ে রাখতে হবে।

২০ অধ্যায়

ভোটগ্রহণ ও ভোটগ্রহণের প্রণালী

২০.১। ভোট গ্রহণ

২০.১.১। দ্বিতীয় পোলিং অফিসারের দেওয়া ভোটার স্লিপ নিয়ে নির্বাচক আপনার কাছে বা ব্যবস্থা অনুসারে ভোটযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ভারপ্রাপ্ত তৃতীয় পোলিং অফিসারের কাছে আসবেন। শুধুমাত্র এই ভোটার স্লিপের ভিত্তিতেই তাঁকে ভোটদানের অনুমতি দেওয়া হবে।

২০.১.২। এটি অত্যন্ত জরুরি যে, নির্বাচক নিবন্ধে যে-ক্রম অনুযায়ী ভোটদাতাদের নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে ঠিক সেই ক্রমানুসারেই তাঁরা ভোটদান কক্ষে প্রবেশ করবেন। সুতরাং ভোটার স্লিপে যে ক্রমিক সংখ্যার উল্লেখ আছে কঠোরভাবে শুধু তারই ভিত্তিতে আপনি বা নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ভারপ্রাপ্ত পোলিং অফিসার একজন ভোটদাতাকে ভোটদান কক্ষে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেবেন।

২০.১.৩। ব্যতিক্রমী কোনো পরিস্থিতি অথবা অভাবনীয় বা অনিবার্য কোনো কারণে কোনো নির্বাচকের ক্ষেত্রে সঠিক ক্রম অনুসরণ করা সম্ভব না হলে নির্বাচক নিবন্ধের মন্তব্য-স্তম্ভে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামের পাশে তিনি সঠিক যে-ক্রমিক সংখ্যাতে ভোট দিয়েছেন সেই সংখ্যাটি উল্লেখ করে একটি যথোপযুক্ত লিখন লিপিবদ্ধ করতে হবে। পরবর্তী যেসব ভোটদাতার অনুক্রম এর ফলে বিঘ্নিত হয়েছে তাঁদের সম্পর্কেও একই রকম লিখন লিপিবদ্ধ করতে হবে।

২০.২। নির্বাচকদের ভোটদান করতে অনুমতি দেওয়া

২০.২.১। যখন নির্বাচক ভোটার স্লিপ নিয়ে আপনার কাছে বা ব্যবস্থা অনুসারে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ভারপ্রাপ্ত তৃতীয় পোলিং অফিসারের কাছে আসবেন তখন তাঁর কাছ থেকে ভোটার স্লিপটি নিয়ে নেবেন ও তাঁকে ভোটদানের অনুমতি দেবেন।

২০.২.২। নির্বাচকদের কাছ থেকে সংগৃহীত সমস্ত ভোটার স্লিপ সযত্নে সংরক্ষণ করবেন এবং ভোটপর্বের শেষে একটি পৃথক খামে রেখে দেবেন। এই উদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসার একটি বিশেষ খাম দেবেন। খামটি ৩২ অধ্যায়ে যেভাবে বলা হয়েছে সেইভাবে সিল দিয়ে সুরক্ষিত করতে হবে।

২০.২.৩। নির্বাচকদের কাছ থেকে ভোটার স্লিপ সংগ্রহ করার পর আপনি / নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ভারপ্রাপ্ত তৃতীয় পোলিং অফিসার নির্বাচকের বাম তর্জনী পরীক্ষা করবেন। যদি সেখানকার অমোচনীয় কালির দাগ অস্পষ্ট থাকে বা মুছে ফেলা হয় তাহলে আর একবার এমনভাবে চিহ্নিত করতে হবে যাতে অমোচনীয় কালির চিহ্ন স্পষ্টভাবে থেকে যায়।

২০.২.৪। নির্বাচককে তখন ভোটদান কক্ষে ভোট দেবার জন্য এগিয়ে যেতে বলা হবে।

২০.৩। ভোটদান প্রণালী

২০.৩.১। নির্বাচক যাতে ভোট দিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে ভোটদান কক্ষে রাখা ভোটপত্র ইউনিট সক্রিয় করতে হবে। আপনি/নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ভারপ্রাপ্ত তৃতীয় পোলিং অফিসার ওই ইউনিটের 'ব্যালট' বোতামটিতে চাপ দেবেন। 'ব্যালট' বোতামটিতে চাপ দিলে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটে 'বিজি' (Busy) চিহ্নিত বাতিটি লাল হয়ে জ্বলে উঠবে এবং একইসঙ্গে ভোটদান কক্ষে প্রত্যেক ভোটপত্র ইউনিটের 'রেডি' (Ready) চিহ্নিত বাতি সবুজ হয়ে জ্বলতে শুরু করবে। এর দ্বারা বোঝা যাবে, বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রের ভোটপত্র ইউনিট নির্বাচকের পছন্দমতো ভোট নথিভুক্ত করার জন্য এখন প্রস্তুত।

২০.৩.২ ভোটগ্রহণ কক্ষে প্রবেশ করে নির্বাচক ব্যালট ইউনিট তাঁর পছন্দের প্রার্থীর নাম, ছবি, প্রতীক চিহ্নের পাশে থাকা নীল বোতামে চাপ দিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। এইসময় ব্যালট ইউনিটে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম, ছবি ও প্রতীকের পাশে থাকা আলোটি লাল হয়ে জ্বলে উঠবে এবং ব্যালট ইউনিটের সবুজ আলোটি নিভে যাবে।

ভি.ভি. প্যাট মেশিন থেকে একটি ছোটো কাগজের চিরকুট বের হয়ে আসবে। ভোটার যে প্রার্থীর সাপেক্ষে তাঁর ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন, সেই প্রার্থীরই ক্রমিক সংখ্যা, নাম ও প্রতীক চিহ্নসহ একটি কাগজের টুকরো ভি.ভি. প্যাটের খোলা জানলা দিয়ে ৭ (সাত) সেকেন্ডের জন্য দৃশ্যমান থাকবে। এরপর মুদ্রিত কাগজের চিরকুটটি নিজে থেকেই কেটে ভি.ভি. প্যাটে সিল করা ড্রপ বাক্সে পড়ে যাবে। একইসাথে কন্ট্রোল ইউনিট থেকে একটি বিপ্ শব্দ শোনা যাবে। কয়েক সেকেন্ড পর ব্যালট ইউনিটে জ্বলে থাকা লাল আলো, বিপ্ শব্দ এবং কন্ট্রোল ইউনিটে জ্বলে থাকা লাল আলো দেওয়া বিজি (Busy) বাতিটি নিভে যাবে।

২০.৩.৩। ভোট চলাকালীন ভোটপত্র ইউনিটে প্রার্থীর নামের পাশে থাকা বাতিটির ব্যাপারে কোনও অভিযোগ পাওয়া গেলে ভোট যন্ত্রটি তৎক্ষণাৎ বদলে দিতে হবে এবং বিষয়টি কমিশনকে জানাতে হবে।

২০.৩.৪। এইসমস্ত দৃষ্টিগোচর ও শ্রুতিগোচর সঙ্কেত থেকে বোঝা যাবে, ভোটদান কক্ষের ভিতরে ভোটদাতা তাঁর ভোটটি দিয়েছেন। ভোটদাতাকে এরপর ভোটদান কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ছেড়ে চলে যেতে হবে।

২০.৩.৫। পরবর্তী ভোটদাতারা ভোট দেওয়ার সময়, প্রত্যেকবার এই প্রণালীর পুনরাবৃত্তি করতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে, ভোটদান কক্ষে একবারে একজন ভোটদাতাই প্রবেশ করবেন। সেই সঙ্গে লক্ষ রাখতে হবে, পূর্ববর্তী ভোটদাতা ভোটদান কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসার পরই একমাত্র নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের 'ব্যালট' বোতামটিতে চাপ দেওয়া হচ্ছে।

২০.৩.৬। ভিভিপ্যাট ব্যবহার করা হচ্ছে এমন কোনও ভোটকেন্দ্র কোনও নির্বাচক, নিয়ম-৪৯ড-এর বিধান অনুযায়ী তাঁর ভোট দেওয়ার পরে, অভিযোগ করেন যে, প্রিন্টার থেকে ছেপে বের-হওয়া কাগজের স্লিপ থেকে যা দেখা গেছে তা হল এই যে, তিনি যে-প্রার্থীর পক্ষে ভোট দিয়েছেন, সেই প্রার্থীর নাম বা প্রতীকের পরিবর্তে অন্য কোনও প্রার্থীর নাম বা প্রতীক ছাপা হয়েছে, সেক্ষেত্রে প্রিসাইডিং অফিসার, মিথ্যা বিবৃতি দেওয়ার পরিণাম সম্পর্কে সেই নির্বাচককে সাবধান করার পর, উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে নির্বাচকের কাছ থেকে একটি লিখিত ঘোষণা নেবেন। যদি নির্বাচক উপবিধি (১) অনুযায়ী লিখিত ঘোষণা দেন, তা হলে প্রিসাইডিং অফিসার নিদর্শ-১৭ক-এ সেই নির্বাচক সংক্রান্ত দ্বিতীয় বার এন্ট্রি করবেন, এবং তাঁর ও প্রার্থীদের বা ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের সামনে নির্বাচককে একটি টেস্ট ভোট দিতে অনুমতি দেবেন, এবং প্রিন্টার থেকে বেরনো কাগজের স্লিপটি পরীক্ষা করে দেখবেন। যদি অভিযোগটি সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়, প্রিসাইডিং অফিসার তৎক্ষনাৎ রিটার্নিং অফিসারকে বিষয়টি জানাবেন; তিনি ভোটযন্ত্রে ভোট নেওয়া বন্ধ করে দেবেন এবং রিটার্নিং অফিসারের নির্দেশমতো কাজ করবেন। আবার, যদি অভিযোগ মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হয় এবং উপবিধি (১)-এর অধীনে কাগজের স্লিপে ছাপা ভোটদানের তথ্যের সঙ্গে উপবিধি (২)-এর অধীনে নির্বাচকের দেওয়া টেস্ট ভোট মিলে যায়, তা হলে প্রিসাইডিং অফিসার যে-প্রার্থীর পক্ষে টেস্ট ভোট দেওয়া হয়েছে, তাঁর নাম ও ক্রমিক নম্বর উল্লেখ করে নিদর্শ-১৭ক-এ সেই নির্বাচক সংক্রান্ত তথ্য দ্বিতীয় এন্ট্রির পাশে জুড়ে দেবেন এবং নির্বাচকের স্বাক্ষর বা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ নেবেন। নিদর্শ-১৭গ-এ অংশ-১-এর আইটেম-৫-এ ওই টেস্ট ভোট সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় এন্ট্রি করবেন।

২০.৪। বিভিন্ন সময়ে গৃহীত ভোট সংখ্যা মিলিয়ে দেখা

২০.৪.১। যে কোনো সময়ে সেই সময় পর্যন্ত গৃহীত ভোটের মোট সংখ্যা নির্ণয় করতে হলে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের 'টোটাল' বোতামটিতে চাপ দিতে হবে। তাহলে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের প্রদর্শন প্যানেলে সেই সময় পর্যন্ত গৃহীত ভোটের মোট সংখ্যা দেখা যাবে। কিছু সময় পর পর এটা করতে হবে এবং নির্বাচক নিবন্ধ অনুযায়ী সেই সময় পর্যন্ত যতজন ভোটদাতাকে ভোট দিতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে তার সংখ্যার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে।

২০.৪.২। যাই ঘটুক না কেন, আপনাকে অবশ্যই প্রতি দু ঘণ্টা অন্তর গৃহীত ভোটের সংখ্যা সংগ্রহ করতে হবে ও মিলিয়ে দেখতে হবে এবং প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরির প্রাসঙ্গিক স্তম্ভে গৃহীত ভোটের সংখ্যা নথিভুক্ত করতে হবে। যখন 'বিজি' চিহ্নিত বাতিটি জ্বলবে না, অর্থাৎ যে নির্বাচককে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তিনি ভোট

দেওয়ার পর এবং পরবর্তী ভোটদাতাকে 'ব্যালট' বোতামটিতে চাপ দিয়ে ভোটদানের অনুমতি দেওয়ার আগে যে-মধ্যবর্তী সময়, একমাত্র সেই সময়েই 'টোটাল' চিহ্নিত বোতামে চাপ দিতে হবে। তা নাহলে সেই সময় পর্যন্ত গৃহীত ভোটের সংখ্যা প্রদর্শন প্যানেলে দেখা যাবে না।

২০.৫। ভোটগ্রহণের সময় ভোটদান কক্ষে প্রিসাইডিং অফিসারের প্রবেশাধিকার

২০.৫.১। কোনো সময় প্রিসাইডিং অফিসারের এমন সন্দেহ হতে পারে বা সন্দেহের কোনো কারণ ঘটতে পারে যে পর্দা ঘেরা ভোটদান কক্ষে রক্ষিত ভোটপত্র ইউনিটটি যথাযথ কাজ করছে না বা ভোটগ্রহণ কক্ষে প্রবিষ্ট নির্বাচক ভোটপত্র ইউনিটে অবৈধ বা অপ্রয়োজনীয় হস্তপেক্ষ করছেন বা প্রতীক / নাম / ব্যালট বোতামের উপর কোনো কাগজ বা টেপ ইত্যাদি লাগিয়ে কোনো ক্ষতি করছেন বা সেখানে অকারণে দীর্ঘ কালক্ষেপ করছেন। এসব ক্ষেত্রে ভোটপত্র ইউনিটে অবৈধ বা অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ প্রতিহত করতে এবং ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া স্বাভাবিক ও সুশৃঙ্খল রাখতে ৪৯ নিয়ম অনুসারে ভোটপত্র ইউনিটটি পরীক্ষা করে দেখার জন্য প্রিসাইডিং অফিসারের ভোটগ্রহণ কক্ষে প্রবেশ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার আছে। তবে যখনই আপনি ভোটগ্রহণ কক্ষে প্রবেশ করবেন, উপস্থিত পোলিং এজেন্টদেরও অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

২০.৫.২। যাইহোক, কোনো নিরক্ষর ব্যক্তিকে ই ভি এম-এর ব্যবহার বোঝানোর জন্য ভোটগ্রহণের সময় আপনি কোনোভাবেই ভোটদান কক্ষে প্রবেশ করবেন না। নির্বাচন সামগ্রী সংগ্রহের সময় একটি কার্ডবোর্ডের (প্রমাণ আকারের) উপরে আঠা দিয়ে লাগানো ই ভি এম-এর ভোটপত্র ইউনিটের একটি মুদ্রিত প্রতিচ্ছবি সমস্ত প্রিসাইডিং অফিসারদের সরবরাহ করার জন্য জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এধরনের মডেল ভোটপত্র ইউনিট মুদ্রণের সময় সতর্ক থাকতে হবে যাতে সেখানে কোনো প্রকৃত নাম বা প্রতীক ব্যবহার না করে যেন শুধুমাত্র ব্যবহৃত হয় না এরকম নকল নাম ও প্রতীক ব্যবহার করা হয়। এটি রঙিন হবে যাতে নীল বোতাম, সবুজ ও লাল আলো ইত্যাদি স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। যখনই কোনো ভোটদাতা সাহায্য চাইবেন বা ভোটযন্ত্রে ভোট দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করবেন, তখন আপনি এই কার্ডবোর্ডের নমুনাটি দেখিয়ে ভোটদান পদ্ধতিটি তাঁকে এমনভাবে বুঝিয়ে বলবেন যাতে ঐ ব্যক্তি বিষয়টি বুঝতে সক্ষম হন। এই বোঝানোর কাজ পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতিতে ভোটদান কক্ষের বাইরে হবে এবং কখনোই ভোটদান কক্ষের ভিতরে হবে না। আপনি বা আপনার পোলিং অফিসাররা বারবার ভোটদান কক্ষে প্রবেশ করবেন না, কারণ এর ফলে অভিযোগ জানানোর সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

২১ অধ্যায়

নির্বাচকদের ভোটপ্রদানে গোপনীয়তা রক্ষা

২১.১। ভোটদান পদ্ধতি কঠোরভাবে মান্য করতে হবে

২১.১.১। ভোটদানের অনুমতিপ্রাপ্ত প্রত্যেক ভোটদাতাকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে। ২০ অধ্যায়ে বর্ণিত ভোটদান পদ্ধতি তাঁকে সম্পূর্ণভাবে পালন করতে হবে।

২১.২। ভোটদান পদ্ধতি মান্য করতে অস্বীকার করা

২১.২.১। ভোটদান পদ্ধতি মান্য করার জন্য আপনি সতর্ক করা সত্ত্বেও যদি কোনো নির্বাচক তা মেনে চলতে অস্বীকার করেন তাহলে আপনি অথবা আপনার নির্দেশে অপর কোনো পোলিং অফিসার ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা বিধির ৪৯ড (49M) ধারা অনুযায়ী ওই নির্বাচককে ভোট দিতে দেবেন না। যদি সেই নির্বাচককে ভোটার স্লিপ দেওয়া হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সেই স্লিপ প্রত্যাহার করে নিতে হবে এবং তা বাতিল করতে হবে।

২১.২.২। যখন ভোটদান পদ্ধতি লঙ্ঘন করার জন্য কোনো নির্বাচককে ভোট দিতে দেওয়া হবে না, তখন আপনি নির্বাচক নিবন্ধের (১৭ক নিদর্শ) মন্তব্য কলমে ভোটদান পদ্ধতি যে লঙ্ঘিত হয়েছে এই মর্মে—"ভোটদানের অনুমতি প্রদান করা হয়নি—ভোটদান পদ্ধতি লঙ্ঘিত" এই মন্তব্যটি লিখে রাখবেন। এই লিখনের নিচে আপনি পুরো সই করবেন। তবে এসবের জন্য নির্বাচক নিবন্ধের ১ম কলমে ওই নির্বাচকের বা পরবর্তী নির্বাচকদের ক্রমিকের কোনো পরিবর্তন হবে না।

২২ অধ্যায়

অন্ধ বা অশক্ত ভোটদাতাদের ভোটদান

২২.১। যদি আপনি নিশ্চিত হন যে, অন্ধত্বের দরুণ বা অন্য কোনো শারীরিক অক্ষমতার দরুণ কোনো ভোটদাতা অন্য কারোর সহায়তা ছাড়া ভোটপত্র ইউনিটের উপরে স্থাপিত ভোটপত্রের উপরের প্রতীকগুলি চিনতে বা সঠিক বোতামে চাপ দিতে অপারগ, সেক্ষেত্রে ৪৯ঢ (49N) নিয়ম অনুসারে ভোটদাতার পছন্দ অনুযায়ী ভোট দেওয়ার জন্য কমপক্ষে ১৮ বছর বয়স্ক কোনো সঙ্গীকে ভোটদান কক্ষে নিয়ে যাবার জন্যে ভোটদাতাকে অনুমতি দেবেন।

২২.২। অশক্ত ভোটার যাঁরা ভোটযন্ত্রের ব্যালট ইউনিটে তাঁর পছন্দমতো প্রার্থীর নামের পাশে নীল বোতামে চাপ দিয়ে ভোটদানে সক্ষম, তাঁদের ক্ষেত্রে ভোটদাতার সঙ্গী হিসাবে একজন ভোটারকে অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, তিনি ভোটগ্রহণ কক্ষ অবধি ভোটারকে নিয়ে যেতে পারবেন কিন্তু ভোটগ্রহণ কক্ষে প্রবেশ করতে পারবেন না। এই অনুমোদন সেই সকল ভোটারদের ক্ষেত্রেই গ্রাহ্য হবে যাঁরা এই প্রকার সহায়তাবান কেবলমাত্র তাঁদের চলাচলের সুবিধার জন্য, ভোট দেওয়ার জন্য এই সহায়তা প্রযোজ্য হবে না।

২২.৩। কোনো ব্যক্তি একই দিনে কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে একাধিক ভোটদাতার সঙ্গী হতে পারবেন না।

২২.৪। ৪৯ঢ নিয়ম অনুসারে একজন ব্যক্তি কেবলমাত্র একজন ভোটদাতারই সঙ্গী হতে পারেন। এই ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য পোলিং অফিসার ওই সঙ্গীর ডান হাতের তর্জনীতে অমোচনীয় কালি লাগিয়ে দেবেন। ভোটারের ক্ষেত্রে অবশ্য যথারীতি তাঁর বাম হাতের তর্জনীতে অমোচনীয় কালি লাগানো হবে।

২২.৫। ৪৯ঢ নিয়মের বলে একজন ভোটার যখন তাঁর সঙ্গীর সহায়তায় ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করবেন, তখন তাঁর ডান হাতের তর্জনী পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে সেখানে অমোচনীয় কালির চিহ্ন আছে কিনা। যদি দেখা যায় যে তাঁর ডান হাতের তর্জনীতে সত্যিই এরূপ চিহ্ন রয়েছে, তবে উপরে লেখা নিয়মের আওতায় ওই ব্যক্তিকে সঙ্গী হিসাবে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশের অধিকার দেওয়া যাবে না।

২২.৬। কোনো ব্যক্তিকে ভোটদাতার সাহায্যকারী হিসাবে অনুমতি দেবার পূর্বে তাঁকে ঘোষণা করতে হবে যে, ভোটদাতার হয়ে তিনি যে ভোট দেবেন তা গোপন রাখবেন আর সেইদিন তিনি ইতিমধ্যেই কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে অন্য কোনো নির্বাচকের হয়ে ভোট দেননি। এই ঘোষণাপত্র আপনাকে নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত নিদর্শে গ্রহণ করতে হবে, ১২ অনুবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২২.৭। ৪৯ঢ নিয়মের বলে প্রিসাইডিং অফিসার ১৪-ক নিদর্শে এই সমস্ত নির্বাচকদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করবেন যাঁরা সঙ্গীর সহায়তা নিয়ে ভোটদান করলেন। মনে রাখতে হবে ১৪ক নিদর্শে কেবলমাত্র সেই সকল ভোটারদেরই বিবরণ লিপিবদ্ধ হবে যাঁদের ক্ষেত্রে ভোটারদের সহায়তাকারী ব্যক্তি ভোটগ্রহণ কক্ষে প্রবেশ করেছেন এবং ভোটারকে ভোটদানে সহায়তা করেছেন। সহায়তাকারী ব্যক্তি ভোটগ্রহণ কক্ষে প্রবেশ না করলে তাঁদের নাম ১৪-ক নিদর্শে বিধৃত হবে না।

২২.৮। অধিকন্তু আপনি নিশ্চিত হবেন যে আপনার কোনো নির্বাচন কর্মী যেন অন্ধ ভোটারের সঙ্গী হয়ে তাঁর ভোটটি না দেন।

২২.৯। অন্ধ বা অশক্ত ভোটারদের ভোটদান করার সাথে সাথেই সহায়তাকারী ব্যক্তি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ত্যাগ করবেন।

২৩ অধ্যায়

যে সমস্ত ভোটদাতা ভোটদানে অস্বীকৃত হবেন

২৩.১। নির্বাচক নিবন্ধে (১৭ক নিদর্শ) নির্বাচক তালিকার ক্রমিক সংখ্যা লেখা ও স্বাক্ষর / টিপসই গ্রহণের পর যদি কোনো ভোটদাতা ভোট দিতে না চান, তাঁকে জোরপূর্বক ভোটদানে বাধ্য করা যাবে না।

২৩.২। আপনি নির্বাচক নিবন্ধে তাঁর সম্বন্ধে লিখিত তথ্যাদির সংলগ্ন মন্তব্য কলমে, তিনি যে ভোটদানে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এই মর্মে—“ভোটদানে অস্বীকৃত” বলে মন্তব্য লিখে রাখবেন। এই মন্তব্যের নীচে আপনার পূর্ণ স্বাক্ষর করবেন। যে-সকল নির্বাচক নিদর্শ-১৭ক-এ সই করার পর ভোট না-দিয়ে চলে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাঁদের জন্য নিদর্শ ১৭গ-এর অংশ ১-এ আইটেম-৩-এ **নিয়ম ৪৯-ও এর অধীন**-এর পরিবর্তে **ভোটপ্রদান না-করে স্থানত্যাগ বা ভোটদানে অস্বীকৃত** মন্তব্য বসবে।

২৩.৩। ৪৯দ (49Q) নিয়ম অনুযায়ী ওই মন্তব্যের নীচে ভোটদাতার স্বাক্ষর / টিপসই নিতে হবে।

২৩.৪। অবশ্য নির্বাচক নিবন্ধের ১ম কলমে ওই নির্বাচকের ক্রমিক সংখ্যা বা পরবর্তী ভোটদাতার ক্রমিক সংখ্যার কোনো পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই।

২৩.৫। ভোটপত্র ইউনিটে কোনো ভোটদাতার ভোট দেবার জন্য নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ‘ব্যালট’ বোতামটি-তে চাপ দেওয়ার পর যদি সেই ভোটদাতা ভোট দিতে অস্বীকৃত হন তাহলে আপনি / তৃতীয় পোলিং অফিসার, যিনি নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের দায়িত্বে থাকবেন সরাসরি পরবর্তী ভোটদাতাকে ভোট দেবার জন্য ভোটদান কক্ষে যেতে নির্দেশ দেবেন। ভোট দেবার জন্য নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ‘ব্যালট’ বোতামটি-তে চাপ দেওয়ার পর যদি সর্ব শেষ ভোটদাতা ভোট দিতে অস্বীকৃত হন, তাহলে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত আপনি / তৃতীয় পোলিং অফিসার প্রথমে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের পিছনদিকে ‘পাওয়ার’ সুইচটিকে বন্ধ করে, ভিভিপ্যাট মেশিনের সাথে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করবেন। এইভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করবার পর পুনরায় ‘পাওয়ার’ সুইচটিকে চালু করতে হবে। এখন ‘বিজি’ বাতি নিভে যাবে এবং ভোটগ্রহণ বন্ধ করতে ‘ক্লোজ’ বোতাম সক্রিয় হবে। এইক্ষেত্রে এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি অনুসৃত না হলে ‘ক্লোজ’ বোতাম কাজ করবে না এবং নিয়ন্ত্রণ ইউনিট বন্ধ না করলে ভোটযন্ত্রে ফলাফল প্রদর্শিত হবে না, কারণ ‘ক্লোজ’ বোতামে চাপ দেওয়ার পরই একমাত্র ‘রেজাল্ট’ বোতাম কার্যকর হবে।

২৪ অধ্যায়

নির্বাচন কার্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের ভোটদান

২৪.১। নীতিগতভাবে কমিশন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে কোনো ভোটকর্মীকে এমন কোনো বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হবে না যেখানে তাঁর কর্মস্থল বা যেখানে তিনি বাস করেন বা যে কেন্দ্রের তিনি ভোটদাতা। নির্বাচন কর্মে নিযুক্ত এই সমস্ত সরকারি কর্মী ডাক ভোট পদ্ধতিতে নিজ নিজ ভোটদান করতে পারবেন। এজন্য, তাঁদের ১২ নিদর্শে রিটার্নিং অফিসারের কাছে আবেদন করতে হবে।

২৪.২। জেলা নির্বাচন আধিকারিক / রিটার্নিং অফিসার আপনাকে প্রিসাইডিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করার জন্য দুই প্রস্থ নিয়োগপত্র দেবেন এবং যাতে আপনি ও পোলিং অফিসাররা ডাক ভোটপত্রের জন্য আবেদন করতে পারেন, সেজন্য তিনি এই আদেশনামার সঙ্গে যথেষ্ট সংখ্যক ১২ নির্দশ পাঠাবেন।

২৪.৩। আপনাকে খুব দ্রুত আবেদন পত্রটি (১২ নিদর্শ) পূরণ করে নিয়োগপত্রের প্রতিলিপি সহ সেটি রিটার্নিং অফিসারের কাছে জমা দিতে হবে। নির্বাচনকর্মীদের প্রশিক্ষণ শিবিরেও ১২ নিদর্শ জমা দেওয়া যেতে পারে। নির্বাচনকর্মীদের ডাক ভোটপত্রটি প্রদান করার পর যাতে ডাক ঘরে গিয়ে ভোটপত্রটি ডাকে প্রেরণ করতে না হয় সেজন্য রিটার্নিং অফিসার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেই ভোটদান এবং ভোটপত্র ও তৎ সম্পর্কিত কাগজপত্র জমা দেবার ব্যবস্থা রাখবেন। প্রশিক্ষণের সময় প্রশিক্ষণ শিবিরের সহায়তা কেন্দ্রে ভোটদান বিষয়ক প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলি জানানো হবে। যাই হোক, খুব কম ক্ষেত্রে মহিলা নির্বাচনকর্মীরা নিজ নির্বাচনক্ষেত্রে (অর্থাৎ যেখানে নির্বাচক হিসাবে তাঁদের নাম নথিভুক্ত রয়েছে) নিযুক্ত হতে পারেন। সেক্ষেত্রে তাঁদের ই ডি সি (নির্বাচনীকৃত্য শংসাপত্র) দেওয়া যেতে পারে। তাঁদের ক্ষেত্রে তাঁরা যে-কেন্দ্রের নির্বাচন কার্যের দায়িত্ব পেয়েছেন / পাবেন, সেই কেন্দ্রে ব্যক্তিগতভাবে ভোট দিতে পারবেন। যদি নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত কপিতে তাঁদের নামের পাশে ই ডি সি লেখা হয়ে যাওয়ার পর কোনো কারণে নির্বাচনী কাজে / সংরক্ষিত হিসাবে তাঁদের নিয়োগ বাতিল হয়ে যায় বা তাঁরা নিযুক্ত না হন, তাহলে-ও তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা সমীচীন হবে না। নির্বাচনীকার্যে অংশগ্রহণকারী আধিকারিক অথবা নির্বাচনী কর্তব্যে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারি, যাঁকে ই ডি সি প্রদান করা হয়েছে, ঐ নির্বাচনী কৃত্য শংসাপত্র (ই ডি সি) ছাড়াই তিনি আদতে যে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নির্বাচনী কার্যে নিযুক্ত ছিলেন সেই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রসহ যে কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটদান করতে পারবেন।

২৪.৪। অনুরূপভাবে, ভোটদান করা এবং গণনার আগে সেটি রিটার্নিং অফিসারের কাছে যথাসময়ে ফেরত পাঠানোর জন্য আপনার হাতে যথেষ্ট সময় না-ও থাকতে পারে। ডাক ভোটপত্রের মাধ্যমে ভোটদান করার জন্য নির্বাচনী কর্তব্যে নিযুক্ত ভোটদাতাদের আইনানুযায়ী ঐ নির্বাচন কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের দিন অথবা ভোটগ্রহণের প্রথম দিনের অন্তত সাতদিন বা রিটার্নিং অফিসারের অনুমোদনক্রমে আরো অল্প দিন আগে আবেদন করতে হবে।

২৫ অধ্যায়

ডাক ভোটপত্র প্রেরণ

সার্ভিস ভোটার

২৫.১। নির্বাচনে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা প্রস্তুত হয়ে গেলে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের সরাসরি তত্ত্বাবধানে যথাযথ নিরাপত্তার ছত্রছায়ায় জেলা নির্বাচন আধিকারিক-স্তরে ডাক ভোটপত্রগুলি মুদ্রিত হবে। ডাক ভোটপত্র প্রস্তুত হয়ে গেলেই নির্বাচনে নিয়োজিত নির্বাচকদের (সার্ভিস ভোটার) জন্য ডাক ভোটপত্র কেন্দ্রীয়ভাবে জেলা সদর থেকেই প্রেরিত হবে। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক রিটার্নিং অফিসার নির্বাচক তালিকার সর্বশেষ অংশের ভিত্তিতে নির্বাচনে নিয়োজিত ভোটদাতাদের বিশদ বিবরণী এবং এজন্য আগেই তৈরি করা খাম প্রস্তুতির কাজ পরিচালনার জন্য একজন এ আর ও-সহ একদল আধিকারিককে প্রতিনিয়োগ করবেন।

২৫.২। নির্বাচনে কর্তব্যরত নির্বাচকদের (সার্ভিস ভোটার) কাছে ডাক ভোটপত্র পাঠানোর সমস্ত কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করার জন্য জেলা নির্বাচন আধিকারিক একজন উপযুক্ত আধিকারিককে নোডাল অফিসার হিসাবে নিয়োগ করবেন। জেলা নির্বাচন আধিকারিক ডাক বিভাগের বরিষ্ঠ আধিকারিকদের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে ডাক বিভাগের আধিকারিকদের নিয়ে একটি দল গঠন করার ব্যবস্থা করবেন যাতে ডাক ভোটপত্র সংবলিত খাম ডাকঘরে গ্রহণ করা হয় এবং ভোটপত্রগুলি অবিলম্বে যথাযথ ঠিকানায় প্রেরিত হয় তা সুনিশ্চিত করা যায়। নির্বাচন কেন্দ্র অনুযায়ী ডাক ভোটপত্র সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য একটি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ থাকবে এবং ঐ রেজিস্টারে ডাক-কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর নেওয়া থাকবে।

২৫.৩। জেলা সদরে উপস্থিত পর্যবেক্ষকদের একজন ডাক ভোটপত্র প্রেরণের প্রক্রিয়াটি ব্যক্তিগতভাবে নজরদারি করবেন এবং নির্বাচনে নিয়োজিত ভোটদাতাদের (সার্ভিস ভোটার) ডাক ভোটপত্র পাঠানোর কাজটি সম্পূর্ণ হলেই কমিশনের কাছে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন পাঠাবেন। উপরে বর্ণিত প্রক্রিয়াটির ভিডিও ছবি তুলে রাখতে হবে। রিটার্নিং অফিসাররা নির্বাচনে নিয়োজিত ভোটদাতাদের (সার্ভিস ভোটার) কাছ থেকে ভোটপত্রগুলি পেতে শুরু করলে তিনি সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষককে প্রত্যেকদিন প্রাপ্ত ভোটপত্রের সংখ্যা এবং মোট প্রাপ্ত সংখ্যা জানিয়ে প্রতিদিন রিপোর্ট দেবেন। নির্বাচন পর্ব শেষে পর্যবেক্ষকরা যখন নির্বাচন কেন্দ্র থেকে চলে যাবেন তখন তাঁরা কমিশনের কাছে পাঠানো প্রতিবেদনে তাঁদের চলে যাওয়ার তারিখ অবধি যতগুলি ডাক ভোটপত্র পাওয়া গেছে তার সংখ্যা জানাবেন।

ভোটগ্রহণ কর্মীবৃন্দ

২৫.৪। নির্বাচনী দায়িত্বে নিযুক্ত পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মীগণ ব্যতীত অন্যান্য সরকারি কর্মীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র গ্রহণ, ডাক ভোটপত্র প্রদান এবং ভোট দেওয়ার পর ডাক ভোটপত্রগুলি ফেরত নেওয়ার জন্য রিটার্নিং অফিসাররা নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করবেন।

২৫.৪.১। সরকারি কর্মীদের নির্বাচনকর্মী হিসাবে নিয়োগ করা সংক্রান্ত ডেটাবেসে প্রত্যেক কর্মী যেখানে নির্বাচক হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছেন তাঁর সেখানকার নির্বাচন কেন্দ্রের নম্বর ও নাম, পার্ট নং এবং ক্রমিক নং-এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া থাকবে। এই সমস্ত তথ্য ঐ কর্মীদের স্পনসরিং কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অথবা জেলা নির্বাচন আধিকারিকের সুবিধামতো যে কোনো উপায়ে সংগ্রহ করা যাবে। ঐ সমস্ত নির্বাচনী বিবরণ হেল্প লাইন, বিভিন্ন সরকারি অফিসে পি ডি এফ ফর্মাটেলভ্য নির্বাচক তালিকা ইত্যাদি থেকে নানাভাবে খুঁজে নেওয়ার জন্য সরকারি কর্মী/স্পনসরিং কর্তৃপক্ষকে যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হবে। যে নিয়োগপত্র দ্বারা নির্বাচনকর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য হাজিরা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয় তাতে প্রত্যেক কর্মীর এ সি/পার্ট/ক্রমিক নং দেওয়া থাকবে।

২৫.৪.২। প্রত্যেক নির্বাচনকর্মীকে নিয়োগপত্রের সঙ্গে অতি অবশ্যই ১২ নিদর্শ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণের প্রথম দিনেই তাঁকে যথাযথভাবে পূরণ করা ১২ নিদর্শ জমা দিতে বলা হবে। কোনো নির্বাচন কর্মী ১২ নিদর্শ পেতে চাইলে তাঁকে দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণস্থলে পর্যাপ্ত সংখ্যাক ১২ নিদর্শ রাখা থাকবে। যেহেতু প্রশিক্ষণ স্থলেই প্রত্যেক নিযুক্ত নির্বাচনকর্মীকে

হাতে হাতেই ভোটপত্র দিয়ে দেওয়া হবে সেইজন্য তাঁদের পরিষ্কার করে বলে দিতে হবে যে তাঁদের ১২ নিদর্শে ভোটপত্র পাঠাবার ক্ষেত্রে কোনো ঠিকানা দিতে হবে না কারণ তা হবে নিতান্ত নিরর্থক। যে সমস্ত ব্যক্তিকে নির্বাচনকর্মী হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে তাঁদের কাছে থেকে ১২ নিদর্শ গ্রহণ করার জন্য প্রশিক্ষণ স্থলে আলাদা ব্যবস্থা থাকবে। ১২ নিদর্শ জমা দেওয়ার সময় সংশ্লিষ্ট কর্মী তাঁকে দেওয়া নিয়োগপত্রের পাশাপাশি এপিক বা কর্মস্থলের আই ডি সমেত অন্য যে কোনো আই ডি দেখাবেন। নির্বাচনকর্মীদের কাছ থেকে পাওয়া আবেদনপত্রগুলি (১২ নিদর্শ) দ্বিতীয় দফা প্রশিক্ষণ পর্ব শুরু হওয়ার আগেই সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার / সহকারী রিটার্নিং অফিসার সুবিন্যস্ত করে ফেলবেন। দ্বিতীয় দফার প্রশিক্ষণ, ডাক ভোটপত্র মুদ্রিত ও ইস্যু করার জন্য প্রস্তুত হওয়ার পরই অনুষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২৫.৪.৩। দ্বিতীয় দফা প্রশিক্ষণের দিনে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ডাক ভোটপত্র দেওয়ার জন্য পৃথক ও যথাযথ ব্যবস্থা থাকবে। নির্বাচন কর্মীদের যেহেতু আলাদা আলাদা নির্বাচন কেন্দ্র-ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা, কর্মীবর্গসহ আর ও / এ আর ও-দের ঐদিন প্রশিক্ষণ স্থলে উপস্থিত থাকা একান্ত প্রয়োজন। ডাক ভোটপত্র সংবলিত খাম, এপিক বা অন্য কোনো ফটো আই ডি বা নিয়োগপত্র যাচাই করে নিয়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনকর্মীদের হাতে দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে ভোটগ্রহণের দিন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রিসাইডিং অফিসার কর্তৃক ব্যবহার্য নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপিতে লালকালিতে 'পি বি' উল্লেখ করে দিতে হবে। 'পি বি' ইস্যুর বিষয়টি রিটার্নিং অফিসারের নির্দেশ পুস্তিকায় প্রদত্ত ২৪খ নিদর্শ অনুসারে আলাদাভাবে নথিভুক্ত করতে হবে এবং এতে অতিরিক্ত একটি স্তম্ভে নিযুক্তি স্থল (ঐ ব্যক্তি কোন বিধানসভা কেন্দ্রে কর্মরত) তার উল্লেখ করা থাকবে। সংশ্লিষ্ট আর ও / এ আর ও ঐ রেজিস্টারে স্বাক্ষর করবেন। নিযুক্ত নির্বাচনকর্মীকে একবার যদি ডাক ভোটপত্র দিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে তাঁকে নির্বাচনের কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলে বা তাঁকে রিজার্ভে রাখা হলেও, ডাক ভোটপত্রের মাধ্যমে তাঁর ভোট দিতে হবে।

২৫.৪.৪। ডাক ব্যবস্থার বিলম্বের দরুণ দেরি হলে নির্বাচকদের কাছে পি বি পাঠানোর ক্ষেত্রে যে সমস্যা হতে পারে সে কথা বিবেচনা করে কমিশন আর ও/এ আর ও-র কাছ থেকে ডাক ভোটপত্র পাওয়ামাত্র যাঁরা নির্বাচনকর্মী হিসাবে নিযুক্ত তাঁদের পছন্দ নথিবদ্ধ করার (ভোটদান করা) প্রণালীটিকে উৎসাহ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 'ডাক ভোটপত্র সহায়তা কেন্দ্র, স্থাপনের মাধ্যমে ১৩ক নিদর্শ প্রত্যয়িত করা এবং ভোট-প্রদত্ত ডাক ভোটপত্র সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখতে হবে। নির্বাচন কর্মীদের ডাক ভোটপত্রের মাধ্যমে ভোট দিতে এবং রিটার্নিং অফিসার/সহ-রিটার্নিং অফিসারের প্রত্যক্ষ নজরদারিতে ঐ উদ্দেশ্যে রাখা একটি সিল করা বাক্সে ডাক ভোটপত্র ফেলতে পরামর্শ দিতে হবে। নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষকগণ উপস্থিত থেকে সমস্ত প্রক্রিয়াটির তত্ত্বাবধান করবেন। প্রশিক্ষণস্থল তথা ডাক ভোটপত্র সহায়তা কেন্দ্রে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে ডি ই ও /এস পি /এস ডি এম সেই স্থল আগেই পরিদর্শন করবেন। যেহেতু নির্বাচকরা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেই ভোট দেবেন সেহেতু ঐ স্থলে শুধুমাত্র নিযুক্ত ভোটকর্মী এবং অন্য অনুমতিপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী ছাড়া আর কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। যখন নির্বাচনকর্মীরা তাঁদের ভোটপত্রে ছাপ দেবেন তখন দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচনকর্মী এবং অন্যান্য প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী ছাড়া আর কেউ যাতে সেখানে উপস্থিত থাকতে না পারেন যে বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে। যখন নির্বাচনকর্মীরা পছন্দমতো তাঁদের ভোটপত্রে ছাপ দেবেন তখন যাতে গোপনীয়তা বজায় থাকে তা কঠোরভাবে দেখতে হবে। এই উদ্দেশ্যে এই প্রক্রিয়ার আদ্যোপান্ত সবটাই ভিডিওতে রেকর্ড করতে হবে।

২৫.৪.৫। সহায়তা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের অনুমোদিত প্রতিনিধিরা যদি উপস্থিত থাকেন, তাঁদের বসার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। একটি নিবন্ধ বহিতে ঐ সমস্ত প্রতিনিধিদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে তাঁদের উপস্থিতি নথিভুক্ত করে রাখতে হবে।

২৫.৪.৬। নির্বাচন কর্মী ছাড়াও নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে থাকা মাইক্রো পর্যবেক্ষক, সেক্টর বা আঞ্চলিক আধিকারিক, পর্যবেক্ষকদের জন সংযোগ আধিকারিক প্রমুখের মতো ভোটগ্রহণের দিন নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে নিযুক্ত থাকবেন এমন অপরাপর অসামরিক কর্মীদের ক্ষেত্রেও সহায়তা কেন্দ্রে 'পি বি' ইস্যু করা এবং তাঁদের পছন্দ জানাবার উপরোক্ত প্রণালী একইভাবে প্রযোজ্য হবে।

নিরাপত্তা কর্মী

২৫.৪.৭। উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক, যে সমস্ত পুলিশকর্মী ভোটগ্রহণের দিন নির্বাচন-সংক্রান্ত কাজকর্মে যুক্ত থাকবেন, শুধু তাঁরাই ডাক ভোটপত্র পাওয়ার যোগ্য হবেন। সেজন্য, হাতে যথেষ্ট সময় রেখেই এই সমস্ত পুলিশ কর্মীদের নামের তালিকা সংগ্রহ করা প্রয়োজন। ঐ সমস্ত পুলিশ কর্মীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য পুলিশ সুপাররা জেলাস্তরে নোডাল আধিকারিক মনোনীত করবেন। ঐ তথ্যবলির মধ্যে, এই ধরনের প্রত্যেক পুলিশ কর্মীর নাম, কৃত্যক আই ডি নম্বর, নির্বাচন কেন্দ্রের নম্বর, পার্ট নম্বর, ক্রমিক নম্বর ইত্যাদির বিশদ বিবরণ থাকবে। প্রতিটি সদর ব্যাটালিয়ান পিছু রাজ্য সশস্ত্র আরক্ষা বাহিনীসমূহের জন্য অনুরূপ নোডাল অফিসারদের বেছে নিতে হবে।

২৫.৪.৮। ঐ তালিকা প্রস্তুত করার সময় যে সমস্ত পুলিশ কর্মী নির্বাচন-সংক্রান্ত কাজকর্মে জড়িত নন এবং যাঁরা তাঁদের নিজ নিজ ভোটকেন্দ্রে সাধারণ নির্বাচক হিসাবে ভোট দিতে পারবেন, তাঁদের নাম যাতে ঐ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না হয়, সে বিষয়ে বিশেষভাবে যত্নবান হতে হবে। পুলিশ সুপাররা বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব দেবেন এবং ঐ নামের তালিকাটি তাঁরা সংশ্লিষ্ট ডি ই ও-র কাছে জমা দেবেন এবং ডি ই ও ঐ তালিকাটি গ্রহণ করার পর তা ভোটের কাজে নিযুক্ত পুলিশ কর্মীদের 'অনুমোদিত তালিকা' হিসাবে গণ্য হবে।

২৫.৪.৯। যেহেতু পুলিশ কর্মীরা বিভিন্ন স্থানে কর্মরত এবং যেহেতু একই দিনে তাঁদের জেলার একটি বা দুটি নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয়, সে কারণে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে পুলিশ কর্মীগণ যাতে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন তার জন্য তাঁদের ডাক ব্যবস্থা মারফৎ ডাক ভোটপত্র দেওয়া হবে এবং ডাকযোগে অথবা আর ও-র অফিসে রাখা ড্রপবক্স মারফৎ সেগুলি গ্রহণ করা হবে। এই উদ্দেশ্যে নির্বাচন কর্তৃপক্ষ ও ডাক কর্তৃপক্ষের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সুনিশ্চিত করা হবে। আগেকার ব্যবস্থার পরিবর্তে এখন এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে ডাক ভোটপত্রটি রেজেস্ট্রি যোগে তাঁদের পাঠানো হবে এবং পুলিশ কর্মীরাও রেজেস্ট্রি ডাকযোগে ডাক ভোটপত্র পাঠাবেন এবং এই বাবদ স্ট্যাম্পের মূল্য প্রাপক অর্থাৎ রিটার্নিং অফিসার প্রদান করবেন; এ ব্যাপারে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক বরিষ্ঠ ডাক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করে সারা রাজ্যের জন্য এই ব্যবস্থাপনা করবেন। এই প্রক্রিয়ায় বিলম্ব এড়াতে যে সমস্ত পুলিশ কর্মী নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত তাঁদের চিহ্নিতকরণ এবং যাঁরা স্ব স্ব ভোট কেন্দ্রে যেতে পারবেন না বা যাঁরা তাঁদের এ.সি. নং, পার্ট নং, ক্রমিক নং-এর বিবরণ সহজে জানতে পারবেন না তাঁদের ঐ সমস্ত তথ্য এবং ১২ নিদর্শ যাতে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা হবে। তাঁদের দ্বারা যথাযথ ভাবে পূরণ করা ১২ নিদর্শ গ্রহণ করা ইত্যাদির সুষ্ঠু ব্যবস্থা করার জন্য আগেভাগেই নোডাল অফিসারদের একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা সুনিশ্চিত করতে হবে। নোডাল অফিসারের প্রথম কাজ হল, নির্বাচনের কাজে যুক্ত নিরাপত্তা কর্মীদের ডাক ভোটপত্র দেওয়ার জন্য ১২ নিদর্শের আবেদন পত্র বিতরণ করার ব্যবস্থা করা। সংশ্লিষ্ট ভোটদাতাকে ১২ নিদর্শ পূরণ করার জন্য একটি করে নির্দেশিকাও দিতে হবে। নির্বাচকদের জানিয়ে দিতে হবে যে, ১২ নিদর্শে তাঁদের ঠিকানা লেখার জন্য নির্দিষ্ট স্থানটিতে তাঁরা অবশ্যই যে স্থানে বর্তমানে তাঁরা কর্মরত আছেন সেই স্থানটির সম্পূর্ণ ঠিকানাই উল্লেখ করবেন। এছাড়া নিদর্শটির নির্দিষ্ট স্থানে তাঁরা যে স্থানে নির্বাচক হিসাবে নিবন্ধভুক্ত সেই স্থানটির ঠিকানা উল্লেখ করবেন। যে নির্বাচন কেন্দ্রে নির্বাচক হিসাবে তিনি নিবন্ধভুক্ত সেই নির্বাচন কেন্দ্রের নাম, ক্রমিক নং ও পার্ট নং উল্লেখ করবেন। যদি কোনো কারণে তিনি ক্রমিক নং, পার্ট নং ইত্যাদি উল্লেখ করতে না পারেন সেক্ষেত্রে যে স্থানে তিনি উপরোল্লিখিতভাবে নিবন্ধভুক্ত তার পুরো ঠিকানা উল্লেখ করবেন, যাতে তাঁর নামটি খুঁজে নিয়ে বিশদ খুঁটিনাটিগুলি পূরণ করার চেষ্টা করা যায়। উক্ত নোডাল অফিসাররা দেরি না করে নিরাপত্তা কর্মীদের কাছ থেকে পূরণ করা ১২ নিদর্শ সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করবেন।

২৫.৪.১০। যেহেতু কোনো নিরাপত্তা কর্মীর, তিনি যে জেলায় নির্বাচক হিসাবে নিবন্ধভুক্ত সেই জেলায় কর্মরত না হয়ে অন্য কোনো জেলায় কর্মরত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, সেজন্য ১২ নিদর্শে প্রাপ্ত সমস্ত আবেদনপত্র জেলা-ভিত্তিকভাবে সাজিয়ে ফেলতে হবে। সুতরাং এই ১২ নিদর্শগুলি নির্বাচনকেন্দ্র ভিত্তিকভাবে/জেলা ভিত্তিকভাবে সাজাতে হবে। একই জেলার নির্বাচনকেন্দ্রগুলির জন্য প্রাপ্ত ১২ক নিদর্শে দেওয়া আবেদনপত্রগুলি, রিটার্নিং অফিসারের সদর দপ্তর —যা জেলার সদর দপ্তরের বাইরে অবস্থিত – সেখানে না পাঠিয়ে জেলা সদর দপ্তরেই ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রাখতে হবে। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক নির্বাচনকেন্দ্র থেকে প্রাধিকারপ্রাপ্ত একজন এ আর ও জেলা সদর দপ্তরে আসবেন এবং নির্বাচনের কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট ভোটদাতার কাছে (পুলিশ কর্মী) এডি-সহ রেজেস্ট্রি ডাকযোগে ডাক ভোটপত্র পাঠাবেন এবং একইসঙ্গে নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপির সংশ্লিষ্ট জায়গায় লাল কালিতে 'পি বি' লিখে দেবেন এবং একটি নির্দিষ্ট নিবন্ধ বহিতে ক্রমিক নম্বর, অংশ নম্বর সহ ঐ সমস্ত নাম লিখে রাখবেন। ডাক কর্তৃপক্ষকে

পরিষ্কারভাবে নির্দেশ দিতে হবে যে রেজেস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো 'পি বি' যেন কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হাতেই দেওয়া হয় এবং কোনো অবস্থাতেই অন্য কোনো ব্যক্তিকে তা না দেওয়া হয়।

২৫.৪.১১। নিজ জেলার ক্ষেত্রে উপরোক্ত পদ্ধতিতে ১২ক আবেদনপত্রগুলি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের পর নোডাল অফিসার অবিলম্বে অন্যান্য ১২ ক আবেদনপত্রগুলিকে নির্বাচনকেন্দ্র ভিত্তিকভাবে খামে ভরে জেলা ভিত্তিকভাবে পার্সেল করে ফেলবেন এবং ঐ পার্সেলগুলি বিশেষ পত্রবাহক মারফৎ সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে পাঠিয়ে দেবেন। বিশেষ পত্রবাহক সংশ্লিষ্ট জেলার নোডাল অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন এবং প্রাপ্তিস্বীকারপত্রের বিনিময়ে ঐগুলি তাঁকে দেবেন। এভাবে বিভিন্ন জেলা থেকে ঐ সমস্ত খাম পাওয়ার পর নোডাল অফিসার নিজ জেলার ক্ষেত্রে পূর্বোল্লিখিত যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, ঠিক সেই পদ্ধতিতে ১২ক আবেদনপত্রগুলি সম্পর্কে ব্যবস্থা নেবেন।

২৫.৪.১২। নির্বাচক 'পি বি' পাওয়ার পর তাঁর পছন্দমতো প্রার্থীকে ভোট দেবেন এবং রেজেস্ট্রি ডাকযোগে সেটি রিটার্নিং অফিসারের কাছে পাঠিয়ে দেবেন অথবা রিটার্নিং অফিসারের অফিসে রাখা 'ড্রপবক্সে' ফেলে দেবেন। ভোট নথিভুক্ত করার সময় নির্বাচক ১৩ঘ নিদর্শে উল্লিখিত নির্দেশাবলি অনুসরণ করবেন।

ড্রাইভার, ক্লিনার, হেল্পার

২৫.৪.১৩। নির্বাচনী কাজে নিযুক্ত ভোটদাতাদের (নির্বাচন কর্মী বা নিরাপত্তা কর্মী ব্যতীত) ডাক ভোটপত্র দেওয়ার জন্য আবেদনপত্র গ্রহণের পদ্ধতি, যে সমস্ত ড্রাইভার, ক্লিনার ও হেল্পার নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত থাকবেন—তাঁদের ক্ষেত্রেও নিবিড়ভাবে চালু করা প্রয়োজন। এই সমস্ত ভোটদাতাদের কাছ থেকে যথাবিহিত পূরণ করা ১২ নিদর্শে আবেদনপত্র গ্রহণ করার একটা সময়সীমা থাকা আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে জেলা নির্বাচন আধিকারিক নির্বাচনের কাজে মোট কত যানবাহনের প্রয়োজন হবে সে সম্পর্কে আগাম হিসাব তৈরি করার পরিকল্পনা করবেন। যানবাহন অধিগ্রহণের সময় মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক অনুমোদিত এবং রাজ্যের সর্বত্র প্রযোজ্য একটি প্রোফর্মাতে ড্রাইভার ও ক্লিনারদের সম্পর্কে সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিবরণ সংগ্রহ করতে হবে। রিটার্নিং অফিসার এই সমস্ত বিবরণের ভিত্তিতে একটি দলিল তৈরি করবেন এবং পর্যবেক্ষককে তার একটি প্রতিলিপি দেবেন। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক এই সমস্ত ড্রাইভার ও ক্লিনারদের নিয়োগের জন্য একটি সময় সারণি নির্ধারণ করবেন এবং তাঁদের 'পি বি'-র জন্য আবেদনপত্র গ্রহণের নির্দিষ্ট সময়সীমা স্থির করে দেবেন। এই সমস্ত ভোটদাতাদের পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলে দিতে হবে যে, ১২ নিদর্শে ডাক ভোটপত্র পাওয়ার আবেদন করার সময় তিনি যেখানে ভোটদাতা হিসাবে নিবন্ধভুক্ত হয়েছেন – সেখানকারই ঠিকানা দিতে হবে, অন্য কোনো ঠিকানা দেওয়া চলবে না। এঁদেরকে রিটার্নিং অফিসার কেবলমাত্র এডি-সহ রেজেস্ট্রি ডাকযোগে ডাক ভোটপত্র (পি বি) পাঠাবেন। যদি কোনো ক্ষেত্রে এঁদের মধ্যে কোনো ভোটদাতা ডাক ভোটপত্র (পি বি) ডাকযোগে না নিয়ে হাতে হাতে নিতে চান তবে রিটার্নিং অফিসার নির্ধারিত-সময়সীমার মধ্যে তিনি তা নিতে পারবেন (মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক এ বিষয়ে সারা রাজ্যে একই সময় সীমা নির্ধারণ করার বিষয়টি সুনিশ্চিত করবেন)। এরপর ঐ ভোটদাতা ১৩ঘ নিদর্শে বিধৃত পদ্ধতি অনুসারে নির্ধারিত দিন-ক্ষণের মধ্যে তাঁর ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।

২৫.৪.১৪। ডাক ভোটপত্র দেওয়া হয়েছে এমন সমস্ত ভোটদাতার সুবিধার জন্য প্রত্যেক রিটার্নিং অফিসার মজবুত তালা লাগানো সিল করা একটি বিশেষ বাক্সের ব্যবস্থা করবেন যাতে এই ধরনের প্রত্যেক ভোটদাতা সিল বন্ধ খামে তাঁদের ভোটদান করা ডাক ভোটপত্র ঐ বাক্সের মধ্যে ফেলতে পারেন (ডাক ভোটপত্রের সঙ্গে প্রত্যেক ভোটদাতাকে খাম দেওয়া থাকবে)। যে সমস্ত ভোটদাতা হাতে হাতে ডাক ভোটপত্র সংগ্রহ করে সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ভোট দেবেন, তাঁদের জন্য ১৩ক নিদর্শ প্রত্যয়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে।

২৫.৪.১৫। নির্বাচক তালিকার সংশ্লিষ্ট অংশে ডাক ভোটপত্র (পি বি) দেওয়া হয়েছে এমন সমস্ত ভোটদাতার নামের পাশে 'পি বি' লিখে দেওয়া ছাড়া-ও ভোটগ্রহণ কেন্দ্রভিত্তিক একটি **'অতিরিক্ত তথ্য শিট'** (এ আই এস) তৈরি করতে হবে যাতে ক্রমিক সংখ্যা, নাম, সম্বন্ধ নাম, বয়স ও লিঙ্গ লেখা থাকবে। এই অংশ-ভিত্তিক 'অতিরিক্ত তথ্য শিট'-এ রিটার্নিং অফিসার বা প্রাধিকারপ্রাপ্ত যে কোনো সহ-রিটার্নিং অফিসার স্বাক্ষর করবেন এবং ভোটসামগ্রী সংগ্রহের সময় সংশ্লিষ্ট ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসারকে এর একটা প্রতিলিপি দিয়ে দেওয়া হবে। কালিতে স্বাক্ষর করা একটা প্রতিলিপি ছাড়া-ও প্রিসাইডিং অফিসারকে এই শিটের অনেকগুলো ফটোকপি দেওয়া হবে। ভোটগ্রহণের দিন পোলিং এজেন্টদের সম্মুখে মহড়া ভোট শুরু করার আগে প্রিসাইডিং অফিসার 'অতিরিক্ত তথ্য শিট'-এর সঙ্গে নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপি মিলিয়ে দেখে নেবেন এবং সেখানে উল্লিখিত সব কটি 'পি বি', নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপিতে সংশ্লিষ্ট সমস্ত নামের পাশে লেখা রয়েছে কিনা সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হবেন। নামের পাশে 'পি বি' লেখা আছে এমন কোনো ভোটদাতা কোনো অবস্থাতেই ঐ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দিতে পারবেন না।

২৬ অধ্যায়

প্রতিনিধি মারফত ভোটদান

২৬.১। কয়েক ধরনের বিশেষ কাজে নিযুক্ত ভোটদাতারা, তাঁদের নিয়োজিত প্রতিনিধি (প্রক্সি) ভোটদাতা মারফত ভোটদানের সুবিধা পেয়ে থাকেন। যে সকল কর্মরত ভোটদাতা প্রতিনিধি নিয়োগ করেছেন তাঁরা "শ্রেণিবদ্ধ চাকরিরত নির্বাচক (ক্লাসিফায়েড সার্ভিস ভোটার—সি এস ভি)" নামে অভিহিত হন। আপনার অধীনস্থ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যদি এইরকম নির্বাচকেরা থেকে থাকেন অর্থাৎ যাঁদের মনোনীত প্রতিনিধিরা আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দেবেন, তাহলে সেই শ্রেণিবদ্ধ চাকরিরত ভোটদাতাদের একটি তালিকা রিটার্নিং অফিসার আপনাকে দিয়ে দেবেন। শ্রেণিবদ্ধ চাকরিরত নির্বাচকদের (সি এস ভি-দের) এই তালিকাটি আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপির অংশ হিসাবে ধরতে হবে।

২৬.২। ওই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে অন্য যে কোনো নির্বাচক যেভাবে ভোট দেবেন, শ্রেণিবদ্ধ চাকরিরত ভোটদাতা (সি এস ভি)-র পরিবর্তে তাঁর প্রতিনিধি (প্রক্সি)-ও একইভাবে ভোট দেবেন। অন্যান্য সাধারণ নির্বাচকদের মতো শনাক্তকরণ পদ্ধতি ইত্যাদি, প্রতিনিধির ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য হবে। **তবে একটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে—তা হল, প্রতিনিধির (প্রক্সির) বাম হাতের মধ্যমায় অমোচনীয় কালির চিহ্ন দিতে হবে।** প্রতিনিধি শ্রেণিবদ্ধ চাকরিরত ভোটদাতার পরিবর্তে ভোটদান ছাড়াও, যে-ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে স্বাভাবিকভাবে তাঁর নাম নিবন্ধীকৃত নির্বাচক হিসাবে দেওয়া আছে, সেখানে তাঁর স্বনামের ভোটটিও দিতে পারবেন।

২৬.৩। প্রতিনিধি মারফত ভোটদানের ক্ষেত্রে নির্বাচক নিবন্ধ (১৭ক নিদর্শ)-এর ২য় কলমে নির্বাচকের ক্রমিক নম্বরটির ক্ষেত্রে আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের জন্য সি এস ভি-দের উপতালিকায় প্রদত্ত প্রতিনিধি (প্রক্সি) ভোটদাতার ক্রমিক নম্বরটি লিখতে হবে। কিন্তু এই ক্রমিক নম্বরের সঙ্গে মূল নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপির ক্রমিক নম্বরের পার্থক্য করার জন্য বন্ধনীর মধ্যে 'পিভি' (অর্থাৎ প্রক্সি ভোটার) অক্ষর দুটি লিখে রাখতে হবে। উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক, শ্রেণিবদ্ধ চাকরিরত নির্বাচকদের উপতালিকায় প্রতিনিধি ভোটদাতার ক্রমিক নম্বর ১, এক্ষেত্রে ১৭ক নিদর্শের ২য় কলমে ক্রমিক নম্বরটি লিখতে হবে '১ (পিভি)'। অনুরূপভাবে সি এস ভি উপতালিকায় প্রক্সির ক্রমিক নম্বর ৫ হলে লিখতে হবে '৫ (পিভি)', ইত্যাদি।

২৭ অধ্যায়

টেন্ডার ভোট

২৭.১। যদি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে একজন ব্যক্তি ইতিমধ্যেই ভোটদান করে চলে যাবার পরে কোনো ব্যক্তি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে নিজেকে উক্ত নির্বাচক হিসেবে দাবি করেন ও ভোট দিতে চান তাহলে আপনাকে সংশ্লিষ্ট ভোটদাতার পরিচয় সম্পর্কে নিঃসংশয় হতে হবে। যদি তাঁর পরিচয় সম্পর্কে আপনার জিজ্ঞাস্য প্রশ্নগুলির উত্তর আপনার কাছে সন্তোষজনক মনে হয় এবং তিনি তাঁর পরিচয়জ্ঞাপক প্রমাণাদি পেশ করেন তবে সংশ্লিষ্ট নির্বাচককে টেন্ডার ভোটপত্রের মাধ্যমে ভোট দিতে অনুমতি দেবেন। **কিন্তু ভোটযন্ত্রের মাধ্যমে ভোট দিতে দেবেন না।** এই ধরনের ভোটকে 'টেন্ডার ভোট' বলা হয়।

২৭.২। টেন্ডার ভোটপত্রের নক্‌শা

২৭.২.১। ৪৯ত নিয়ম অনুসারে নির্বাচন কমিশন নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যে, ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটযন্ত্রে ভোটপত্র ইউনিটে প্রদর্শনের জন্য যে ভোটপত্র ব্যবহার হবে টেন্ডার ভোটপত্রও ওই একই নক্‌শায় রচিত হবে।

২৭.২.২। সুতরাং, রিটার্নিং অফিসার ভোটযন্ত্রের ভোটপত্র ইউনিটে ভোটপত্র হিসাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে যে ভোটপত্র ছাপিয়েছেন টেন্ডার ভোটপত্র হিসাবে ব্যবহারের জন্য সেই ভোটপত্র, ভোটগ্রহণ কেন্দ্র পিছু অতিরিক্ত কুড়িটি করে পাঠাবেন। উপরোক্ত উদ্দেশ্যে কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে অতিরিক্ত ভোটপত্রের প্রয়োজন হলে (অর্থাৎ টেন্ডার ভোটের সংখ্যা ২০-রও বেশি হলে) উপরে বর্ণিত ভোটপত্রগুলি চাহিদা অনুযায়ী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ঐ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের আঞ্চলিক ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসারকে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হবে।

২৭.২.৩। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রকৃত নির্বাচকরূপে হাজির হওয়া ব্যক্তিকে টেন্ডার ভোটপত্র দেওয়ার আগে যদি ইতিমধ্যে 'টেন্ডার ভোটপত্র' ছাপ না মারা থাকে তাহলে আপনি ঐ ভোটপত্রের পিছনে স্বহস্তে এই কথা কটি লিখে এগুলিকে প্রয়োজন অনুসারে টেন্ডার ভোটপত্র হিসাবে ইস্যু করবেন।

২৭.৩। টেন্ডার ভোটপত্রের হিসাব

১৭গ নিদর্শের প্রথম ভাগের ৮নং দফায় আপনাকে সমস্ত ভোটপত্রের সঠিক হিসাব রাখতে হবে, যথা, (১) টেন্ডার ভোটপত্র হিসাবে ব্যবহার করার জন্য প্রাপ্ত ভোটপত্র, (২) নির্বাচকদের ইস্যু করা হয়েছে এমন ভোটপত্র এবং (৩) ব্যবহার না করে ফেরত দেওয়া হয়েছে এমন ভোটপত্র।

২৭.৪। যে ভোটদাতাদের টেন্ডার ভোটপত্র ইস্যু করা হয়েছে তার বিবরণী

যে নির্বাচকদের টেন্ডার ভোটপত্র সরবরাহ করা হয়েছে তাদের সম্পূর্ণ বিবরণীও আপনি ১৭খ নিদর্শে নথিভুক্ত করবেন। নির্বাচককে টেন্ডার ভোটপত্র দেবার আগে ওই নিদর্শের (৫) নং স্তম্ভে নির্বাচকের স্বাক্ষর বা টিপসই সংগ্রহ করবেন।

২৭.৫। টেন্ডার ভোটপত্রে ভোটদান

২৭.৫.১। নির্বাচককে টেন্ডার ভোটপত্র দেবার সময় একটি কালি লাগানো তীরচিহ্নযুক্ত রবার স্ট্যাম্পও দেবেন। প্রথাগত ভোটপত্র এবং ভোটবাক্স ব্যবহৃত হলে ভোটপত্র চিহ্নিত করার জন্য যে স্ট্যাম্প ব্যবহার হয়ে থাকে এই স্ট্যাম্পটি ঠিক তার অনুরূপ। এটি ভোটগ্রহণের জন্য আবশ্যিক জিনিসপত্রের সঙ্গে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করা হবে।

২৭.৫.২। টেন্ডার ভোটপত্রটি পাওয়ার পরে সংশ্লিষ্ট নির্বাচক ভোটদান কক্ষে গিয়ে যে প্রার্থীর সপক্ষে ভোট দিতে চান তাঁর নির্বাচনী প্রতীকের উপরে বা খুব কাছে এই স্ট্যাম্প দ্বারা তাঁর ভোট চিহ্নিত করবেন।

২৭.৫.৩। নির্বাচক এরপরে টেন্ডার ভোটপত্রটি ভাঁজ করবেন এবং ভোটদানের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে আপনাকে সেটি দিয়ে দেবেন।

২৭.৫.৪। আপনি সমস্ত টেন্ডার ভোটপত্র এবং ১৭খ নিদর্শে প্রস্তুত একটি তালিকা এই উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে রাখা একটি খামে রাখবেন এবং ভোটপর্ব শেষ হয়ে যাবার পরে খামটি সিল করবেন।

২৭.৫.৫। যদি দৃষ্টিহীনতা বা শারীরিক বৈকল্যের কারণে কোনো নির্বাচক কারো সাহায্য ছাড়া ভোটদান করতে অপারগ হন, তবে ২২ অধ্যায়ে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রিসাইডিং অফিসার তাঁর সঙ্গে একজন সঙ্গী নিয়ে যেতে অনুমতি দেবেন।

২৮ অধ্যায়

দাঙ্গা, বুথ দখল ইত্যাদি কারণে ভোটগ্রহণ মুলতুবি/বন্ধ

২৮.১। দাঙ্গা, ইত্যাদি কারণে ভোটগ্রহণ মুলতুবি

২৮.১.১। ১৯৫১ সালের জন প্রতিনিধিত্ব আইনের ৫৭(১) ধারায় ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসারকে নিম্নোক্ত কারণে নির্বাচন মুলতুবি করার ক্ষমতা দেওয়া আছে—

২৮.১.১.১। বন্যা, প্রবল তুষারপাত, প্রচণ্ড ঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বা

২৮.১.১.২। ভোটযন্ত্র, নির্বাচক তালিকার মূল প্রতিলিপি ইত্যাদি অবশ্য প্রয়োজনীয় নির্বাচনী উপকরণ না পাওয়া গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে, বা

২৮.১.১.৩। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে শান্তিভঙ্গের জন্য ভোটগ্রহণ অসম্ভব হলে, বা

২৮.১.১.৪। পথে কোন বাধা বিপত্তির ফলে ভোটগ্রহণকারী দল ভোটকেন্দ্রে না পৌঁছালে, বা

২৮.১.১.৫। গুরুত্বপূর্ণ অন্য কোনো কারণে।

২৮.১.২। দাঙ্গাহাঙ্গামা বা প্রকাশ্য হিংসাত্মক ঘটনা ঘটলে তা নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশ বাহিনীর সাহায্য নিন। যদি অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনা না যায় এবং ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে তবে আপনি ভোটগ্রহণ মুলতুবি রাখবেন। যেমন উপরে বলা হয়েছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোনো যথোপযুক্ত কারণেও ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া চালানো অসম্ভব হয়ে পড়লে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া মুলতুবি রাখা হবে। এক পশলা বৃষ্টি বা ঝোড়ো হাওয়া ভোটগ্রহণ মুলতুবির পক্ষে যথেষ্ট কারণ নয়। ভোটগ্রহণ মুলতুবি করে দেওয়ার এই বিশেষ ক্ষমতা যথাসম্ভব কম ব্যবহার করতে হবে, কেবলমাত্র তখনই ব্যবহার করা যাবে যখন বাস্তব পরিস্থিতিতে ভোটগ্রহণ একান্তই অসম্ভব হয়ে পড়বে। কমিশন এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, যেসব ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে দু'ঘণ্টার মধ্যেও ভোটগ্রহণ শুরু হয়নি সেসব স্থানে ভোটগ্রহণ মুলতুবি ঘোষণা করা যেতে পারে।

২৮.১.৩। ভোটগ্রহণ মুলতুবির প্রতিটি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ তথ্য তৎক্ষণাৎ রিটার্নিং অফিসারের কাছে পেশ করুন। যেখানেই ভোটগ্রহণ মুলতুবি হবে সেই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত সবাইকে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার দ্বারা জানিয়ে দেবেন যে ভোটগ্রহণের তারিখ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক পরে প্রজ্ঞাপিত হবে।

২৮.১.৪। পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতিতে ভোটযন্ত্র, ভিভিপ্যাট এবং অন্যান্য সব নির্বাচনী কাগজপত্র এমনভাবে সিল করবেন ও নিরাপদে রাখবেন যেন স্বাভাবিকভাবেই ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে।

২৮.৩। মুলতুবি নির্বাচন সম্পন্ন করা

২৮.৩.১। যে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের কাজ [৫৭ নং ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী] মুলতুবি রাখা হয়েছিল, সেখানে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে যে পর্যায়ে ভোটগ্রহণের কাজ মুলতুবি করা হয়েছিল সেখান থেকেই ভোটগ্রহণের কাজ শুরু করতে হবে, অর্থাৎ ভোটগ্রহণ মুলতুবি হওয়ার আগে যাঁরা ভোট দিতে পারেননি কেবলমাত্র তাঁরাই মুলতুবি নির্বাচনে ভোট দেবেন। যে ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ মুলতুবি হয়েছিল সেখানকার প্রিসাইডিং অফিসারকে রিটার্নিং অফিসার পূর্বে ব্যবহৃত নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপি ও ১৭ক নিদর্শের নির্বাচক নিবন্ধসহ সিল করা মোড়কগুলি এবং একটি নতুন ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাট মেশিন দেবেন।

২৮.৩.২। মুলতুবি নির্বাচন পুনরায় শুরু করার আগে যে সিলকরা খামে নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপি এবং নির্বাচক নিবন্ধটি আছে সেটি আপনি ঐ কেন্দ্রে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তাঁদের এজেন্টদের সামনে খুলবেন এবং নির্বাচক তালিকার ঐ চিহ্নিত প্রতিলিপিটি এবং ঐ নির্বাচক নিবন্ধটি মুলতুবি নির্বাচন সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে।

২৮.৩.৩। ২৮, ৪৯ক ও ৪৯খ নিয়মের ব্যবস্থাগুলি যেভাবে নির্বাচন মুলতুবি হওয়ার আগে প্রযুক্ত হয়েছে সেভাবেই মুলতুবি নির্বাচনেও প্রযুক্ত হবে।

২৮.৩.৪। ভোটগ্রহণকারী দলের অনুপস্থিতির জন্য বা অন্য কোনো কারণে নির্বাচন মুলতুবি হলে মূল নির্বাচনের মতোই প্রতিটি মুলতুবি নির্বাচনেও ঐ নিয়মগুলি প্রযুক্ত হবে।

২৮.৪। ভোটযন্ত্রে ত্রুটি, বুথ দখল ইত্যাদি কারণে ভোটগ্রহণ বন্ধ হয়ে যাওয়া

২৮.৪.১। ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৫৮ এবং ৫৮ক ধারা বলে নির্বাচন কমিশন কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট বাতিল বলে ঘোষণা করার এবং ঐ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নতুন করে ভোটগ্রহণের নির্দেশ দেওয়ার অধিকারী, যদি ঐ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে—

২৮.৪.১.১। কোনো অনধিকারী ব্যক্তি বেআইনীভাবে কোনো ভোটযন্ত্র নিয়ে চলে যায়, বা

২৮.৪.১.২। কোনো ভোটযন্ত্র দুর্ঘটনার ফলে বিকল হয়ে থাকে বা ইচ্ছাকৃতভাবে ভেঙে ফেলা হয়ে থাকে বা হারিয়ে গিয়ে থাকে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে অথবা এতে অবৈধভাবে হস্তক্ষেপ করা হয়ে থাকে যার ফলে ঐ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নির্বাচনী ফলাফল নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব নয়, বা

২৮.৪.১.৩। ভোটগ্রহণ পর্ব চলবার সময় কোনো ভোটযন্ত্রে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়, বা

২৮.৪.১.৪। ভোটপর্বে কালিমালেপন করতে পারে এমন যে কোনো প্রকার পদ্ধতিগত ভুল বা বেনিয়ম ঘটে থাকলে, বা

২৮.৪.১.৫। বুথ দখল হয় (উক্ত আইনের ১৩৫ক ধারায় যেভাবে ব্যাখ্যা করা আছে)

২৮.৪.২। যদি এমন কোনো ঘটনা আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ঘটে থাকে, তাহলে আপনি সম্পূর্ণ তথ্য রিটার্নিং অফিসারকে অচিরাৎ জানান যাতে তিনি প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলির জন্য বিষয়টি নির্বাচন কমিশনকে জানাতে পারেন।

২৮.৪.৩। কমিশন ব্যবহারিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে যদি কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নতুন করে ভোট গ্রহণের নির্দেশ দেয়, তবে মূল ভোটগ্রহণ পর্বের মতো ঐ একইভাবে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

২৮.৪.৪। যে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রটি সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে সেই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সমস্ত নির্বাচক নতুন করে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভোটদানের অধিকারী হবেন। মূল নির্বাচনের সময় দেওয়া আমোচনীয় কালির দাগ নতুন করে ভোটগ্রহণের সময় দেখা হবে না। মূল ভোটগ্রহণের সময় আঙুলে ইতিমধ্যেই লাগানো কালির দাগ নতুন করে ভোটগ্রহণের কালির দাগ থেকে পৃথক করতে কমিশন নির্দেশ দিয়েছে যে, নতুন করে ভোটগ্রহণে অমোচনীয় কালির দাগ ভোটদাতার বাম হাতের মধ্যমায় লাগাতে হবে।

২৮.৫। বুথ দখলের ক্ষেত্রে ভোটযন্ত্র বন্ধ করা

২৮.৫.১। ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা আইনের ৪৯ভ (49X) নিয়মে বলা হয়েছে, কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার যদি মনে করেন যে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে বুথ দখল করা হচ্ছে তবে তিনি আর কোনো ভোট যাতে গৃহীত না হয় সেই বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে ভোটযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ইউনিটটি তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দেবেন এবং নিয়ন্ত্রণ ইউনিট, ভিভিপ্যাট মেশিন ও ভোটপত্র ইউনিট-এর মধ্যে থাকা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করবেন।

২৮.৫.২। যেখানে আপনি সুনিশ্চিত যে বুথ দখল সত্যিই হচ্ছে, কেবলমাত্র আশঙ্কা বা সন্দেহের বশে বুথ দখল হতে পারে ভাবা হচ্ছে না, একমাত্র সেক্ষেত্রে উপরে যেরূপ বলা হয়েছে সেই অনুযায়ী আপনি ভোটযন্ত্র বন্ধ করার ব্যবস্থা নিতে পারেন। একথা বলা হচ্ছে কারণ একবার ক্লোজ বোতামে চাপ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ ইউনিট বন্ধ করে দিলে ভোটযন্ত্রে আর কোনো ভোট গৃহীত হবে না এবং হয় সেদিনের জন্য অথবা ঐ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পুনরায় ভোটগ্রহণ করার জন্য নতুন ভোটযন্ত্রের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত সাময়িকভাবে ভোটগ্রহণ স্থগিত রাখতে হবে।

২৮.৫.৩। ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা আইনের ৪৯ভ (49X) নিয়মবলে ভোটযন্ত্রের কাজ বন্ধ করে দেওয়ার পর বিষয়টি যত শীঘ্র সম্ভব রিটার্নিং অফিসারের গোচরে আনতে হবে। এবার রিটার্নিং অফিসার এ-সংক্রান্ত সমস্ত তথ্যাদি প্রাপ্তব্য দ্রুততম যোগাযোগ ব্যবস্থার সাহায্যে নির্বাচন কমিশনকে জানাবেন।

২৮.৫.৪। রিটার্নিং অফিসারের কাছ থেকে এই রিপোর্ট পাওয়ার পরে এবং সমস্ত ব্যবহারিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার পর নির্বাচন কমিশন —

২৮.৫.৪.১। যদি মনে করেন যে, যতদূর পর্যন্ত ভোটগ্রহণ করা হয়েছে তাতে কোনো ত্রুটি বা বিচ্যুতি ঘটেনি তবে একটি নতুন ভোটযন্ত্রের ব্যবস্থা করে যে পর্যন্ত ভোটগ্রহণ করা হয়েছিল তার পর থেকে স্থগিত ভোট নতুন করে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, বা

২৮.৫.৪.১। যদি এই ধারণা পোষণ করেন যে, ভোটগ্রহণে ত্রুটি বা বিচ্যুতি ঘটেছিল তবে নির্বাচন কমিশন ঐ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভোট বাতিল বলে ঘোষণা করতে এবং ঐ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নতুন করে ভোটগ্রহণের নির্দেশ দিতে পারেন।

২৮.৫.৫। উপরোক্ত ৫.১ অনুচ্ছেদ অনুসারে ভোটযন্ত্র বন্ধ করে দেওয়ার পরে যখন সেদিনের মতো ভোটপর্ব স্থগিত / বন্ধ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাট মেশিন এবং সমস্ত নির্বাচনী কাগজপত্র ভোটগ্রহণ শেষ হবার পরে যেমন সিল করে সুরক্ষিত ভাবে রাখা হয় ঐ একইভাবে রাখা হবে।

২৮.৫.৬। স্থগিত ভোট শেষ করতে বা, ক্ষেত্রবিশেষে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুসারে নতুন ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত করতে উপরে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

২৯ অধ্যায়

ভোটগ্রহণের শেষ পর্যায়

২৯.১। শেষ মুহূর্তে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত ব্যক্তিদের ভোটদান

২৯.১.১। কোনো অপরিহার্য কারণবশত, ভোটগ্রহণ পর্ব নির্দিষ্ট সময়ের কিছুটা পরে শুরু করা হয়ে থাকলেও ভোটগ্রহণ শেষ করার জন্য পূর্বনির্ধারিত সময়েই এটি শেষ করতে হবে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার নির্ধারিত সময়ের পরে কোনো ভোটদাতা ভোট দিতে পারবেন না, মনে রাখতে হবে যে ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রম করে আরো কিছু সময় ধরে ভোটগ্রহণের কাজ চালাতে হলেও ভোটগ্রহণ শেষ করার জন্য নির্ধারিত সময়ের শেষ মুহূর্তে উপস্থিত সমস্ত ভোটদাতাকে ভোট দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে।

২৯.১.২। ভোটগ্রহণ শেষ করার জন্য নির্ধারিত সময়ের কয়েক মিনিট আগে, ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সীমানার মধ্যে অপেক্ষমান ভোটদাতাদের উদ্দেশ্যে তাঁরা তাঁদের ভোট পর্যায়ক্রমে দিতে পারবেন বলে ঘোষণা করুন। ঐরূপ ভোটদাতাদের মধ্যে আপনার পুরো নাম স্বাক্ষর করা চিরকুট দিন, ঐ সময়ে সারিতে অপেক্ষারত ভোটদাতাদের সংখ্যা অনুযায়ী চিরকুটগুলিতে ক্রমিক নম্বর ১ থেকে শুরু করে পর পর ক্রমিক নম্বর দেওয়া থাকবে। ঐ সমস্ত ভোটদাতা তাঁদের ভোট না দেওয়া পর্যন্ত, নির্ধারিত শেষ সময়ের পরও ভোটগ্রহণ চালিয়ে যাবেন। নির্ধারিত শেষ সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর আর কোনো ব্যক্তি যাতে ভোটদাতাদের সারিতে দাঁড়াতে না পারেন তা দেখার জন্য পুলিশ এবং অন্যান্য কর্মী মোতায়েন করুন। ঐরূপ সমস্ত নির্বাচকদের মধ্যে চিরকুট বিলির কাজ সারির শেষ প্রান্ত থেকে সামনের দিক বরাবর করা হলে এই কাজটি কার্যকরভাবে সুনিশ্চিত করা যেতে পারে। অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে আপনাকে ১৯ অনুবন্ধে প্রদত্ত নমুনা অনুযায়ী ক্রমিক সংখ্যা সংবলিত মুদ্রিত স্লিপ (ভোটগ্রহণ কেন্দ্র পিছু ২০০টি) সরবরাহ করা হবে।

২৯.২। ভোটগ্রহণের সমাপ্তি

২৯.২.১। নির্ধারিত শেষ সময়ে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত সমস্ত ভোটদাতা পূর্ব অনুচ্ছেদে যেভাবে বলা হয়েছে সেইভাবে ভোটদান শেষ করলে আপনি আনুষ্ঠানিকভাবে ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে বলে ঘোষণা করবেন এবং এর পরে কোনো পরিস্থিতিতেই কোনো ব্যক্তিকে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেবেন না।

২৯.২.২। প্রিসাইডিং অফিসার ভোট শেষে উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের সামনে 'ক্লোজ বাটন' টিপে ভোটযন্ত্র বন্ধ করবেন।

২৯.২.৩। প্রিসাইডিং অফিসার ভোট শেষে নিদর্শ-১৭ক-এ শেষ এন্ট্রির পরে একটি লাইন টানবেন এবং তার পরে নিজের সইতে একটি বিবৃতি লিপিবদ্ধ করবেন যে, "নিদর্শ-১৭ক-এ শেষ এন্ট্রির ক্রমিক নম্বর হল ...." এবং বিবৃতির নীচে উপস্থিত সকল পোলিং এজেন্টের স্বাক্ষর নেবেন।

২৯.৩। ভোটগ্রহণ যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ইউনিট বন্ধ করা

২৯.৩.১। শেষতম ভোটদাতা তাঁর ভোট রেকর্ড করার পরে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠান শেষ করার জন্য এই ভোটগ্রহণ যন্ত্রে যাতে আর কোনো ভোট রেকর্ড করা সম্ভব না হয় তার জন্য ভোটগ্রহণ যন্ত্রটি বন্ধ করা আবশ্যক। এর জন্য আপনাকে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ওপর 'ক্লোজ' বোতামটিতে চাপ দিতে হবে। যখন 'ক্লোজ' বোতামে চাপ দেওয়া হবে তখন নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের প্রদর্শন প্যানেলে ভোটপর্বের শেষাবধি রেকর্ড হওয়া মোট ভোটসংখ্যা প্রদর্শিত হবে (অবশ্যই প্রার্থী-পিছু প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা দেখা যাবে না)। ১৭ক নিদর্শের প্রথম ভাগের ৫নং দফায় ঐ ভোটগ্রহণ যন্ত্রে রেকর্ড করা মোট ভোটসংখ্যা তৎক্ষণাৎ লিখে রাখতে হবে। সেইজন্য আপনাকে নিয়ন্ত্রণ ইউনিট, ভিভিপ্যাট ও ভোটপত্র ইউনিট-এর মধ্যে থাকা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে এবং সেই সঙ্গেই নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের পিছন দিকের কক্ষের পাওয়ার সুইচ (Power Switch)-টিকে 'অফ' অবস্থায় নিয়ে আসতে হবে।

২৯.৩.২। ফলাফল শাখা (রেজাল্ট সেকশন)-র বহিরাবরণের বাম দিকে নীল রঙের রবারের ক্যাপের নিচে একটি খোপের মধ্যে 'ক্লোজ' বোতাম থাকে এবং রবারের ক্যাপটি টেনে বার করলেই এই বোতামের নাগাল পাওয়া যায়। ভোটপর্ব শেষ হয়ে যাবার পরে 'ক্লোজ' বোতামে চাপ দেওয়ার কাজ হয়ে গেলেই এই রবারের ক্যাপটি আবার লাগিয়ে দিতে হবে।

২৯.৩.৩। 'ক্লোজ' বোতামে একবার চাপ দিলে ভোটযন্ত্র আর কোনো ভোট গ্রহণ করবে না। অতএব, 'ক্লোজ' বোতামে চাপ দেওয়ার আগে আপনাকে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে এবং ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার নির্ধারিত সময়ে কোনো নির্বাচক যেন ভোটদান করতে বাকি না থাকেন সে সম্পর্কে পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হতে হবে।

২৯.৩.৪। আপনি অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে 'ক্লোজ' বোতাম তখনই কাজ করবে যখন নিয়ন্ত্রণ ইউনিটে 'বিজি' আলোটি জ্বলবে না অর্থাৎ শেষতম ভোটদাতা ভোটপত্র ইউনিটের নীল বোতামে চাপ দিয়ে তাঁর ভোটটি রেকর্ড করেছেন। যদি শেষতম নির্বাচক তাঁর ভোট দিয়ে যাওয়ার পরে ভুলবশত 'ব্যালট' বোতামে চাপ দেওয়ার ফলে 'বিজি' আলো জ্বলে থাকে অথবা শেষতম ভোটদাতা 'ব্যালট' বোতামে চাপ দেওয়ার পর ভোটদানে অস্বীকৃত হন তবে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের পিছনের দিকের খোপের পাওয়ার সুইচ অফ করে 'বিজি' আলো নিভিয়ে দিতে হবে এবং নিয়ন্ত্রণ ইউনিট, ভিভিপ্যাট এবং ভোটপত্র ইউনিট-এর মধ্যে থাকা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। নিয়ন্ত্রণ ইউনিট থেকে ভিভিপ্যাট ও ভোটপত্র ইউনিট-এর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার পরে পাওয়ার সুইচ আবার 'অন' বা চালু করতে হবে। এখন 'বিজি' আলো নিভে যাবে এবং 'ক্লোজ' বোতাম কাজ করতে শুরু করবে।

২৯.৩.৫। নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের 'পাওয়ার সুইচ' 'অফ' অবস্থায় নিয়ে এসে ভিভিপ্যাট মেশিনের সাথে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে।

৩০ অধ্যায়

গৃহীত ভোটের হিসাব

৩০.১। গৃহীত ভোটের হিসাব প্রস্তুত করা

৩০.১.১। ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর আপনাকে ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা নিয়মাবলির ৪৯ধ (49S) নিয়মের অধীনে ভোটযন্ত্রে গৃহীত ভোটের হিসাব প্রস্তুত করতে হবে। এই হিসাব আপনি ১৭গ (17C) নিদর্শের ১ম ভাগে প্রস্তুত করবেন। আপনাকে এই হিসাবের একটি প্রতিলিপি (Duplicate)-ও তৈরি করতে হবে।

৩০.১.২। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ইতিমধ্যে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেইভাবে ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর ভোটযন্ত্রে গৃহীত মোট ভোটের সংখ্যা 'ক্লোজ' বোতামটিতে চাপ দিয়ে নিশ্চিতভাবে জানা যায়। প্রয়োজন হলে পুনরায় বোতামটিতে চাপ দিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য জানা যাবে।

৩০.১.৩। আপনাকে ভুললে চলবে না যে, ভোটযন্ত্রে গৃহীত মোট ভোটের সংখ্যা, ভোটদাতা নিবন্ধের (১৭ক নিদর্শ) স্তম্ভ (১)-এ নিবন্ধকৃত মোট ভোটদাতার সংখ্যা থেকে যে সব ভোটদাতা ভোট না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন (নির্বাচক নিবন্ধের 'মন্তব্য' স্তম্ভ অনুযায়ী) তাঁদের সংখ্যা এবং ভোটগ্রহণের গোপনীয়তা বা পদ্ধতি লঙ্ঘনের জন্য যে-সব ভোটদাতাকে আপনি ভোটদানের অনুমতি দেননি (উক্ত নিবন্ধের 'মন্তব্য' স্তম্ভ অনুযায়ী) তাঁদের সংখ্যা বিয়োগ করলে যা হবে, তার সমান হবে। যে-সব স্থানে 49 MA(D) ধারায় যে পরীক্ষামূলক ভোটগ্রহণ করা হবে তা ১৭গ নিদর্শের প্রথম (১) নম্বর অংশের ৫ নম্বর ক্রমে উল্লেখ করতে হবে।

৩০.১.৪। ১৭গ নিদর্শের ১ম ভাগে প্রস্তুত করা গৃহীত ভোটের নমুনা হিসাব আপনার নির্দেশনার জন্য ১৩ অনুবন্ধে দেওয়া হল।

৩০.১.৫। ১৭গ নিদর্শে লিখিত গৃহীত ভোটের হিসাব আপনি অবশ্যই পৃথক একটি খামে ভরে উপরে 'গৃহীত ভোটের হিসাব' লিখে রাখবেন।

৩০.২। গৃহীত ভোটের হিসাবের প্রত্যয়িত প্রতিলিপি পোলিং এজেন্টদের কাছে সরবরাহ করা

৩০.২.১। উক্ত ৪৯ধ (49S) নিয়মের অধীনে ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর উপস্থিত প্রত্যেক পোলিং এজেন্টকে ১৭গ নিদর্শে আপনি গৃহীত ভোটের যে হিসাব প্রস্তুত করেছেন তার একটি করে প্রত্যয়িত প্রতিলিপি পোলিং এজেন্টদের থেকে রসিদ নিয়ে প্রদান করতে হবে। কেউ যদি নাও চায় তবুও উপস্থিত প্রত্যেক পোলিং এজেন্টকে হিসাবের প্রতিলিপি দিতে হবে। মূল ১৭গ নিদর্শটি ভোটযন্ত্রের সঙ্গে সংগ্রহ কেন্দ্রে (স্ট্রংরুম) জমা দিতে হবে। ১৭গ নিদর্শের একটি প্রতিলিপি-ও সংগ্রহ কেন্দ্রে জমা দিতে হবে।

৩০.২.২। ১৭গ নিদর্শে গৃহীত ভোটের হিসাবের প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রতিলিপি প্রস্তুত করার জন্য যতজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী আছেন ততগুলি এবং মূল হিসাবের জন্য আরও দুটি বা তিনটি নিদর্শের মুদ্রিত প্রতিলিপি (১৭গ নিদর্শ) আপনাকে দেওয়া হবে। সম্ভব হলে, মূল হিসাবের লিখনগুলি পূরণ করার সময়েই আপনি কার্বন কাগজের সাহায্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রতিলিপি প্রস্তুত করে নেবেন যাতে পোলিং এজেন্টদের দেওয়া প্রতিলিপি ও মূল হিসাব সবদিক থেকে একই হয়।

৩০.২.৩। লোকসভা এবং বিধানসভার যুগপৎ নির্বাচনের ক্ষেত্রে ১৭গ নিদর্শে গৃহীত ভোটের হিসাব লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক ভাবে করতে হবে। বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ১৭গ নিদর্শের প্রতিলিপিগুলি কেবলমাত্র বিধানসভা নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের এজেন্টদের এবং লোকসভা নির্বাচনের জন্য ১৭গ নিদর্শের প্রতিলিপি কেবলমাত্র লোকসভা নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের এজেন্টদের দিতে হবে।

৩০.৩। ভোটগ্রহণের শেষে যে ঘোষণা করতে হবে

৩০.৩.১। পোলিং এজেন্টদের গৃহীত ভোটের হিসাবের প্রতিলিপি প্রদানের যে প্রয়োজনীয়তা ৪৯ধ (49S) নিয়মে উল্লিখিত রয়েছে সেটি পূরণ করা সুনিশ্চিত করার জন্য কমিশন একটি ঘোষণা (৭ অনুবন্ধ, ৩য় ভাগ) প্রস্তুত করেছে। ভোটগ্রহণের শেষে আপনাকে ঐ ঘোষণাটি সম্পূর্ণ করতে হবে।

৩১ অধ্যায়

ভোটগ্রহণের শেষে ভোটযন্ত্র সিল করা

৩১.১.১। ভোটগ্রহণ শেষ হয়ে গেলে ১৭গ নিদর্শে ভোটযন্ত্রে গৃহীত ভোটের হিসাব তৈরি করে উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের তার প্রত্যয়িত কপি সরবরাহ করার পর ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাট গণনা / সংগ্রহ কেন্দ্রে পাঠাবার জন্য সিল করে নিরাপদ করতে হবে।

৩১.১.২। ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাট সিল ও নিরাপদ করার জন্য প্রথমে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের **পাওয়ার সুইচটিকে অবশ্যই 'অফ' করে দিতে হবে**। তারপর কন্ট্রোল ইউনিট, ভিভিপ্যাট ও ভোটপত্র ইউনিটগুলির মধ্যে থাকা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। নিয়ন্ত্রণ ইউনিট, ভিভিপ্যাট ও ভোটপত্র ইউনিটগুলিকে তাদের নির্দিষ্ট বহনকারী বাক্সে ভরতে হবে।

৩১.১.৩। প্রত্যেকটি বাক্সের দুই প্রান্তে এই উদ্দেশ্যে রাখা দুটি ছিদ্রের মধ্য দিয়ে সুতো গলিয়ে এবং এই সুতোর সঙ্গে আটকানো নির্বাচন, ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ও অন্তর্ভুক্ত ইউনিট সংক্রান্ত তথ্য সংবলিত একটি অ্যাড্রেস ট্যাগের উপর প্রিসাইডিং অফিসারের তারিখসহ স্বাক্ষর ও সিল দিতে হবে।

৩১.১.৪। ভোটপত্র ইউনিট, ভিভিপ্যাট এবং নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের উপর প্রদত্ত অ্যাড্রেস ট্যাগের বিষয়বস্তু তৃতীয় অধ্যায়ের ২(১) অনুচ্ছেদের অনুরূপ হবে। উপস্থিত প্রার্থী বা তাঁদের পোলিং এজেন্টরা ইচ্ছুক হলে অ্যাড্রেস ট্যাগে তাঁদেরও সিল দেওয়ার অনুমতি দিতে হবে।

৩১.১.৫। যে সমস্ত প্রার্থী বা এজেন্ট নিয়ন্ত্রণ ইউনিট, ভিভিপ্যাট ও ভোটপত্র ইউনিট বহনকারী বাক্সের অ্যাড্রেস ট্যাগের উপর সিল দেবেন, ভোটগ্রহণের শেষে আপনাকে যে ঘোষণা করতে হবে সেখানে আপনি তাঁদের নাম উল্লেখ করে দেবেন (৭ অনুবন্ধের ৪র্থ অংশ দ্রষ্টব্য)।

৩২ অধ্যায়

নির্বাচনী কাগজপত্র সিল করা

৩২.১। নির্বাচনী কাগজপত্র প্যাকেটে ভরে সিল করা

৩২.১.১। ভোটগ্রহণ শেষে **১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা নিয়মাবলির** ৪৯প (49U) নিয়ম (২ অনুবন্ধ) অনুযায়ী সমস্ত নির্বাচনী কাগজপত্র পৃথক পৃথক খামে রেখে সিলসহ বন্ধ করে দেওয়া হবে।

৩২.১.২। যে সমস্ত খামে (ক) ১৭গ নিদর্শে গৃহীত ভোটের হিসাব ও পেপার সিল এর হিসাব (খ) নির্বাচনের শুরুতে ও চলাকালীন এবং শেষে প্রিসাইডিং অফিসারের ঘোষণাপত্র (৭ অনুবন্ধ) (গ) প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরি (ঘ) পরিদর্শন শিট (ভিজিট শিট) এবং ১৬ দফা পর্যবেক্ষকের রিপোর্ট রয়েছে, সেগুলি বাদে অন্য সব খাম চারটি বড়ো মোড়কে ভরে তিন অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতিতে রিটার্নিং অফিসারের নিকট পাঠাতে হবে।

৩২.১.৩। ভোট যন্ত্র এবং (১) প্রদত্ত ভোটের হিসাব এবং পেপার সিলের হিসাব (২) প্রিসাইডিং অফিসারের ঘোষণা সমূহ (৩) প্রিসাউডিং অফিসারের ডায়েরি এবং (৪) পরিদর্শন (ভিজিট) শিট ও ১৬ দফা পর্যবেক্ষকের রিপোর্ট আলাদা আলাদাভাবে খামে গ্রহণ কেন্দ্রে পাঠাতে হবে।

৩২.২। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত প্রত্যেক প্রার্থী অথবা তাঁর নির্বাচনী এজেন্ট অথবা তাঁর পোলিং এজেন্টকে নিম্নলিখিত নথিপত্র সংবলিত খাম ও মোড়কের ওপর তাঁদের সিল দেবার অনুমতি দেবেন—

৩২.২.১। নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপি,

৩২.২.২। নির্বাচক নিবন্ধ,

৩২.২.৩। ভোটার স্লিপ,

৩২.২.৪। ব্যবহৃত টেন্ডার ভোটপত্র, এবং ১৭খ (17B) নিদর্শে টেন্ডার ভোট-এর তালিকা,

৩২.২.৫। অব্যবহৃত টেন্ডার ভোটপত্র,

৩২.২.৬। চ্যালেঞ্জ ভোটের তালিকা,

৩২.২.৭। অব্যবহৃত ও নষ্ট হয়ে যাওয়া পেপার সিল, যদি কিছু থাকে,

৩২.২.৮। পোলিং এজেন্টদের নিয়োগপত্র, এবং

৩২.২.৯। অন্য যে কোনো কাগজ যা রিটার্নিং অফিসার সিল করা খামে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

৩২.৩। সংবিধিবদ্ধ মোড়ক ও অ-সংবিধিবদ্ধ মোড়ক প্রস্তুত করা এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত অন্যান্য জিনিসপত্র মোড়ক বাঁধা

সিল করা ভোটযন্ত্র, ভিভিপ্যাট, নির্বাচনী কাগজপত্র এবং অন্যান্য জিনিসপত্র জমা দিতে গিয়ে বিলম্ব ও অপেক্ষা করার অসুবিধা এড়ানোর জন্য নিচে যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবে খামে অন্যান্য জিনিসপত্রগুলি চারটি পৃথক মোড়কে বেঁধে এবং জিনিসপত্র জমা নেওয়ার নির্দিষ্ট স্থানে জমা দিন:

৩২.৩.২। প্রথম (সবুজ রঙের) মোড়কে নিচে উল্লিখিত সিল করা খামগুলি থাকবে, এবং **'সংবিধিবদ্ধ মোড়ক'** কথাটি লেখা থাকবে—

৩২.৩.২.১। নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপি সমেত সিল করা খাম,

৩২.৩.২.২। সিল করা নির্বাচক নিবন্ধ সংবলিত খাম,

৩২.৩.২.৩। সিল করা ভোটারস্লিপ সংবলিত খাম,

৩২.৩.২.৪। অব্যবহৃত টেন্ডার ভোটপত্রের সিল করা খাম,

৩২.৩.২.৫। ব্যবহৃত টেন্ডার ভোটপত্র এবং ১৭খ নিদর্শে তালিকার সিল করা খাম।

যদি উপরোক্ত কোনো খামে যে তথ্য ও নথি রাখার কথা তা না থেকে থাকে তবে 'শূন্য' লেখা একটি চিরকুট খামের মধ্যে রেখে দেবেন এবং মোট পাঁচটি খাম প্রস্তুত রাখবেন যাতে যেখানে জমা দেওয়া হবে সেই স্থানের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কোনো সিল করা খাম না পাবার দরুন প্রশ্ন তোলার প্রয়োজন বোধ না করেন।

৩২.৩.৩। দ্বিতীয় (হলুদ রঙের) মোড়কে নিচে উল্লিখিত খামগুলি থাকবে এবং **'অ-সংবিধিবদ্ধ মোড়ক'**—এই কথাগুলি লেখা থাকবে—

৩২.৩.৩.১। নির্বাচক তালিকার (চিহ্নিত প্রতিলিপি ছাড়া) প্রতিলিপি বা প্রতিলিপিসমূহ আছে এমন খাম,

৩২.৩.৩.২। ১০ নিদর্শে পোলিং এজেন্টদের নিয়োগপত্রবাহী খাম,

৩২.৩.৩.৩। ১২খ নিদর্শে নির্বাচনীকৃত্য শংসাপত্র (ইডিসি)-বাহী খাম,

৩২.৩.৩.৪। ১৪ নিদর্শে চ্যালেঞ্জ ভোটের তালিকাবাহী সিল করা খাম,

৩২.৩.৩.৫। ১৪ক নিদর্শে অন্ধ ও অশক্ত ভোটদাতাদের তালিকা এবং সঙ্গীদের ঘোষণাপত্রবাহী খাম,

৩২.৩.৩.৬। ভোটদাতাদের নিকট হতে তাদের বয়স সম্বন্ধে সংগৃহীত ঘোষণা এবং ঐ ধরনের ভোটদাতাদের তালিকা (১১ অনুবন্ধ) সমেত খাম,

৩২.৩.৩.৭। চ্যালেঞ্জ ভোট সম্পর্কিত রসিদ বই ও নগদ টাকা, যদি থেকে থাকে, তবে সেগুলির খাম,

৩২.৩.৩.৮। অব্যবহৃত ও নষ্ট হওয়া কাগজের সিলের খাম,

৩২.৩.৩.৯। অব্যবহৃত ভোটার স্লিপ সংবলিত খাম,

৩২.৩.৩.১০। অব্যবহৃত ও নষ্ট হওয়া স্পেশাল ট্যাগ সংবলিত খাম; এবং

৩২.৩.৩.১১। অব্যবহৃত ও নষ্ট হওয়া স্ট্রিপ সিল সংবলিত খাম।

৩২.৩.৪.। তৃতীয় (বাদামি রঙের) মোড়কে নিম্নলিখিত জিনিসগুলি থাকবে—

৩২.৩.৪.১। প্রিসাইডিং অফিসারদের জন্য নির্দেশ পুস্তিকা,

৩২.৩.৪.২। বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাট সম্পর্কিত নির্দেশিকা,

৩২.৩.৪.৩। অমোচনীয় কালির সরঞ্জাম (প্রতিটি শিশির ছিপি, গলানো মোমবাতি বা মোম দিয়ে এমনভাবে আটকাতে হবে যাতে ছিদ্রপথে কালি বের না হয় বা উড়ে না যায়),

৩২.৩.৪.৪। কালিযুক্ত স্ট্যাম্প প্যাড,

৩২.৩.৪.৫। প্রিসাইডিং অফিসারের ব্যবহারের জন্য ধাতব সিল,

৩২.৩.৪.৬। টেন্ডার ভোটপত্র চিহ্নিতকরণের জন্য তীর চিহ্নযুক্ত রবার স্ট্যাম্প, এবং

৩২.৩.৪.৭। অমোচনীয় কালি রাখবার পাত্র।

৩২.৩.৫। অন্যান্য জিনিসপত্র যদি কিছু থাকে সেগুলি চতুর্থ (নীল রঙের) মোড়কে রাখতে হবে।

৩২.৪। সংবিধিবদ্ধ মোড়ক

লিখিত প্রথম যে মোড়কে পাঁচটি অপেক্ষাকৃত ছোটো মোড়ক/খাম থাকার কথা, সেটি সিল করতে হবে। কিন্তু বিভিন্ন অ-সংবিধিবদ্ধ কাগজ ও নির্বাচনের কাজে ব্যবহৃত জিনিসপত্র বহনকারী অন্যান্য ছোটো মোড়ক/খামগুলি 'অ-সংবিধিবদ্ধ মোড়ক' লেখা দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্যাকেটে থাকার কথা সেগুলি আলাদাভাবে তৈরি করা যেতে পারে, কিন্তু সময় বাঁচানোর জন্য সেগুলি সিল করার প্রয়োজন নেই (শুধুমাত্র যে খামে ১৪ নিদর্শে চ্যালেঞ্জকৃত নির্বাচকদের তালিকা রয়েছে সেটি ছাড়া)। এই সমস্ত সিল না-করা খাম এবং ১৪ নিদর্শে চ্যালেঞ্জ ভোটের তালিকা বহনকারী সিল করা খাম প্রিসাইডিং অফিসারের সই করা চেক মেমো সমেত নির্দিষ্ট বড় মোড়কে রাখতে হবে। এই তিনটি মোড়ক সিল করার দরকার নেই, সংগ্রহ কেন্দ্রে ভেতরের জিনিসপত্র যাতে পরীক্ষা করা যেতে পারে সেজন্য পিন বা সুতো দিয়ে আটকে রাখা প্রয়োজন। কিন্তু সংগ্রহ কেন্দ্রে 'সংবিধিবদ্ধ মোড়ক' লেখা প্রথম মোড়কটির ভেতরের জিনিসপত্র পরীক্ষিত হওয়ার পর প্রিসাইড়িং অফিসার সেটি সিল করে বন্ধ করে দেবেন।

৩৩ অধ্যায়

ডায়েরি প্রস্তুত করা এবং সংগ্রহকেন্দ্রে ভোটযন্ত্র ও নির্বাচনী কাগজপত্র জমা দেওয়া

৩৩.১। ডায়েরি প্রস্তুত করা

৩৩.১.১। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রক্রিয়াগুলি এই উদ্দেশ্যেই রক্ষিত ডায়েরিতে আপনি নথিভুক্ত করে রাখবেন। ডায়েরিটির ছক ১৪-অনুবন্ধে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য যথাযথ ক্রমিক নম্বর সংবলিত একটি ডায়েরির ছক আপনাকে দেওয়া হবে এবং সেই অংশটি শুধুমাত্র আপনি একাই ব্যবহার করবেন।

৩৩.১.২। যখন যা প্রাসঙ্গিক ঘটনা ঘটবে আপনি তাই নথিভুক্ত করবেন। সংশ্লিষ্ট কলমে আপনি সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নথিবদ্ধ করবেন। ডায়েরিতে ঘটনাবলি নথিবদ্ধ করার ব্যাপারে আপনি সতর্ক থাকবেন। যদি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে এমন কোনো ঘটনা ঘটে, যার উল্লেখ আপনার প্রতিবেদনে নেই, অথচ অন্য কোনো সূত্রে সে সম্পর্কে অবগত হলে নির্বাচন কমিশন এবিষয়ে অবশ্যই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আপনার ক্ষেত্রে এটা বিভ্রান্তিকর ও গুরুতর পরিস্থিতি হয়ে দাঁড়াতে পারে। নির্বাচন কমিশন এমনকি আপনার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গ জনিত কারণে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা চিন্তা করতে পারে।

৩৩.১.৩। নির্দিষ্ট সময়ান্তরে বা মাঝে মাঝে, যেমন মনে করবেন, ডায়েরির সংশ্লিষ্ট কলামগুলি পূরণ করবেন। এটা লক্ষ্য করা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রে প্রিসাইডিং অফিসাররা যেভাবে বলা হয় সেভাবে নির্দিষ্ট সময় অন্তর সংশ্লিষ্ট কলামগুলি পূরণ করেন না এবং সমস্ত তথ্য উল্লেখ করে ভোটগ্রহণের শেষে ডায়েরিটিকে সম্পূর্ণ করেন না। এটা অত্যন্ত আপত্তিজনক। এটা মনে রাখবেন যে, নির্বাচন চলাকালীন প্রতিটি পর্যায়ে যথাযথ ডায়েরি রাখার ক্ষেত্রে আপনার কোনোও ঘাটতি কমিশন কঠোরভাবে বিবেচনা করবে।

৩৩.২। ভোটযন্ত্র, ভিভিপ্যাট ও নির্বাচনী কাগজপত্রাদি রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ

৩৩.২.১। ভোট শেষ হলে ৩১ এবং ৩৩ অধ্যায়ে বর্ণিত পদ্ধতিতে আপনি ভোটযন্ত্র, ভিভিপ্যাট ও সমস্ত নির্বচনী কাগজপত্র সিল ও নিরাপদ করার পর রিটার্নিং অফিসারের ব্যবস্থা অনুযায়ী তাঁরই নির্দেশিত স্থানে (সংগ্রহ কেন্দ্রে) সেগুলি জমা দেবেন বা জমা দেবার ব্যবস্থা করবেন।

৩৩.২.২। বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে ভোটযন্ত্র, ভিভিপ্যাট ও নির্বাচনী কাগজপত্রাদি সংগ্রহকেন্দ্রে জমা দিতে হবে বা জমা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। **এ বিষয়ে কোনোরকম বিলম্ব হলে** কমিশন তা কঠোরভাবে বিবেচনা করবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩৩.৩। আপনি সংগ্রহ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মীকে নিম্নে উল্লেখিত চোদ্দ রকমের নির্বাচন বিষয়ক নথি ও সামগ্রী হস্তান্তর করবেন এবং রসিদ নেবেন:

৩৩.৩.১। যথাযথ বাক্সে বিধিমতো সিল করা ভোটযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ইউনিট, ভোটপত্র ইউনিট এবং ভিভিপ্যাট,

৩৩.৩.২। প্রদত্ত ভোটের হিসাব ও পেপার সিলের হিসাব (১৭গ নিদর্শ),

৩৩.৩.৩। প্রিসাইডিং অফিসারের ঘোষণাপত্র সংবলিত কভার,

৩৩.৩.৪। প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরি সংবলিত কভার,

৩৩.৩.৫। ভিজিট শিট,

৩৩.৩.৬। ১৬ দফা পর্যবেক্ষকের রিপোর্ট,

৩৩.৩.৭। “সংবিধিবদ্ধ মোড়ক” লেখা প্রথম প্যাকেট (৫টি কভার),

৩৩.৩.৮। “অসংবিধিবদ্ধ মোড়ক” লেখা দ্বিতীয় প্যাকেট(১১টি কভার),

৩৩.৩.৯। ৭ রকম নির্বাচন সামগ্রী সংবলিত তৃতীয় প্যাকেট,

৩৩.৩.১০। ভোটদান কক্ষের জন্য জিনিসপত্র,

৩৩.৩.১১। লণ্ঠন, যদি দেওয়া থাকে,

৩৩.৩.১২। বাজে কাগজের ঝুড়ি,

৩৩.৩.১৩। ভোটগ্রহণ সামগ্রী বহন করার জন্য পলিথিন বা চটের ব্যাগ,

৩৩.৩.১৪। অন্য কিছু যদি থাকে, তার জন্য চতুর্থ প্যাকেট।

উপরোক্ত সমস্ত বস্তু সংগ্রহ কেন্দ্রে আপনার উপস্থিতিতে সংগ্রহকারী আধিকারিক পরীক্ষা করে দেখে নেবেন, তবেই আপনি দায়িত্বমুক্ত হবেন।

৩৪ অধ্যায়

প্রিসাইডিং অফিসার/পোলিং অফিসারদের জন্য সংক্ষিপ্ত নির্দেশাবলি

৩৪.১। আপনার দলের সদস্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখুন। দলগত কাজ ছাড়া আপনার দায়িত্ব পালন কঠিন হয়ে পড়বে।

৩৪.২। নিশ্চিত হোন —

৩৪.২.১। আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ ইউনিট ও ভিভিপ্যাট সহযোগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটপত্র ইউনিট সরবরাহ করা হয়েছে কি না;

৩৪.২.২। প্রতিটি ভোটপত্র ইউনিটে সঠিক ভোটপত্র লাগানো হয়েছে কিনা এবং তা সঠিক সারিতে বিন্যস্ত কিনা,

৩৪.২.৩। প্রত্যেকটি ভোটপত্র ইউনিটে স্লাইড সুইচ থাম্বচাকা ঠিকমতো সেট করা হয়েছে কিনা,

৩৪.২.৪। নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ক্যান্ডসেট সেকশন ও প্রতিটি ভোটপত্র ইউনিট যথাযথ সিল করা এবং প্রত্যেকটিতে অ্যাড্রেস ট্যাগ লাগানো হয়েছে কিনা,

৩৪.২.৫। ভিভিপ্যাট মেশিনের যে স্থানে কাগজের রোল থাকে, সেটি রিটার্নিং অফিসারের সিল দ্বারা যথাযথ সিল করা হয়েছে কিনা।

৩৪.২.৬। <u>রাজনৈতিক দলের/প্রার্থীদের প্রতিনিধিদের এবং প্রস্তুতকারী সংস্থার ইঞ্জিনিয়ারদের স্বাক্ষর সংবলিত পিংক পেপার সিল (পিপিএস) দিয়ে নিয়ন্ত্রণ ইউনিট ও ভোটপত্র ইউনিট উভয়ই সিল করা হয়েছে তা দেখে নিন।</u>

৩৪.৩। নির্বাচক নিবন্ধ, ভোটার স্লিপ, টেন্ডার ভোটের জন্য ভোটপত্র, নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপি, টেন্ডার ভোটদানের জন্য তীর চিহ্নযুক্ত রবার স্ট্যাম্প, কাগজের সিল, সিল করার জন্য মোম, অমোচনীয় কালি, কালো রং-এর খাম ইত্যাদি সবই যাচাই করে নিন।

৩৪.৪। নির্বাচক তালিকার প্রতিলিপিগুলি চিহ্নিত প্রতিলিপির সাথে মিলিয়ে নিন ও দেখে নিন উভয়েই অনুরূপ রয়েছে কিনা এবং আরও দেখে নিন নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপিতে ডাক ভোটপত্র (পিবি) <u>এবং ভোটকর্মী হিসেবে নিয়োজিত সেই শংসাপত্র (ইডিসি)</u> ব্যতীত অন্য কোনো চিহ্ন নেই।

৩৪.৫। ভোটগ্রহণ সংক্রান্ত যাবতীয় জিনিসপত্র আপনাকে দেওয়া হয়েছে কিনা এ বিষয়ে নিশ্চিত হবেন।

অনুবন্ধ

ইস্যু করা ইডিসি-র হিসাব

সংসদীয় কেন্দ্রের নাম ....

১। বিধানসভা ক্ষেত্রের নাম ....

ভোটকেন্দ্রের ক্রমিক নং	ভোটকর্মীদের নাম	স্বাক্ষর
(১)	১। ২। ৩।	
(২)	১। ২। ৩।	

বিধানসভা ক্ষেত্রে ইডিসি-প্রাপ্ত ভোটকর্মীদের মোট সংখ্যা ....

২। বিধানসভা ক্ষেত্রের নাম ....

৩। বিধানসভা ক্ষেত্রে ইডিসি-প্রাপ্ত মোট ভোটকর্মীর সংখ্যা ....

৪। সংসদীয় কেন্দ্রে ইডিসি-প্রাপ্ত মোট ভোটকর্মীর সংখ্যা ....

৩৪.৬। দেখে নিন —

৩৪.৬.১। সংযোজনী অনুযায়ী নির্বাচক তালিকাগুলিতে নাম বাতিল ও সংশোধন করা হয়েছে কিনা,

৩৪.৬.২। নির্বাচক তালিকার কার্যকর প্রতিলিপির সমস্ত পৃষ্ঠার ক্রমিক সংখ্যা যথাযথ লেখা ক্রমানুসারে রয়েছে কিনা,

৩৪.৬.৩। ভোটদাতাদের মুদ্রিত ক্রমিক সংখ্যা কালি দিয়ে সংশোধিত করা হয়নি ও পরিবর্তে নতুন কোনো সংখ্যা হাতে লিখে দেওয়া হয়নি।

৩৪.৭। যথাসম্ভব নমুনা অনুযায়ী ভোটগ্রহণ কেন্দ্র সাজান।

৩৪.৮। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটদাতাদের জন্য আলাদা প্রবেশ ও নির্গমনপথের ব্যবস্থা রাখুন।

৩৪.৯। ভোটগ্রহণের দিন আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে প্রদর্শন করবেন—

(ক) ভোটগ্রহণ এলাকা বিনির্দিষ্ট করে একটি বিজ্ঞপ্তি,

(খ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নামের তালিকার একটি প্রতিলিপি।

৩৪.১০। কোনো পোলিং অফিসার অনুপস্থিত থাকলে স্থানীয়ভাবে পোলিং অফিসার নিয়োগ করুন।

৩৪.১১। ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময়ের অন্তত এক ঘন্টা পূর্বে মহড়া ভোটগ্রহণসহ ভিভিপ্যাট ও ভোটযন্ত্র প্রস্তুত রাখার কাজ শুরু করে দিন।

৩৪.১২। ভিভিপ্যাট-এর, নিয়ন্ত্রণ ইউনিট ও ব্যালট ইউনিটের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা।

৩৪.১৩। নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের পেছনের খোপের পাওয়ার সুইচ 'অন' করুন।

৩৪.১৪। নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের পেছনের খোপটি সরু তার পেঁচিয়ে অথবা সুতো দিয়ে গিঁট বেঁধে নিরাপদ করুন।

৩৪.১৫। উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের দেখিয়ে দিন যে ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাট মেশিন 'ক্লিয়ার' আছে এবং তাতে কোনো ভোট ইতিমধ্যে নথিভুক্ত করা নেই।

৩৪.১৬। পোলিং অফিসার/প্রার্থী/পোলিং এজেন্টদের সাহায্যে প্রত্যেক প্রার্থীকে কয়েকটি ভোট দিয়ে ভোটের মহড়া দেখান।

৩৪.১৭। মহড়া ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হওয়ার পরে এবং উপস্থিত সকলকে এই মহড়া ভোটগ্রহণের ফলাফল দেখান, পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতিতে ভিভিপ্যাট স্লিপ গণনা করুন প্রতিটি প্রার্থীর সাপেক্ষে এবং ফলাফল যথাযথ দেখানোর পর ভোটযন্ত্রে গৃহীত উপাত্তগুলি মুছে ফেলুন।

৩৪.১৮। ক্লিয়ার বোতাম চাপ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ ইউনিট থেকে মহড়া ভোটের সমস্ত তথ্য (data) মুছে ফেলুন। ভিভিপ্যাট ড্রপ বাক্স থেকে ভিভিপ্যাট পেপার স্লিপগুলি বার করে ফেলুন এবং পোলিং এজেন্টদের ভিভিপ্যাটের খালি ড্রপ বাক্স দেখিয়ে নিন। মহড়া ভোটের সময় ব্যবহার হয়েছে এমন ভিভিপ্যাট পেপার স্লিপগুলি একটি কালো খামের ভিতর রেখে সিল করতে হবে। খামের পেছেনে 'মহড়া ভোটের স্লিপ' এরকম লিখে রাখতে হবে। খামের উপর আপনি নিজে সই করুন এবং উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর গ্রহণ করুন। খামের উপর আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নাম ও নম্বর, বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রের নাম ও নম্বর, ভোটগ্রহণের তারিখ এবং "মহড়া ভোটের জন্য গৃহীত ভিভিপ্যাট পেপার স্লিপ" পরিষ্কারভাবে লিখে রাখতে হবে। খামটি প্লাস্টিক বাক্সের মধ্যে রেখে বাক্সের মুখটি গোলাপী রঙয়ের সিল দিয়ে এমনভাবে মুড়ে রাখুন যে বাক্সটি খুলতে হলে সিলটিকে ভাঙতে হবে। প্লাস্টিক বাক্সের উপর ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নাম ও নম্বর, বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রের নাম ও নম্বর এবং ভোটগ্রহণের তারিখ লিখতে হবে। প্লাস্টিক বাক্সটি যে গোলাপী রঙয়ের সিল দিয়ে মোড়া, তার উপর আপনি নিজে স্বাক্ষর করুন এবং উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর গ্রহণ করুন। বাক্সটি নির্বাচনের কাজে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সামগ্রীর সাথে সুরক্ষিত রাখুন।

৩৪.১৯। নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ফলাফল শাখার ভিতরের খোপের দরজায় সবুজ কাগজের সিল লাগান।

৩৪.২০। ফলাফল শাখার ভিতরের দরজা এমনভাবে বন্ধ করুন যাতে কাগজের সিলের দুই প্রান্ত ভিতরের দরজার দুপাশ দিয়ে বেরিয়ে থাকে।

৩৪.২১। কাগজের সিলের সাদা দিকে নম্বরের তলায় আপনি পুরো সই করুন।

৩৪.২২। কাগজের সিলে উপস্থিত ও ইচ্ছুক পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর নিন এবং তাঁদের কাগজের সিলের নম্বর লিখে নিতে দিন।

৩৪.২৩। স্পেশ্যাল ট্যাগসহ নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ফলাফল শাখার ভিতরের দরজাটি সিল করে দিন।

৩৪.২৪। নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ফলাফল শাখার বাইরের ঢাকনা বন্ধ করুন ও সিল করুন। সেখানে একটি অ্যাড্রেস ট্যাগ দৃঢ়ভাবে লাগান।

৩৪.২৫। স্ট্রিপ সিলের সাহায্যে গোটা নিয়ন্ত্রণ ইউনিটটি বাইরের দিক থেকে সিল করে দিয়ে সুরক্ষিত রাখুন।

৩৪.২৬। নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ফলাফল শাখার বহিরাবরণের উপর পোলিং এজেন্টদেরকেও তাঁদের সিল লাগানোর অনুমতি দিন। ভিভিপ্যাট মেশিনের ড্রপ বাক্সটি সিল দিয়ে সুরক্ষিত রাখুন।

৩৪.২৭। ভোটপত্র ইউনিট ও ভিভিপ্যাট ভোটদান কক্ষে স্থাপন করুন। আপনার টেবিলে অথবা তৃতীয় পোলিং অফিসারের টেবিলে, যেমন ব্যবস্থা করবেন, নিয়ন্ত্রণ ইউনিটটি রাখুন।

৩৪.২৮। সংযোজক কেব্‌লটিকে এমনভাবে রাখুন যাতে নির্বাচকদের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে যাতায়াতের সময় সেটির উপর দিয়ে যেতে বা মাড়াতে না হয়, তাঁদের চলাচলে বাধা সৃষ্টি না হয় বা হোঁচট না লাগে, অথচ সম্পূর্ণ কেব্‌লটি দেখা যায় এবং কোনো অবস্থাতেই কাপড় বা টেবিলের নিচে ঢাকা না পড়ে।

৩৪.২৯। উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের দেখিয়ে দিন যে পিবি ছাড়া নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপিতে অন্য কোনো লিখন নাই।

৩৪.৩০। দেখিয়ে দিন যে, নির্বাচক নিবন্ধে (১৭ক নিদর্শ) আগে থেকে কিছু লেখা হয়নি।

৩৪.৩১। ভোটগ্রহণের সূচনাতে ঘোষণায় সই করুন ও পাঠ করুন।

৩৪.৩২। যথাসময়ে অবশ্যই ভোট শুরু করুন।

৩৪.৩৩। ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১২৮ ধারাটি সজোরে পাঠ করে ভোটদানের গোপনীয়তা বজায় রক্ষা সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করে দিন।

৩৪.৩৪। যে কোনো সময়ে একজন প্রার্থীর একজন এজেন্টকেই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে থাকার অনুমতি দিন।

৩৪.৩৫। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সুনিশ্চিত করুন।

৩৪.৩৬। কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত পর্যবেক্ষকদের যথোচিত সম্মান ও সৌজন্য দেখান, তিনি যে তথ্য জানতে চান তাই জানান। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত মাইক্রো পর্যবেক্ষকদের প্রতিও একইরকম সৌজন্য ও সম্মান প্রদর্শন করুন।

৩৪.৩৭। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে প্রচার একটি অপরাধ। ভোটকেন্দ্রের চত্বরের মধ্যে মোবাইল ফোনের ব্যবহার নিষিদ্ধ। প্রিসাইডিং অফিসার হিসেব কেবল আপনি অথবা আপনার প্রথম পোলিং অফিসার এসএমএস-এর মাধ্যমে রিপোর্ট পাঠানোর জন্যে তা ব্যবহার করতে পারেন।

৩৪.৩৮। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে ধূমপান নিষিদ্ধ। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে আপনি বা পোলিং অফিসাররা বা পোলিং এজেন্টরা সমেত অন্য কেউ যাতে ধূমপান না করেন সে বিষয়ে সতর্ক থাকবেন।

৩৪.৩৯। ভোট দিতে আসা কোনো ভি আই পি বা নামজাদা ব্যক্তিত্বকে বিশেষ সমাদর করবেন না।

৩৪.৪০। **যেখানে একজন প্রিসাইডিং অফিসার এবং তিনজন পোলিং অফিসার থাকবেন সেখানে তাঁদের দায়িত্ব নিচে দেওয়া হলো:**

প্রথম পোলিং অফিসারের কাছে নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপি থাকবে এবং তিনি তাঁদের শনাক্ত করবেন। নির্বাচক তালিকায় ছাপার ও লেখার ত্রুটি উপেক্ষা করুন।

দ্বিতীয় পোলিং অফিসারের কাছে অমোচনীয় কালি ও নির্বাচক নিবন্ধ থাকবে। তিনি নির্বাচকের বাম হাতের তর্জনীতে ঐ কালির চিহ্ন দেবেন, নির্বাচক নিবন্ধের দ্বিতীয় কলমে নির্বাচকের অংশ নং ও ক্রমিক নং লিখবেন

এবং নিবন্ধের চতুর্থ কলমে অর্থাৎ মন্তব্য কলমে নির্বাচকের দাখিল করা সচিত্র পরিচয় পত্র (এপিক) বা শনাক্তকরণ সংক্রান্ত অন্য কোনো প্রমাণপত্রের নাম ও এই ধরনের প্রমাণপত্রের ক্রমিকসংখ্যার শেষ চারটি সংখ্যা লিখে রাখবেন। এরপর তিনি ভোটার স্লিপ প্রস্তুত করা এবং নির্বাচককে দেওয়ার আগে ঐ নিবন্ধে নির্বাচকের সই/টিপসই নেবেন।

তৃতীয় পোলিং অফিসার নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের দায়িত্বে থাকবেন। তিনি নির্বাচকের কাছ থেকে ভোটার স্লিপ নেবেন, তাঁর বাম তর্জনীর কালির চিহ্ন পরীক্ষা করবেন এবং অবশেষে ভোটদান কক্ষের ভিতরে রাখা ভোটপত্র ইউনিটটিকে প্রস্তুত করার জন্য নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের 'ব্যালট' বোতামে চাপ দেবেন এবং ভোটদান কক্ষের ভিতরে গিয়ে ভোটপত্র ইউনিটে নিজ পছন্দের প্রার্থীর পাশে নীল বোতামে চাপ দিয়ে ভোট দেওয়ার জন্য নির্বাচককে নির্দেশ দেবেন।

৩৪.৪১। **যুগপৎ অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটি ভোটকর্মীদলে যখন একজন প্রিসাইডিং অফিসার এবং পাঁচজন পোলিং অফিসার থাকেন তখন পোলিং অফিসাররা যে দায়িত্ব প্রতিপালন করবেন, সেগুলি হচ্ছে:**

প্রথম পোলিং অফিসার নির্বাচকদের শনাক্ত করবেন এবং নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপির দায়িত্বে থাকবেন।

দ্বিতীয় পোলিং অফিসার অমোচনীয় কালি এবং নির্বাচক নিবন্ধের দায়িত্বে থাকবেন।

তৃতীয় পোলিং অফিসার ভোটার স্লিপের দায়িত্বে থাকবেন।

চতুর্থ পোলিং অফিসার লোকসভা নির্বাচনের নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের দায়িত্বে থাকবেন।

পঞ্চম পোলিং অফিসার রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের দায়িত্বে থাকবেন।

৩৪.৪২। নির্বাচক নিবন্ধে নির্বাচকদের নাম যেভাবে পরপর লেখা হয়েছে সেই ক্রমানুযায়ী তাঁদেরকে ভোট দেওয়ার অনুমতি দিন। কিন্তু, নির্বাচক নিবন্ধে কোনোও নির্বাচক তাঁর স্বাক্ষর/টিপসই না দিলে তাঁকে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেবেন না।

৩৪.৪৩। চ্যালেঞ্জকারী ব্যক্তি নগদ দুটাকা জমা না দিলে কোনো নির্বাচকের পরিচিতিকে চ্যালেঞ্জ করতে দেওয়া হবে না। এই চ্যালেঞ্জ ভোটগুলিকে ১৪ নিদর্শে তালিকাভুক্ত করুন।

৩৪.৪৪। চ্যালেঞ্জ প্রমাণিত হলে অপরের নামে ভোট দিতে আসা ব্যক্তিকে লিখিত অভিযোগসহ পুলিশের হাতে দিন।

৩৪.৪৫। অন্ধ ও অশক্ত নির্বাচকদের ক্ষেত্রে তাঁদের সহায়কদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ঘোষণা নিন। এইসব নির্বাচকদের ১৪ক নিদর্শে তালিকাভুক্ত করুন।

৩৪.৪৬। যদি কোনো নির্বাচকের বয়স আঠারো বছরের নিচে মনে হয় অথচ তাঁর পরিচিতির অন্যান্য বিষয়গুলি সম্পর্কে আপনি সন্তুষ্ট, তাঁর কাছ থেকে বয়স সম্পর্কিত ঘোষণা নিন। তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন না।

৩৪.৪৭। কোনো নির্বাচকের বিবরণী নির্বাচক নিবন্ধে লিখিত হওয়ার পর তিনি যদি ভোট দিতে না চান তবে তাঁকে ভোট দিতে বাধ্য করবেন না। নির্বাচক নিবন্ধে তাঁর সম্পর্কিত লিখনের পাশে 'মন্তব্য' কলমে এই মর্মে লিখে রাখুন।

৩৪.৪৮। কোনো নির্বাচক ভোট না দেবার সিদ্ধান্ত নিলেও ১নং কলমে ক্রমিক সংখ্যার কোনো পরিবর্তন করবেন না।

৩৪.৪৯। যদি কোনো নির্বাচক ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে দেখেন যে অপর কোনোও ব্যক্তি তাঁর নামে ইতিমধ্যে ভোট দিয়ে চলে গেছেন অথচ ঐ ব্যক্তির পরিচিতি সম্পর্কে আপনি সন্তুষ্ট তাহলে ঐ নির্বাচককে টেন্ডার ভোটপত্রের মাধ্যমে ভোট দিতে দিন। তাঁকে ভোটযন্ত্রে ভোট দিতে দেবেন না।

৩৪.৫০। যেসব নির্বাচককে টেন্ডার ভোটপত্রে ভোট দিতে দেওয়া হবে তাঁদের নাম ১৭খ (17B) নিদর্শে তালিকাভুক্ত করুন। টেন্ডার ভোটপত্রগুলি ও ১৭খ নিদর্শে তার তালিকা আলাদা খামে রাখুন।

৩৪.৫১। আপনি সতর্ক করা সত্ত্বেও যদি দেখেন কোনো নির্বাচক ভোটদানের গোপনীয়তা রক্ষায় যথাযথ পদ্ধতি মেনে চলছেন না, তাহলে তাঁকে ভোট দিতে দেবেন না।

৩৪.৫২। নির্বাচক নিবন্ধে তাঁর সম্পর্কিত লিখনের 'মন্তব্য' কলমে ঐ বিষয়টি লিখে রাখুন। এই কারণে নির্বাচক নিবন্ধের ক্রমিক নম্বরে কোনো পরিবর্তন ঘটাবেন না।

৩৪.৫৩। ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার নির্ধারিত সময়ে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা সমস্ত নির্বাচকের ভোটদান সুনিশ্চিত করতে ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার কয়েক মিনিট আগে লাইনের শেষ নির্বাচক থেকে শুরু করে প্রথম নির্বাচক পর্যন্ত সকলকে যথাযথভাবে সই করা এবং ক্রমিক সংখ্যাযুক্ত চিরকুট দিন।

৩৪.৫৪। ভোট শেষ হবার পর কিছু সময় বেশি লাগলেও সারিতে যাঁদের স্লিপ দেওয়া হয়েছে তাঁদের প্রত্যেককে ভোট দিতে দিন।

৩৪.৫৫। এরকম সর্বশেষ নির্বাচকের ভোট দেওয়া শেষ হলে নিয়মমত ভোট গ্রহণের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

৩৪.৫৬। 'ক্লোজ' বোতামের নীল রঙের রবারের ঢাকনা সরিয়ে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের 'ক্লোজ' বোতামে চাপ দিয়ে ভোটযন্ত্র বন্ধ করুন। এইভাবে 'ক্লোজ' বোতামে চাপ দেবার পর ঐ বোতামের উপর নীল রঙের রবারের ঢাকনা পুনরায় লাগিয়ে দিন।

৩৪.৫৭। ১৭গ (17C) নিদর্শে গৃহীত ভোটের হিসাব প্রস্তুত করুন।

৩৪.৫৮। গৃহীত ভোটের হিসাবের প্রত্যয়িত প্রতিলিপি উপস্থিত প্রার্থী/পোলিং এজেন্টদের প্রত্যেককে দিন। সেই মর্মে নির্ধারিত নিদর্শে ঘোষণা করুন।

৩৪.৫৯। ভোট শেষ হলে নিয়ন্ত্রণ ইউনিট থেকে ভোটপত্র ইউনিট(গুলি)কে বিচ্ছিন্ন করুন।

৩৪.৬০। নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের পিছনের দিকের খোপের পাওয়ার সুইচ 'অফ' করুন। নিয়ন্ত্রণ ইউনিট, ভিভিপ্যাট ও ব্যালট ইউনিটের মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন রাখুন।

৩৪.৬১। নিয়ন্ত্রণ ইউনিট, ভিভিপ্যাট ও ভোটপত্র ইউনিট(গুলি)কে তাদের নিজ নিজ বহনকারী বাক্সে রাখুন।

৩৪.৬২। বহনকারী বাক্সগুলির দুইপ্রান্ত সিল করুন। প্রত্যেক বাক্সে অ্যাড্রেস ট্যাগ শক্তভাবে লাগান।

৩৪.৬৩। উপস্থিত এবং ইচ্ছুক প্রত্যেক প্রার্থী/পোলিং এজেন্টকে বাক্সে তাদের সিল লাগাতে দিন।

৩৪.৬৪। সমস্ত নির্বাচনী কাগজপত্র ও জিনিসপত্র আলাদা আলাদা প্যাকেটে সিল করুন।

৩৪.৬৫। (১) নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপি, (২) নির্বাচক নিবন্ধ (১৭ক নিদর্শ), (৩) ভোটার স্লিপ, (৪) ব্যবহৃত টেন্ডার ভোটপত্র এবং ১৭খ নিদর্শে তালিকা এবং (৫) অব্যবহৃত টেন্ডার ভোটপত্র সমন্বিত খামগুলিতে আপনার সিল লাগান।

৩৪.৬৬। প্রত্যেক ইচ্ছুক প্রার্থী/পোলিং এজেন্টকে তাঁদের সিল লাগাতে দিন।

৩৪.৬৭। সমস্ত নির্বাচনী কাগজ ও জিনিসপত্র চারটি বড় প্যাকেটে ভরুন।

৩৪.৬৮। (সবুজ রঙের) 'সংবিধিবদ্ধ মোড়ক' লেখা প্যাকেটে ৫টি সিল করা খাম থাকবে।

৩৪.৬৯। (হলুদ রঙের) 'অ-সংবিধিবদ্ধ মোড়কের' দ্বিতীয় প্যাকেটটিতে এগারোটি খাম থাকবে।

৩৪.৭০। (বাদামি রঙের) তৃতীয় প্যাকেটে ৭টি জিনিস থাকবে।

৩৪.৭১। অন্য সব জিনিস (নীল রঙের) চতুর্থ প্যাকেটে থাকবে।

৩৪.৭২। (১) নথিবদ্ধ ভোটের হিসাব (নিদর্শ নং ১৭গ), (২) ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে এবং ভোটগ্রহণের পরে আপনার ঘোষণা, এবং (৩) প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরি পৃথক তিনটি খামে রাখবেন; এগুলি উপরোক্ত চারটি বড় প্যাকেটের কোনোটিতেই রাখা যাবে না, এবং (৪) ১৬ দফা পর্যবেক্ষকের রিপোর্ট এবং (৫) ভিজিট শিট সঙ্গে রাখুন।

সংগ্রহ কেন্দ্রে ১৬ দফা পর্যবেক্ষকের রিপোর্ট জমা দেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। এটি জমা না দিলে আপনি ঐ দিন ছাড়া পাবেন না।

৩৪.৭৩। ভোট শেষ হওয়ার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভিভিপ্যাটসহ ভোটযন্ত্র, ৩৪ দফায় বর্ণিত তিনটি খাম, ১৬ দফা পর্যবেক্ষকের রিপোর্ট ও ভিজিট শিট এবং ৩৩ দফায় বর্ণিত চারটি বৃহত্তর খাম সংগ্রহকেন্দ্রে জমা দিন।

৩৪.৭৪। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সামগ্রিক ঘটনাবলীর যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরিতে লিখে রাখুন। ভোট গ্রহণের শেষে নয়, যখনই যা ঘটবে তখনই তা লিখে রাখুন।

৩৪.৭৫। যদি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কোনো প্রকাশ্য হিংসাত্মক ঘটনা বা দাঙ্গা ঘটে, তাহলে ভোট মুলতুবি করুন। যথাযথ ঘটনার বিবরণ তৎক্ষণাৎ রিটার্নিং অফিসারকে জানান।

৩৪.৭৬। যদি বুথ দখল বা ভোটযন্ত্র অথবা নির্বাচক নিবন্ধ, নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপি ইত্যাদির মতো কোনো গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী সামগ্রী অবৈধভাবে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় বা বিকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়, তাহলে ভোট মুলতুবি করুন এবং তৎক্ষণাৎ তা রিটার্নিং অফিসারকে জানান।

৩৪.৭৭। যদি এমন কোনো অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে যা একটি স্বচ্ছ-নিরপেক্ষ নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে, সে ক্ষেত্রে প্রিসাইডিং অফিসার, ১৯৫১ সালের জন প্রতিনিধিত্ব আইনের সেকশন্ ১৩১ অনুযায়ী, ওই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী বা রাজ্য পুলিশ-কে যথাযথ ভাবে ব্যবহার করবেন। প্রিসাইডিং অফিসার ও কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী বা রাজ্য পুলিশ উভয়ে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে কাজ করবেন।

অনুবন্ধ ১

(প্রথম অধ্যায় ঃ অনুচ্ছেদ ৩)

১৯৫০ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের উদ্ধৃতাংশ

৩১। মিথ্যা ঘোষণা করা

যদি কোনো ব্যক্তি নিম্নোক্ত বিষয়ে মিথ্যা ঘোষণা করেন —

(ক) কোনো নির্বাচক তালিকায় প্রস্তুতি, পরিমার্জনা বা সংশোধনের ক্ষেত্রে, অথবা

(খ) নির্বাচক তালিকায় কোনো কিছু অন্তর্ভুক্ত বা বাতিল করার ক্ষেত্রে লিখিতভাবে এমন বক্তব্য ঘোষণা করেন যা মিথ্যা বলে জানেন বা বিশ্বাস করেন অথবা যা তিনি সত্য বলে বিশ্বাস করেন না তবে সেই ব্যক্তি সর্বাধিক এক বছরের মেয়াদ পর্যন্ত কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়তই দণ্ডনীয় হবেন।

১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের উদ্ধৃতাংশ

২৬। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রিসাইডিং অফিসার নিয়োগ

১। জেলা নির্বাচন আধিকারিক প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের জন্য একজন করে প্রিসাইডিং অফিসার এবং তিনি যা প্রয়োজনীয় মনে করবেন সেই অনুযায়ী পোলিং অফিসার বা অফিসারদের নিয়োগ করবেন, কিন্তু এমন কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করবেন না যিনি কোনো প্রার্থীর দ্বারা তাঁর পক্ষে নির্বাচনে বা নির্বাচন সম্বন্ধীয় কাজকর্মে নিয়োজিত হয়েছেন অথবা অন্য কোনোভাবে প্রার্থীর হয়ে কাজকর্ম করছেন,

যদি কোনো পোলিং অফিসার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে অনুপস্থিত থাকেন তবে প্রিসাইডিং অফিসার, যে ব্যক্তি কোনো প্রার্থীর দ্বারা নিযুক্ত হয়ে বা তার পক্ষ থেকে অথবা প্রার্থীর পক্ষ সমর্থন করে নির্বাচনে বা নির্বাচন সম্বন্ধীয় কাজকর্ম করছেন, তাঁকে বাদ দিয়ে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যে কোনো ব্যক্তিকে পূর্ববর্তী পোলিং অফিসারের অনুপস্থিতিতে পোলিং অফিসাররূপে নিয়োগ করবেন এবং জেলা নির্বাচন আধিকারিককে যথানিয়মে জানাবেন,

অবশ্য একই ব্যক্তিকে একই ভবন চত্বরে অবস্থিত একাধিক ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসাররূপে নিয়োগ করা থেকে জেলা নির্বাচন আধিকারিককে বিরত করার মতো কিছু এই উপধারায় নেই।

২। যদি প্রিসাইডিং অফিসার এই আইন অথবা এই আইনের অধীনে প্রণীত কোনো নিয়মাবলি বা আদেশ অনুযায়ী অফিসারের যে কোনো বা সমস্ত কৃত্য সম্পাদন করার নির্দেশ দেন তবে পোলিং অফিসার তা সম্পাদন করবেন।

৩। যদি কোনো প্রিসাইডিং অফিসার অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণবশত ভোটগ্রহণকেন্দ্রে উপস্থিত হতে না পারেন তবে তাঁর অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে এ ধরনের কৃত্য সম্পাদনের জন্য জেলা নির্বাচন আধিকারিক যে পোলিং অফিসারকে প্রাধিকার দিয়েছেন সেই পোলিং অফিসার ওই প্রিসাইডিং অফিসারের কৃত্য সম্পাদন করবেন।

৪। পরিস্থিতির প্রয়োজন না হলে এই আইনে প্রিসাইডিং অফিসার ক্ষেত্র বিশেষে আইনের ২ উপধারা বা ৩ উপধারা অনুযায়ী যে কোনো কৃত্য সম্পাদনে যে কোনো ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন।

৫। কেন্দ্রশাসিত কোনো অঞ্চলে নির্বাচন ক্ষেত্রের প্রসঙ্গে এই ২৫ ধারায় জেলা নির্বাচন আধিকারিকের কোনো উল্লেখ সেই নির্বাচন ক্ষেত্রের রিটার্নিং অফিসার সম্পর্কিত উল্লেখ হিসেবে গণ্য হবে।

২৭। প্রিসাইডিং অফিসারের সাধারণ কর্তব্য

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও ভোটগ্রহণ সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে কি না তা দেখাই হবে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রিসাইডিং অফিসারের সাধারণ কর্তব্য।

২৮। পোলিং অফিসারের কর্তব্য

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রিসাইডিং অফিসারকে তার কৃত্য সম্পাদনে সহায়তা করাই হবে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পোলিং অফিসারের কর্তব্য।

২৮ক। রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার প্রমুখ কমিশনের অধীনে ডেপুটেশনে আছেন বলে গণ্য হবেন

রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার ও এই ধারা অনুযায়ী নিযুক্ত অন্যান্য আধিকারিক এবং নির্বাচন পরিচালনার জন্য সাময়িকভাবে প্রাধিকারপ্রাপ্ত কোনো পুলিশ অফিসার ওই নির্বাচন ঘোষণার প্রজ্ঞাপনের দিন থেকে শুরু করে সেই নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার কালপর্ব পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনে ডেপুটেশনে রয়েছেন বলে গণ্য হবেন এবং তদনুযায়ী ওই আধিকারিকগণ নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান ও শৃঙ্খলার আওতায় থাকবেন।

৪৬। পোলিং এজেন্ট নিয়োগ

একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাঁর এজেন্ট ২৫ ধারা অনুযায়ী প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে অথবা ২৯ ধারার ১ উপধারা অনুসারে ভোটগ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে নির্ধারিত সংখ্যা অনুযায়ী সেই প্রার্থীর এজেন্টরূপে কাজ করার জন্য পোলিং এজেন্ট বা রিলিফ এজেন্ট নিযুক্ত করতে পারবেন।

৪৮। নিয়োগ প্রত্যাহার কিংবা কোনো পোলিং এজেন্ট বা গণনা এজেন্টের মৃত্যু

(১) কোনো পোলিং এজেন্টের নিয়োগ প্রত্যাহারপত্র প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচন এজেন্ট দ্বারা স্বাক্ষরিত হতে হবে এবং নির্দিষ্ট আধিকারিকের নিকট যেদিন পেশ করা হবে সেদিন থেকে তা কার্যকর হবে এবং এরকম প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে অথবা নির্বাচন সমাপ্ত হওয়ার আগে কোনো পোলিং এজেন্টের মৃত্যু হলে, প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচন এজেন্ট নির্ধারিত নির্বাচন প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার আগে যে কোনো সময় অন্য একজন পোলিং এজেন্ট নিযুক্ত করতে পারেন এবং অবিলম্বে নির্দিষ্ট আধিকারিকের কাছে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সেই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি পাঠাবেন।

(২) কোনো গণনা এজেন্টের নিয়োগ প্রত্যাহারপত্র প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচন এজেন্ট দ্বারা স্বাক্ষরিত হতে হবে এবং নির্দিষ্ট আধিকারিকের নিকট যেদিন পেশ করা হবে সেদিন থেকে তা কার্যকর হবে এবং এরকম প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে অথবা গণনা শুরু হওয়ার আগে কোনো গণনা এজেন্টের মৃত্যু হলে, প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচন এজেন্ট ভোটগণনা শুরু হওয়ার আগে নির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে অন্য একজন গণনা এজেন্ট নিয়োগ করতে পারেন এবং অবিলম্বে নির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে সেই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি রিটার্নিং অফিসারের কাছে পাঠাবেন।

৪৯। পোলিং এজেন্ট ও গণনা এজেন্টদের কৃত্যাবলি

(১) একজন পোলিং এজেন্ট ভোটগ্রহণ সংক্রান্ত সেইসব কৃত্য করতে পারেন যা এই আইনের দ্বারা প্রাধিকারপ্রাপ্ত অথবা এই আইন অনুযায়ী পোলিং এজেন্টের করণীয়।

(২) একজন গণনা এজেন্ট ভোটগণনা সংক্রান্ত সেইসব কৃত্য সম্পাদন করতে পারেন যা এই আইনের দ্বারা প্রাধিকারপ্রাপ্ত অথবা এই আইন অনুযায়ী গণনা এজেন্টের করণীয়।

৫০। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচন এজেন্টের উপস্থিতি এবং পোলিং এজেন্ট বা গণনা এজেন্টের কৃত্য সম্পাদন করা

(১) প্রতিটি নির্বাচনে যে ক্ষেত্রে ভোটগ্রহণ করা হয়, সেখানে সেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিটি প্রার্থী ও তাঁর নির্বাচন এজেন্টের ২৫ ধারা বিধানানুসারে ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত যে কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে অথবা ২৯ ধারার ১ উপধারার অধীনে ভোটগ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত থাকার অধিকার রয়েছে।

(২) একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচন এজেন্ট নিজে এমন যে কোনো কাজ করতে পারেন যা সেই প্রার্থীর কোনো পোলিং এজেন্ট বা গণনা এজেন্ট, নিযুক্ত হলে, এই আইনের দ্বারা বা আইনের অধীনে প্রাধিকারপ্রাপ্ত হয়ে যে কাজ করতেন অথবা এরূপ কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর যে কোনো পোলিং এজেন্ট বা গণনা এজেন্টকে এ ধরনের যে কোনো কাজে বা বিষয়ে সাহায্য করতে পারেন।

৫৬। পোলিং এজেন্ট, গণনা এজেন্টের অনুপস্থিতি

এই আইনের দ্বারা বা অধীনে প্রাধিকারপ্রাপ্ত হয়ে পোলিং এজেন্ট বা গণনা এজেন্টের উপস্থিতিতে যে কাজ করা প্রয়োজন কিন্তু ওই এজেন্ট বা এজেন্টগণ এই উদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময় ও স্থানে যদি উপস্থিত না থাকেন অথচ সেই কাজ বা বিষয় আর সব দিক থেকে যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়ে থাকে তবে সেই সম্পাদিত কাজ বা বিষয়ের বৈধতার হানি ঘটবে না।

৫৭। জরুরি ক্ষেত্রে ভোটগ্রহণ মুলতুবি রাখা

(১) ২৫ ধারা অনুযায়ী নির্দিষ্ট কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে অথবা ২৯ ধারার ১ উপধারার আওতায় ভোটগ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে যদি নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন কোনো দাঙ্গা বা প্রকাশ্য হিংসাত্মক ঘটনার জন্য ভোটগ্রহণ কার্য বিঘ্নিত বা বাধপ্রাপ্ত হয় অথবা কোনো নির্বাচনে কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে বা সেরূপ কোনো স্থানে যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য কারণে ভোটগ্রহণ সম্ভবপর না হয়, সেই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার অথবা ওই স্থানের তত্ত্বাবধানকারী রিটার্নিং অফিসার যিনিই থাকুন, তিনি পরবর্তী তারিখ পরে জানানোর আশ্বাস দিয়ে ভোটগ্রহণের কাজ মুলতুবি রাখার ঘোষণা করবেন এবং যে ক্ষেত্রে প্রিসাডিং অফিসার স্থগিতাদেশ ঘোষণা করবেন সে ক্ষেত্রে তিনি বিষয়টি অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারকে জানাবেন।

(২) যখনই ১ উপধারা অনুযায়ী ভোটগ্রহণ মুলতুবি হবে তৎক্ষণাৎ রিটার্নিং অফিসার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও নির্বাচন কমিশনের কাছে পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করবেন এবং নির্বাচন কমিশনের পূর্বানুমতির ভিত্তিতে যত শীঘ্র সম্ভব পুনরায় ভোটগ্রহণের দিন ধার্য করবেন এবং ভোটগ্রহণ করবেন এবং কেন্দ্র বা স্থান ও সময় নির্দিষ্ট করবেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এরূপ নির্বাচন সম্পূর্ণ না হয় ততক্ষণ এরূপ নির্বাচনে প্রদত্ত ভোট গণনা করবেন না।

(৩) উপরোক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন কমিশন যে পদ্ধতির নির্দেশ দিতে পারে সেই পদ্ধতিতে ২ উপধারা অনুযায়ী নির্দিষ্ট ভোটগ্রহণের তারিখ, স্থান ও সময় প্রজ্ঞাপিত করবেন।

৫৮। ভোটবাক্স বিনষ্ট হওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে নতুন করে ভোটগ্রহণ

(১) যদি কোনো নির্বাচনে—

(ক) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে বা ভোটগ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে ব্যবহৃত কোনো ভোটবাক্স যদি প্রিসাইডিং অফিসার বা রিটার্নিং অফিসারের হেফাজত থেকে বেআইনিভাবে অপসারণ করা হয় অথবা দুর্ঘটনাজনিত কারণে কিংবা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয় বা হারিয়ে যায় কিংবা বিকৃত করা হয় যাতে করে সেই ভোটগ্রহণ কেন্দ্র বা স্থানের নির্বাচনী ফলাফল স্থির করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, বা

(কক) ভোটগ্রহণ নথিভুক্ত করার সময় কোনো ভোটযন্ত্রে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়, অথবা

(খ) যদি কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে বা ভোটগ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে ভোটগ্রহণ প্রণালীতে কোনো ভুল বা বেনিয়ম ঘটে থাকে যার ফলে ভোটগ্রহণ ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে তবে রিটার্নিং অফিসার অবিলম্বে বিষয়টি নির্বাচন কমিশনকে জানাবেন।

(২) তার ভিত্তিতে ও সমস্ত বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করে নির্বাচন কমিশন হয়—

(ক) ওই স্থানে বা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ বাতিল ঘোষণা করে সেই স্থান বা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নতুন করে ভোটগ্রহণ করার দিন ও সময় স্থির করবেন এবং স্থিরীকৃত দিন ও সময় তাঁরা যেভাবে সঠিক মনে করবেন সেভাবেই প্রজ্ঞাপিত করবেন, অথবা

(খ) নির্বাচন কমিশন যদি নিশ্চিত হন যে, ওই ভোটগ্রহণ কেন্দ্র বা স্থানে নতুনভাবে গৃহীত ভোটের ফল নির্বাচনের ফলাফলকে কোনভাবেই প্রভাবিত করবে না বা ভোটযন্ত্রের যান্ত্রিক গোলযোগ কিংবা পদ্ধতিগত ত্রুটি, অনিয়ম তেমন গুরুতর কিছু নয় তাহলে তাঁরা নির্বাচন পরিচালনা ও সমাধা করার ব্যাপারে তাঁদরে বিবেচনানুসারে রিটার্নিং অফিসারদের যথাযথ নির্দেশ দেবেন।

(৩) এই আইনের বিধানাবলি এবং এর অধীনে প্রণীত যে কোনো নিয়ম বা জারি করা আদেশ মূল নির্বাচনের ক্ষেত্রে

যেমন তেমনি প্রতিটি নতুন করে গৃহীত নির্বাচনের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য হবে।

৫৮ক। বুথ দখলের জন্য নির্বাচন মুলতুবি বা বাতিল

(১) যদি কোনো নির্বাচনে—

(ক) কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে বা ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত স্থানে , এই ধারায় এরপর থেকে 'স্থান' বলেই উল্লিখিত হবে , এমনভাবে বুথ দখলের ঘটনা ঘটে যে ওই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বা ওই স্থানের ভোটের ফলাফল নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, অথবা

(খ) গণনার জন্য নির্ধারিত কোনো স্থানে এমনভাবে বুথ দখলের ঘটনা ঘটে যে ওই স্থানের গণনার ফলাফল নির্ধারণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে তবে রিটার্নিং অফিসার বিষয়টি তৎক্ষণাৎ কমিশনকে জানাবেন।

(২) নির্বাচন কমিশন ১ উপধারায় রিটার্নিং অফিসারের প্রতিবেদন পাবার পর এবং সার্বিক বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে, হয়—

(ক) ওই ভোটগ্রহণ কেন্দ্র বা স্থানের নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করে সেই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে বা স্থানে নতুন করে ভোটগ্রহণ করার দিন ও সময় স্থির করবেন এবং স্থিরীকৃত দিন ও সময় তাঁরা যেভাবে সঠিক মনে করবেন সেভাবে বিজ্ঞাপিত করবেন, অথবা

(খ) যদি নিশ্চিত হন যে বিপুল সংখ্যক ভোটগ্রহণ কেন্দ্র বা স্থানে বুথ দখলের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত হতে পারে, বা বুথ দখলের ফলে গণনা এমনভাবে প্রভাবিত হয়েছে যে নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত হতে পারে, বা বুথ দখলের পর গণনা এমনভাবে প্রভাবিত হয়েছে যে নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত হতে পারে তাহলে ওই নির্বাচন ক্ষেত্রের নির্বাচন বাতিল করতে হবে।

[**ব্যাখ্যা** : এই ধারায় "বুথ দখলের" অর্থ ১৩৫-ক ধারার অনুরূপ]

৫৯। নির্বাচনে ভোটদানের পদ্ধতি

ভোটগ্রহণের মাধ্যমে অনুষ্ঠেয় প্রতিটি নির্বাচন বিনির্দিষ্টমতে ভোটপত্রের মাধ্যমে ভোট নেওয়া হবে এবং অন্য ব্যক্তির মাধ্যমে প্রদত্ত কোনো ভোট গৃহীত হবে না।

৬০। কিছু বিশেষ শ্রেণির ব্যক্তিদের জন্য ভোটদানের বিশেষ প্রণালী

৫৯ ধারায় বিধৃত বিধানাবলির সাধারণ চরিত্র ক্ষুণ্ণ না করে এই ধারার অধীনেই নিয়মাবলি প্রণয়ন করা যেতে পারে —

(ক) ১৯৫০ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন (১৯৫০-এর ৪৩)-এর ২০নং ধারার (৮) নং উপধারার (খ) প্রকরণে উল্লেখিত যে কোনো ব্যক্তি (এরপরে ১৯৫০-আইন হিসাবে উল্লিখিত হবে) কোনো একটি নির্বাচনে কোনো নির্বাচনক্ষেত্রে ভোটগ্রহণ চলাকালীন ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে অথবা ডাক ভোটপত্রের দ্বারা বা অপর ব্যক্তির প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে ভোটদান করতে পারেন এবং এগুলি ব্যতীত অপর কোনো উপায়ে ভোটদান সম্ভব নয়।

(খ) কোনো একটি নির্বাচনে কোনো নির্বাচনক্ষেত্রে ভোটগ্রহণ চলাকালীন নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে অথবা ডাক ভোটপত্রের মাধ্যমে ভোট দেওয়া ব্যতীত অপর কোনো উপায়ে ভোটদান করতে পারবেন না।

(১) ১৯৫০-আইনের ২০ নং ধারার (৮) নং উপধারার (গ) নং প্রকরণ ও (ঘ) নং প্রকরণে উল্লিখিত যে কোনো ব্যক্তি।

(২) ১৯৫০-আইনের ২০ নং ধারার (৩) নং উপধারার ব্যবস্থাগুলি খাটবে এমন কোনো ব্যক্তির স্ত্রী এবং উক্ত ধারার ৬ নং উপধারার শর্তানুসারে সেই স্ত্রী যিনি ঐ ব্যক্তির সঙ্গে সাধারণভাবে বসবাস করেন।

(গ) সরকার এর সঙ্গে আলোচনার প্রেক্ষিতে নির্বাচন আয়োগ কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত কোনো শ্রেণির অন্তর্গত কোনো ব্যক্তি ভোটগ্রহণ হচ্ছে এমন কোনো নির্বাচন কেন্দ্রের নির্বাচনে প্রযোজ্য নিয়মাবলি মেনে চলার শর্তে, অন্য কোনো ভাবে নয়, ডাকযোগে তাঁর ভোট দিতে পারেন।

(ঘ) নিবর্তনমূলক আটক আইনে ধৃত কোনো ব্যক্তি ঐ আইনে উল্লিখিত অন্যান্য শর্তাবলি মেনে চলার অঙ্গীকারে কোনো নির্বাচন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ডাকযোগে, অন্য কোনোভাবে নয়, তাঁর ভোট দিতে পারবেন।

৬১। জাল ভোটদাতা প্রতিরোধের বিশেষ প্রণালী

এই আইন অনুসারে প্রণীত নিয়মাবলীর সাহায্যে জাল ভোটদান প্রতিরোধের জন্য নিম্নবর্ণিত মতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, যেমন—

(ক) কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক ভোটপত্রের জন্য আবেদনকারী প্রতিটি ভোটদাতাকে ভোটপত্র দেওয়ার আগে তাঁর বুড়ো আঙুলে অথবা অন্য যে কোনো আঙুলে অমোচনীয় কালির চিহ্ন দিয়ে দিতে হবে।

(খ) ওই ভোটগ্রহণ কেন্দ্র যে নির্বাচনক্ষেত্রে অবস্থিত তার ভোটদাতাকে যদি ১৯৫০ সালের জন্য প্রতিনিধিত্ব আইন (১৯৫০ এর ৪৩)-এ উদ্দেশ্য প্রণীত নিয়মাবলি অনুসারে তাঁদের সচিত্র বা চিত্রবিহীন পরিচয়পত্র দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে পূর্বোক্ত প্রত্যেক ভোটদাতাকে এক বা একাধিক ভোটপত্র দেওয়ার আগে তাঁর পরিচয়পত্র ওই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসারকে দেখাতে হবে।

(গ) যদি কোনো ব্যক্তির বুড়ো আঙুলে বা অন্য কোনো আঙুলে আগে থেকেই কালির দাগ থেকে থাকে অথবা তিনি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রিসাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসার দাবি করা সত্ত্বেও পরিচয়পত্র দেখাতে না পারেন তবে তাঁকে ভোট দেবার জন্য ভোটপত্র দেওয়া হবে না।

৬১ক। নির্বাচনে ভোটযন্ত্রের ব্যবহার

এই আইনে বা তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলিতে যাই বলা থাকুক না কেন নির্বাচন কমিশনের দ্বারা প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিস্থিতি বিবেচিত হওয়ার পর কমিশন নির্দেশিত পদ্ধতিতে কোনো একটি বা একাধিক নির্বাচনক্ষেত্রে ভোটযন্ত্রের সাহায্যে ভোটদান ও ভোটগ্রহণ নথিভুক্ত করা যাবে।

ব্যাখ্যা : এই ধারায় 'ভোটযন্ত্র' বলতে ভোটদান ও ভোটগ্রহণের জন্য ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক বা অন্য যে কোনো উপায়ে যন্ত্র বা সরঞ্জাম বোঝাবে এবং কোনো নির্বাচনে যেখানেই এ ধরনের ভোটযন্ত্র ব্যবহৃত হয় সেখানে, অন্য কোনোরকম বিধান না থাকলে এই আইন বা তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলিতে ভোটবাক্সে বা ভোটপত্রে কোনো উল্লেখ থাকলে তার মধ্যে এ ধরনের ভোটযন্ত্রের উল্লেখ অন্তর্ভুক্ত আছে বলে বুঝতে হবে।

৬২। ভোটদানের অধিকার

(১) যেসব ব্যক্তির নাম তালিকায় নেই এবং এই আইন অনুসারে যাঁদের ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে অন্যরকম বিধান দেওয়া আছে তাঁরা ছাড়া কোনো নির্বাচনক্ষেত্রের নির্বাচক তালিকায় যেসব ব্যক্তির নাম তালিকাভুক্ত রয়েছে তাঁরা প্রত্যেকে ওই নির্বাচনক্ষেত্রে ভোটদানের অধিকারী হবেন।

(২) ১৯৫০ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের (১৯৫০-এর ৪৩) ১৬ ধারায় উল্লিখিত অযোগ্যতাসমূহ যাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এমন কোনো ব্যক্তি নির্বাচনক্ষেত্রে নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন না।

(৩) কোনো ব্যক্তি কোনো সাধারণ নির্বাচনে একই শ্রেণিভুক্ত একাধিক নির্বাচনক্ষেত্রে ভোট দিতে পারবেন না এবং যদি কোনো ব্যক্তি ওইরূপ একাধিক নির্বাচনক্ষেত্রে ভোট দেন তবে প্রতিটি নির্বাচনক্ষেত্রেই তাঁর দেওয়া ভোট বাতিল হবে।

(৪) কোনো ব্যক্তি কোনো নির্বাচনে একই নির্বাচনক্ষেত্রে একবারের বেশি ভোট দিতে পারবেন না। যদি তাঁর নাম নির্বাচক তালিকায় একাধিক স্থানে নিবন্ধিত হয়ে থাকে এবং তিনি তদনুযায়ী ভোট দিয়ে থাকেন তাহলেও সেই নির্বাচনক্ষেত্রে তাঁর সব ভোট নাকচ হবে।

(৫) কোনো ব্যক্তি যদি কারাদন্ড বা দ্বীপান্তরে দণ্ডিত হয়ে কারাগারে বন্দী থাকেন অথবা পুলিশের আইনসম্মত হেফাজতে থাকেন তাহলে তিনি কোনো নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন না। অবশ্য যদি কোনো ব্যক্তি বর্তমানে বলবৎ থাকা যে কোনো আইনের বলে নিবারণমূলক আটক থাকেন তবে এই উপধারার কোনো বিধানই তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

(৬) এই আইনের (৩) নং ও (৪) নং উপধারায় এমন কিছু বলা নেই যা একজন ভোটদাতার প্রতিনিধি (প্রক্সি) হিসাবে ভোটদান করতে প্রাধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তির উক্ত ভোটদাতার হয়ে ভোটদান করার সময় প্রযোজ্য হতে পারে।

১২৮। ভোটগ্রহণের গোপনীয়তা বজায় রাখা

(১) কোনো নির্বাচনে ভোটগ্রহণ বা ভোটগণনার কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো আধিকারিক, করণিক, এজেন্ট বা অন্য কোনো ব্যক্তি ভোটের গোপনীয়তা বজায় রাখবেন ও রাখতে সাহায্য করবেন এবং আইনমতো প্রাধিকারপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তিকে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়া এই গোপনীয়তা বিঘ্নিত করার মতো কোনো তথ্য জানাবেন না।

মনে রাখতে হবে যে রাজ্যসভার এক বা একাধিক আসন পূরণ -এর জন্য অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কাজের সাথে যুক্ত আধিকারিক, করণিক, প্রতিনিধি বা অপর ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই উপধারার ব্যবস্থাগুলি প্রযোজ্য হবে না।

(২) কোনো ব্যক্তি যদি (১) নং উপধারার নির্দেশগুলিকে লঙ্ঘন করেন, তিনি মেয়াদী কারাদন্ডে দণ্ডিত হবেন ও এই কারাবাস তিন মাস পর্যন্ত হতে পারে বা তাঁর জরিমানা হতে পারে বা কারাবাস ও জরিমানা উভয়ই হতে পারে।

১২৯। নির্বাচনকালে আধিকারিক প্রমুখরা নির্বাচনপ্রার্থীদের পক্ষে কাজ করবেন না, বা ভোটগ্রহণকে প্রভাবিত করবেন না।

(১) কোনো নির্বাচনে জেলা নির্বাচন আধিকারিক বা রিটার্নিং অফিসার বা প্রিসাইডিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার বা পোলিং অফিসার বা নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো দায়িত্ব পালন করার জন্য রিটার্নিং অফিসার বা প্রিসাইডিং অফিসার দ্বারা নিযুক্ত কোনো অফিসার বা করণিক নির্বাচন পরিচালনা করা বা ব্যবস্থাপনার কাজে নিরত থাকাকালীন (ভোট দেওয়া ছাড়া) কোনো প্রার্থীর জয়ের পথ সুগম করার মতো কোনো কাজ করবেন না।

(২) পূর্বোল্লিখিত কোনো ব্যক্তি এবং পুলিশ বাহিনীর কোনো সদস্য—

(ক) কোনো ব্যক্তিকে নির্বাচনে ভোট দিতে প্রবৃত্ত করতে পারবেন না, বা

(খ) কোনো ব্যক্তিকে নির্বাচনে ভোটদানে বিরত থাকতে অনুরোধ করতে পারবেন না, বা

(গ) নির্বাচনে কোনো ব্যক্তির ভোটদানকে কোনোভাবেই প্রভাবিত করতে পারবেন না।

(৩) কোনো ব্যক্তি যদি ১ উপধারা বা ২ উপধারার বিধানগুলি উল্লঙ্ঘন করেন তাহলে তিনি ছয়মাস পর্যন্ত কারাদন্ডে অথবা অর্থদণ্ডে উভয় দণ্ডেই দণ্ডনীয় হবেন।

(৪) ৩ উপধারা অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ আদালতগ্রাহ্য হবে।

১৩০। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের মধ্যে বা নিকটে প্রচার নিষিদ্ধ

(১) যে কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কোনো ব্যক্তি ভোটগ্রহণের নির্দিষ্ট দিনে বা দিনগুলিতে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের মধ্যে বা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত কোনো সরকারি বা বেসরকারি স্থানে নিম্নলিখিত কাজগুলি করতে পারবেন না, যথা

(ক) ভোট প্রার্থনা করতে, বা

(খ) কোনো নির্বাচককে ভোটদানের জন্য অনুরোধ করতে, বা

(গ) কোনো নির্বাচককে কোনো বিশেষ প্রার্থীকে ভোট না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করতে, বা

(ঘ) কোনো নির্বাচককে কোনো নির্বাচনে ভোটদানে বিরত থাকার অনুরোধ করতে, বা

(ঙ) নির্বাচনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত (সরকারি বিজ্ঞাপন ছাড়া) কোনো বিজ্ঞাপন বা চিহ্ন প্রদর্শন করতে।

(২) কোনো ব্যক্তি ১ উপধারার বিধানগুলি উল্লঙ্ঘন করলে তিনি দুশো পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

(৩) এই ধারায় দণ্ডনীয় অপরাধ আদালতগ্রাহ্য হবে।

১৩১।ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের মধ্যে বা কাছে বিশৃঙ্খল আচরণের জন্য শাস্তি

(১) কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের নির্দিষ্ট দিনে বা দিনগুলিতে কোনো ব্যক্তি

(ক) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের মধ্যে বা প্রবেশ পথে অবস্থিত কোনো সরকারি বা বেসরকারি স্থানে মেগাফোন বা লাউডস্পিকার ব্যবহার করে মনুষ্য-কণ্ঠের বিবর্ধন ও সম্প্রচার করবেন না, বা

(খ) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের মধ্যে বা প্রবেশপথে অথবা এর কাছাকাছি এলাকায় অবস্থিত কোনো সরকারি বা বেসরকারি স্থানে চিৎকার বা অন্য কোনোরকমের বিশৃঙ্খল আচরণ করবেন না, যাতে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দিতে আসা কোনো ব্যক্তির বিরক্তির উদ্রেক ঘটে অথবা ঐ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কর্তব্যরত অফিসার ও অন্যান্য ব্যক্তিদের কাজ ব্যাহত হয়।

(২) কোনো ব্যক্তি ১ উপধারা উল্লঙ্ঘন করলে বা উল্লঙ্ঘনে ইচ্ছাকৃতভাবে সাহায্য ও সহায়তা করলে তিনি তিনমাস পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

(৩) যদি কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার যুক্তিসঙ্গত কারণে মনে করেন যে, কোনো ব্যক্তি এই ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ করেছেন তাহলে তিনি ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার জন্য যে কোনো পুলিশ অফিসারকে নির্দেশ দিতে পারেন এবং তদনুসারে সেই পুলিশ অফিসার তাঁকে গ্রেফতার করবেন।

(৪) যে কোনো পুলিশ অফিসার ১ উপধারার উল্লঙ্ঘন প্রতিরোধে যে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেন ও যুক্তিগ্রাহ্যভাবে যেমন প্রয়োজন তেমন বলপ্রয়োগ করতে পারেন এবং এই ধরনের উল্লঙ্ঘনের জন্য ব্যবহৃত যে কোনো সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করতে পারেন।

১৩২।ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের অসদাচরণের জন্য শাস্তি

(১) কোনো ব্যক্তি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট সময়কালে অসদাচরণ করলে বা প্রিসাইডিং অফিসারের আইনানুগ নির্দেশ মানতে ব্যর্থ হলে প্রিসাইডিং অফিসার বা যে কোনো কতর্ব্যরত পুলিশ অফিসার বা তৎপক্ষে প্রিসাইডিং অফিসার দ্বারা প্রাধিকারপ্রাপ্ত যে কোনো ব্যক্তি তাঁকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থেকে বের করে দিতে পারেন।

(২) কোনো নির্বাচক কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটদানের অধিকারী হলে ১ উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা এমনভাবে প্রয়োগ করা যাবে না যাতে তিনি ঐ কেন্দ্রে ভোটদান করায় বাধা পান।

(৩) যদি ঐভাবে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি প্রিসাইডিং অফিসারের অনুমতি না নিয়ে পুনরায় ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করেন তাহলে তিনি তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডেই দণ্ডনীয় হবেন।

(৪) ৩ উপধারার অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধ আদালতগ্রাহ্য হবে।

১৩২ক। ভোটদান পদ্ধতি অমান্য করার জন্য শাস্তি

যদি কোনো ভোটদাতা ভোটপত্র পাওয়ার পরেও ভোটদানে বিনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে অস্বীকার করেন তাহলে তাঁর ভোটপত্র বাতিল করা যেতে পারে।

১৩৩।নির্বাচনে যানবাহন বেআইনিভাবে ভাড়া করা বা জোগাড় করার জন্য শাস্তি

১২৩ ধারার ৫ প্রকরণে যেভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে সেই অনুসারে যদি কোনো ব্যক্তি নির্বাচনে বা তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাপারে অনুরূপ দুর্নীতিমূলক আচরণের দায়ে দুষ্ট হন তাহলে তাঁর তিন মাস পর্যন্ত জেল ও জরিমানা হতে পারে।

১৩৪।নির্বাচন সংক্রান্ত সরকারি কর্তব্যপালনে বিচ্যুতি

(১) এই ধারা প্রযোজ্য হবে এমন কোনো ব্যক্তি কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছাড়াই তাঁর সরকারি দায়িত্ব থেকে বিচ্যুতিমূলক কোনো কাজ বা কার্যকলাপের জন্য যদি দোষী সাব্যস্ত হন তাহলে তিনি পাঁচশ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড দণ্ডনীয় হবেন।

(১ক) ১ উপধারার অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধ আদালতগ্রাহ্য হবে।

(২) পূর্বোক্ত এই ধরনের ব্যক্তির বিরুদ্ধে বা পূর্বোক্ত কোনো ধরনের কাজ বা কাজে অবহেলার দরুণ কোনো ক্ষতিপূরণের দাবির মামলা বা অন্য কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রাহ্য হবে না।

(৩) এই ধারা যাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে তাঁরা হলেন জেলা নির্বাচন আধিকারিক, রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার এবং কোনো নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়নগ্রহণ অথবা ভোটগ্রহণ সংক্রান্ত যে কোনো দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত যে কোনো ব্যক্তি, আর এই ধারার উদ্দেশ্যসাধনের জন্য 'সরকারি কর্তব্যে' কথাটি তদনুসারে ব্যাখ্যাত হবে, কিন্তু এই আইনের মাধ্যমে বা অধীনে আরোপিত কর্তব্য না হয়ে অন্যভাবে আরোপিত কর্তব্যসমূহ এই ধারায় অন্তর্ভুক্ত হবে না।

১৩৪ক। নির্বাচন এজেন্ট, পোলিং এজেন্ট বা গণনা এজেন্ট হিসাবে কাজ করার জন্য সরকারি কর্মচারির শাস্তি

যদি কোনো সরকারি কর্মচারী কোনো নির্বাচনে কোনো প্রার্থীর হয়ে নির্বাচন এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট বা গণনা এজেন্ট হিসাবে কাজ করেন তবে তিনি তিনমাস পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডেই দণ্ডনীয় হবেন।

১৩৪খ। ভোটগ্রহণ কেন্দ্র বা তার কাছে সশস্ত্র যাওয়া নিষেধ

(১) রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার, কোনো পুলিশ অফিসার অথবা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিযুক্ত কর্তব্যরত কোনো ব্যক্তি ছাড়া কোনো ব্যক্তি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সন্নিকটে ১৯৫৯ (১৯৫৯ এর ৫৪) সালের অস্ত্র আইন অনুযায়ী কোনো অস্ত্রসহ প্রবেশ করতে পারবেন না।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি (১) উপধারার বিধানগুলি ভঙ্গ করেন তাহলে, তিনি ২ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডেই দণ্ডনীয় হবেন।

(৩) ১৯৫৯ (১৯৫৯ এর ৫৪) সালের অস্ত্র আসনে যা-ই বলা থাক না কেন এই উপধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছে ওই আইনের সংজ্ঞা অনুযায়ী যদি কোনো অস্ত্র পাওয়া যায় তাহলে তা বজেয়াপ্ত হবে এবং এই আইনের ১৭ ধারা অনুযায়ী ওই অস্ত্রের জন্য মঞ্জুরিকৃত লাইসেন্স প্রত্যাহৃত হবে।

(৪) ২ উপধারার অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধ আদালতগ্রাহ্য হবে।

১৩৫।ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থেকে ভোটপত্র অপসারণ একটি অপরাধ বলে গণ্য হবে

(১) কোনো নির্বাচনে কোনো ব্যক্তি যদি অবৈধভাবে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে ভোটপত্র নিয়ে যান বা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে এই ধরনের কাজে সাহায্য ও সহায়তা করেন তাহলে তিনি এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা পাঁচশ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডেই দণ্ডনীয় হবেন।

(২) কোনো ভোটগ্রহণকেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার যদি যুক্তিসঙ্গত কারণে মনে করেন যে কোনো ব্যক্তি ১ উপধারা অনুসারে দণ্ডনীয় কোনো অপরাধ করছেন বা করেছেন তবে ঐ ব্যক্তি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ত্যাগ করার পূর্বে সেই অফিসার তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশ অফিসারকে নির্দেশ দিতে পারেন এবং ঐ ব্যক্তিকে তল্লাশি করতে পারেন বা কোনো পুলিশ অফিসারকে দিয়ে তাঁকে তল্লাশি করাতে পারেন, অবশ্য কোনো মহিলাকে তল্লাশি করার প্রয়োজন হলে কঠোরতম শালীনতা বজায় রেখে অন্য কোনো মহিলাকে দিয়ে তল্লাশি করাতে হবে।

(৩) গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিকে তল্লাশি করে তাঁর কাছে কোনো ভোটপত্র পাওয়া গেলে প্রিসাইডিং অফিসার নিরাপদ রক্ষণের জন্য সেটি একজন পুলিশ অফিসারের হাতে তুলে দেবেন এবং যদি একজন পুলিশ অফিসার তল্লাশি করে থাকেন তবে তিনি সেটিকে নিরাপদে রক্ষা করবেন।

(৪) ২ উপধারার অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধ আদালতগ্রাহ্য হবে।

১৩৫ক। বুথ দখলজনিত অপরাধ

(১) বুথ দখলসংক্রান্ত অপরাধ যে ব্যক্তিই করুন, তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন যার মেয়াদ কখনোই এক বছরের কম নয় এবং সে মেয়াদ জরিমানাসমেত তিন বছর পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হতে পারে এইরূপ অপরাধ যদি কোনো সরকারি কর্মচারী করে থাকেন, তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন যার মেয়াদ কখনোই তিন বছরের কম নয় এবং সে কারাবাস জরিমানাসমেত পাঁচ বছর পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হতে পারে।

ব্যাখ্যা : এই উপধারা ৩ ধারা ২০-বি ধারায় বর্ণিত 'বুথ দখল' বলতে বোঝাবে—অন্যান্যদের মধ্যে সব অথবা নিম্নলিখিত যে কোনো ক্রিয়াকলাপঃ

(ক) এক বা একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক ভোটগ্রহণ কেন্দ্র বা ভোটগ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট কোনো স্থান দখল করে ভোটগ্রহণ কর্তৃপক্ষকে ভোটপত্র বা ভোটযন্ত্র সমর্পণ করতে বাধ্য করানো এবং নির্বাচনের সুশৃঙ্খল পরিচালনা ব্যাহত করার মতো অন্য যে কোনো ধরনের কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া,

(খ) কোনো একটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র বা নির্বাচনের জন্য নির্দিষ্ট স্থানের উপর কোনো একজন বা একাধিক ব্যক্তি অধিকার কায়েম করলে এবং অপর ব্যক্তিদের স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে না দিয়ে শুধুমাত্র তাঁর বা তাঁদের সমর্থকদেরই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে দেন,

(গ) প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ যে কোনো উপায়ে কোনো ভোটদাতার উপর বলপ্রয়োগ করে বা ভীতি প্রদর্শন করে বা শাসিয়ে তাঁকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে বা ভোটদানের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে যেতে বাধা দেওয়া,

(ঘ) এক বা একাধিক ব্যক্তি ভোটগণনার জন্য নির্দিষ্ট স্থান দখল করে গণনা কর্তৃপক্ষকে ভোটপত্রগুলি বা ভোটযন্ত্রগুলি তাদের হাতে সমর্পণ করতে বাধ্য করলে ও সুষ্ঠু ভোটগণনাকে ব্যাহত করতে পারে এমন কাজ করলে,

(ঙ) কোনো সরকারি কর্মচারী উপরোক্ত কাজের সবগুলি বা যে কোনো একটি করে থাকেন বা সহায়তা করে থাকেন বা কোনো প্রার্থীর নির্বাচনী ফলাফলের পক্ষে অনুকূল হতে পারে এমন কোনো কাজকে উপেক্ষা করেন।

(২) ১নং উপধারার উল্লিখিত শাস্তিযোগ্য অপরাধ আদালত গ্রাহ্য (Cognizable) হবে।

১৩৬। অন্যান্য অপরাধ এবং সেগুলির জন্য শাস্তি

(১) কোনো ব্যক্তি নির্বাচন সংক্রান্ত অপরাধ-এ অপরাধী হবেন যদি তিনি কোনো নির্বাচনে—

(ক) কোনো মনোনয়নপত্র প্রতারণামূলকভাবে বিকৃত বা নষ্ট করে ফেলেন, বা

(খ) রিটার্নিং অফিসারের মাধ্যমে বা রিটার্নিং অফিসারের প্রাধিকারবলে বা অধীনে লাগানো কোনো তালিকা, বিজ্ঞপ্তি বা অন্যান্য দলিল, প্রতারণামূলকভাবে বিকৃত বা নষ্ট করে ফেলেন, বা

(গ) কোনো ভোটপত্র বা ভোটপত্রের উপরে কোনো সরকারি চিহ্ন বা কোনো পরিচয় ঘোষণাপত্র বা ডাক মাধ্যমে ভোটদানের ব্যাপারে ব্যবহৃত কোনো সরকারি খাম প্রতারণামূলকভাবে বিকৃত বা নষ্ট করে ফেলেন, বা

(ঘ) উপযুক্ত প্রাধিকার ছাড়াই কোনো ব্যক্তিকে কোনো ভোটপত্র সরবরাহ করেন বা যে কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো ভোটপত্র গ্রহণ করেন বা কোনো ভোটপত্র নিজের অধিকারে রাখেন, বা

(ঙ) আইনত যেখানে ভোটপত্র রাখার কথা সেই ভোটবাক্সে প্রতারণামূলকভাবে ভোটপত্র ছাড়া অন্য কিছু রাখেন, বা

(চ) উপযুক্ত প্রাধিকার ছাড়াই নির্বাচনের সময় ব্যবহৃত হচ্ছে এমন ভোটপত্র বা ভোটবাক্স নষ্ট করেন, নিয়ে নেন, খুলে ফেলেন অথবা অন্য কোনোভাবে তাতে হস্তক্ষেপ করেন, বা

(ছ) প্রতারণামূলকভাবে বা উপযুক্ত প্রাধিকার ছাড়া যেভাবেই হোক না কেন, যদি পূর্বোক্ত যে কোনো ধরনের কাজ করতে সচেষ্ট হন, বা ইচ্ছাপূর্বক এ ধরনের কোনো কাজে সাহায্য করেন বা মদত দেন।

(২) কোনো ব্যক্তি এই ধারামতে নির্বাচন সংক্রান্ত অপরাধে অপরাধী হবেন—

(ক) যদি তিনি একজন রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী অফিসার বা কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার বা নির্বাচন সংক্রান্ত সরকারি কাজে নিযুক্ত অফিসার বা করণিক হন তাহলে তিনি দু বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডেই দণ্ডনীয় হবেন।

(খ) যদি তিনি অপর কোনো ব্যক্তি হন তাহলে তিনি ছয়মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডেই দণ্ডনীয় হবেন।

(৩) এই ধারার উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কোনো ব্যক্তিকে সরকারি কর্তব্যে নিযুক্ত বলে গণ্য করা হবে যদি ভোটগণনাসহ কোনো নির্বাচনে বা তার কোনো অংশের পরিচালনার ভার তাঁর দায়িত্বে পড়ে বা তিনি নির্বাচন শেষ হবার পর ব্যবহৃত ভোটপত্রগুলি এবং নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য নথিপত্রের দায়িত্বে থাকেন কিন্তু এই আইনের দ্বারা বা তার অধীনে আরোপিত নয় এমন কোনো ধরনের কাজ 'সরকারি কর্তব্য' বলে পরিগণিত হবে না।

(৪) ২ উপধারার অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধ আদালতগ্রাহ্য হবে।

অনুবন্ধ ২

(প্রথম অধ্যায় : অনুচ্ছেদ ৩)

১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা নিয়মাবলি থেকে উদ্ধৃতি

১৩। পোলিং এজেন্ট নিয়োগ

(১) ৪৬ ধারা অনুসারে একজন পোলিং এজেন্ট এবং দুজন বদলি পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করতে হবে।

(২) এই ধরনের প্রতিটি নিয়োগ ১০ নিদর্শে করা হবে এবং পোলিং এজেন্ট যাতে তা ভোটগ্রহণকেন্দ্রে বা ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত স্থানে দেখাতে পারেন তার জন্য সেটি তাঁকে দিয়ে দিতে হবে।

(৩) কোনো পোলিং এজেন্ট যদি ২ উপনিয়ম অনুসারে তাঁর নিয়োগের চুক্তিপত্রে বিধৃত ঘোষণাটি যথাযথভাবে পূরণ করে এবং প্রিসাইডিং অফিসারের সম্মুখে স্বাক্ষর করে সেটি প্রিসাইডিং অফিসারের হাতে না দেন তাহলে তাঁকে ঐ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে বা ভোটগ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

১৪। পোলিং এজেন্ট নিয়োগ প্রত্যাহার

(১) ৪৮ ধারার ১ উপধারা অনুসারে কোনো পোলিং এজেন্টের নিয়োগ ১১ নিদর্শে প্রত্যাহার করা যাবে এবং সেটি প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে দাখিল করতে হবে।

(২) এই ধরনের যে কোনো প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে প্রার্থী অথবা তাঁর নির্বাচন এজেন্ট ভোটদান বন্ধ হওয়ার আগে ১৩ নিয়মে যেভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে সেই অনুসারে একজনকে নতুন করে নিয়োগ করতে পারেন এবং ঐ নিয়মের বিধানাবলী ঐ ধরনের প্রত্যেক এজেন্টের প্রতি প্রযোজ্য হবে।

১৬। স্বাভাবিকভাবে সশরীরে ভোটদান

এরপরে যেসব উল্লেখ আছে সেই ক্ষেত্রগুলি ছাড়া কোনো নির্বাচনে ভোটদানকারী সকল নির্বাচক তাঁদের জন্য ২৫ ধারার অধীনে নির্দিষ্ট করে দেওয়া ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে অথবা ক্ষেত্রবিশেষে, ২৯ ধারার অধীনে নির্দিষ্ট করে দেওয়া ভোটগ্রহণের স্থানে সশরীরে ভোট দেবেন।

ডাক ভোটপত্র

১৭। **সংজ্ঞা**—এই অংশে (ক) 'সার্ভিস ভোটার' বলতে এমন কোনো ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি ৬০ নং ধারার (ক) ও (খ) প্রকরণে বিনির্দিষ্ট কিন্তু ২৭ এম বিধিতে আলোচিত 'ক্লাসিফায়েড সার্ভিস ভোটার'-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নন।

(খ) 'বিশেষ ভোটদাতা' বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝাবে যিনি এমন এক পদাধিকারী যাঁর প্রতি ১৯৫০ (১৯৫০-এর ৪৩) সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ২০ ধারার ৪ উপধারায় বিধানাবলি প্রযোজ্য বলে ঘোষিত তিনি অথবা সেই ব্যক্তির স্ত্রী যদি তাঁর বা স্ত্রীর নাম উক্ত ধারার ৫ উপধারা অনুসারে প্রদত্ত বিবৃতির দ্বারা ভোটদাতা হিসাবে নিবন্ধভুক্ত থাকেন।

(গ) 'নির্বাচনী কার্যে ভোটদাতা' বলতে যে কোনো পোলিং এজেন্ট, অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার বা অপর কোনো সরকারি কর্মী যিনি ঐ নির্বাচনক্ষেত্রে ভোটদাতা, কিন্তু নির্বাচনী কার্যে নিযুক্ত হওয়ার কারণে তিনি যে কেন্দ্রে ভোটদানের অধিকারী সেখানে ভোট দিতে অপারগ।

১৮। যে সব ব্যক্তি ডাকযোগে ভোটদানের অধিকারী

নিম্নে দেওয়া শর্তগুলি পূরণ করা সাপেক্ষে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ডাকযোগে ভোটদান করার অধিকারী, যেমন—

(ক) কোনো সংসদীয় অথবা বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রের নির্বাচনে

(১) বিশেষ ভোটদাতাগণ

(২) সার্ভিস ভোটারগণ

(৩) নির্বাচনী কার্যে নিযুক্ত ভোটদাতাগণ এবং

(৪) নিবর্তনমূলক ব্যবস্থায় আটক থাকা নির্বাচকগণ।

(খ) পরিষদ নির্বচনক্ষেত্রের (Council Constituency) নির্বাচনে—

(১) নির্বাচন কার্যে নিযুক্ত ভোটদাতাগণ

(২) নিবর্তনমূলক ব্যবস্থায় আটক থাকা নির্বাচকগণ।

(৩) ৬৮ নং বিধির (খ) প্রকরণ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে নির্বাচনক্ষেত্রের সমস্ত নির্বাচকগণ অথবা নির্বাচনক্ষেত্রের নির্দিষ্ট কোনো অংশের নির্বাচকগণ।

(গ) বিধায়কদের কোনো নির্বাচনে—

(১) যে সমস্ত ভোটদাতা নিবর্তনমূলক ব্যবস্থায় জন্য আটক রয়েছেন।

(২) যদি ৬৮ নং বিধির (ক) প্রকরণ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে সমস্ত ভোটদাতা।

২০। নির্বাচনী কার্যে নিযুক্ত ভোটদাতাগণ কর্তৃক আবেদনপত্র প্রেরণ

(১) নির্বাচনী কার্যে নিযুক্ত থাকা কোনো ভোটদাতা নির্বাচনে ডাকযোগে ভোটদান করতে ইচ্ছুক হলে ১২ নিদর্শে একটি দরখাস্ত অন্তত নির্বাচনের সাতদিন আগে বা রিটার্নিং অফিসার যদি চান আরো কম সময়ের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের কাছে পাঠাতে হবে এবং রিটার্নিং অফিসার যদি বোঝেন যে দরখাস্তকারী একজন নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত ভোটদাতা তবে তিনি তাঁকে একটি ডাক ভোটপত্র পাঠাবেন।

(২) একজন পোলিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার বা নির্বাচনীকাজে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারী তিনি যে নির্বাচনক্ষেত্রে কর্মরত এবং সেখানকার ভোটার এবং তিনি যদি কোনো সংসদীয় বা বিধানসভা নির্বাচনে ডাকযোগে না দিয়ে সশরীরে ভোট দিতে চান তাহলে তিনি নির্বাচনের অন্তত চারদিন আগে বা রিটার্নিং অফিসার যদি চান তাহলে আরো কম সময়ের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের ১২ক নিদর্শে একটি দরখাস্ত দেবেন এবং রিটার্নিং অফিসার যদি বোঝেন যে দরখাস্তকারী ঐ নির্বাচনক্ষেত্রে নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন সরকারি কর্মচারী এবং ভোটার তাহলে তিনি—

(ক) দরখাস্তকারীকে ১২খ নিদর্শে নির্বাচনীকৃত্য শংসাপত্র প্রদান করবেন।

(খ) নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপিতে তাঁর নামের পাশে 'নির্বাচনীকৃত্য শংসাপত্র' (ই ডি সি) লিখবেন যাতে তাঁকে নির্বাচনীকর্মে নিযুক্তির শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে বলে বোঝা যায়।

(গ) যে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ঐ ব্যক্তি ভোটদানের অধিকারী সেখানে যাতে তিনি ভোট না দিতে পারেন তা সুনিশ্চিত করবেন।

২৩। ভোটপত্র প্রদান

(১) ভোটদাতার কাছে একটি ডাক ভোটপত্র 'আন্ডার সার্টিফিকেট অব পোস্টিং'-এর মাধ্যমে নিম্নলিখিতগুলি সহ পৌছাবে

(ক) ১৩ক নিদর্শে একটি ঘোষণাপত্র,

(খ) ১৩খ নিদর্শে একটি মোড়ক,

(গ) ১৩গ নিদর্শে রিটার্নিং অফিসারকে উদ্দেশ্য করা একটি বড়ো মোড়ক,

(ঘ) ১৩ঘ নিদর্শে ভোটদাতাকে সহায়তার জন্য নির্দেশসমূহ।

মনে রাখতে হবে যে রিটার্নিং অফিসার একজন বিশেষ ভোটদাতা বা নির্বাচন কর্মে নিয়োজিত ভোটদাতাকেই এই ডাক ভোটপত্র বা নিদর্শসমূহ প্রদান করতে পারেন বা যাতে সেগুলি ব্যক্তিগতভাবে ওইরূপ ভোটদাতাকেই প্রদান করা যায় তার ব্যবস্থা করতে পারেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার একই সঙ্গে

(ক) নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপিতে ঐ নির্বাচকের যে ক্রমিক নম্বর দেওয়া আছে সেটি ভোটপত্রের প্রতিপত্রে লিপিবদ্ধ করবেন,

(খ) তাঁকে যে ভোটপত্র প্রদান করা হয়েছে তা বোঝাবার জন্য ঐ নির্বাচকদের প্রদত্ত ভোটপত্রের ক্রমিক নং লিপিবদ্ধ না করে নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপিতে তাঁর নামের পাশে চিহ্ন দেবেন, এবং

(গ) ঐ নির্বাচক যাতে কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দিতে না পারেন তা সুনিশ্চিত করবেন।

২৪। ভোটপত্র চিহ্নিত করা

(১) একজন ভোটদাতা ডাক ভোটপত্র পাওয়ার পরে ভোট দিতে ইচ্ছুক হলে ১৩ঘ নিদর্শের ১ম ভাগে বিধৃত নির্দেশাবলি অনুসারে ভোটপত্রের উপর তাঁর ভোট চিহ্নিত করবেন এবং তারপর সেটি ১৩খ নিদর্শের মোড়কে ঢুকিয়ে দেবেন।

(২) যিনি ঐ ভোটদাতাকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন এবং সন্তোষজনকভাবে শনাক্ত করতে পারবেন এমন একজন সবৃত্তিক ম্যাজিস্ট্রেট বা নিম্নে নির্দেশিত যে কোনো আধিকারিকের সম্মুখে ঐ ভোটদাতা ১৩ক নিদর্শের ঘোষণা সই করবেন এবং সইটি তাঁকে দিয়ে প্রত্যয়িত করিয়ে নেবেন, যথা —

(ক) সার্ভিস ভোটদাতাদের ক্ষেত্রে ঐ ভোটদাতা বা তাঁর স্বামী যে ইউনিট, জাহাজ বা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত তার কমান্ডিং অফিসার অথবা ঐ ভোটদাতা যে দেশে বসবাস করছেন সেখানে অধিষ্ঠিত ভারতের কূটনৈতিক প্রতিনিধি বা দূতের দ্বারা এই বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক,

(খ) বিশেষ ভোটদাতাদের ক্ষেত্রে ন্যূনপক্ষে উপসচিব পদমর্যাদার একজন আধিকারিক।

আইন, বিচার ও কোম্পানি বিষয়ক মন্ত্রক

(বিধান বিভাগ)

প্রজ্ঞাপন

নতুন দিল্লি, ২৪শে মার্চ, ১৯৯২

এস.ও.২৩০(ঙ)—১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন (১৯৫১-এর ৪৩)-এর ১৬৯ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে পরামর্শক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা আইনের আরো সংশোধনের উদ্দেশ্যে এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিত নিয়মাবলি প্রণয়ন করছেন, যথা—

১। (১) এই নিয়মাবলিকে ১৯৯২ সালের নির্বাচন পরিচালনা (সংশোধন) নিয়মাবলি আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

(২) সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে এই নিয়মাবলি কার্যকর হবে।

২। ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা আইন (এরপর থেকে প্রধান নিয়মাবলি বলে উল্লিখিত হবে)

(ক) ৪র্থ ভাগের শিরোনামের পর নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি সন্নিবিষ্ট হবে, যথা—

"প্রথম অধ্যায়

ভোটপত্রের মাধ্যমে ভোটদান";

(খ) ২৮ নিয়মে 'এই ভাগে' শব্দ দুটির পরিবর্তে 'এই অধ্যায়ে ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে' সন্নিবিষ্ট হবে;

(গ) ৪৯ নিয়মের পর নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি সন্নিবিষ্ট হবে, যথা—

৪৯গ। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা

(১) প্রত্যেকটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে সহজেই চোখে পড়ে এমনভাবে—

(ক) ভোটগ্রহণের এলাকা, যেসব নির্বাচক ঐ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দেওয়ার অধিকারী এবং ভোটগ্রহণের এলাকায় একাধিক ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থাকলে ঐসব ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটদানের অধিকারী নির্বাচকদের খুঁটিনাটি জানিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি টাঙাতে হবে।

(খ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নামের তালিকার একটি প্রতিলিপি।

(২) প্রত্যেক ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে একটি বা একাধিক ভোটদান কক্ষের ব্যবস্থা রাখতে হবে, যেখানে নির্বাচকরা দৃষ্টির আড়ালে ভোট দিতে পারবেন।

(৩) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে একটি ভোটযন্ত্র ও নির্বাচক তালিকার প্রাসঙ্গিক অংশের প্রতিলিপি এবং ভোটগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় নির্বাচনী সামগ্রীর ব্যবস্থা রাখবেন।

(৪) ৩ উপ-নিয়মের বিধানাবলির উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ না করে নির্বাচন কমিশনের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে রিটার্নিং অফিসার একই বাড়িতে অবস্থিত দুই বা ততোধিক ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের জন্য একই ভোটযন্ত্রের ব্যবস্থা করতে পারেন।

৪৯ঘ। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ

এক এক বারে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কতজন ভোটদাতা প্রবেশ করবেন তা নিয়ন্ত্রণ করবেন প্রিসাইডিং অফিসার। নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তিকে তিনি প্রবেশ করতে দেবেন না:

(ক) পোলিং অফিসারগণ,

(খ) নির্বাচনী কর্তব্যরত সরকারি আধিকারিকগণ,

(গ) নির্বাচন কমিশনের প্রাধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ,

(ঘ) প্রার্থীগণ, তাঁদের নির্বাচন এজেন্টগণ এবং ১৩নং নিয়মের বিধানাবলি সাপেক্ষে প্রত্যেক প্রার্থীর পোলিং এজেন্ট,

(ঙ) কোনো নির্বাচকের সঙ্গে আসা কোলের শিশু,

(চ) সাহায্য ছাড়া চলাফেরায় অক্ষম এরকম দৃষ্টিহীন বা অশক্ত ভোটদাতার সঙ্গী,

(ছ) ৪৯ছ নিয়মের উপ-নিয়ম (২) বা ৪৯জ নিয়মের উপ-নিয়ম(১) অনুসারে রিটার্নিং অফিসার বা প্রিসাইডিং অফিসার যদি কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করেন।

৪৯ঙ।ভোটগ্রহণের জন্য ভোটযন্ত্র প্রস্তুত করা

(১) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ব্যবহৃত প্রতিটি ভোটযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ইউনিটে, ভোটপত্র ইউনিটে এবং ভিভিপ্যাট মেশিনে নিম্নলিখিত তথ্য-সংবলিত একটি লেবেল থাকবে:

(ক) নির্বাচনক্ষেত্রের নাম ও ক্রমিক নং,

(খ) ক্ষেত্রবিশেষে ভোটগ্রহণকেন্দ্র বা কেন্দ্রসমূহের নাম ও ক্রমিক নং,

(গ) ইউনিটটির ক্রমিক নং, এবং

(ঘ) ভোটগ্রহণের তারিখ।

(২) ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার ঠিক আগে প্রিসাইডিং অফিসার উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের ও অন্যান্য ব্যক্তিদের দেখিয়ে দেবেন, যে ঐ ভোটযন্ত্রের ইতিমধ্যে কোনো ভোট গৃহীত হয়নি এবং উপ-নিয়ম (১) অনুসারে পূর্বোক্ত লেবেলটি যথাস্থানেই আছে, এবং ভিভিপ্যাট মেশিনের ড্রপবক্স খালি রয়েছে।

(৩) ভোটযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ইউনিটটি সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে একটি কাগজের সিল ব্যবহৃত হবে এবং ঐ কাগজের সিলের উপরে প্রিসাইডেং অফিসার নিজে স্বাক্ষর করবেন এবং উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের মধ্যে যাঁরা স্বাক্ষর দিতে ইচ্ছুক তাঁদের স্বাক্ষর করতে দেবেন।

(৪) এর পর প্রিসাইডিং অফিসার ভোটযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের নির্দিষ্ট স্থানে স্বাক্ষরিত কাগজের সিলটি সুরক্ষিতভাবে লাগিয়ে সিল করে দেবেন।

(৫) নিয়ন্ত্রণ ইউনিট সুরক্ষিত করার জন্য ব্যবহৃত সিলটি এমনভাবে লাগানো উচিত যাতে ঐ সিলটি না-ভেঙে ফলাফল-বোতাম চাপ দেওয়া না-যায়।

(৬) বন্ধ ও সুরক্ষিত করার পর নিয়ন্ত্রণ ইউনিটটি প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং এজেন্টদের সামনে রেখে দিতে হবে এবং ভোটপত্র ইউনিটটি ভোটদানকক্ষে রাখা হবে।

(৭) ভিভিপ্যাট মেশিন ব্যালটিং ইউনিট সমেত ভোটকক্ষের মধ্যে রাখতে হবে এবং নির্বাচন কমিশন যেভাবে বলবে সেই ভাবে ব্যালট ইউনিট নিয়ন্ত্রণ ও ভিভিপ্যাট মেশিনের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন করতে হবে।

৪৯চ। নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপি

ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে প্রিসাইডিং অফিসার উপস্থিত পোলিং এজেন্ট ও অন্যান্যদের সামনে ভোটগ্রহণ চলাকলীন চিহ্নিত নির্বাচক তালিকার যেপ্রতিলিপিটি ব্যবহৃত হবে সেটি প্রদর্শন করে দেখিয়ে দেবেন যে সেটিতে—

(ক) ২০নং বিধির (২) নং উপধারার (খ) প্রকরণ অনুসারে লিখিত কোনো লিখন (ইডিসি-নির্বাচনী শংসাপত্র) ব্যতীত অপর কোনো কিছু নেই।

(খ) ২৩নং বিধির (২) নং উপধারার (খ) প্রকরণ অনুসারে দেওয়া চিহ্ন [পি বি—পোস্টাল ব্যালট (ডাক ভোটপত্র)] ব্যতীত অপর কোনো চিহ্ন নেই।

৪৯ছ।মহিলা ভোটদাতাদের সুযোগ-সুবিধা

(১) যেখানে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র মহিলা ও পুরুষ উভয়েরই জন্য, সেখানে প্রিসাইডিং অফিসার নির্দেশ দিতে পারেন যে, পৃথক পৃথক দলে আলাদাভাবে তাঁরা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার বা প্রিসাইডিং অফিসার সহায়ক হিসাবে যে-কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে মহিলা ভোটদাতাদের সাহায্য করার জন্য একজন মহিলাকে নিয়োগ করতে পারেন এবং তিনি মহিলা ভোটদাতাদের ভোটগ্রহণের কাজে প্রিসাইডিং অফিসারকেও সাহায্য করতে পারেন এবং বিশেষত প্রয়োজন হলে যদি কোনো মহিলা ভোটদাতাকে বহিষ্কার করতে হয়, সে বিষয়ে সাহায্য করবেন।

৪৯জ।নির্বাচকদের শনাক্তকরণ

(১) প্রিসাইডিং অফিসার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে তাঁর মতানুসারে এমন সব ব্যক্তিদের নিযুক্ত করতে পারেন যাঁরা তাঁকে নির্বাচকদের শনাক্তকরণে ও ভোটগ্রহণের কাজে সাহায্য করতে পারেন।

(২) যখনই এক একজন ভোটদাতা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করবেন প্রিসাইডিং অফিসার বা তাঁর প্রাধিকারপ্রাপ্ত পোলিং অফিসার তাঁর নাম ও অন্যান্য তথ্যাদি নির্বাচক তালিকার প্রাসঙ্গিক লিখনের সঙ্গে পরীক্ষা করে মিলিয়ে নেবেন এবং তারপর ঐ ভোটদাতার নাম, ক্রমিক সংখ্যা ও অন্যান্য তথ্যাদি জোরে চেঁচিয়ে বলবেন।

(৩) যে নির্বাচনক্ষেত্রের ভোটদাতাদের ১৯৬০ সালের নির্বাচক নিবন্ধন নিয়মাবলির অধীনে পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছে, সেই নির্বাচনক্ষেত্রের অন্তর্গত কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ক্ষেত্রে ভোটদাতা প্রিসাইডিং অফিসারের বা পোলিং অফিসারের কাছে তাঁর পরিচয়পত্রটি দেখাবেন।

(৪) প্রিসাইডিং অফিসার বা ক্ষেত্রবিশেষে, পোলিং অফিসার কোনো ভোটদাতার ভোটদানের অধিকার স্থির করার সময় যদি তিনি এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হন যে, ঐ ব্যক্তি ও নির্বাচক তালিকার লিখনের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি এক ও অভিন্ন তাহলে নির্বাচক তালিকার লেখার ভুল বা ছাপার ভুল থাকলে তা তিনি উপেক্ষা করবেন।

৪৯ঝ।নির্বাচনী কর্তব্যরত সরকারি কর্মীর সুযোগ-সুবিধা

(১) যে ব্যক্তি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ১২খ নির্বাচনী কাজে নিয়োগের একটি শংসাপত্র দাখিল করবেন এবং ঐ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দিতে চাইবেন, তিনি ঐ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটদানের অধিকারী না হলেও তাঁর ক্ষেত্রে ৪৯জ নিয়মের বিধানাবলি প্রযোজ্য হবে না।

(২) এই রকম শংসাপত্র প্রদর্শন করলে প্রিসাইডিং অফিসার—

(ক) ঐ ব্যক্তির স্বাক্ষর ঐ শংসাপত্রেই গ্রহণ করবেন ;

(খ) চিহ্নিত নির্বাচক তালিকার শেষ প্রান্তে ঐ শংসাপত্রে উল্লেখিত ঐ ব্যক্তির নাম ও নির্বাচক তালিকার ক্রমিক নং লিখে নেবেন;

(গ) ঐ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে একজন সাধারণ ভোটদাতা যে ভাবে ভোট দেন তাঁকেও সেইভাবে ভোটদানের অনুমতি দেবেন।

৪৯এঃ। পরিচয় চ্যালেঞ্জ করা

(১) যে কোনো পোলিং এজেন্ট বিশেষ কোনো নির্বাচক বলে দাবি করা কোনো ব্যক্তির পরিচয় চ্যালেঞ্জ করার জন্য প্রথমে প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে প্রতি চ্যালেঞ্জপিছু নগদ দু-টাকা জমা রেখে ঐ ব্যক্তির পরিচয় চ্যালেঞ্জ করতে পারেন।

(২) এইভাবে টাকা জমা পড়ার পর প্রিসাইডিং অফিসার—

(ক) চ্যালেঞ্জ করা ব্যক্তিকে জালিয়াতির সাজা সম্বন্ধে সতর্ক করে দেবেন;

(খ) নির্বাচক তালিকায় প্রাসঙ্গিক লিখনটি জোরে পাঠ করবেন এবং তিনিই ঐ ব্যক্তি কি না সেই প্রশ্ন করবেন;

(গ) ১৪ নিদর্শে চ্যালেঞ্জ ভোটের তালিকায় তাঁর নাম, ঠিকানা লিপিবদ্ধ করবেন; এবং

(ঘ) উক্ত তালিকায় তাঁর স্বাক্ষর গ্রহণ করবেন।

(৩) এরপর প্রিসাইডিং অফিসার চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে তদন্ত করবেন ও ঐ উদ্দেশ্যে—

(ক) চ্যালেঞ্জকারীকে তাঁর চ্যালেঞ্জের সপক্ষে ও চ্যালেঞ্জ হওয়া ব্যক্তিকে তাঁর পরিচিতির সপক্ষে প্রমাণ দাখিল করতে বলবেন;

(খ) চ্যালেঞ্জ হওয়া ব্যক্তিকে তাঁর পরিচিতি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনো প্রশ্ন করা যাবে ও তাঁকে শপথ নিয়ে উত্তর দিতে হবে।

(৪) তদন্তের পর যদি প্রিসাইডিং অফিসার মনে করেন যে চ্যালেঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়নি তাহলে তিনি ঐ ব্যক্তিকে ভোট দিতে দেবেন। যদি তিনি মনে করেন যে চ্যালেঞ্জটি যথাযথ, তবে তিনি ঐ ব্যক্তিকে ভোট দেওয়া থেকে নিবৃত্ত করবেন।

(৫) প্রিসাইডিং অফিসার যদি মনে করেন চ্যালেঞ্জটি অসার বা সৎ উদ্দেশ্যে করা হয়নি, সেক্ষেত্রে উপ-নিয়ম (১)-এর অধীনে জমা নেওয়া টাকা তিনি সরকারিভাবে বাজেয়াপ্ত করবেন এবং অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে তদন্তের শেষে চ্যালেঞ্জকারীকে তাঁর টাকা প্রত্যর্পণ করবেন।

৪৮ট। জালিয়াতির বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ

(১) প্রত্যেক ভোটদাতা, যাঁর পরিচিতি সম্পর্কে প্রিসাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসার সকলেই নিশ্চিত, তাঁর বাম হাতের তর্জনীটি প্রিসাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসারকে পরীক্ষা করে অমোচনীয় কালি লাগাতে দেবেন।

(২) যদি কোনো ভোটদাতা—

(ক) উপ-নিয়ম (১) অনুসারে তাঁর বামহাতের তর্জনী পরীক্ষা করতে বা অমোচনীয় কালি লাগাতে না দেন বা তাঁর বামহাতের তর্জনীতে ইতিমধ্যেই কালির দাগ থাকে বা ঐ কালি তুলে ফেলার চেষ্টা করেন, বা

(খ) ৪৯ঝ নিয়মের উপ-নিয়ম (৩) অনুসারে পরিচয়পত্র দেখাতে না চান, বা না পারেন, তবে তাঁকে ভোটদানের অনুমতি দেওয়া হবে না।

(৩) যখন সংসদীয় নির্বাচনক্ষেত্রে ও বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রে একই সাথে ভোটগ্রহণ করা হয়, তখন কোনো নির্বাচকের বাঁ হাতের তর্জনীতে অমোচনীয় কালির দাগ দেওয়া হলেও কোনো একটি নির্বাচনে পরিচয়পত্র দেখালে, তাঁকে উপ-নিয়ম (১) বা (২)-এ যাই বিধৃত থাকুক, অপর নির্বাচনে ভোটদানের অনুমতি দেওয়া যাবে।

(৪) এই নিয়মে নির্বাচকের বাঁ হাতের তর্জনীর কোনোরকম উল্লেখ থাকলে, যেক্ষেত্রে নির্বাচকের বাঁ হাতে তর্জনী নেই, সেক্ষেত্রে বাঁ হাতের যে কোনো আঙুল ও যেক্ষেত্রে বাঁ হাতের কোনো আঙুলই নেই, সেক্ষেত্রে ডান হাতের তর্জনী বা অপর যে কোনো আঙুলকে উল্লেখ করা হয়েছে বলে ধরতে হবে এবং যেক্ষেত্রে উভয় হাতের কোনো আঙুলেই নেই, সেক্ষেত্রে বাঁ বা ডান হাতের এমন কোনো স্থানে কালি দিতে হবে যা তার আছে।

৪৯ঠ। ভোটযন্ত্রের মাধ্যমে ভোটদানের পদ্ধতি

(১) একজন নির্বাচককে ভোটদানের অনুমতি দেওয়ার আগে পোলিং অফিসার—

(ক) ১৭ক নিদর্শে নির্বাচক নিবন্ধে চিহ্নিত নির্বাচক তালিকায় ঐ নির্বাচকের ক্রমিক নং লিপিবদ্ধ করবেন;

(খ) উক্ত নিবন্ধে ভোটদাতার স্বাক্ষর বা টিপসই নেবেন;

(গ) ঐ নির্বাচককে যে ভোটদানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে এটা বোঝাতে চিহ্নিত নির্বাচক তালিকায় নির্বাচকের নামের পাশে দাগ দিয়ে দেবেন। নির্বাচক নিবন্ধে স্বাক্ষর বা টিপসই না দিলে কোনো ভোটদাতাকেই ভোটদানের অনুমতি দেওয়া হবে না।

(২) উপ-নিয়মে (২)-এ যাই বিধৃত থাকুক না কেন, প্রিসাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসারকে বা অন্য যে কোনো অফিসারকে নির্বাচক নিবন্ধে নির্বাচকের টিপসই প্রত্যয়িত করতে হবে।

৪৯ড। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে নির্বাচকদের ভোটদানের গোপনীয়তা রক্ষা এবং ভোটদান প্রণালী

(১) ৪৯ঠ নিয়মের অধীনে ভোটদানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে এমন প্রত্যেক নির্বাচক ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে ভোটদানের গোপনীয়তা রক্ষা করবেন এবং ঐ উদ্দেশ্যে এর পরে যা বিধৃত হল তা পালন করবেন।

(২) ভোটদানের অনুমতি পাওয়ার ঠিক পরেই ঐ নির্বাচক প্রিসাইডিং অফিসার বা ভোটযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ভারপ্রাপ্ত পোলিং অফিসারের দিকে এগিয়ে যাবেন। তিনি ঐ নির্বাচকের ভোটগ্রহণের জন্য নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের বোতামে চাপ দিয়ে ভোটপত্র ইউনিটটিকে সক্রিয় করবেন।

(৩) এরপর নির্বাচক অবিলম্বে

(ক) ভোটদানকক্ষের দিকে এগিয়ে যাবেন;

(খ) যে প্রার্থীকে তিনি ভোট দিতে চান ভোটপত্র ইউনিটে তাঁর নাম ও প্রতীকের পাশে থাকা বোতামটিতে চাপ দিয়ে ভোট দেবেন, এবং (গ) ভোটদান কক্ষ থেকে বেরিয়ে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ছেড়ে চলে যাবেন।

"যেখানে ভিভিপ্যাট মেশিন ব্যবহৃত হচ্ছে, নির্বাচক, ক্লজ (খ) তে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে তেমন ভাবে বোতাম টিপে ভোট দেওয়ার পর, যেপ্রার্থীর পক্ষে নির্বাচক ভোট দিয়েছেন সেইপ্রার্থীর নাম, ক্রমিক নম্বর ও প্রতীক ছাপা কাগজের স্লিপটি নিজে থেকে কেটে প্রিন্টারের ড্রপবক্সে পড়ার আগেই, ভোটকক্ষে ভোটপত্র ইউনিটের সঙ্গে রাখা প্রিন্টারের স্বচ্ছ জানালা দিয়ে সেই কাগজের স্লিপটি দেখতে সমর্থ হবেন।"

(৪) প্রত্যেক নির্বাচক অকারণে দেরি না করে ভোট দেবেন।

(৫) অন্য একজন নির্বাচক ভেতরে থাকলে কোনো নির্বাচককে ভোটদানকক্ষের ভেতরে যেতে দেওয়া হবে না।

(৬) ৪৯ঠ ও ৪৯ত নিয়মের অধীনে ভোটদানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে এমন কোনো নির্বাচক যদি প্রিসাইডিং অফিসার সতর্ক করে দেওয়ার পরেও উক্ত নিয়মাবলির উপ-নিয়ম (৩)-এ বিধৃত প্রণালী অনুযায়ী চলতে অস্বীকার করে সেক্ষেত্রে প্রিসাইডিং অফিসার বা তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী একজন পোলিং অফিসার ঐ নির্বাচককে ভোট দিতে দেবেন না।

(৭) উপ-নিয়ম (৬)-এর অধীনে কোনো নির্বাচককে ভোট দিতে অনুমতি দেওয়া না হলে ১৭ক নিদর্শে নির্বাচক নিবন্ধে ঐ নির্বাচকের নামের পাশে প্রিসাইডিং অফিসার 'ভোটদানের প্রণালী লঙ্ঘিত হয়েছে' এই মর্মে মন্তব্য লিখে স্বাক্ষর করে দেবেন।

৪৯ডক। কাগজের স্লিপের উপর ছাপা বিবরণ সংক্রান্ত অভিযোগের ক্ষেত্রে বিধিব্যবস্থা—

(১) যেখানে ভোট দেওয়ার পর ভোটদানের তথ্য কাগজে ছাপার আকারে পাওয়ার জন্য ভিভিপ্যাট মেশিন ব্যবহৃত হচ্ছে, সেখানে যদি কোনও নির্বাচক, নিয়ম-৪৯ড-এর বিধান অনুযায়ী তাঁর ভোট দেওয়া হলে পর, অভিযোগ করেন যে, প্রিন্টার থেকে ছেপে বের হওয়া কাগজের স্লিপ থেকে যা দেখা গেছে, তা হল, তিনি যেপ্রার্থীর পক্ষে ভোট দিয়েছেন, সেই প্রার্থীর নাম বা প্রতীকের পরিবর্তে অন্য কোনও প্রার্থীর নাম বা প্রতীক ছাপা হয়েছে, সেক্ষেত্রে প্রিসাইডিং অফিসার, মিথ্যা বিবৃতি দেওয়ার পরিণাম সম্পর্কে সেই নির্বাচককে সাবধান করার পর, উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে নির্বাচকের কাছ থেকে একটি লিখিত ঘোষণা নেবেন।

(২) যদি নির্বাচক লিখিত ঘোষণা দেন, তা হলে প্রিসাইডিং অফিসার নিদর্শ-১৭ক-এ সেই নির্বাচক সংক্রান্ত দ্বিতীয় এন্ট্রি করবেন এবং তাঁর ও প্রার্থীদের বা ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের সামনে নির্বাচককে একটি টেস্ট ভোট দিতে অনুমতি দেবেন এবং প্রিন্টার থেকে বেরনো কাগজের স্লিপটি পরীক্ষা করে দেখবেন।

(৩) যদি অভিযোগটি সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়, প্রিসাইডিং অফিসার তৎক্ষণাৎ রিটার্নিং অফিসারকে বিষয়টি জানাবেন; তিনি ভোটযন্ত্রে ভোট নেওয়া বন্ধ করে দেবেন এবং রিটার্নিং অফিসারের নির্দেশমতো কাজ করবেন।

(৪) আবার, যদি অভিযোগ মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হয় এবং কাগজের স্লিপে ছাপা ভোটের ফলের সঙ্গে নির্বাচকের দেওয়া টেস্ট ভোট মিলে যায়, তা হলে প্রিসাইডিং অফিসার—

(ক) যে-প্রার্থীর পক্ষে টেস্ট ভোট দেওয়া হয়েছে, তাঁর নাম ও ক্রমিক নম্বর উল্লেখ করে নিদর্শ-১৭ক-এ সেই নির্বাচক সংক্রান্ত পূর্ব-লিখিত দ্বিতীয় এন্ট্রির পাশে ওই মর্মে তাঁর মন্তব্য জুড়ে দেবেন;

(খ) এ হেন মন্তব্যের পাশে নির্বাচকের স্বাক্ষর বা বৃদ্ধাঙ্গুলের ছাপ নেবেন; এবং

(গ) নিদর্শ-১৭গ-র অংশ-১-এ আইটেম-৫-এ এরূপ টেস্ট ভোট সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় এন্ট্রি করবেন।

৪৯ঢ। দৃষ্টিহীন বা অশক্ত নির্বাচকদের ভোটগ্রহণ

(১) প্রিসাইডিং অফিসার যদি এই মর্মে নিঃসংশয় হন দৃষ্টিহীনতা বা শারীরিক বৈকল্যের কারণে কোনো নির্বাচক ভোটযন্ত্রের ভোটপত্র ইউনিটে প্রতীক শনাক্ত করতে অপারগ অথবা সাহায্য ছাড়া উপযুক্ত বোতামে চাপ দিয়ে তাঁর ভোট দিতে অপরাগ, সেক্ষেত্রে প্রিসাইডিং অফিসার ঐ নির্বাচককে তাঁর পক্ষে তাঁর ইচ্ছানুসারে ভোটদানের জন্য ন্যূনতম আঠেরো বছর বয়স্ক একজন সঙ্গীকে ভোটগ্রহণ কক্ষে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেবেন : অবশ্য, একই দিনে কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কোনো ব্যক্তি একজনের বেশি নির্বাচকের সঙ্গী হতে পারবেন না।

এছাড়াও কোনো ব্যক্তিকে কোনো নির্বাচকের সঙ্গী হওয়ার অনুমতি দেওয়ার আগে এই নিয়মের অধীনে ঐ ব্যক্তিকে ঘোষণা করতে হবে যে ঐ নির্বাচকের পক্ষে দেওয়া ভোট তিনি গোপন রাখবেন এবং ঐ দিন অন্য কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে তিনি অন্য কোনো নির্বাচকের সঙ্গী হননি।

(২) এই নিয়মাধীনে প্রিসাইডিং অফিসার ১৪ক নিদর্শে একটি রেকর্ড রাখবেন।

৪৯ণ। ভোটদানে অনিচ্ছুক ভোটদাতা

যদি কোনো নির্বাচক ১৭ক নিদর্শে নির্বাচক নিবন্ধে তাঁর নির্বাচনী ক্রমিক নম্বর যথাযথভাবে নথিভুক্ত হওয়ার পর এবং ৪৯ঠ নিয়মের (১) উপ-নিয়মের অধীনে তাতে তাঁর স্বাক্ষর বা টিপসই দিয়ে থাকেন কিন্তু তারপর ভোট না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তবে প্রিসাইডিং অফিসার ১৭ক নিদর্শে উক্ত লিখনের পাশে এই মর্মে মন্তব্য রাখবেন এবং এই মন্তব্যের পাশে নির্বাচকের স্বাক্ষর বা টিপসই নেবেন।

৪৯ত। টেন্ডার ভোট

(১) অপর কোনো ব্যক্তি নির্বাচক হিসাবে ভোট দিয়ে যাওয়ার পর যদি কোনো ব্যক্তি নিজেকে ঐ নিদিষ্ট ভোটদাতা বলে দাবি করে ভোট দিতে চান তাহলে তিনি তাঁর নিজের পরিচয় সম্পর্কে প্রিসাইডিং অফিসারের প্রশ্নাবলির সন্তোষজনক উত্তর দেওয়ার পর তাঁকে ভোটপত্র ইউনিটের মাধ্যমে ভোট দিতে দেওয়ার পরিবর্তে তাঁকে নির্বাচন কমিশন নির্দেশিত নকশায় রচিত টেন্ডার ভোটপত্র দেবেন যাতে যাবতীয় বিবরণী তৎকর্তৃক স্বীকৃত ভাষা বা ভাষাসমূহে লিখিত থাকবে।

(২) ঐরূপ প্রত্যেক নির্বাচন টেন্ডার ভোটপত্র পাওয়ার আগে ১৭খ নিদর্শে তাঁর সম্পর্কে লিখনের পাশে নিজের নাম লিখবেন।

(৩) ভোটপত্রটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি

(ক) ভোটদানকক্ষে যাবেন;

(খ) যে প্রার্থীর স্বপক্ষে তিনি ভোটদান করতে চান তাঁর প্রতীকের উপরে বা কাছে ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য দেওয়া যন্ত্র বা সরঞ্জামের সাহায্যে ভোটপত্রের উপর 'X' চিহ্ন দিয়ে তাঁর ভোট নথিভুক্ত করবেন;

(গ) ভোটদান গোপন রাখতে ভোটপত্রটি যথাযথভাবে ভাঁজ করবেন;

(ঘ) প্রয়োজন হলে ভোটপত্রের ওপর দেওয়া পরিচয় নির্দেশক চিহ্নটি প্রিসাইডিং অফিসারের গোচরে আনুন;

(ঙ) এটি প্রিসাইডিং অফিসারকে দিন যিনি এটিকে এই উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে রাখা একটি খামে রাখবেন; এবং

(চ) ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থেকে চলে যাবেন।

(৪) যদি দৃষ্টিহীনতা বা শারীরিক অক্ষমতার কারণে ঐরূপ কোনো নির্বাচক কারোর সাহায্য ছাড়া ভোট দিতে অপরাগ হন তবে প্রিসাইডিং অফিসার তাঁকে ৪৯ঢ নিয়মে যে কার্যপদ্ধতি দেওয়া আছে তা অনুসরণ করে এবং একই শর্তাদির অধীনে নিজের ইচ্ছানুযায়ী ভোটদানের জন্য একজন সঙ্গী নিয়ে যেতে অনুমতি দেবেন।

৪৯থ। ভোটগ্রহণ চলাকালীন ভোটদানকক্ষে প্রিসাইডিং অফিসারের প্রবেশ

(১) প্রিসাইডিং অফিসার ভোটগ্রহণ চলাকালীন যখনই প্রয়োজন মনে করবেন তখনই ভোটদানকক্ষে প্রবেশ করতে পারবেন এবং ভোটপত্র ইউনিটটিতে কোনো প্রকার অবৈধ হস্তক্ষেপ যাতে না ঘটে বা সেটির কাজে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয় তা সুনিশ্চিত করার জন্য সমস্ত আবশ্যকীয় পদক্ষেপ নেবেন।

(২) যদি প্রিসাইডিং অফিসারের মনে সঙ্গত কারণে এমন সন্দেহ দেখা দেয় যে, ভোটদান কক্ষে প্রবিষ্ট ভোটদাতা কোনো প্রকার অবৈধ হস্তক্ষেপ করছেন বা অন্য কোনোভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছেন বা ভোটদান কক্ষে অকারণে দীর্ঘ সময় ধরে রয়ে গেছেন, তবে তিনি ভোটদান কক্ষে প্রবেশ করবেন এবং ভোটগ্রহণ মসৃণভাবে ও নিয়মমাফিক চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৩) এই নিয়মবলে প্রিসাইডিং অফিসার যখনই ভোটদানকক্ষে প্রবেশ করবেন, তখন উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের তাঁদের ইচ্ছাক্রমে তাঁর সঙ্গী হতে অনুমতি দেবেন।

৪৯দ। ভোটগ্রহণ সমাপন

(১) ৫৬ নং ধারা অনুসারে ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার নির্ধারিত সময়ে প্রিসাইডিং অফিসার ভোটগ্রহণ কেন্দ্র বন্ধ করে দেবেন এবং এরপরে আর কোনো ভোটদাতাকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেবেন না:

তবে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত সমস্ত ভোটদাতাকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে ভোটদানের অনুমতি দেওয়া হবে।

(২) ভোটগ্রহণ কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে কোনো ভোটদাতা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন কি না এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠল প্রিসাইডিং অফিসার তার মীমাংসা করবেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তই মেনে নিতে হবে।

৪৯ধ। গৃহীত ভোটের হিসাব

(১) ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর ১৭গ নিদর্শে গৃহীত ভোটের হিসাবে প্রস্তুত করবেন ও সেটি 'গৃহীত ভোটের হিসাব' লেখা একটি পৃথক খামে রাখবেন।

(২) প্রিসাইডিং অফিসার ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার সময় উপস্থিত প্রত্যেক পোলিং এজেন্টের কাছ থেকে সেগুলির জন্য একটি করে রসিদ নিয়ে ১৭গ নিদর্শে লিখিত তথ্যাদির একটি করে অনুলিপি দিয়ে ঐগুলিকে সঠিক অনুলিপি হিসাবে প্রত্যয়িত করে দেবেন।

৪৯ন। ভোটগ্রহণের শেষ হওয়ার পরে ভোটযন্ত্র সিল করা

(১) ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর প্রিসাইডিং অফিসার আর যাতে কোনো ভোটগ্রহণ না করা যায় তা সুনিশ্চিত করার জন্য নিয়ন্ত্রণ ইউনিটটি বন্ধ করে দেবেন এবং ভোটপত্র ইউনিটটিকে নিয়ন্ত্রণ ইউনিট এবং ভিভিপ্যাট মেশিন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবেন, যাতে ড্রপবক্সে জমা হওয়া কাগজের স্লিপগুলি অক্ষত থাকে।

(২) এর পর নিয়ন্ত্রণ ইউনিট, ভোটপত্র ইউনিট এবং ভিভিপ্যাট মেশিন নির্বাচন কমিশন যেমন নির্দেশ দিয়েছেন সেইমতো আলাদা আলাদাভাবে সিলবদ্ধ করতে হবে ও সেগুলিতে সিলবদ্ধ করার জন্য ব্যবহৃত সিলমোহরটি এমনভাবে লাগাতে হবে যাতে ঐ ইউনিটগুলিকে সিল না ভেঙে খুলে ফেলা সম্ভব না হয়।

(৩) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত যে সব পোলিং এজেন্ট যাঁরা তাঁদের সিল দিতে চান তাঁদের তা করতে অনুমতি দেওয়া হবে।

৪৯প। অন্যান্য মোড়কগুলি সিল করা

(১) প্রিসাইডিং অফিসার নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে পৃথক পৃথক মোড়ক তৈরি করবেন, যথা—

(ক) নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপি;

(খ) ১৭ক নিদর্শে নির্বাচক নিবন্ধ;

(গ) টেন্ডার ভোটপত্রসমূহ সংবলিত খাম এবং ১৭খ নিদর্শের তালিকা;

(ঘ) চ্যালেঞ্জ হওয়া ভোটের তালিকা ; এবং

(ঙ) নির্বাচন কমিশনের নির্দেশানুসারে একটি সিল করা মোড়কে রাখতে হবে এমন অন্য সমস্ত কাগজপত্র।

(২) প্রতিটি মোড়ক প্রিসাইডিং অফিসারের সিলমোহর তথা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত ও তার ওপরে সিলমোহর লাগতে ইচ্ছুক প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচন এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টের সিলমোহর লাগিয়ে সিল করা হবে।

৪৯ফ। রিটার্নিং অফিসারকে ভোটগ্রহণ যন্ত্র ইত্যাদি প্রত্যর্পণ

(১) অতঃপর প্রিসাইডিং অফিসার রিটার্নিং অফিসারের নির্দেশমতো স্থানে নিম্নলিখিত জিনিসগুলি রিটার্নিং অফিসারের কাছে পৌঁছে দেবেন বা পৌঁছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন, যথা—

(ক) ভিভিপ্যাট সংযোগে ভোটযন্ত্র ; (খ) ১৭গ নিদর্শে গৃহীত ভোটের হিসাব;

(গ) ৪৯প নিয়মে উল্লিখিত সিল করা মোড়কসমূহ এবং (ঘ) ভোটগ্রহণের সময়ে ব্যবহৃত অন্যান্য কাগজপত্র।

(২) ভোটযন্ত্র, মোড়ক এবং অন্য সব কাগজপত্র ভোটগণনা শুরু না হওয়া পর্যন্ত নিরাপদ জিম্মায় রাখবার জন্য রিটার্নিং অফিসার জিনিসপত্র সুরক্ষিত বহনের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করবেন।

৪৯ব। ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠান স্থগিত রাখা সংক্রান্ত কার্যধারা

(১) যদি ৫৭ ধারায় (১) উপধারাবলে কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ স্থগিত হয়ে যায় তবে ৪৯ধ থেকে ৪৯ফ পর্যন্ত নিয়মাবলি যথাসম্ভব প্রযুক্ত হবে যেন ৫৬ ধারাবলে নির্ধারিত সময়েই ভোটগ্রহণ স্থগিত হয়েছে।

(২) যদি কোনো স্থগিত ভোটগ্রহণ ৫৭ ধারার (২) উপধারাবলে পুনরায় শুরু করা হয় তবে যে নির্বাচকরা ইতিমধ্যেই ভোটদান করেছেন তাঁদের আর ভোট দিতে দেওয়া হবে না।

(৩) যে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে স্থগিত হওয়া ভোট পুনরায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেখানকার প্রিসাইডিং অফিসারকে রিটার্নিং অফিসার নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপি ও ১৭ক নিদর্শে ভোটদাতা নিবন্ধ এবং একটি নতুন ভোটযন্ত্র দেবেন।

(৪) প্রিসাইডিং অফিসার উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের সামনে সিল করা মোড়ক খুলে নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপিটি যে সমস্ত নির্বাচক স্থগিত ভোটে ভোটদান করতে পারবেন তাদের নাম চিহ্নিত করার জন্য ব্যবহার করবেন।

(৫) ভোটগ্রহণ স্থগিত হওয়ার আগের মতোই স্থগিত ভোট পরিচালনার ক্ষেত্রে ২৮ ও ৪৯ক থেকে ৪৯ফ নিয়মসমূহের বিধানগুলি প্রযোজ্য হবে।

৪৯ভ। বুথ দখল হওয়ার ক্ষেত্রে ভোটযন্ত্র বন্ধ করা

যেখানে প্রিসাইডিং অফিসার এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে বা ভোটগ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে বুথ দখল চলছে তবে তিনি তৎক্ষণাৎ ভোটযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ইউনিটটি বন্ধ করে দিয়ে আর কোনো ভোট নথিভুক্ত না-হওয়া সুনিশ্চিত করবেন এবং তিনি নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের সঙ্গে ভিভিপ্যাট ও ভোটপত্র ইউনিটের যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন করবেন।

(ঘ) ৬৬ নিয়মের পর নিচের কথাগুলি যোগ করা হবে, যথা—(৬৬ক) যেখানে বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে সেখানকার ভোটগণনা—যে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটযন্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে প্রদত্ত ভোটগণনার পরিপ্রেক্ষিতে।

(ঙ) ৫০ থেকে ৫৪ নিয়মগুলির বিধান এবং ৫৫,৫৬ ও ৫৭ নিয়মের পরিবর্তে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পর্যায়ক্রমে প্রযোজ্য হবে। যথা—

১৭ক নিদর্শ (17A)

[৪৯ঠ (49L) নিয়ম দ্রষ্টব্য]

নির্বাচক নিবন্ধ

.... নির্বাচন কেন্দ্র থেকে

.... লোকসভা / রাজ্য / কেন্দ্র শাসিতঅঞ্চল-এর বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রে নির্বাচন।

ভোটগ্রহণ কেন্দ্র নং .... নির্বাচক তালিকার অংশ নং ....

ক্রমিক নং Sl. No.	নির্বাচক তালিকায় নির্বাচকের ক্রমিক নং Sl. No. of elector in the electoral roll	নির্বাচকের পরিচয় সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ Details of the document produced by the elector in proof of his/her identification	নির্বাচকের সই / টিপসই Signature/Thumb impression of elector	মন্তব্য Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
১ 1 ২ 2				

তারিখ:
Date:

প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর
Signature of Presiding Officer

১৭খ নিদর্শ (17B)

[৪৯ত (49P) নিয়ম দ্রষ্টব্য]

টেন্ডার ভোটের তালিকা

.... নির্বাচন কেন্দ্র থেকে

.... লোকসভা / রাজ্য / কেন্দ্র শাসিতঅঞ্চল-এর বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রে নির্বাচন।

ভোটগ্রহণ কেন্দ্র নং .... নির্বাচক তালিকার অংশ নং ....

ক্রমিক নং	নির্বাচকের নাম	নির্বাচক তালিকায় নির্বাচকের ক্রমিক নং	নির্বাচক নিবন্ধে (নিদর্শ ১৭ক) নির্বাচকের নামে যে ব্যক্তি ভোট দিয়ে গেছে তার ক্রমিক নং	নির্বাচকের সই/ টিপসই
১				
২				
৩				
৪				

তারিখ:

প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর

১৭গ নিদর্শ (17C)

[৪৯ধ (49S) ও ৫৬গ(২) 56C(2) নিয়ম দ্রষ্টব্য]

অংশ ১—প্রদত্ত ভোটের হিসাব

.... নির্বাচন কেন্দ্র থেকে

লোকসভা / .... রাজ্য / .... কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বিধানসভা নির্বাচন।

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নম্বর ও নাম ....

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ব্যবহৃত ভোটযন্ত্রের পরিচিতি —

নিয়ন্ত্রণ ইউনিট নম্বর .... ভোটপত্র ইউনিট নম্বর .... ভিভিপ্যাট মেশিনের নম্বর ....

১। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে মোট নির্বাচকের সংখ্যা

২। নির্বাচক নিবন্ধে (১৭ক নিদর্শে) নথিভুক্ত নির্বাচকের সংখ্যা

৩। ভোটাধিকার প্রয়োগ না-করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন/প্রয়োগে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন এমন ভোটারদের সংখ্যা

৪। ৪৯ড (49-M) নিয়মানুসারে যাঁদের ভোট দিতে দেওয়া হয়নি তার সংখ্যা

৫। ৪৯ডক(ঘ) [49MA(d)] নিয়মানুসারে বিয়োগযোগ্য নথিভুক্ত টেস্ট ভোট।

(ক) বিয়োগযোগ্য মোট টেস্ট ভোটার সংখ্যা : মোট সংখ্যা নিদর্শ ১৭ক-এ নির্বাচকের ক্রমিক সংখ্যা

....

(খ) যেপ্রার্থী বা প্রার্থীদের পক্ষে টেস্ট ভোট পড়েছে : ক্রমিক নং প্রার্থীর নাম ভোট সংখ্যা

....

....

৬। ভোটযন্ত্রে প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা

৭। ২ দফায় লিখিত নির্বাচক সংখ্যা থেকে ৩ ও ৪ দফায় লিখিত নির্বাচক সংখ্যা বাদ দিলে (২-৩-৪) সেই সংখ্যা ৬ দফায় প্রাপ্ত ভোট সংখ্যার সঙ্গে মিলছে বা মিলছে না

৮। ৪৯ত (49-P) নিয়মে যাঁদের টেন্ডার ভোটপত্র দেওয়া হয়েছে তার সংখ্যা

৯। টেন্ডার ভোটপত্র

(ক) ব্যবহারের জন্য প্রাপ্ত: ক্রমিক নং .... থেকে .... পর্যন্ত মোট ....

(খ) নির্বাচকদের প্রদত্ত: ক্রমিক নং .... থেকে .... পর্যন্ত মোট ....

(গ) অব্যবহৃত এবং ফেরত: ক্রমিক নং .... থেকে .... পর্যন্ত মোট ....

১০। কাগজের সিলের হিসাব

(১) সরবরাহকৃত কাগজের সিল: ক্রমিক নং .... থেকে .... পর্যন্ত মোট ....

(২) ব্যবহৃত কাগজের সিল: ক্রমিক নং .... থেকে .... পর্যন্ত মোট ....

(৩) অব্যবহৃত ও ফেরত কাগজের সিল: ক্রমিক নং .... থেকে .... পর্যন্ত মোট ....

(৪) নষ্ট হওয়া কাগজের সিল (থাকলে): ক্রমিক নং .... থেকে .... পর্যন্ত মোট ....

পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর

১।

২।

৩।

৪।

৫।

৬।

....

প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর

তারিখ ....

স্থান ....

ভোটগ্রহণ কেন্দ্র নং ....

অংশ ২ — গণনার ফলাফল

প্রার্থীর ক্রমিক নম্বর	প্রার্থীর নাম	নিয়ন্ত্রণ ইউনিটে প্রদর্শিত ভোটের সংখ্যা	আইটেম-৫ অনুসারে বিয়োগযোগ্য টেস্ট ভোটের সংখ্যা	বৈধ ভোটের সংখ্যা (৩ - ৪)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)

১।

২।

৩।

৪।

৫।

৬।

৭। না-ভোট

মোট

গণনায় প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা ১ম অংশের ৬ দফার সংখ্যার সঙ্গে মিলে গেছে বা মিলছে না।

স্থান ....

তারিখ ....

....
গণনা তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর

প্রার্থী / নির্বাচন এজেন্ট / গণনা এজেন্টের নাম | পূর্ণ স্বাক্ষর

১।

২।

৩।

৪।

৫।

৬।

স্থান ....

তারিখ ....

....
রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

অনুবন্ধ ৩

(প্রথম অধ্যায় : অনুচ্ছেদ ৫)

বিভিন্ন পর্যায়ে প্রিসাইডিং অফিসার যে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করবেন তার রূপরেখা

১। নিয়োগের সময়,

২। ভোটগ্রহণের আগের দিন,

৩। ভোটগ্রহণের দিন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছানোর পর,

৪। ভোটগ্রহণ চলাকালীন,

৫। ভোটগ্রহণ সমাপ্ত হওয়ার পর।

১। নিয়োগের সময়

১.১। নিয়োগের আদেশ যখন পাবেন তখন সাবধানতার সঙ্গে মিলিয়ে নিন ও পরীক্ষা করে নিন :

(ক) আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নাম ও নম্বর,

(খ) যে বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রটি অবস্থিত তার নাম,

(গ) আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রটি ঠিক কোথায় অবস্থিত।

এই তথ্যগুলি আপনার নিয়োগের আদেশনামায় থাকবে। আপনি ওই আদেশে আপনার পোলিং অফিসারদের নামও দেখতে পাবেন। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করুন এবং তাঁদের বাড়ির ও অফিসের ঠিকানা আপনার কাছে রাখুন এবং আপনার বাড়ির ও অফিসের ঠিকানা তাঁদের দিন। যতগুলি সম্ভব প্রশিক্ষণ ক্লাসে যোগ দিন এবং ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাট চালনা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত হন। আপনার স্মৃতি ও অতীত অভিজ্ঞতার ওপর ভরসা রাখবেন না কারণ তারা বিশ্বাসঘাতকতা করতেও পারে। সময়ে সময়ে নির্দেশাবলি যথেষ্ট পরিমাণ পরিবর্তিতও হচ্ছে।

১.২। নিম্নলিখিত পুস্তিকাগুলি যত্নসহকারে পড়ুন।

(ক) প্রিসাইডিং অফিসারদের জন্য নির্দেশ পুস্তিকা,

(খ) ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাট মেশিন সংক্রান্ত নির্দেশিকা,

(গ) প্রিসাইডিং অফিসারকে লিখিত প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলি সমন্বিত রিটার্নিং অফিসারের চিঠি।

১.৩। ৫ অনুবন্ধে উল্লেখিত নির্বাচন কার্যে ব্যবহৃত জিনিসপত্রের সঙ্গে পরিচিত হন।

১.৪। কিভাবে ও কোন পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ ইউনিট, ভিভিপ্যাট ও ভোটপত্র ইউনিট সংযুক্ত ও বিযুক্ত করা হবে এবং নিয়ন্ত্রণ ইউনিট ও ভিভিপ্যাট ড্রপবাক্স কিভাবে বন্ধ ও সিল করা হয় তা যত্নসহকারে শিখে নিন।

১.৫। সংবিধিবদ্ধ, অসংবিধিবদ্ধ যে-সব নিদর্শ অনুবন্ধ সমূহে দেওয়া আছে সেগুলি মন দিয়ে পড়ুন।

১.৬। ১ অনুবন্ধে উল্লেখিত ১৯৫০ ও ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের প্রাসঙ্গিক ধারাসমূহ এবং ২ অনুবন্ধে উল্লেখিত ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা নিয়মাবলীর অধীনে প্রাসঙ্গিক নিয়মগুলি যত্নসহকারে পড়ুন। যদি কোনো বিষয়ে সংশয় থেকে থাকে, তবে রিটার্নিং অফিসারকে জিজ্ঞাসা করে আপনার সংশয় নিরসন করুন। কখনও মনে সংশয় রাখবেন না।

২। ভোটগ্রহণের আগের দিন

২.১। ভোটগ্রহণের দিনের আগের দিনে আপনাকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে হবে। আপনি অনুগ্রহ করে দেখে নেবেন —

(ক) আপনাকে যে নিয়ন্ত্রণ ইউনিট, ভোটপত্র ইউনিট <u>এবং ভিভিপ্যাট</u> দেওয়া হয়েছে সেগুলি আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের জন্য কি না;

(খ) নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের 'ক্যান্ড সেট সেকশন' যথাযথ সিল করা আছে কি না এবং সেখানে দৃঢ়ভাবে 'অ্যাড্রেস ট্যাগ' লাগানো আছে কিনা;

(গ) নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ব্যাটারিটি পুরোপুরি সচল কি না;

(ঘ) ভোটপত্র ইউনিট(গুলি)র ডানদিকে উপরে ও নিচে যথাযথ সিল করা আছে কি না এবং সেখানে 'অ্যাড্রেস ট্যাগ' আছে কি না;

(ঙ) ভোটপত্র ইউনিটে ভোটপত্র আবরকের নিচে সঠিক ভোটপত্র লাগানো আছে কি না ও তার লাইনগুলি সুসমঞ্জস আছে কি না;

(চ) প্রত্যেক ভোটপত্র ইউনিটে স্লাইড সুইচ যথাস্থানে সেট করা আছে কি না;

(ছ) স্লাইড/থাম্বচাকা সুইচ ভোটপত্র ইউনিটে সঠিক অবস্থানে আছে কিনা;

(জ) ৫ অনুবন্ধে উল্লেখিত সমস্ত জিনিস আপনাকে প্রয়োজনীয় পরিমাণে দেওয়া হয়েছে;

(ঝ) কাগজের সিলের ক্রমিক সংখ্যা মিলিয়ে নিন;

(ঞ) নির্বাচন তালিকা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হোন যে—

(১) সংযোজনী অংশের প্রতিলিপিগুলি দেওয়া হয়েছে,

(২) তালিকার ও সংযোজনীর অংশ নম্বর সঠিক রয়েছে,

(৩) কাজ চালাবার জন্য প্রদত্ত নির্বাচক তালিকার প্রতিলিপিগুলির পৃষ্ঠাঙ্কন ক্রমানুসারে রয়েছে,

(৪) ভোটদাতাদের মুদ্রিত ক্রমিক সংখ্যা সংশোধন হয়নি ও তার পরিবর্তে নতুন কোনো নম্বরও দেওয়া হয়নি,

(৫) সংযোজনী অনুযায়ী নাম বাদ দেওয়া এবং লেখার ভুল ও অন্যান্য ত্রুটি সংশোধিত হয়েছে কি না।

(ট) আপনাকে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকার যে প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে তা মিলিয়ে দেখে নিন। তালিকায় দেওয়া প্রার্থীদের নাম ও প্রতীক অবশ্যই ভোটপত্র ইউনিটের ভোটপত্রে যে ক্রমানুসারে নাম ও প্রতীক দেওয়া আছে, ঠিক সেই ক্রমানুসারেই যেন থাকে। নিম্নোক্ত তালিকাটি আপনার হাতে এসেছে কি না তাও দেখে নিন:

১। ভোটকেন্দ্র উল্লেখ করে অঞ্চল সংক্রান্ত নোটিস

২। এএসডি, এআইএস ও সিএসভি তালিকা

(ঠ) আপনাকে অমোচনীয় কালির যে শিশি দেওয়া হবে, দেখে নেবেন তাতে যথেষ্ট পরিমাণ কালি রয়েছে কি না এবং ছিপিটি যথাযথভাবে বন্ধ কি না, যদি বন্ধ না থাকে তবে মোম দিয়ে পুনরায় সিল করুন।

(ড) তীরচিহ্নযুক্ত রবার স্ট্যাম্প ও আপনার পেতলের সিলমোহরটি পরীক্ষা করে নিন। তীরচিহ্নযুক্ত রবার স্ট্যাম্পের দু-দিকেই সিল রয়েছে কি না এবং স্ট্যাম্প প্যাড সিক্ত রয়েছে কি না দেখে নিন। যদি আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্র কোনো অস্থায়ী মন্ডপে অবস্থিত হওয়ার কথা হয়, তবে নির্বাচনী কাগজপত্র রাখার জন্য পর্যাপ্ত আয়তনের লোহার বাক্স সংগ্রহ করুন।

(ঢ) যদি যাতায়াতের কর্মসূচি, ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছানোর যাত্রাপথ বিষয়ে আপনার কোনো সংশয় থেকে থাকে তবে সে বিষয়ে পরিষ্কার জেনে নিন এবং ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছানোর সময়, যাত্রারম্ভের স্থান ও পরিবহনের ব্যবস্থা বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে নিন।

২.২। (ক) ভোটগ্রহণের দিনের আগের দিন বিকাল ৪টার মধ্যে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছে যান এবং দেখে নিন যে—

(১) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে ভোটদাতাদের অপেক্ষা করার জন্য এবং পুরুষ ও মহিলা ভোটদাতাদের পৃথক সারির জন্য পর্যাপ্ত স্থান আছে কি না,

(২) সেখানে ভোটদাতাদের প্রবেশ ও নির্গমনের আলাদা পথ রয়েছে কি না,

(৩) ভোটদান কক্ষ যথেষ্ট পরিমাণে আলোকিত কি না,

(৪) ভোটগ্রহণ এলাকা ও ভোটদাতাদের বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণসহ একটি বিজ্ঞপ্তি সহজে চোখে পড়ে এমন স্থানে রাখা হয়েছে কি না,

(৫) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকার প্রতিলিপি সহজে চোখে পড়ে এমন স্থানে রাখা হয়েছে কি না।

(খ) ভোটদাতাদের শনাক্ত করার কাজে সহায়তার জন্য মহিলা সহকারীসহ প্রয়োজনীয় লোকজন নিয়োগ করুন।

(গ) আপনি, আপনার পোলিং অফিসারগণ ও প্রার্থীদের পোলিং এজেন্টগণ কোথায় বসবেন এবং কোথায় ভোটযন্ত্র রাখা হবে তা ঠিক করুন।

(ঘ) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যদি কোনো রাজনৈতিক দলের কোনো নেতার ছবি থেকে থাকে তবে তা সরিয়ে দিন বা সম্পূর্ণ ঢেকে দিন।

২.৩। ভোটগ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং জিনিসপত্র জমা না দেওয়া পর্যন্ত আপনাকে প্রদত্ত ভোটযন্ত্র ভিভিপ্যাট ও ভোটগ্রহণের জিনিসপত্র সবসময় আপনার দায়িত্বে রাখবেন। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছানোর মুহূর্ত থেকে আপনি অথবা আপনার মনোনীত কোনো একজন পোলিং অফিসার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটযন্ত্র ভিভিপ্যাট ও জিনিসপত্রের দায়িত্বে থাকবেন। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে আপনি নিজে বা আপনার মনোনীত পোলিং অফিসার ব্যতীত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কর্তব্যরত পুলিশ প্রহরী অথবা অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে ভোটযন্ত্র ভিভিপ্যাট ও ভোটগ্রহণের জিনিসপত্রের দায়িত্ব দেওয়া ঠিক নয়।

৩। ভোটগ্রহণের দিন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছানোর পর

৩.১। আপনি ও আপনার দলের অন্যান্য সদস্য ভোটগ্রহণের দিনের আগের দিন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছাবেন। সেখানে পৌঁছে ভোটযন্ত্র এবং জিনিসগুলি পরীক্ষা করে দেখুন।

৩.২। পোলিং এজেন্টদের নিয়োগপত্র পরীক্ষা করে দেখুন এবং তাদের কাছে ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১২৮ ধারার বিধানাবলি ব্যাখ্যা করে দেবেন। তাঁদের জন্য আসন নির্দিষ্ট করুন ও যাতায়াতের জন্য পাস দিন। ষোড়শ অধ্যায়ের নির্দেশাবলিতে উল্লেখিত ঘোষণা পাঠ করুন।

৩.৩। যদি আপনার দলের কোনো একজন পোলিং অফিসার উপস্থিত না হন তবে একজন পোলিং অফিসার নিয়োগের ব্যবস্থা করুন।

৩.৪। উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের সামনে একঘন্টা আগের থেকে ভোটযন্ত্রের প্রস্তুতি শুরু করুন এবং মহড়া ভোট করে দেখান।

৩.৫। মহড়া ভোটের পর নিয়ন্ত্রণ ইউনিট ও ভিভিপ্যাট সিল করার আগে ভোটযন্ত্র থেকে মহড়া ভোটের সমস্ত তথ্য (ডেটা) মুছে ফেলুন এবং ভিভিপ্যাটের ড্রপবাক্স থেকে মুদ্রিত কাগজের টুকরোগুলি সরিয়ে ফেলুন। ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত সকল পোলিং এজেন্টের স্বাক্ষর নেওয়ার পর মহড়া ভোট সংক্রান্ত শংসাপত্রটি অনুগ্রহ করে প্রস্তুত করুন। পোলিং এজেন্টদের সকলে অনুপস্থিত থাকলে বা একজন মাত্র পোলিং এজেন্ট উপস্থিত থাকলে রিটার্নিং অফিসারকে তা জানান।

৩.৬। নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ফলাফল শাখা সবুজ কাগজের সিল লাগিয়ে বন্ধ করে দিন ও সিল করুন।

৩.৭। এমনভাবে অমোচনীয় কালির দোয়াত রাখুন যাতে কালি পড়ে না যায়।

৪। ভোটগ্রহণ চলাকালীন

৪.১। ভোটগ্রহণ যেন নিশ্চিতভাবে নির্ধারিত সময়েই শুরু হয় সে বিষয়ে খেয়াল রাখবেন। এমনকি যদি সমস্ত প্রথাগত কাজকর্ম সম্পূর্ণ না হয়ে থাকে, তথাপি কিছু ভোটদাতাকে নির্ধারিত সময়ে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দিন।

৪.২। ভোটগ্রহণ চলাকালীন কিছু অস্বাভাবিক জটিল ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। পোলিং অফিসারদের স্বাভাবিক কর্তব্য পালন করতে দিয়ে আপনি নিজে এই সব ঘটনার মোকাবিলা করুন। এ ধরনের বিষয়গুলি হল—

(ক) কোনো ভোটদাতাকে চ্যালেঞ্জ করা (অধ্যায় ১৮),

(খ) অপ্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা ভোটদান (অধ্যায় ১৮),

(গ) অন্ধ ও অশক্ত ভোটদাতাদের ভোটদান (অধ্যায় ২২),

(ঘ) নির্বাচকের ভোট দিতে না চাওয়া (অধ্যায় ২৩),

(ঙ) টেন্ডার ভোট (অধ্যায় ২৭),

(চ) ভোটের গোপনীয়তা লঙ্ঘন (অধ্যায় ২১),

(ছ) বুথে বিশৃঙ্খল আচরণ এবং উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিবর্গের অপসারণ (অধ্যায় ১৭),

(জ) দাঙ্গা অথবা অন্য কোনো কারণে ভোটগ্রহণ স্থগিত রাখা (অধ্যায় ২৮),

(ঝ) ভিভিপ্যাট কাগজের স্লিপের উপর ছাপা বিবরণ সম্পর্কিত অভিযোগ (১ অধ্যায় ও ৩০ অধ্যায়)।

৪.৩। আপনার ডায়েরির ১৮ দফায় লেখার জন্য প্রতি দু-ঘন্টা অন্তর ভোটগ্রহণ সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করুন। যে-সকল নির্বাচক ব্রেইল ভোটপত্র ব্যবহার করে ভোট দিয়েছেন তাঁদের সম্পর্কেও তথ্যাদি সংগ্রহ করুন।

৪.৪। যদি কিছু দেরিতেও শুরু হয়ে থাকে তবুও নির্ধারিত সময়ে ভোটগ্রহণ সমাপ্ত করুন। ঐ সময় সারিতে দাঁড়ানো ব্যক্তিদের আপনার স্বাক্ষরিত চিরকুট দিন। নির্দিষ্ট সময়ের পরে সারিতে আর যাতে কেউ না দাঁড়ায় তা নিশ্চিত করুন।

৫। ভোটগ্রহণ সমাপ্ত হওয়ার পর

৫.১। ২৯ এবং ৩১ অধ্যায়ে প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাট বন্ধ করুন ও সিল করুন।

৫.২। নির্বাচকের সচিত্র-পরিচয়পত্র ছাড়া বিকল্প নথি দেখিয়ে যে-সকল ব্যক্তি ভোট দিয়েছেন তাঁরা-সহ যে-সকল মহিলা ভোটার ভোট দিয়েছেন, এবং যাঁরা ব্রেইল ভোটপত্রে ভোট দিয়েছেন, এবং এএসডি তালিকাতে নাম রয়েছে এমন যাঁরা ভোট দিয়েছেন প্রত্যক ক্ষেত্রে সেই সংখ্যা হিসাব করুন।

৫.৩। ১৭গ নিদর্শ (প্রদত্ত ভোটের হিসাব ও কাগজের সিলের হিসাব) পূরণ করুন। ৩০ অধ্যায়ে উল্লেখিত ঘোষণাপত্রে রসিদ নিয়ে ভোটগ্রহণের শেষে উপস্থিত প্রতিটি পোলিং এজেন্টকে ১৭গ নিদর্শের একটি করে প্রত্যয়িত প্রতিলিপি দিন। তারপর ঘোষণার অন্যান্য অংশ সম্পূর্ণ করুন।

৫.৪। প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরি সম্পূর্ণ করুন।

৫.৫। ৩২ অধ্যায়ের নির্দেশিকা অনুযায়ী সমস্ত নির্বাচনী কাগজপত্র সিল করুন।

৫.৬। ৫টি সংবিধিবদ্ধ খাম সংবলিত প্রথম প্যাকেট তৈরি করুন।

৫.৭। ১১টি খামের অ-সংবিধিবদ্ধ দ্বিতীয় প্যাকেট তৈরি করুন।

৫.৮। ৭টি সামগ্রীর তৃতীয় প্যাকেট তৈরি করুন।

৫.৯। অন্যান্য সামগ্রীর চতুর্থ প্যাকেট তৈরি করুন।

৫.১০। সিল বন্ধ ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাট নির্বাচনী কাগজপত্র সংবলিত সিল বন্ধ প্যাকেটগুলি জমা দেওয়ার জন্য সংগ্রহ কেন্দ্রে ফিরে যাওয়ার যাত্রাসূচি অনুসরণ করুন। সংগ্রহকেন্দ্রে ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাট সহ অন্যান্য প্যাকেট অক্ষত জমা দেওয়া ও রসিদ গ্রহণ করা আপনার ব্যক্তিগত দায়িত্ব। মনে রাখবেন, আপনাকে ৮টি বিভিন্ন সামগ্রী জমা দিতে হবে, যথা :

১। ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাট

২। প্রদত্ত ভোটের হিসাব ও কাগজের সিলের হিসাব সংবলিত খাম,

৩। প্রিসাইডিং অফিসারের ঘোষণাবাহী খাম,

৪। প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরিবাহী খাম,

৫। ভিজিট শিট সংবলিত খাম,

৬। ৫টি খাম সংবলিত ‘সংবিধিবদ্ধ মোড়ক’ লিখিত প্রথম প্যাকেট,

৭। ৯টি খাম সংবলিত ‘অ-সংবিধিবদ্ধ মোড়ক’ লিখিত দ্বিতীয় প্যাকেট,

৮। নির্বাচনী জিনিসপত্রের ৭টি সামগ্রীবাহী তৃতীয় প্যাকেট,

৯। অন্যান্য সামগ্রী, যদি থেকে থাকে, তার জন্য চতুর্থ প্যাকেট।

অনুবন্ধ ৪

(প্রথম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৬)

প্রিসাইডিং অফিসারদের জন্য চেক মেমো

দফা	কী করতে হবে	মন্তব্য
১।	রিটার্নিং অফিসারের কাছ থেকে প্রাসঙ্গিক নির্দেশাবলি গ্রহণ করে সেগুলি হেফাজতে রাখা	গৃহীত এবং রক্ষিত হয়েছে কি না?
২।	নির্বাচন কর্মীদলের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখা	করা হয়েছে কি না?
৩।	নির্বাচন সংক্রান্ত জিনিসপত্র সংগ্রহ করা	নির্বাচনের সমস্ত জিনিসপত্র যথেষ্ট পরিমাণে ও পর্যাপ্ত সংখ্যায় সংগৃহীত হয়েছে কি না?
৪।	ভোটযন্ত্রের ভোটপত্র ইউনিট, নিয়ন্ত্রণ ইউনিট, ভিভিপ্যাট নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপি, তীর চিহ্নযুক্ত রবার স্ট্যাম্প, সবুজ পেপার সিল, নির্বাচক নিবন্ধ বহি, ভোটার স্লিপ ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখা	পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে কি না?
৫।	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটদাতাদের জন্য পৃথক প্রবেশ ও প্রস্থান পথ রাখা	সুনিশ্চিত হওয়া গেছে কিনা?
৬।	ভোটগ্রহণের এলাকা, ভোটদাতার সংখ্যা এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকার প্রতিলিপি সংবলিত বিজ্ঞপ্তি প্রদর্শন করা	প্রদর্শিত হয়েছে কি না?
৭।	নিয়ন্ত্রণ ইউনিট, ভিভিপ্যাট এবং ভোটপত্র ইউনিট এর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা এবং ব্যাটারির সুইচ চালু করা	করা হয়েছে কি না?
৮।	মহড়া ভোট করে দেখানো এবং উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের দেখানো যে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ফলাফলের সাথে ভিভিপ্যাটের ড্রপবাক্সে মুদ্রিত কাগজের টুকরোর সংখ্যা মিলে গেছে। ভিভিপ্যাটের মুদ্রিত কাগজের টুকরো গুলি ‘‘মহড়া ভোটের চিরকুট’’ নামাঙ্কিত একটি কালো খাম ও প্লাস্টিক বাক্সের মধ্যে রাখা এবং মহড়া ভোটের শংসাপত্র দেওয়া	করে দেখানো হয়েছে কি না?
৯।	নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ‘রেজাল্ট’ কক্ষে সবুজ কাগজের সিল লাগানো	করা হয়েছে কি না?
১০।	নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ‘রেজাল্ট’ কক্ষ সিল করা, ভিভিপ্যাটের ড্রপ্‌বাক্স অ্যাড্রেস্ ট্যাগ দিয়ে সিল করা	করা হয়েছে কি না?
১১।	ভোটগ্রহণ শুরুর পূর্বে ঘোষণা	করা হয়েছে কি না?
১২।	ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার সময় প্রিসাইডিং অফিসার কর্তৃক ভোট গ্রহণের গোপনীয়তা সংক্রান্ত ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১২৮ ধারা পাঠ করা	পাঠ করা হয়েছে কি না?
১৩।	পোলিং এজেন্টদের ভোটপত্র ইউনিট, নিয়ন্ত্রণ ইউনিট ভিভিপ্যাট মেশিন ও সবুজ কাগজের সিলের ক্রমিক নম্বর লিখে নিতে অনুমতি দেওয়া	অনুমতি দেওয়া হয়েছে কিনা?
১৪।	নির্বাচকের বাম তর্জনীতে অমোচনীয় কালি লাগিয়ে দেওয়া এবং নির্বাচক নিবন্ধ বহিতে তাঁর স্বাক্ষর / টিপসই নেওয়া (নিদর্শ ১৭ক)	যথাযথভাবে করা হয়েছে কি না?

দফা	কী করতে হবে	মন্তব্য
১৫।	অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভোটদাতার ঘোষণা	নেওয়া হয়েছে কি না?
১৬।	প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরি পূরণ করে চলা	ঘটনাগুলি যখন যখন ঘটছে তখনই সেগুলি যথাযথভাবে নথিবদ্ধ করা হয়েছে কি না?
১৭।	ভিজিট শিট রক্ষণাবেক্ষণ করা	করা হয়েছে কিনা?
১৮।	নির্ধারিত সময়ে ভোটগ্রহণ বন্ধ করা	বন্ধ করা হয়েছে কি না?
১৯।	সমস্ত পোলিং এজেন্টদের ১৭গ নিদর্শের প্রতিলিপিতে নথিভুক্ত ভোটের হিসাব সরবরাহ করা	প্রত্যয়িত করা হয়েছে কি না?
২০।	ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার সময় ঘোষণা	করা হয়েছে কি না?
২১।	ভোটযন্ত্র ভিভিপ্যাট এবং নির্বাচনী কাগজপত্র সিল করা	নির্দেশ অনুসারে তা করা হয়েছে কি না?

অনুবন্ধ ৫

(তৃতীয় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১)

যে-ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাট ব্যবহৃত হবে, সেই কেন্দ্রের জন্য ভোট-সামগ্রীর তালিকা

অনুবন্ধ ৫ (তৃতীয় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১) **যে-ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাট ব্যবহৃত হবে, সেই কেন্দ্রের জন্য ভোট-সামগ্রীর তালিকা (চেকলিস্ট)**

ক্রমিক সংখ্যা	বিবরণ	পরিমাণ
১	যে-ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র ব্যবহৃত হবে, সেই কেন্দ্রের জন্য ভোট-সামগ্রীর তালিকা	১
২	বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র—নিয়ন্ত্রণ ইউনিট, ভোটপত্র ইউনিট ও ভিভিপ্যাট (মনে রাখবেন ব্যালট ইউনিটের সংখ্যা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যার উপরে নির্ভর করবে)	১+১+১
৩	টেন্ডার ভোটের জন্য ভোটপত্র	২০
৪	নির্বাচক নিবন্ধ বহি (নিদর্শ ১৭ক)	১
৫	ভোটার স্লিপ	১৩ বান্ডিল
৬	কাজের জন্য নির্বাচক তালিকার প্রতিলিপি	২
৭	নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপি	১
৮	অ্যালফ্যাবেটিক্যাল রোল লোকেটর	১
৯	এএসডি তালিকা	১
১০	এএসডি ভোটারের ঘোষণা	৫
১১	এআইএস তালিকা	১
১২	ব্রেইল ব্যালট শিট	১
১৩	নকল ভোটপত্র ইউনিট	১
১৪	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা	১
১৫	প্রার্থীদের ও ইলেকশন এজেন্টদের নমুনা স্বাক্ষর	১
১৬	শনাক্ত করবার জন্য বিকল্প নথিগুলির তালিকা	১
১৭	এসএমএস সিনট্যাক্সের তালিকা	১
১৮	নিদর্শ পিএস-০৫	১
১৯	অমোচনীয় কালি	২ শিশি
২০	নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের জন্য ঠিকানা সংবলিত ট্যাগ (অ্যাড্রেস ট্যাগ)	৪
২১	নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের জন্য বিশেষ ট্যাগ (স্পেশাল ট্যাগ)	২
২২	নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের জন্য সবুজ কাগজের সিল (গ্রিন পেপার সিল)	২
২৩	নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের জন্য স্ট্রিপ সিল	২
২৪	ভোটপত্র ইউনিটের জন্য ঠিকানা সংবলিত ট্যাগ (অ্যাড্রেস ট্যাগ)	২
২৫	তীর চিহ্নযুক্ত রবার স্ট্যাম্প	১
২৬	ধাতব সিল (প্রিসাইডিং অফিসারের জন্য)	১
২৭	প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরি	২
২৮	স্বতন্ত্র চিহ্ন (ডিস্টিংগুইশিং মার্ক)	১
২৯	চ্যালেঞ্জ ভোটের তালিকা (নিদর্শ ১৪)	২

৩০	অন্ধ এবং অশক্ত ভোটদাতাদের তালিকা (নিদর্শ ১৪ক)	২
৩১	টেন্ডার ভোটের তালিকা (নিদর্শ ১৭খ)	২
৩২	প্রদত্ত ভোটের হিসাব (নিদর্শ ১৭গ)	৮
৩৩	নির্বাচনী এলাকা নির্দিষ্ট করে দেখানো বিজ্ঞপ্তি	১
৩৪	চ্যালেঞ্জ ভোটের ফি জমা নেওয়ার রসিদ বই	১টি বই
৩৫	স্টেশন হাউস অফিসের উদ্দেশে চ্যালেঞ্জ ভোট, ভিভিপিএটি সংক্রান্ত চিঠি	১+১
৩৬	নির্বাচন শুরুর আগে এবং নির্বাচন শেষ হওয়ার সময় প্রিসাইডিং অফিসারের ঘোষণা (ভাগ—১ থেকে ৪)	২
৩৭	নির্বাচকের নিজের বয়স সংক্রান্ত ঘোষণা	২
৩৮	যে-সকল নির্বাচক ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করে ভোট দিয়েছেন/স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেছেন, তাঁদের তালিকা	২
৩৯	অন্ধ ও অশক্ত নির্বাচকের সঙ্গীর ঘোষণা	৬
৪০	পোলিং এজেন্টদের জন্য পাস	৬
৪১	ভিজিট শিট	২
৪২	প্রিসাইডিং অফিসারের ১৬-দফা রিপোর্ট	২
৪৩	পোলিং এজেন্টের নিয়োগপত্র (নিদর্শ ১০)	৪
৪৪	পোলিং এজেন্ট প্রত্যাহার	২
৪৫	প্রবেশপত্রের হিসাব	১
৪৬	মহড়া ভোটের শংসাপত্র	২
৪৭	ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ভোটদাতাদের ভোটদান সংক্রান্ত রিপোর্ট	১
৪৮	‘‘পোলিং এজেন্ট/রিলিভিং এজেন্ট-দের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে আসা যাওয়ার তথ্য লিপিবদ্ধকরণ শিট্’’	১
	খাম	
১	মনিহারি জিনিসের জন্য সবুজ রঙের খাম (২০″x১৮″)	১
২	নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপির জন্য খাম (১৬″x১৪″)	১
৩	কাজের জন্য নির্বাচক তালিকার প্রতিলিপিগুলির জন্য খাম (১৬″x১৪″)	১
৪	অসংবিধিবদ্ধ (নন-স্ট্যাটুটরি) জিনিসের জন্য হলুদ রঙের খাম (২০″x১৮″)	১
৫	টেন্ডার ভোটপত্র এবং টেন্ডার ফর্মের জন্য খাম	২
৬	অব্যবহৃত টেন্ডার ভোটপত্রের জন্য খাম	১
৭	নির্বাচন শুরু হওয়ার আগে এবং নির্বাচন শেষ হওয়ার সময় প্রিসাইডিং অফিসারের ঘোষণাপত্রের জন্য খাম	১
৮	প্রদত্ত ভোটের হিসাব (নিদর্শ ১৭গ)-এর জন্য খাম	৩
৯	চ্যালেঞ্জ ভোটের তালিকার জন্য খাম	১
১০	অব্যবহৃত এবং নষ্ট হওয়া কাগজের সিলগুলির জন্য খাম	১
১১	পোলিং এজেন্টদের নিয়োগপত্রের জন্য খাম	১
১২	অন্ধ ও অশক্ত ভোটদাতাদের তালিকার জন্য খাম	১
১৩	প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরির প্রতিবেদনের জন্য খাম	১
১৪	রসিদ বই ও বাজেয়াপ্ত টাকার জন্য খাম	১
১৫	সঙ্গীদের ঘোষণাপত্রের জন্য খাম	১
১৬	নির্বাচক নিবন্ধ বহি (নিদর্শ ১৭ক)-র জন্য খাম	১
১৭	খালি খাম (১২″x৬″)	৪
১৮	অব্যবহৃত ভোটপত্রের জন্য খাম	১
১৯	অব্যবহৃত এবং নষ্ট হয়ে-যাওয়া বিশেষ ট্যাগের জন্য খাম	১
২০	অব্যবহৃত এবং নষ্ট হয়ে-যাওয়া স্ট্রিপ সিলের জন্য খাম	১
২১	ভিজিট শিটের জন্য খাম	১

২২	প্রিসাইডিং অফিসারের ১৬-দফা রিপোর্টের জন্য খাম	১
২৩	ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ভোটদাতাদের ভোট দেওয়া নিয়ে রিপোর্টের জন্য খাম	১
২৪	বড় খাম (২০"x১৮")	২
২৫	পিএস-০৫-এ রিপোর্টের জন্য খাম	১
২৬	"পোলিং এজেন্ট/রিলিভিং এজেন্ট-দের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে আসা যাওয়ার তথ্য লিপিবদ্ধকরণ শিট্"-এর জন্য খাম	১
	সাইনবোর্ড	
১	প্রিসাইডিং অফিসার	১
২	পোলিং অফিসার	১
৩	পোলিং এজেন্ট	১
৪	প্রবেশ (বাংলা ও ইংরেজি)	২
৪	প্রস্থান (বাংলা ও ইংরেজি)	২
৬	গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোন নম্বর সহযোগে সাইনেজ (যেমনটি দেওয়া হবে)	১
	মনিহারি (স্টেশনারি)	
১	পেনসিল	১
২	বল পেন (নীল কালির তিনটি ও লাল কালির একটি)	৪
৩	গোটা সাদা কাগজ	৫
৪	পিন	২৫টি ??
৫	সিল করার গালা	৪টি স্টিক
৬	ভোটদান কক্ষের সামগ্রী	১
৭	আঠা	১টি বোতল
৮	দেশলাই বাক্স	১
৯	ব্লেড	১
১০	মোমবাতি	২
১১	সুতার কুণ্ডলী	২০
১২	ধাতব দণ্ড	১
১৩	কার্বন পেপার	২
১৪	নির্বাচকের বৃদ্ধাঙ্গুল থেকে তেল, কালি মোছার জন্য কাপড় বা ন্যাকড়া	১
১৫	মোড়ক কাগজ	১
১৬	অমোচনীয় কালির বোতল রাখার জন্য কাপ	১
১৭	রবার ব্যান্ড	??
১৮	আঠার টিউব	১
১৯	পেপার ওয়েট	৩
২০	সুতলি	৫০ গ্রাম
২১	স্পঞ্জ কাপ	১
২২	চটের ব্যাগ	২
২৩	কার্ড বোর্ড (৩"x১")	২
২৪	স্ট্যাম্প-প্যাডের কালি	১
২৫	পিন ফাইল	১
২৬	কন্ট্রোল ইউনিটের জন্য জলনিরোধক ব্যাগ	১

নিদর্শ-ড২১

ভোট শেষে নির্বাচন সংক্রান্ত রেকর্ড ও ভোটসামগ্রী ফেরত করার রসিদ

(দুই প্রস্থ প্রস্তুত করতে হবে)

.... লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত .... বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন .... নম্বর ভোটদানকেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার কর্তৃক ফেরত করা ব্যবহৃত ভোটযন্ত্র(গুলি), মুখবন্ধ খাম এবং অন্যান্য জিনিসের বিবরণ সংক্রান্ত বিবৃতি

১. বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র(গুলি)

   ক) সিল-করা ভোটযন্ত্র(গুলি) : (সংখ্যা)

   খ) অব্যবহৃত ভোটযন্ত্র(গুলি) : (সংখ্যা)

২. কাগজের সিলের হিসাব সংবলিত খাম : (সংখ্যা)

৩. প্রিসাইডিং অফিসারের ঘোষণাপত্রবাহী খাম : (সংখ্যা)

৪. প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরিবাহী খাম : (সংখ্যা)

৫. ভোটকর্মীদের টি এ দেওয়ার অ্যাকুইটেন্স রোল : (সংখ্যা)

৬. **প্যাকেট:**

   (ক) প্যাকেট-১ – সংবিধিবদ্ধ খামগুলি

      (১) নির্বাচক তালিকা চিহ্নিত প্রতিলিপি সংবলিত সিল-করা খাম

      (২) নির্বাচক নিবন্ধ বহি (নিদর্শ-১৭ক) সংবলিত সিল-করা খাম

      (৩) ভোটার স্লিপ সংবলিত সিল-করা খাম

      (৪) অব্যবহৃত টেন্ডার ভোটপত্র সংবলিত সিল-করা খাম

      (৫) ব্যবহৃত টেন্ডার ভোটপত্র ও তালিকা (নিদর্শ-১৭খ) সংবলিত সিল-করা খাম

   (খ) প্যাকেট-২ – অসংবিধিবদ্ধ খামগুলি

      (১) নির্বাচক তালিকার প্রতিলিপি (চিহ্নিত প্রতিলিপি ব্যতীত) সংবলিত সিল-করা খাম

      (২) পোলিং এজেন্টদের নিয়োগপত্র (নিদর্শ-১০) সংবলিত সিল-করা খাম

      (৩) নির্বাচনকৃত্য শংসাপত্র (নিদর্শ-১২খ) সংবলিত সিল-করা খাম

      (৪) চ্যালেঞ্জ ভোটের তালিকা (নিদর্শ-১৪) সংবলিত সিল-করা খাম

      (৫) অন্ধ ও অশক্ত নির্বাচকদের তালিকা (নিদর্শ-১৪ক) এবং সঙ্গীর ঘোষণাপত্র সংবলিত সিল-করা খাম

      (৬) নির্বাচকের নিজের বয়স সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র ও অনুরূপ নির্বাচকদের তালিকা সংবলিত সিল-করা খাম

      (৭) চ্যালেঞ্জ ভোটের প্রেক্ষিতে রসিদ বহি ও নগদ অর্থ, যদি থাকে, সংবলিত খাম

      (৮) অব্যবহৃত এবং নষ্ট হয়ে যাওয়া কাগজের সিল সংবলিত খাম

      (৯) অব্যবহৃত ভোটার-স্লিপ সংবলিত খাম

      (১০) অব্যবহৃত এবং নষ্ট হয়ে যাওয়া স্পেশ্যাল ট্যাগ সংবলিত খাম

      (১১) অব্যবহৃত এবং নষ্ট হয়ে যাওয়া স্ট্রিপ সিল সংবলিত খাম

(গ) প্যাকেট-৩ – নিম্নলিখিত সামগ্রী নেওয়ার জন্য

(১) প্রিসাইডিং অফিসারের হ্যান্ডবুক

(২) বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাট ব্যবহারের ম্যানুয়াল

(৩) অমোচনীয় কালি

(৪) স্ট্যাম্প প্যাড

(৫) প্রিসাইডিং অফিসারের ব্রাস সিল

(৬) টেন্ডার ভোটপত্রে ছাপ দেওয়ার জন্য তীরচিহ্নযুক্ত রবার স্ট্যাম্প

(৭) অমোচনীয় কালির শিশি রাখার কাপ

(ঘ) প্যাকেট-৪ – নিম্নলিখিত সামগ্রী নেওয়ার জন্য

(১) নির্বাচকের কাছ থেকে প্রাপ্ত নির্বাচকের নিজের বয়স সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র সংবলিত খাম

(২) অব্যবহৃত থলি/কাপড়

(৩) রিটার্নিং অফিসারের নির্দেশ মতো প্যাকেটে সিল-করে রাখা অন্যান্য কাগজপত্র সংবলিত খাম

(৪) অন্যান্য জিনিস থেকে থাকলে সেসব চতুর্থ প্যাকেটে ভরতে হবে।

৭. ভোটদানকক্ষ : (সংখ্যা)

ফেরত করা হল   দায়িত্ব বুঝে নেওয়া হল

প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর   গ্রহণকারী আধিকারিকের নাম ও স্বাক্ষর

ভোটদানকেন্দ্র নম্বর ....

অনুবন্ধ ৬

(অধ্যায় ৬, অনুচ্ছেদ ৫)

একক নির্বাচনে বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রের সাহায্যে ভোটগ্রহণের জন্য আদর্শ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নকশা

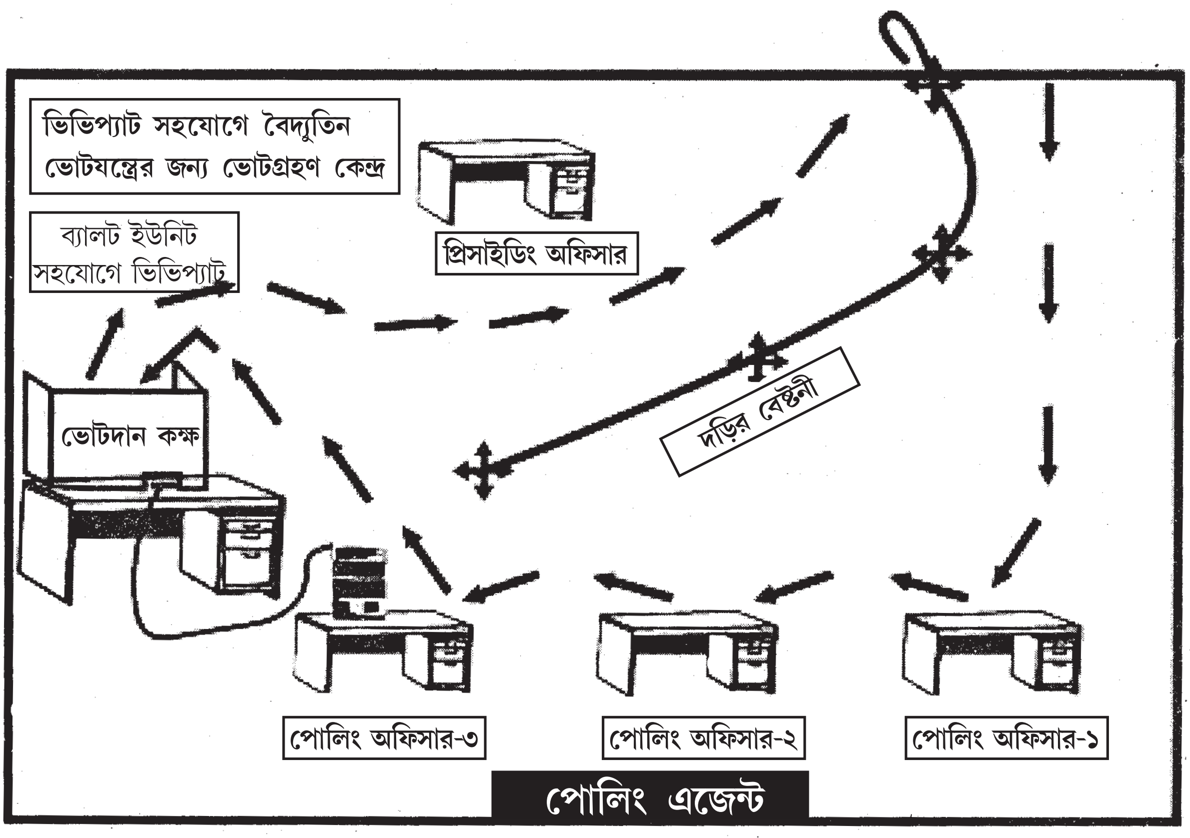

অনুবন্ধ ৭

(অধ্যায় ১৬, অনুচ্ছেদ ১ ও ২)

প্রিসাইডিং অফিসারের ঘোষণা

প্রথম ভাগ

ভোটগ্রহণ শুরু করার আগে প্রিসাইডিং অফিসারের ঘোষণা

.... লোকসভা / বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রে নির্বাচন।

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ক্রমিক নং ও নাম ....

ভোটগ্রহণের তারিখ ....

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে,

১। (ক) আমি উপস্থিত পোলিং এজেন্ট ও অন্যান্য ব্যক্তিদের মহড়া ভোটগ্রহণ করে দেখিয়েছি যে, ভোটগ্রহণের জন্য যে ভোটযন্ত্রটি ব্যবহৃত হবে তা খালি এবং যথাযথ কর্মক্ষম ও সেখানে ইতিমধ্যে কোনো ভোট গৃহীত হয়নি।

(খ) আমি উপস্থিত পোলিং এজেন্ট ও অন্যান্য ব্যক্তিকে দেখিয়েছি যে, ভোটগ্রহণের সময় নির্বাচক তালিকার যে চিহ্নিত প্রতিলিপি ব্যবহার করা হবে সেখানে ডাক ভোটপত্র এবং নির্বাচনী কৃত্য শংসাপত্র দেবার জন্য নির্দিষ্ট নামগুলি ব্যতীত অন্য কোনো নামের পাশে কোনো চিহ্ন দেওয়া নেই।

(গ) ভোটগ্রহণের সময় যে নির্বাচক নিবন্ধ (১৭ক নিদর্শ) ব্যবহৃত হবে, তাতে কিছু লেখা হয়নি।

২। নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ফলাফল শাখা সুরক্ষিত করার জন্য ব্যবহৃত সবুজ কাগজের সিলের উপর আমি সই করেছি এবং উপস্থিত ও ইচ্ছুক পোলিং এজেন্টদের সই করতে দিয়েছি।

৩। আমি নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের স্পেশ্যাল ট্যাগের উপর ক্রমিক সংখ্যা লিখেছি এবং ঐ স্পেশ্যাল ট্যাগের পিছনে সই করেছি এবং, উপস্থিত এবং ইচ্ছুক পোলিং এজেন্টদের সই নিয়েছি।

৪। আমি স্ট্রিপ সিলের উপর সই করেছি এবং, উপস্থিত এবং ইচ্ছুক পোলিং এজেন্টদের সই নিয়েছি।

৫। আমি বিশেষ ট্যাগের পূর্ব-মুদ্রিত ক্রমিক সংখ্যা পড়ে শুনিয়েছি এবং উপস্থিত প্রার্থী/পোলিং এজেন্টদের ঐ ক্রমিক সংখ্যা লিখে নিতে বলেছি।

স্বাক্ষর ....
প্রিসাইডিং অফিসার

পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর ঃ

১। .... (প্রার্থী ....) ২। .... (প্রার্থী ....)
৩। .... (প্রার্থী ....) ৪। .... (প্রার্থী ....)
৫। .... (প্রার্থী ....) ৬। .... (প্রার্থী ....)
৭। .... (প্রার্থী ....) ৮। .... (প্রার্থী ....)
৯। .... (প্রার্থী ....) ১০। .... (প্রার্থী ....)

নিম্নলিখিত পোলিং এজেন্টগণ এই ঘোষণাপত্রে তাঁদের স্বাক্ষর দিতে অসম্মত হয়েছেন:

১। .... (প্রার্থী ....) ২। .... (প্রার্থী ....)
৩। .... (প্রার্থী ....) ৪। .... (প্রার্থী ....)

তারিখ .... স্বাক্ষর ....
প্রিসাইডিং অফিসার

দ্বিতীয় ভাগ

প্রয়োজনে পরবর্তী ভোটযন্ত্র ব্যবহারের সময় প্রিসাইডিং অফিসারের ঘোষণা

.... লোকসভা / বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্র হতে নির্বাচন।

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ক্রমিক নং ও নাম ....

ভোটগ্রহণের তারিখ ....

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে,

১। আমি উপস্থিত পোলিং এজেন্ট ও অন্যান্য ব্যক্তিদের সামনে

(ক) মহড়া ভোটগ্রহণ করে দেখিয়েছি যে, ভোটগ্রহণের জন্য যে-ভোটযন্ত্রটি ব্যবহৃত হবে তা যথাযথ কর্মক্ষম এবং তাতে ইতিমধ্যে কোনো ভোট গৃহীত হয়নি।

(খ) ভোটগ্রহণের সময় নির্বাচক তালিকায় যে-চিহ্নিত প্রতিলিপি ব্যবহার করা হয় সেখানে ডাক ভোটপত্র এবং নির্বাচনী কৃত্য শংসাপত্র দেবার জন্য নির্দিষ্ট নামগুলি ব্যতীত অন্য কোনো নামের পাশে চিহ্ন দেওয়া নেই।

(গ) ভোটের সময় যে-নির্বাচক নিবন্ধটি (১৭ক নিদর্শ) ব্যবহার করা হবে তাতে কিছু লেখা হয়নি।

২। নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের 'রেজাল্ট' অংশ সুরক্ষিত করার জন্য ব্যবহৃত কাগজের সিলের উপর আমি সই করেছি ও উপস্থিত এবং ইচ্ছুক প্রার্থী/পোলিং এজেন্টদের সই করতে দিয়েছি।

৩। আমি নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের স্পেশ্যাল ট্যাগের উপর ক্রমিক সংখ্যা লিখেছি এবং ঐ স্পেশ্যাল ট্যাগের পিছনে সই করেছি ও উপস্থিত এবং ইচ্ছুক পোলিং এজেন্টদের সই নিয়েছি।

৪। আমি স্ট্রিপ সিলের উপর সই করেছি এবং উপস্থিত এবং ইচ্ছুক প্রার্থী/পোলিং এজেন্টদের সই নিয়েছি।

৫। আমি স্পেশ্যাল ট্যাগের উপর পূর্ব-মুদ্রিত ক্রমিক সংখ্যা পড়ে শুনিয়েছি এবং উপস্থিত প্রার্থী/পোলিং এজেন্টদের ঐ ক্রমিক সংখ্যা লিখে নিতে বলেছি।

স্বাক্ষর ....

প্রিসাইডিং অফিসার

পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর ঃ

১। .... (প্রার্থীর নাম ....)২। .... (প্রার্থীর নাম ....)

৩। .... (প্রার্থীর নাম ....)৪। .... (প্রার্থীর নাম ....)

৫। .... (প্রার্থীর নাম ....)৬। .... (প্রার্থীর নাম ....)

৭। .... (প্রার্থীর নাম ....)৮। .... (প্রার্থীর নাম ....)

৯। .... (প্রার্থীর নাম ....)

নিম্নলিখিত পোলিং এজেন্টগণ এই ঘোষণাপত্রে তাঁদের স্বাক্ষর দিতে অসম্মত হয়েছেন

১। .... (প্রার্থীর নাম ....)২। .... (প্রার্থীর নাম ....)

৩। .... (প্রার্থীর নাম ....)৪। .... (প্রার্থীর নাম ....)

তারিখ .... স্বাক্ষর ....

প্রিসাইডিং অফিসার

তৃতীয় ভাগ

ভোটগ্রহণের শেষে ঘোষণা

যে-সকল পোলিং এজেন্ট ভোটগ্রহণের শেষে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন এবং যাঁদের স্বাক্ষর নিচে দেওয়া আছে, আমি তাঁদের ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা নিয়মাবলির ৪৯ধ(২) নিয়ম অনুযায়ী ১৭গ নিদর্শে বিধৃত ‘ভাগ ১-গৃহীত ভোটের হিসাব’-এর প্রত্যেকটি লিখনের প্রত্যয়িত প্রতিলিপি দিয়েছি।

তারিখ .... স্বাক্ষর ....

সময় .... *প্রিসাইডিং অফিসার*

গৃহীত ভোটের হিসাবের (১৭ক নিদর্শে ভাগ ১) মধ্যে যে সব লিখন রয়েছে সেগুলির প্রত্যয়িত প্রতিলিপি পেলাম।

পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর ঃ

১। .... (প্রার্থীর নাম ....)২। .... (প্রার্থীর নাম ....)

৩। .... (প্রার্থীর নাম ....)৪। .... (প্রার্থীর নাম ....)

৫। .... (প্রার্থীর নাম ....)৬। .... (প্রার্থীর নাম ....)

৭। .... (প্রার্থীর নাম ....)৮। .... (প্রার্থীর নাম ....)

৯। .... (প্রার্থীর নাম ....)

ভোটগ্রহণের শেষে নিম্নলিখিত পোলিং এজেন্টগণ ১৭গ নিদর্শে গৃহীত ভোটের হিসাবের প্রত্যয়িত প্রতিলিপি গ্রহণ করার জন্য রসিদ দিতে অস্বীকার করেন, সেই কারণে গৃহীত ভোটের হিসাবের প্রত্যয়িত প্রতিলিপি তাঁদের দেওয়া হয়নি:

১। .... (প্রার্থীর নাম ....)২। .... (প্রার্থীর নাম ....)

৩। .... (প্রার্থীর নাম ....)৪। .... (প্রার্থীর নাম ....)

৫। .... (প্রার্থীর নাম ....)৬। .... (প্রার্থীর নাম ....)

৭। .... (প্রার্থীর নাম ....)৮। .... (প্রার্থীর নাম ....)

৯। .... (প্রার্থীর নাম ....)

তারিখ .... স্বাক্ষর ....

সময় .... *প্রিসাইডিং অফিসার*

চতুর্থ ভাগ

ভোটযন্ত্র সিল করার পর ঘোষণা

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ শেষ হলে ভোটযন্ত্র, ভি.ভি. প্যাট ও নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের বহনকারী বাক্সগুলিতে আমার সিল দিয়েছি এবং উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের সিল দিতে দিয়েছি।

তারিখ .... স্বাক্ষর ....

সময় .... *প্রিসাইডিং অফিসার*

নিম্নোক্ত নির্বাচনী এজেন্টগণ তাঁদের সিল লাগিয়েছেন —

পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর ঃ

১। .... (প্রার্থীর নাম ....)২। .... (প্রার্থীর নাম ....)

৩। .... (প্রার্থীর নাম ....)৪। .... (প্রার্থীর নাম ....)

৫। .... (প্রার্থীর নাম ....)৬। .... (প্রার্থীর নাম ....)

নিম্নোক্ত নির্বাচনী এজেন্টগণ তাঁদের সিল লাগাতে অস্বীকার করেছেন বা সিল লাগাতে চাননি —

১। .... (প্রার্থীর নাম ....)২। .... (প্রার্থীর নাম ....)

৩। .... (প্রার্থীর নাম ....)৪। .... (প্রার্থীর নাম ....)

তারিখ .... স্বাক্ষর ....

প্রিসাইডিং অফিসার

অনুবন্ধ ৮

(১৮ অধ্যায় : অনুচ্ছেদ ৪)

চ্যালেঞ্জ ফি-র রসিদ

বই নং .... পৃষ্ঠা নং....................

১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা নিয়মাবলির ৩৬নং নিয়ম অনুযায়ী প্রার্থী/নির্বাচনী এজেন্ট/পোলিং এজেন্ট, শ্রী ....এর কাছ থেকে চ্যালেঞ্জ ফি বাবদ ২ টাকা (দু টাকা) মাত্র গৃহীত হলো।

তারিখ................................

....
লোকসভা/বিধানসভা
নির্বাচন ক্ষেত্রের ....
নং ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের
প্রিসাইডিং অফিসার

সরকারি খাতে বাজেয়াপ্ত

প্রিসাইডিং অফিসার

১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা নিয়মাবলির ৩৬ (৫) নং নিয়মের অধীনে ২ টাকা (দু টাকা মাত্র) ফেরত পেলাম।

তারিখ.............................

প্রার্থী/নির্বাচনী এজেন্ট/
পোলিং এজেন্ট-এর নাম
ও স্বাক্ষর

অনুবন্ধ ৯

(১৮ অধ্যায় : অনুচ্ছেদ ৬)

থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট অভিযোগপত্র

....

থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (স্টেশন হাউস অফিসার) সমীপে

বিষয় : .... লোকসভা নির্বাচনকেন্দ্রের অন্তর্গত .... বিধানসভা নির্বাচনকেন্দ্রে (নং ও নাম) .... ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে জাল ভোট দেবার চেষ্টা।

ভোটগ্রহণের তারিখ ....

মহাশয়,

আমি জানাতে চাই ....-র (ঠিকানা) অধিবাসী ....-র

পুত্র / কন্যা, শ্রী / শ্রীমতী .... যে ব্যক্তিকে সমর্পণ করা হচ্ছে তাঁর পরিচয় চ্যালেঞ্জ করেছেন। এই ব্যক্তি নির্বাচনকেন্দ্রে নির্বাচন তালিকার .... অংশে ....

ক্রমিক সংখ্যায় উল্লিখিত .... হিসাবে নিজেকে দাবি করেন। তিনি নিজেকে ঐ নির্বাচক

হিসাবে প্রতিপন্ন করতে পারেননি। আমার মতে তিনি প্রতারক। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৭১(চ) ধারা অনুযায়ী আমি আপনাকে তাঁর বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

স্থান ....

ভবদীয়,

তারিখ ....

প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর

................................বিধানসভা নির্বাচনকেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার এবং

.... * -এর কাছে প্রতিলিপি দেওয়া হলো।

.... লোকসভা নির্বাচনকেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার এবং

.... * -এর কাছে প্রতিলিপি দেওয়া হলো।

প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর

রসিদ

উপরের চিঠি এবং উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে .... তারিখ .... ঘটিকায় প্রিসাইডিং অফিসার আমার হস্তে সমর্পণ করলেন।

থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের স্বাক্ষর

বি. দ্র.- * -এখানে সংশ্লিষ্ট রিটানিং অফিসারের পদনাম দিতে হবে।

অনুবন্ধ ১০

(১৮ অধ্যায় : ১০.২ অনুচ্ছেদ)

নির্বাচকের বয়স সম্পর্কিত ঘোষণাপত্রের নিদর্শ

আমি এতদ্বারা নিষ্ঠাসহকারে ঘোষণা ও অঙ্গীকার করছি যে ২০...সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে অর্থাৎ যে-নির্দিষ্ট তারিখের ভিত্তিতে নির্বাচনক্ষেত্রে বর্তমান তালিকা প্রস্তুত/সংশোধন করা হয় সেই তারিখে আমার বয়স ১৮ বৎসরের উর্ধ্বে ছিল।

নির্বাচক তালিকায় কোনো নাম অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে অথবা নির্বাচক তালিকার প্রস্তুতি, সংশোধন অথবা এটিকে ত্রুটিমুক্ত করার বিষয়ে কোনো অসত্য ঘোষণার জন্য ১৯৫০ সালের জন প্রতিনিধিত্ব আইনের ৩১ ধারার দণ্ডমূলক বিধান সম্বন্ধে আমি অবহিত আছি।

নির্বাচকের সই/টিপসই ....
পিতার/মাতার/স্বামীর নাম ....
নির্বাচক তালিকার অংশ সংখ্যা ....
নির্বাচকের ক্রমিক সংখ্যা ....

তারিখ......................................

শংসিত করা হচ্ছে যে উপরোক্ত নামের নির্বাচক উপরের ঘোষণাটি আমার সামনে করেছেন এবং সে সম্পর্কে অবহিত আছেন।

....
প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর

....
তারিখ .... ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ক্রমিক নং ও নাম

অনুবন্ধ ১১

(১৮ অধ্যায় : ১০.৩ অনুচ্ছেদ)

বয়স সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র নেওয়া হয়েছে এমন নির্বাচকদের নামের তালিকা

.... লোকসভা/বিধানসভা নির্বাচনকেন্দ্রে নির্বাচন।

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নম্বর ও নাম ....

প্রথম ভাগ

যে সকল ভোটদাতার কাছ থেকে বয়স সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র গ্রহণ করা হয়েছে তাঁদের তালিকা

ক্রমিক সংখ্যা	ভোটদাতার নাম	নির্বাচক তালিকায় অংশ সংখ্যা ও ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচক তালিকায় যে বয়স দেওয়া আছে	প্রিসাইডিং অফিসারের অনুমান অনুযায়ী বয়স
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
(১)				
(২)				
(৩)				
(৪)				

দ্বিতীয় ভাগ

যে সকল ভোটদাতা তাঁদের বয়স সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র দিতে অসম্মত হয়েছেন তাঁদের তালিকা

ক্রমিক সংখ্যা	ভোটদাতার নাম	নির্বাচক তালিকায় অংশ সংখ্যা ও ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচক তালিকায় যে বয়স দেওয়া আছে	প্রিসাইডিং অফিসারের অনুমান অনুযায়ী বয়স
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
(১)				
(২)				
(৩)				
(৪)				

তারিখ.......................................   ....

প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর

অনুবন্ধ ১২

(২২ অধ্যায় : ১.৩ অনুচ্ছেদ)

অন্ধ বা অশক্ত নির্বাচকের সঙ্গীর ঘোষণা

.... লোকসভা/বিধানসভা নির্বাচনকেন্দ্রে নির্বাচন।

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নম্বর ও নাম ....
আমি .... পিতার নাম ....
বয়স ....ঠিকানা * .... এতদ্দ্বারা ঘোষণা করছি যে,

(ক) আমি আজ অন্য কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে অন্য কোনো নির্বাচকের সঙ্গী হিসাবে কাজ করিনি।

(খ) আমি .... এর সঙ্গী হিসাবে যে ভোট দেব তা গোপন রাখব।

....

সঙ্গীর স্বাক্ষর

* সম্পূর্ণ ঠিকানা দিতে হবে।

অনুবন্ধ ১৩

<u>(উদাহরণস্বরূপ)</u>

(৩০ অধ্যায় : ১.৪ অনুচ্ছেদ)

১৭গ নিদর্শ (17C)

[৪৯ধ (49S) ও ৫৬গ(২) 56C(2) নিয়ম দ্রষ্টব্য]

অংশ ১— গৃহীত ভোটের হিসাব

.... নির্বাচন কেন্দ্র থেকে

<u>লোকসভা / .... রাজ্য / .... কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বিধানসভা নির্বাচন।</u>

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নম্বর ও নাম ....

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ব্যবহৃত ভোটযন্ত্রের পরিচিতি —

নিয়ন্ত্রণ ইউনিট নম্বর .... ভোটপত্র ইউনিট নম্বর .... <u>(যদি ব্যবহৃত হয়) প্রিন্টার নম্বর</u> ....

১। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে মোট নির্বাচকের সংখ্যা — ১০০০

২। নির্বাচক নিবন্ধে (১৭ক নিদর্শে) নথিভুক্ত নির্বাচকের সংখ্যা — ৭০০

৩। <u>ভোটাধিকার প্রয়োগ না-করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন/প্রয়োগে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন এমন ভোটারদের সংখ্যা</u> — ১০

৪। ৪৯ড (49-M) নিয়মানুসারে যাঁদের ভোট দিতে দেওয়া হয়নি তার সংখ্যা — ১০

<u>৫। ৪৯ডক(ঘ) [49MA(d)] নিয়মানুসারে বিয়োগযোগ্য নথিভুক্ত টেস্ট ভোট।</u>

(ক) বিয়োগযোগ্য মোট টেস্ট ভোটার সংখ্যা :

মোট সংখ্যা	নিদর্শ ১৭ক-এ নির্বাচকের ক্রমিক সংখ্যা
২০	১, ২, ৩, ৫, ৬, ৭, ৮

(খ) যে-প্রার্থী বা প্রার্থীদের পক্ষে টেস্ট ভোট পড়েছে :

ক্রমিক নং	প্রার্থীর নাম	ভোট সংখ্যা
১	ক খ গ	১০
৩	অ আ ই	১০

৬। ভোটযন্ত্রে প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা — ৬৮০

৭। ২ দফায় লিখিত নির্বাচক সংখ্যা থেকে ৩ ও ৪ দফায় লিখিত নির্বাচক সংখ্যা বাদ দিলে (২-৩-৪) সেই সংখ্যা <u>৬</u> দফায় প্রাপ্ত ভোট সংখ্যার সঙ্গে মিলছে বা মিলছে না — হ্যাঁ, মিলেছে

৮। ৪৯ত (49-P) নিয়মে যাঁদের টেন্ডার ভোটপত্র দেওয়া হয়েছে তার সংখ্যা — ৩

৯। টেন্ডার ভোটপত্র

(ক) ব্যবহারের জন্য প্রাপ্ত: ক্রমিক নং ০০৯৭১ থেকে ০০৯৯০ পর্যন্ত মোট ২০

(খ) নির্বাচকদের প্রদত্ত: ক্রমিক নং ০০৯৭১ থেকে ০০৯৭৩ পর্যন্ত মোট ৩

(গ) অব্যবহৃত এবং ফেরত: ক্রমিক নং ০০৯৭৪ থেকে ০০৯৯০ পর্যন্ত মোট ১৭

১০। কাগজের সিলের হিসাব

(১) সরবরাহকৃত কাগজের সিল: ক্রমিক নং A০০৯৭৫৮ থেকে A০০৯৭৬০ পর্যন্ত মোট ৩

(২) ব্যবহৃত কাগজের সিল: ক্রমিক নং A০০৯৭৫৮ থেকে — পর্যন্ত মোট ১

(৩) অব্যবহৃত ও ফেরত কাগজের সিল: ক্রমিক নং A০০৯৭৫৯ থেকে A০০৯৭৬০ পর্যন্ত মোট ২

(৪) নষ্ট হওয়া কাগজের সিল (থাকলে): ক্রমিক নং X থেকে X পর্যন্ত মোট ০

<u>পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর</u>

১।

২।

৩।

৪।

৫।

৬।

....

প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর

ভোটগ্রহণ কেন্দ্র নং ....

তারিখ ....

স্থান ....

অংশ ২ — গণনার ফলাফল

প্রার্থীর ক্রমিক নম্বর	প্রার্থীর নাম	নিয়ন্ত্রণ ইউনিটে প্রদর্শিত ভোটের সংখ্যা	আইটেম-৫ অনুসারে বিয়োগযোগ্য টেস্ট ভোটের সংখ্যা	বৈধ ভোটের সংখ্যা (৩ - ৪)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১। ১	ক	১২০	১০	১১০
২। ২	খ	১০০	০	১০০
৩। ৩	গ	১০০	১০	৯০
৪। ৪	ঘ	২০০	০	২০০
৫। ৫	ঙ	১০০	০	১০০
৬। ৬	চ	৪০	০	৪০
৭। না-ভোট (NOTA)	ছ	২০	০	২০
মোট		**৬৮০**	**২০**	**৬৬০**

গণনায় প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা ১ম অংশের ৬ দফার সংখ্যার সঙ্গে মিলে গেছে বা মিলছে না।

স্থান ....

তারিখ ....

....

গণনা তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর

প্রার্থী / নির্বাচন এজেন্ট / গণনা এজেন্টের নাম — পূর্ণ স্বাক্ষর

১।

২।

৩।

৪।

৫।

৬।

স্থান ....

তারিখ ....

....

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

অনুবন্ধ ১৪

(৩৩ অধ্যায় : ১ অনুচ্ছেদ)

প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরি

১। নির্বাচনকেন্দ্রের নং ও নাম :

২। ভোটগ্রহণের তারিখ :

৩। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নম্বর :

কোথায় অবস্থিত :

(১) সরকারি অথবা আধা-সরকারি ভবন :

(২) বেসরকারি ভবন :

(৩) অস্থায়ী কাঠামো :

৪। স্থানীয়ভাবে নিযুক্ত পোলিং অফিসার নিযুক্ত হলে, তার সংখ্যা :

৫। যথাযথভাবে নিযুক্ত পোলিং অফিসারের অনুপস্থিতির জন্য পোলিং অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে কি না এবং হলে সেই নিয়োগের কারণ :

৬। **ভোটযন্ত্র**

(১) ব্যবহৃত নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের সংখ্যা :

(২) ব্যবহৃত নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ক্রমিক নং :

(৩) ব্যবহৃত ভোটপত্র ইউনিটের সংখ্যা :

(৪) ব্যবহৃত ভোটপত্র ইউনিটের ক্রমিক নং :

৭। (১) ব্যবহৃত কাগজের সিলের সংখ্যা :

(২) ব্যবহৃত কাগজের সিলের ক্রমিক নং :

৭ক।

(১) সরবরাহকৃত স্পেশ্যাল ট্যাগের সংখ্যা :

(২) সরবরাহকৃত স্পেশ্যাল ট্যাগের ক্রমিক নং :

(৩) ব্যবহৃত স্পেশ্যাল ট্যাগের সংখ্যা :

(৪) ব্যবহৃত স্পেশ্যাল ট্যাগের ক্রমিক নং :

(৫) ফেরত দেওয়া অব্যবহৃত স্পেশাল ট্যাগের ক্রমিক নং :

৭খ।

(১) সরবরাহকৃত স্ট্রিপ সিলের সংখ্যা :

(২) সরবরাহকৃত স্ট্রিপ সিলের ক্রমিক নং :

(৩) ব্যবহৃত স্ট্রিপ সিলের সংখ্যা :

(৪) ব্যবহৃত স্ট্রিপ সিলের ক্রমিক নং :

(৫) ফেরত দেওয়া অব্যবহৃত স্ট্রিপ সিলের ক্রমিক নং :

৭গ। **(VVPAT-এর বিবরণ)**

(১) ব্যবহৃত ভিভিপ্যাটের সংখ্যা :

(২) ব্যবহৃত ভিভিপ্যাটের ক্রমিক নং :

৮। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের জন্য যে সকল প্রার্থী পোলিং এজেন্ট নিযুক্ত করেছেন তাঁদের সংখ্যা :

৯। (১) ভোটগ্রহণ পর্ব শুরুর সময় উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের সংখ্যা :

(২) দেরিতে আসা পোলিং এজেন্টদের সংখ্যা :

(৩) ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার সময় উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের সংখ্যা :

১০। (১) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের জন্য নির্ধারিত নির্বাচকের সংখ্যা:

(২) নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপি অনুযায়ী যে সমস্ত নির্বাচককে ভোট দিতে দেওয়া হয়েছে তার সংখ্যা :

(৩) নির্বাচক নিবন্ধ (নিদর্শ ১৭ক) অনুযায়ী যাঁরা ভোট দিয়েছেন তার সংখ্যা :

(৪) ভোটযন্ত্রে গৃহীত ভোটের সংখ্যা :

(৫) ভোটদানে অস্বীকৃত ভোটারের সংখ্যা :

প্রথম পোলিং অফিসারের স্বাক্ষর *নির্বাচক নিবন্ধের দায়িত্বপ্রাপ্ত পোলিং অফিসারের স্বাক্ষর*

১১। যেসব নির্বাচক ভোট দিয়েছেন তাঁদের সংখ্যা :

পুরুষ ....

মহিলা....................................

তৃতীয় লিঙ্গ ....

মোট ....

১২। চ্যালেঞ্জ ভোট

অনুমতিপ্রাপ্ত নির্বাচকের সংখ্যা ....যাঁদের অনুমতি দেওয়া হয়নি তার সংখ্যা ....

বাজেয়াপ্ত অর্থের পরিমাণ (টাকায়) ....

১৩। যেসব ব্যক্তি নির্বাচনীকৃত্য শংসাপত্র (ই ডি সি) দেখিয়ে ভোট দিয়েছেন তাঁদের সংখ্যা :

১৩ক। যেসব ওভারসিস ভোটার ভোট দিয়েছেন তাঁদের সংখ্যা :

১৪। যেসব নির্বাচক সঙ্গীর সাহায্য নিয়ে ভোট দিয়েছেন তাঁদের সংখ্যা :

১৫। যেসব প্রতিনিধি ভোটদাতা ভোট দিয়েছেন তাঁদের সংখ্যা :

১৬। টেন্ডার ভোটের সংখ্যা :

১৭। নির্বাচকের সংখ্যা :

(ক) যাঁদের কাছ থেকে বয়স সম্পর্কিত ঘোষণা গ্রহণ করা হয়েছে

(খ) যাঁরা এ ধরনের ঘোষণা পেশ করতে অসম্মত হয়েছেন

১৮। ভোটগ্রহণ স্থগিত করা প্রয়োজন হয়েছিল কি না এবং তা করা হয়ে থাকলে এরূপ স্থগিতকরণের কারণসমূহ :

১৯। প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা প্রতি দু-ঘন্টায় :

সকাল ৭টা থেকে ৯টা :

সকাল ৯টা থেকে ১১টা :

সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা :

দুপুর ১টা থেকে বিকাল ৩টা :

বিকাল ৩টা থেকে বিকাল ৫টা :

২০। (ক) ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার মুখে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা যত নির্বাচকদের হাতে চিরকুট দেওয়া হয়েছে তার সংখ্যা :

(খ) শেষতম নির্বাচক ভোট দেওয়ার পর ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার সময় :

২১। বিশদ তথ্যসহ নির্বাচনী অপরাধের বিবরণ :

যে সংখ্যায় নিম্নোক্ত অপরাধমূলক ঘটনাগুলি ঘটেছে—

(ক) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে ভোট-প্রার্থনা :

(খ) জাল ভোটদান :

(গ) কোনোও ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে বিজ্ঞপ্তির তালিকা বা অন্য কোনোও নথি প্রতারণামূলকভাবে বিকৃত করা, নষ্ট করা বা অপসারণ করা :

(ঘ) ভোটদাতাদের ঘুষ দেওয়া :

(ঙ) ভোটদাতা ও অন্যান্য ব্যক্তিদের ভীতিপ্রদর্শন :

(চ) বুথ দখল :

২২। নিম্নোক্ত কোনোও কারণে ভোটগ্রহণ বিঘ্নিত বা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকলে—

(১) দাঙ্গা

(২) প্রকাশ্যে হিংসাত্মক ঘটনা

(৩) প্রাকৃতিক দুর্যোগ

(৪) বুথ দখল

(৫) ভোটযন্ত্র বিকল হওয়া

(৬) অন্য কোনোও কারণ

উপরোক্ত বিষয়ে বিশদ বিবরণ দিন।

২৩। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ব্যবহৃত ভোটযন্ত্র কোনোও কারণে কলুষিত হয়ে থাকলে—

(ক) প্রিসাইডিং অফিসারের হেফাজত থেকে বেআইনী অপসারণ

(খ) দুর্ঘটনাবশত বা ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট বা ধ্বংসপ্রাপ্ত

(গ) বিকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত

বিশদ বিবরণ দিন।

২৪। প্রার্থী/এজেন্ট গুরুতর অভিযোগ করলে তার বিবরণ :

২৫। আইনশৃঙ্খলাভঙ্গের ঘটনার সংখ্যা :

২৬। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভুলত্রুটি ও বেনিময় কিছু ঘটে থাকলে তার বিবরণ :

২৭। ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার আগে, ভোট চলাকালীন প্রয়োজনে নতুন একটি যন্ত্র ব্যবহার করার সময় এবং ভোটগ্রহণের শেষে বিধি অনুসারে ঘোষণা করা হয়েছে কি না? :

স্থান : ....

তারিখ : ....

প্রিসাইডিং অফিসার

বিঃ দ্রঃ—ভোটযন্ত্র, পরিদর্শন শিট, ১৬দফা পর্যবেক্ষকের রিপোর্ট ও অন্যান্য সিল করা কাগজপত্রের সঙ্গে এই ডায়েরিটি রিটার্নিং অফিসারের কাছে পাঠাতে হবে।

১৫ অনুবন্ধ

(৯ অধ্যায়, ১০ অনুচ্ছেদ)

নির্বাচন কেন্দ্রের পর্যবেক্ষকের কাছে প্রিসাইডিং অফিসারের প্রদেয় অতিরিক্ত প্রতিবেদনের ছক

পোলিং বুথ নং	সি পি এফ নিয়োজিত হ্যাঁ/না	মাইক্রো পর্যবেক্ষক নিয়োজিত হ্যাঁ/না	ভিডিও ক্যামেরা নিয়োজিত	ভোটদাতার মোট সংখ্যা	মোট প্রদত্ত ভোট	প্রদত্ত ভোটের শতাংশ	প্রার্থীর মোট সংখ্যা	কতজন প্রার্থীর পোলিং এজেন্ট উপস্থিত	এপিক ব্যতীত অন্য কোনো প্রমাণ দাখিল করে কতজন ভোট দিয়েছেন	এজেন্টদের সামনে মহড়া ভোট হয়েছে কিনা হ্যাঁ/না	মহড়া ভোট 'ক্লিয়ার' করে দেওয়া হয়েছে কিনা	এজেন্টদের উপস্থিতিতে ভোটযন্ত্র বন্ধ করা এবং সিল করা হয়েছে কিনা	এজেন্টদের স্বাক্ষর নেওয়ার পর তাঁদের ১৭গ দেওয়া হয়েছে কিনা	কতজন ভোটার বিকাল ৫টার পর চিরকুট নিয়ে ভোট দিয়েছেন	ভোট চলাকালীন কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা? হ্যাঁ/না
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬

প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর

(এটি একটি উদাহরণ মাত্র)

১৫-ক অনুবন্ধ

“পোলিং এজেন্ট/রিলিভিং এজেন্টদের বুথে আসা যাওয়ার তথ্য লিপিবদ্ধকরণ শিট্”

ক্রমিক নং	বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রের নং এবং নাম	প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	পোলিং এজেন্ট/ রিলিভিং এজেন্টের নাম	ঢোকার সময়	স্বাক্ষর	বেরনোর সময়	স্বাক্ষর

প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর

১৫-খ অনুবন্ধ

"পরিদর্শন শিট্"

নির্বাচনের তারিখ : ....

.... বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রে নির্বাচন।

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ক্রমিক নং ও নাম ....

নির্বাচকের সংখ্যা ....

ক্রমিক সংখ্যা	পরিদর্শনকারী আধিকারিকের নাম ও পদ (পর্যবেক্ষক/জেলা নির্বাচন আধিকারিক/রিটার্নিং অফিসার/এ্যাসিসটান্ট রিটার্নিং অফিসার/সেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট ইত্যাদি)	পরিদর্শনের সময়	ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (শান্তিপূর্ণ/ঘটনা, যদি কিছু থাকে)	পরিদর্শনের সময় পর্যন্ত হওয়া ভোটের সংখ্যা	পরিদর্শনের সময় পর্যন্ত হওয়া ভোটের শতাংশ	মন্তব্য (যদি থাকে)	আধিকারিকের স্বাক্ষর

প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর

১৬ অনুবন্ধ

রেফারাল ইমেজ শিটের নমুনা

(সম্মুখ ভাগ)

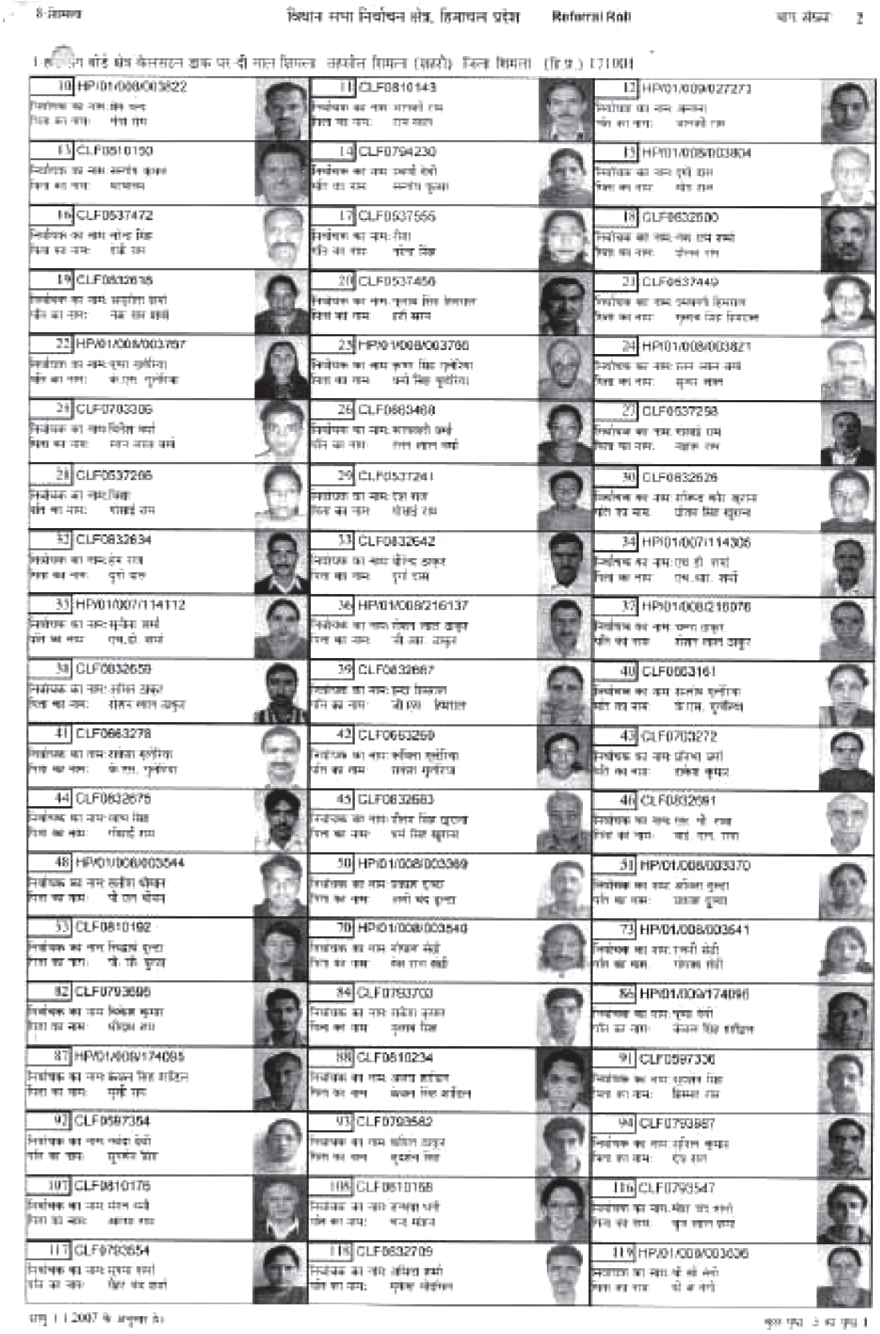

8-शिमला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश Referral Roll भाग संख्या 2

10 HP/01/008/003822	11 CLF0810143	12 HP/01/009/027273
13 CLF0810150	14 CLF0794230	15 HP/01/008/003804
16 CLF0537472	17 CLF0537556	18 CLF0832600
19 CLF0832618	20 CLF0537456	21 CLF0537449
22 HP/01/008/003787	23 HP/01/008/003766	24 HP/01/008/003821
25 CLF0703306	26 CLF0663468	27 CLF0537258
28 CLF0537266	29 CLF0537241	30 CLF0832626
32 CLF0832634	33 CLF0832642	34 HP/01/007/114306
35 HP/01/007/114112	36 HP/01/008/216137	37 HP/01/008/216076
38 CLF0832659	39 CLF0832667	40 CLF0663161
41 CLF0663278	42 CLF0663260	43 CLF0703272
44 CLF0832675	45 CLF0832683	46 CLF0832691
48 HP/01/008/003544	50 HP/01/008/003369	51 HP/01/008/003370
53 CLF0810192	70 HP/01/008/003540	73 HP/01/008/003641
82 CLF0793695	84 CLF0793703	86 HP/01/009/174096
87 HP/01/009/174095	88 CLF0810234	91 CLF0597336
92 CLF0597354	93 CLF0793562	94 CLF0793687
107 CLF0810176	108 CLF0810168	116 CLF0793547
117 CLF0793654	118 CLF0832709	119 HP/01/009/003636

(পশ্চাৎ ভাগ)

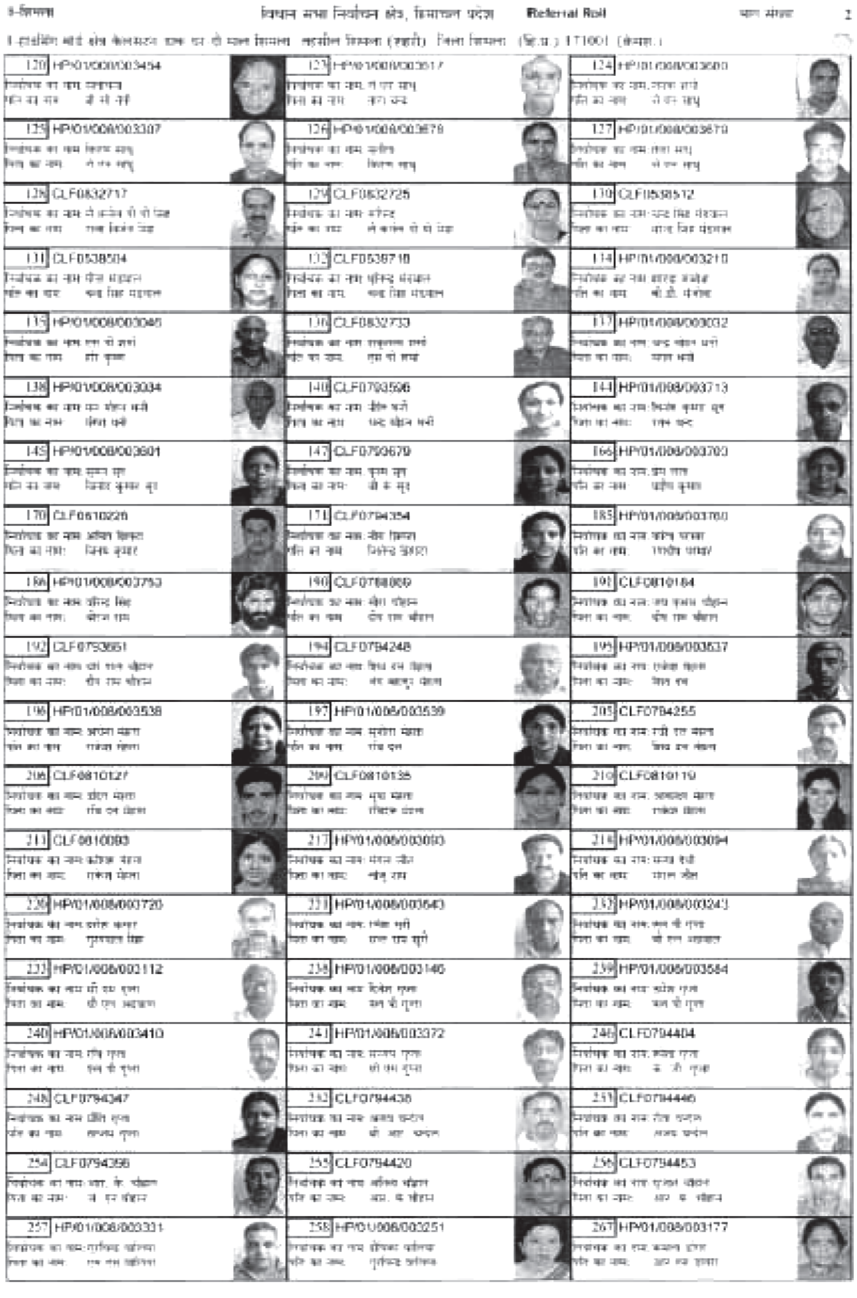

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश   Referral Roll

120 HP/01/008/003454	123 HP/01/008/003617	124 HP/01/008/003680
125 HP/01/008/003307	126 HP/01/008/003678	127 HP/01/008/003679
128 CLF0832717	129 CLF0832725	130 CLF0538512
131 CLF0538504	132 CLF0538718	134 HP/01/008/003210
135 HP/01/008/003046	136 CLF0832733	137 HP/01/008/003032
138 HP/01/008/003034	140 CLF0793596	144 HP/01/008/003713
145 HP/01/008/003601	147 CLF0793679	166 HP/01/008/003703
170 CLF0610226	171 CLF0794354	185 HP/01/008/003760
186 HP/01/008/003753	190 CLF0788069	191 CLF0810184
192 CLF0793661	194 CLF0794248	195 HP/01/008/003637
196 HP/01/008/003538	197 HP/01/008/003539	205 CLF0794255
206 CLF0810127	209 CLF0810135	210 CLF0810119
213 CLF0810093	217 HP/01/008/003093	218 HP/01/008/003094
220 HP/01/008/003720	221 HP/01/008/003643	232 HP/01/008/003243
233 HP/01/008/003112	238 HP/01/008/003146	239 HP/01/008/003584
240 HP/01/008/003410	241 HP/01/008/003372	246 CLF0794404
248 CLF0794347	252 CLF0794438	253 CLF0794446
254 CLF0794396	255 CLF0794420	256 CLF0794453
257 HP/01/008/003331	258 HP/01/008/003251	267 HP/01/008/003177

মহড়া ভোটের সময় প্রার্থী অনুযায়ী গৃহীত মহড়া ভোটের সংখ্যা ও ফলাফল নিম্নরূপ প্রদর্শিত হয়েছে।

ক্রমিক সংখ্যা	প্রার্থীর নাম	মহড়া ভোটের সময় গৃহীত ভোটের সংখ্যা	প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা ফলাফলের যেমনটি প্রদর্শিত হয়েছে	মহড়া ভোটের ফলাফল মিলিয়ে নেবার সময় ভিভিপ্যাটের মুদ্রিত কাগজের সংখ্যা যতগুলি পাওয়া গেছে	যতগুলি ভোট দেওয়া হয়েছে, যেমনটি ফলাফল দেখা গেছে এবং যতগুলি ভিভিপ্যাটের মুদ্রিত কাগজের গণনা হয়েছে, সেগুলি পুরোপুরি মিলে গেছে কিনা ‘হ্যাঁ’/‘না’

১৭ অনুবন্ধ

মহড়া ভোটের শংসাপত্র

শংসয়িত করা যায় যে আমি .... (নম্বর ও নাম লিখুন) বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রের, অথবা .... (নম্বর ও নাম লিখুন) লোকসভা কেন্দ্রের অধীন .... (নম্বর ও নাম লিখুন) বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রের .... (নম্বর ও নাম লিখুন) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার, আজ, ভোটের দিন অর্থাৎ .... (তারিখ লিখুন) সকাল .... টায় ভারতের নির্বাচন কমিশনের সকল নির্দেশ নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করে নিম্নবর্ণিত ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাট সহযোগে মহড়া ভোট সম্পন্ন করেছি।

নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের নম্বর

ব্যালট ইউনিটের নম্বর

ভিভিপ্যাটের সিরিয়াল নম্বর

১। প্রত্যেক প্রার্থী ও না-ভোটের জন্য .... টি ভোট দেওয়া হয়েছিল।

২। পছন্দের প্রার্থী বা না-ভোটের লেড বাতি (LED light) যে জ্বলে উঠছিল তা পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া হয়েছিল।

৩। মহড়া ভোটে মোট .... ভোট পড়েছিল। ফলাফল যন্ত্র সহকারে মেলানো হয়েছিল এবং তা পোলিং অফিসারের রাখা প্রদত্ত ভোটের হিসাবের সঙ্গেও পুরোপুরি মিলে যায়।

৪। আমি মহড়া ভোটের পর বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রের মেমরি থেকে ওই ভোটের ফলাফল যন্ত্রসহকারে মুছে দিয়েছি এবং ভিভিপ্যাটের ড্রপবাক্স থেকে কাগজের টুকরোগুলি সরিয়ে নিয়েছি। পরীক্ষা করে দেখেছি যে, মেমরি থেকে ভোটের ফলাফল মুছে গেছে, কেননা 'টোটাল' চিহ্নিত বোতামটি টেপার পর মোট প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা 'শূন্য' দেখা গেছে।

৫। মহড়া ভোটের সময় প্রার্থীদের প্রতিনিধি হিসাবে নিম্নোক্ত পোলিং এজেন্টরা, যাঁদের প্রত্যেকের নামের পাশে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর নাম লেখা আছে, উপস্থিত ছিলেন এবং আমি তাদের স্বাক্ষর নিয়েছি।

৬। প্রকৃত ভোটগ্রহণ আরম্ভের সময় কন্ট্রোল ইউনিটের পর্দায় ফুটে-ওঠা ভোট আরম্ভ, তারিখ ও সময় ছিল .... (২০০৬-উত্তর বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রের ক্ষেত্রে পূরণ করতে হবে)।

ক্রমিক নম্বর	**পোলিং এজেন্টের নাম**	**দলের নাম**	**প্রার্থীর নাম**	**পোলিং এজেন্টের স্বাক্ষর**
১।				
২।				
৩।				
৪।				
৫।				

অথবা

মহড়া ভোটের নির্ধারিত সময়ে কোনোও পোলিং এজেন্ট উপস্থিত ছিলেন না/মাত্র একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোলিং এজেন্ট উপস্থিত ছিলেন। আরও পনেরো মিনিট অপেক্ষা করার পর, আমি সকাল .... টায় অন্যান্য ভোটকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে মহড়া ভোট সম্পন্ন করি।

মাইক্রো পর্যবেক্ষক (যদি ভোটকেন্দ্রে নিয়োজিত হয়ে থাকেন)-এর স্বাক্ষর।

তারিখ — প্রিসাইডিং অফিসারের নাম ও স্বাক্ষর

সময় — ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নম্বর ও নাম ....

১৮ অনুবন্ধ

সচিত্র নির্বাচক তালিকার নমুনা

নির্বাচক তালিকা, ২০০৬

রাজ্য - মিজোরাম

বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রের নং, নাম এবং সংরক্ষণের ধরন ২৫-লোকিছেরো (ত উ)	অংশ নং - ১
বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রটি যে সংসদীয় নির্বাচন কেন্দ্রে অবস্থিত তার নং, নাম এবং সংরক্ষণের ধরন ১ - মিজোরাম (ত উ)	
১। সংশোধনের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ :	
সংশোধনের বৎসর : ২০০৬ যোগ্যতা নির্ণায়ক তারিখ : ০১.০১.২০০৬ সংশোধনের প্রকার : স্পেশ্যাল সামারি প্রকাশনার তারিখ : ২০.১০.২০০৫	তালিকা চিহ্নিতকরণ : পূর্ণাঙ্গ সংশোধন, ২০০৫-এর মূল তালিকা, ২০০৬ সালের স্পেশ্যাল সামারি সংশোধনের আগে সমস্ত সংযোজনী সমন্বিত

২। অংশ ও ভোটগ্রহণের এলাকার বিস্তারিত বিবরণ :	
অংশে অন্তর্ভুক্ত বিভাগের নং ও নাম : ১। ২। ৩। ৪।	
	মূল গ্রাম/শহর : আর ডি ব্লক : থানা : মহকুমা : জেলা : পিন কোড :

৩। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ :			
ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নং ও নাম : ১ - কানমুন	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের রকম (পুং/স্ত্রী/সাধারণ)		সাধারণ
ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ঠিকানা : সরকারি প্রাথমিক স্কুল, কানমুন	এই অংশে সহায়ক ভোট গ্রহণ কেন্দের সংখ্যা :		১

৪। নির্বাচকের সংখ্যা :				
ক্রমিক সংখ্যা থেকে শুরু করে	ক্রমিক সংখ্যা পর্যন্ত	প্রকৃত নির্বাচক		
		পুরুষ	মহিলা	মোট
১	১০৩০	৫০২	৫২৮	১০৩০

1 EPIC No : HJC0023143 Name : RAMZAUVA **Father's** Name : NEIHALHA (L) House No : 1 Age : 52 Sex : **Male** 	**2** EPIC No : HJC0022582 Name : L.RINMAWII **Husband's** Name : RAMZAUVA House No : 1 Age : 49 Sex : **Female** 	**3** EPIC No : HJC0001305 Name : REBEKI **Father's** Name : RAMZAUVA House No : 1 Age : 25 Sex : **Female**
4 EPIC No : HJC0003145 Name : LALSANGZUALI **Father's** Name : RAMZAUVA House No : 1 Age : 23 Sex : **Female** 	**5** EPIC No : HJC0003210 Name : VANLALFAKA **Father's** Name : RAMZAUVA House No : 1 Age : 20 Sex : **Male** 	**6** EPIC No : HJC0001743 Name : LALTHANNGURI **Husband's** Name : LALAWTA(L) House No : 2 Age : 69 Sex : **Female**
7 EPIC No : HJC0023226 Name : LALCHHINGPUII **Father's** Name : LALAWTA(L) House No : 2 Age : 49 Sex : **Female** 	**8** EPIC No : HJC0002998 Name : HMINGCHUNGNUNGA **Father's** Name : LALLAWTA (L) House No : 2 Age : 43 Sex : **Male** 	**9** EPIC No : HJC0023234 Name : Darthanmawii **Father's** Name : Lallawta (L) House No : 2 Age : 39 Sex : **Female**
10 EPIC No : HJC0023671 Name : Lalrotlinga **Father's** Name : Lallawta (L) House No : 2 Age : 24 Sex : **Male** DELETED 	**11** EPIC No : Name : Lalawithanga **Mother's** Name : Velchhingi House No : 2 Age : 29 Sex : **Male**	**12** EPIC No : HJC0019422 Name : Thangluri **Husband's** Name : Zosanglura (L) House No : 3 Age : 46 Sex : **Female**
13 EPIC No : Name : Zonunkimi Chhangte **Father's** Name : Zosanglura (L) House No : 3 Age : 19 Sex : **Female**	**14** EPIC No : HJC0001727 Name : Banthanga **Father's** Name : Chawla (L) House No : 4 Age : 86 Sex : **Male** 	**15** EPIC No : HJC0001735 Name : Lalzami **Husband's** Name : Banthanga House No : 4 Age : 76 Sex : **Female**
16 EPIC No : HJC0001933 Name : Lalduhawma **Father's** Name : Banthanga House No : 4 Age : 45 Sex : **Male** 	**17** EPIC No : HJC0023564 Name : Daniala **Father's** Name : Banthanga House No : 4 Age : 30 Sex : **Male** 	**18** EPIC No : HJC0022673 Name : Lalnunmawia **Father's** Name : Huama House No : 5 Age : 39 Sex : **Male**
19 EPIC No : HJC0022574 Name : Hmangaihpari **Husband's** Name : Lalnunmawia House No : 5 Age : 35 Sex : **Female** 	**#20** EPIC No : HJC0003228 Name : Ramzauva **Father's** Name : Banthanga House No : 6 Age : 39 Sex : **Male** 	**#21** EPIC No : HJC0003129 Name : Fakzuali **Husband's** Name : Ramzauva House No : 6 Age : 37 Sex : **Female**
22 EPIC No : HJC0019471 Name : Lalsangluaia **Father's** Name : Khuanga (L) House No : 7 Age : 86 Sex : **Male** DELETED 	**23** EPIC No : HJC0022632 Name : Sapmawia **Father's** Name : Lalsangluaia House No : 7 Age : 46 Sex : **Male** DELETED 	**24** EPIC No : HJC0024042 Name : Ramhmingthangi **Husband's** Name : Sapmawia House No : 7 Age : 41 Sex : **Female**
25 EPIC No : HJC0004119 Name : Chuauthanpari **Husband's** Name : Laltanpuia Ralte House No : 7 Age : 23 Sex : **Female** 	**26** EPIC No : Name : Lalbiakdiki **Father's** Name : Sapmawia House No : 7 Age : 19 Sex : **Female**	**27** EPIC No : Name : Laltanpuia Ralte **Father's** Name : Lallianthanga House No : 7 Age : 31 Sex : **Male**
28 EPIC No : HJC0000182 Name : Panawra **Father's** Name : Thata (L) House No : 8 Age : 74 Sex : **Male** 	**#29** EPIC No : HJC0003657 Name : Zothanpuii **Husband's** Name : L.Rama House No : 8 Age : 31 Sex : **Female** 	**30** EPIC No : HJC0019364 Name : Lalhnuna Pachuau **Father's** Name : L.Sangluaia House No : 9 Age : 44 Sex : **Male**

N.B. : Age as on 01-01-2006 # Corrected as per Supplement

31 EPIC No : HJC0019356
Name : Romawii Jongte
Husband's Name : Lalhnuna
House No : 9
Age : 43 Sex : Female

32 EPIC No : HJC0045518
Name : Lalhmingthanga
Father's Name : Lalnema (L)
House No : 10
Age : 56 Sex : Male

33 EPIC No :
Name : Ngurtinchhingi
Husband's Name : Lalhmingthanga
House No : 10
Age : 52 Sex : Female

34 EPIC No : HJC0022566
Name : Hrangthanzami
Father's Name : Lalhmingthanga
House No : 10
Age : 24 Sex : Female

35 EPIC No : HJC0022731
Name : Lalrothuami
Father's Name : Lalhmingthang
House No : 10
Age : 22 Sex : Female

36 EPIC No :
Name : Lalfakmawia
Father's Name : Lalhmingthanga
House No : 10
Age : 20 Sex : Male

#37 EPIC No : HJC0001180
Name : Thuampuii
Husband's Name : Kapthianga (L)
House No : 11
Age : 55 Sex : Female

38 EPIC No : HJC0023275
Name : Laltandiki
Father's Name : Kapthianga (L)
House No : 11
Age : 34 Sex : Female

39 EPIC No : HJC0004234
Name : Lalzikpuii
Father's Name : Kapthianga (L)
House No : 11
Age : 31 Sex : Female

40 EPIC No : HJC0001206
Name : Lalnunchhungi
Father's Name : Kapthianga (L)
House No : 11
Age : 29 Sex : Female

41 EPIC No : HJC0004358
Name : Lalremmawia
Father's Name : Kapthianga (L)
House No : 11
Age : 27 Sex : Male

42 EPIC No : HJC0024026
Name : Lalthakima
Father's Name : Kapthianga (L)
House No : 11
Age : 21 Sex : Male

43 EPIC No : HJC0026666
Name : Lalrinsanga
Father's Name : Kapthianga (L)
House No : 11
Age : 23 Sex : Male

44 EPIC No : HJC0022913
Name : Lalthanmawia
Father's Name : Kapthianga (L)
House No : 11
Age : 25 Sex : Male

45 EPIC No : HJC0004242
Name : Vanlalchhuangi
Husband's Name : Lalremmawia
House No : 11
Age : 22 Sex : Female

46 EPIC No : HJC0000067
Name : R.Lalnunthanga
Father's Name : Tlanchhuaha
House No : 12
Age : 43 Sex : Male

47 EPIC No : HJC0002253
Name : Rothangpuii
Husband's Name : R.Lalnunthanga
House No : 12
Age : 39 Sex : Female

48 EPIC No : HJC0024182
Name : Zonunthanga
Father's Name : Rova
House No : 13
Age : 37 Sex : Male

#49 EPIC No : HJC0000729
Name : Sairengpuii
Husband's Name : Zonunthanga
House No : 13
Age : 38 Sex : Female

50 EPIC No :
Name : Lalnunpuia
Father's Name : Zonunthanga
House No : 13
Age : 19 Sex : Male

51 EPIC No : HJC0022939
Name : Biakchungnunga
Father's Name : L.Rohnuna
House No : 14
Age : 34 Sex : Male

52 EPIC No : HJC0000984
Name : Lalremliani
Husband's Name : Biakchungnunga
House No : 14
Age : 29 Sex : Female

53 EPIC No : HJC0023259
Name : Lalhmuaki
Husband's Name : Chawngchhunga (L)
House No : 15
Age : 67 Sex : Female

54 EPIC No : HJC0023986
Name : L.Nunsanga
Father's Name : Chawngchhunga (L)
House No : 15
Age : 45 Sex : Male

55 EPIC No : HJC0023416
Name : Zolawmi
Husband's Name : L.Nunsanga
House No : 15
Age : 33 Sex : Female

56 EPIC No : HJC0023499
Name : Lalnunhlimi
Father's Name : Chawngchhunga (L)
House No : 15
Age : 31 Sex : Female

57 EPIC No :
Name : Laltanpari
Father's Name : Chawngchhunga (L)
House No : 15
Age : 34 Sex : Female

58 EPIC No : HJC0045583
Name : Zodinthari
Husband's Name : Zosiama
House No : 16
Age : 38 Sex : Female

59 EPIC No :
Name : Rokungi
Husband's Name : Lalbuka (L)
House No : 17
Age : 79 Sex : Female

60 EPIC No : HJC0004341
Name : Lalhmuchhuaka
Father's Name : Lalbuka (L)
House No : 17
Age : 40 Sex : Male

61 EPIC No : HJC0001248
Name : Lalhmingmawii
Husband's Name : Lalhmuchhuaka
House No : 17
Age : 40 Sex : **Female**

62 EPIC No :
Name : Zonuntlinga
Father's Name : Lalhmuchhuaka
House No : 17
Age : 19 Sex : **Male**

63 EPIC No : HJC0023622
Name : Lalnunpari
Husband's Name : Lalchhandama (L)
House No : 18
Age : 37 Sex : **Female**

64 EPIC No : HJC0000604
Name : C.Lalliandawla
Father's Name : Biakliana
House No : 19
Age : 57 Sex : **Male**

65 EPIC No : HJC0000612
Name : Vanthuami
Husband's Name : C.Lalliandawla
House No : 19
Age : 51 Sex : **Female**

66 EPIC No :
Name : Chawngthansangi
Father's Name : C.Lalliandawla
House No : 19
Age : 28 Sex : **Female**

67 EPIC No : HJC0000596
Name : Ngurthangpuii
Father's Name : C.Lalliandawla
House No : 19
Age : 27 Sex : **Female**

68 EPIC No : HJC0023085
Name : Siamhlupuii
Father's Name : C.Lalliandawla
House No : 19
Age : 25 Sex : **Female**

69 EPIC No : HJC0001362
Name : Roluahpuii
Father's Name : C.Lalliandawla
House No : 19
Age : 23 Sex : **Female**

70 EPIC No : HJC0022640
Name : Lalrodinga
Father's Name : C.Lalliandawla
House No : 19
Age : 21 Sex : **Male**

71 EPIC No : HJC0002121
Name : H.Johana
Father's Name : H.Hmingliana (L)
House No : 20
Age : 41 Sex : **Male**

72 EPIC No : HJC0001339
Name : Lalchawiliani
Husband's Name : H.Johana
House No : 20
Age : 35 Sex : **Female**

73 EPIC No : HJC0001503
Name : Thanzauvi
Husband's Name : Zothansanga (L)
House No : 21
Age : 51 Sex : **Female**

74 EPIC No : HJC0001511
Name : Lalremruati
Husband's Name : B.Lalkima
House No : 21
Age : 25 Sex : **Female**

75 EPIC No :
Name : B.Lalkima
Father's Name : Lalhnuaia (L)
House No : 21
Age : 41 Sex : **Male**

76 EPIC No :
Name : Lalduhsangi
Father's Name : Zothansanga (L)
House No : 21
Age : 22 Sex : **Female**

77 EPIC No : HJC0003160
Name : Lali
Husband's Name : Neihalha (L)
House No : 22
Age : 71 Sex : **Female**

78 EPIC No : HJC0003178
Name : Ngurhmingthangi
Father's Name : Neihalha (L)
House No : 22
Age : 31 Sex : **Female**

79 EPIC No : HJC0003194
Name : Lalnuntluanga
Father's Name : Neihalha (L)
House No : 22
Age : 40 Sex : **Male**

80 EPIC No : HJC0003202
Name : Laltawmpuii
Husband's Name : Lalnuntluanga
House No : 22
Age : 32 Sex : **Female**

81 EPIC No : HJC0000463
Name : Samuela
Father's Name : Lalsuliana (L)
House No : 23
Age : 36 Sex : **Male**

82 EPIC No : HJC0002097
Name : Lalthansangi
Father's Name : Lalsuliana (L)
House No : 23
Age : 33 Sex : **Female**

83 EPIC No : HJC0000489
Name : Lalrinpuii
Husband's Name : Samuela
House No : 23
Age : 29 Sex : **Female**

84 EPIC No : HJC0000364
Name : Lalrokunga
Father's Name : S.Hminga
House No : 24
Age : 49 Sex : **Male**

85 EPIC No :
Name : Hmingthanvuli
Husband's Name : Lalrokunga
House No : 24
Age : 44 Sex : **Female**

86 EPIC No :
Name : Lalfamkima
Father's Name : Lalrokunga
House No : 24
Age : 26 Sex : **Male**

87 EPIC No :
Name : Lalthanzuali
Father's Name : Lalrokunga
House No : 24
Age : 23 Sex : **Female**

88 EPIC No :
Name : Lalbiaktluanga
Father's Name : Lalrokunga
House No : 24
Age : 21 Sex : **Male**

89 EPIC No :
Name : Lalthankimi
Father's Name : Lalrokunga
House No : 24
Age : 19 Sex : **Female**

90 EPIC No :
Name : Lalmuanpuii
Husband's Name : Lalfamkima
House No : 24
Age : 30 Sex : **Female**

91 EPIC No : HJC0023176
Name : Biakkhumi
Husband's Name : Zalawta (L)
House No : 25
Age : 65 Sex : Female

92 EPIC No : HJC0022749
Name : Buatsaiha
Father's Name : Zalawta (L)
House No : 25
Age : 33 Sex : Male

93 EPIC No :
Name : Lalbiaksiami
Husband's Name : Biakchungnunga
House No : 25
Age : 29 Sex : Female

94 EPIC No : HJC0024083
Name : Sangpuii
Husband's Name : Buatsaiha
House No : 25
Age : 23 Sex : Female

95 EPIC No : HJC0026690
Name : Lalchhanhlimi
Father's Name : Zalawta (L)
House No : 25
Age : 21 Sex : Female

96 EPIC No :
Name : Biakchungnunga
Father's Name : Vanthanga
House No : 25
Age : 31 Sex : Male

97 EPIC No : HJC0000562
Name : Zaionnghaka
Father's Name : Rongenga
House No : 26
Age : 38 Sex : Male

98 EPIC No : HJC0019497
Name : Hmangaihzuali
Husband's Name : Zaionnghaka
House No : 26
Age : 34 Sex : Female

99 EPIC No : HJC0000125
Name : Tlangthanzama
Father's Name : Chawngdailova (L)
House No : 27
Age : 61 Sex : Male

100 EPIC No : HJC0000117
Name : L.Fakzuali
Husband's Name : Tlangthanzama
House No : 27
Age : 59 Sex : Female

101 EPIC No : HJC0000059
Name : Biakthianghlima
Father's Name : Tlangthanzama
House No : 27
Age : 32 Sex : Male

102 EPIC No : HJC0023010
Name : Chawngthanmawia
Father's Name : Tlangthanzama
House No : 27
Age : 30 Sex : Male

103 EPIC No : HJC0022681
Name : Benzamina
Father's Name : Tlangthanzama
House No : 27
Age : 28 Sex : Male

104 EPIC No : HJC0019331
Name : Lalzahawma
Father's Name : Tlangthanzama
House No : 27
Age : 25 Sex : Male

105 EPIC No : HJC0045575
Name : C.Rohnuna
Father's Name : Darchhunga (L)
House No : 28
Age : 51 Sex : Male

106 EPIC No : HJC0026609
Name : Lalngilneihi
Husband's Name : C.Rohnuna
House No : 28
Age : 49 Sex : Female

107 EPIC No : HJC0023168
Name : Lalhmuaka
Father's Name : C.Rohnuna
House No : 28
Age : 26 Sex : Male

108 EPIC No :
Name : Lalrintluangi
Husband's Name : Lalhmuaka
House No : 28
Age : 20 Sex : Female

109 EPIC No : HJC0004028
Name : Hranghnawla
Father's Name : Kapthianga (L)
House No : 29
Age : 63 Sex : Male

110 EPIC No : HJC0026799
Name : Hmingchungnunga
Father's Name : Hranghnawla
House No : 29
Age : 33 Sex : Male

111 EPIC No :
Name : Lalchungnunga
Father's Name : Hranghnawla
House No : 29
Age : 26 Sex : Male

112 EPIC No : HJC0000422
Name : Thasangpuii
Father's Name : Hranghnawla
House No : 29
Age : 20 Sex : Female

113 EPIC No : HJC0003061
Name : R.Zoramthanga
Father's Name : V.L.Muana (L)
House No : 30
Age : 57 Sex : Male

114 EPIC No : HJC0001545
Name : Sangzuali
Husband's Name : R.Zoramthanga
House No : 30
Age : 56 Sex : Female

115 EPIC No : HJC0003186
Name : Lallianbuanga
Father's Name : R.Zoramthanga
House No : 30
Age : 24 Sex : Male

116 EPIC No : HJC0022897
Name : R.Zomuansanga
Father's Name : R.Zoramthanga
House No : 30
Age : 22 Sex : Male

117 EPIC No : HJC0000414
Name : Vanlalsiami
Husband's Name : Lalthlamuana (L)
House No : 31
Age : 42 Sex : Female

118 EPIC No : HJC0022699
Name : Ramthanpuii
Father's Name : Lalthlamuana (L)
House No : 31
Age : 23 Sex : Female

119 EPIC No :
Name : Lalrinkimi
Father's Name : Lalthlamuana (L)
House No : 31
Age : 20 Sex : Female

120 EPIC No : HJC0045831
Name : Thangzingi
Husband's Name : Seia (L)
House No : 32
Age : 68 Sex : Female

N.B. : Age as on 01.01.2006 # Corrected as per Supplement

১৯ অনুবন্ধ

(১৯ অধ্যায়, ১.২ অনুচ্ছেদ)

স্লিপের নমুনা

ক্রমিক সংখ্যাযুক্ত পূর্বমুদ্রিত স্লিপের নমুনা

স্লিপ (ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার নির্ধারিত সময়ে সারিতে দাঁড়িয়ে থাকা ভোটদাতাদের জন্য)
ক্রমিক সংখ্যা : ১ [প্রিসাইডিং অফিসারের পূর্ণ স্বাক্ষর] নির্বাচন কেন্দ্র নং -- ভোটগ্রহণ কেন্দ্র নং -------------------

২০ অনুবন্ধ

(১৯ অধ্যায়, ৭.৩ অনুচ্ছেদ)

General/ Bye- Election to...

Sl. No. and Name of Parliamentary/Assembly Constituency...

No. and Name of Polling Station...

FORM OF DECLARATION BY ELECTOR UNDER RULE 49MA OF CONDUCT OF ELECTIONS RULES, 1961

1. I hereby solemnly declare and affirm under sub-rule (1) of Rule 49 MA of the Conduct of Elections Rules 1961 that the paper slip generated by the printer attached to the Balloting Unit has shown the name and/or symbol of a candidate other than the candidate for whom I voted by pressing the concerned blue button against the name and symbol of the candidate of my choice on the Balloting Unit. I am ready to cast a test vote again to show that the allegation made by me is true and bonafide.

2. I am aware of the penal provisions of Section 177 of the IPC that I shall be liable to be punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both, if the declaration given by me in para 1 above to the Presiding officer appointed under Section 26 of the RPAct, 1951 is found to be incorrect.

Signature/Thumb impression of the Elector

Name of the Elector..

Father//Mother//Husband's Name.......................

Part No. of elector roll.......................................

Sl. No. of elector in that Part...............................

Sl. No. in Register of Voters (Form 17A) ....

Dated.................

Certified that the above declaration was made and subscribed by the elector above named before me.

Dated.................

Signature of the Presiding Officer